প্রণয়-কানন।

প্রথম-অধ্যায়।

প্রান্তর-মধ্যস্থ-রাজপথ, তৎপার্শ্বে সরোবর।

প্রকাণ্ড প্রান্তর, আজি সমস্ত শস্য কলমাদি রহিত, কৃষকেরা শস্যাদি কর্ত্তন করিয়া গৃহে লইয়া গিয়াছে। সূর্য্যোত্তাপে ছোট্ ছোট বৃক্ষ লতাদি শুষ্কপ্রায়, মধ্যে মধ্যে দুই একটী গবাদি পশু আহার অন্বেষণ করিতেছে। মনুষ্য সম্পর্ক শূন্য, দূরে দূরে অবস্থিত অশ্বত্থ, বট প্রভৃতি বড় বড় বৃক্ষ সকলকে দেখিলে বোধ হয় যেন, তাহারা মাঠের কোথায় কি হইতেছে তাহাই দেখিতেছে। মধ্যদিয়া এক প্রকাণ্ড রাজপথ, সেই প্রান্তরকে দুইভাগে ভাগ করিয়া কোন্ সুদূর দেশে চলিয়া গিয়াছে। রাজপথে জন-প্রাণী নাই। বেলা তৃতীয় প্রহর, চতুর্দিক ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। বালুকরঙ্গে সূর্য্য কিরণ পতিত হইয়া চকমক্ করিতেছে। এমন সময় একখানি পাল্কী কয়েকজন বাহক এবং একটী যুবক সেই পথ ধরিয়া সেই মাঠের মাঝখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলেই বিশেষ ক্লান্ত, বসিবার স্থান খুঁজিতেছিল। তার পাল্কী লইয়া আসিতেছিল। আসিতে আসিতে দেখিতে পাইল, পথের ধারে সুন্দর সরোবর। বড় বড় বৃক্ষ উচ্চ পাড়ের মস্তকে দাঁড়াইয়া ডাল পালা নাড়িয়া যেন তাহাদিগকে বিশ্রামের জন্য ডাকিতেছে। সরোবরের জল অতি নির্ম্মল, যেন কাকের চক্ষু, বাতাসের জোরে টল টল করিতেছে, মধ্যে মধ্যে দুই

একটী পক্ষী, তরঙ্গমালায় ভাসিয়া ভাসিয়া নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে। সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরীর একত্র মিলনের ন্যায় স্থানে স্থানে দুই চারিটী—পদ্ম পুষ্প বিকশিত হইয়া অল্প অল্প মাথা নাড়িয়া পরস্পরে কি বলাবলি করিতেছে। পথের ধারেই সরোবরের বাঁধাঘাট, ঘাটের দুই পার্শ্বে দুইটী অশ্বত্থ বৃক্ষ, পথের দিক্ পাহাড় শূন্য, যুবক সরোবর দর্শনে বাহক দিগকে কহিলেন—বাপ সকল বড় পিপাসায় কাতর হইয়াছ একটু জল খাইয়া নাও। আজ্ঞা পাইয়া বাহকেরা কৃতার্থ হইল। পাল্কীখানি ঘাটে নামাইয়া হাতমুখ ধুইতে জলে নামিল। ক্রমে জল হইতে উঠিল, সঙ্গে সামান্য মুড়ি ছিল বাহির করিয়া খাইতে বসিল, কেহবা তাহা জলে ভিজাইবার জন্য পুনর্ব্বার ঘাটে নামিল, শুষ্কমুখে, শুষ্কমুড়ি গলাধঃকরণ হয় না। জলযোগ শেষ হইয়া গেল। যুবক পূর্ব্বেই ঘাটের এক পার্শ্বে বসিয়া অতি বিষণ্ণভাবে পথের দিক চাহিয়া কি ভাবিতে ছিলেন। পিপাসায় মুখ শুষ্ক, জিহ্বা শুষ্ক, হৃদয় শুষ্ক; তথাচ জলপানে ইচ্ছা নাই। ভাবনায় মন চঞ্চল, কি করিব, কি হইবে এই চিন্তাতেই চিন্তাকুল, এমন সময়ে পাঁচকড়ি বাহক কহিল হুজুর মশাই কি ভাব্‌চেন, লোগ-লেন আর ভাবনা কি, আমরা দশ বারো কোশ পথ এগিয়ে পড়েছি, আর আমাদের ধরে কোন শালা। যদি বলেন তো—চাটি ভাত বেঁধে খাই। যুবক কহিলেন পাঁচু। ভাত কেমন করিয়া হইবে, সঙ্গে যে কিছুই নাই। পাঁচু বলিল মশাই সে জন্য ভাব্‌তে হবে না। দারোগা মশাই আমাদিগকে যে সব যোগাড় ক'রে দিয়েছেন, ঐ দেকুন চাল, তরকারী আর পিতলের হাড়ী মজুত; সঙ্গে চক্‌মকী তামাকেরও অভাব নাই। চোঙ্গার তেল আছে, পুঁটুলিতে লুণ বাঁধা; কিসের ভাবনা, আপনি আজ্ঞে ক'র্‌লেই ঐ মরা গাছটা থেকে কাঠ ভেঙ্গে এনে ভাতে ভাতে চাটি পাকিয়ে নিই। খিদের পেট জ্ব'লে গেল। আর পাল্কী টান্‌তে পারি না।

প্রণয়-কানন।

লভিতে বিমল-সুখ যদি সাধ মনে।
সতত ভ্রমণ কর প্রণয়-কাননে ॥
পতি-সোহাগিনী-সতী-সরলার সনে।
পাইবে স্বর্গীয় সুখ কথোপকথনে ॥

"আপরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।"

প্রসিদ্ধ সরোজ-বাসিনী প্রভৃতি প্রণেতা

শ্রীব্রজনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

প্রণীত এবং প্রকাশিত।

কলিকাতা নর্ম্যালস্কুল।

কলিকাতা,

২১০/১ কর্ণয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে

শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত।

বিজ্ঞাপন।

এই সংসাররূপ মহাবনে মহৎ হইতে ক্ষুদ্র এবং ধার্ম্মিক হইতে ঘোরনারকীর বাস; ইহা অসংখ্যবিধ জীবগণের অসংখ্যবিধ কার্য্যে, নিয়তই কার্য্য সঙ্কুল; মনুষ্যগণ সেই জীব রাজ্যের রাজা; তাঁহাদিগের আবার সকলের অবস্থা সমান নহে। কেহ পালক, কেহ পাল্য। যিনি রক্ষীপদবাচ্য তিনি ঈশ্বর জানিত ব্যক্তি, সে বিষয়ে সংশয় নাই। সেই প্রভু, বহুলোকের পালক হইয়া, যদি নিজ পদের গুরুত্ব বিস্মৃত হইয়া নানাবিধ অত্যাচারে প্রবৃত্ত হয়েন, তবে অধীন জনগণের কষ্টের পরিসীমা থাকে না। যেহেতু সমাজ মধ্যে কেহ তাহার শাসন কর্ত্তা নাই। সে অবস্থায় সর্ব্বলোকপালক ভগবান্ হরি তাহার হস্ত হইতে সে পালনভার গ্রহণ না করিলে, উপায় কি আছে। ফলে ঈশ্বর তাহাই করিয়া থাকেন।

এই বিষয়ের দৃষ্টান্ত প্রদর্শনচ্ছলে আমি কয়েকটী নায়ক নায়িকাকে নাট্যভূমিতে অবতীর্ণ করিয়া ধর্ম্ম এবং পাতিব্রত্যমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছি। প্রায় সকলে সকল সময়ে রমণীবর্গকে সকল দোষের আদি কারণ বলিয়া সদর্পে সমস্ত দোষ তাহাদের মস্তকে চাপাইয়া আপনারা সাধু হইয়া বসেন। যাঁহারা এরূপ করেন, তাঁহারা দেখিবেন যে, অবলাগণ একা, অগ্রে দোষী নহেন। এই প্রণয়-কানন পাতিব্রত্য ধর্ম্ম ফলে পরিপূর্ণ; সুতরাং প্রত্যেক যুবক যুবতীর আদরের ধন; আমি অল্প জ্ঞান নিবন্ধন যদিও ইহার তরুলতিকা প্রভৃতিকে যথোপযুক্ত সাজ-সজ্জায় সমলঙ্কৃত করত যথোপযুক্তস্থানে স্থাপন করিতে পারি নাই সত্য, তথাচ ভরসা করি, তরুলতিকা সকল স্ব-স্ব-গুণে বিজ্ঞ পাঠক পাঠিকাকে প্রীতি দানে সমর্থ হইবে।

গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কনকালে আমার প্রাণাধিক কনিষ্ঠ ভ্রাতা সিদ্ধেশ্বরের মৃত্যু হওয়াতে আমি ইহার রীতিমত সংশোধন করিতে পারি নাই। তজ্জন্য স্থানে স্থানে দুই একটী অশুদ্ধি রহিয়া গিয়াছে। পাঠক মহাশয়-গণ তত্তৎ স্থল সংশোধন পূর্ব্বক পাঠ করিয়া আমায় কৃতার্থ করিবেন। পশ্চাৎ পুনরঙ্কন কালে সংশোধন করিয়া দিব ইতি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

উপসংহারে বক্তব্য, আমার (এই গ্রন্থের) কার্য্যাধ্যক্ষ নটবর বাগীশকে ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া থাকিতে পারিলাম না, কারণ তাঁহার আগ্রহেই গ্রন্থ খানি জনসমাজে প্রচারিত হইল। আমি তাঁহাকে প্রথমবার মুদ্রিত এবং বিক্রীত পুস্তক সকলের লাভ লোক-সানের অর্দ্ধাংশ ভাগী করিলাম।

শ্রীব্রজনাথ ভট্টাচার্য্য—২১শে ভাদ্র। ৯৫ সাল

উৎসর্গ-পত্র।

বিদ্বজ্জন-পদ্ম-ভাস্কর,
মহামহিমার্ণব, মাদৃশ-জন
পালক, আর্য্যধর্ম্মসেবী।
শ্রীলশ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র
শ্রীমানী
ভাস্তাড়ালাটের জমীদার
মহাশয় মাদৃশ-জন
পালকেষু।

সবিনয় নিবেদনমৃ,

পূর্ণ বাবু। যেমন শুক্ল পক্ষীয় শশধর ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া স্বকীয় বিমল কিরণ জালে জগৎ শুভ্রীকৃত করিয়া জনগণের মনোহরণ করিয়া থাকে। তেমনই আপনার বিমল-যশশ্চন্দ্র সমুদিত হইয়া দিনে দিনে চতুর্দ্দিক্ বিমলীকৃত করিতেছে। আমি আপনার একান্ত পক্ষপাতী।

বিদ্বজ্জন-পদ্ম-ভাস্কর,
সুপণ্ডিত, সমদর্শী,
সোদরোপম শ্রীল
শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র
মুখোপাধ্যায় ভাস্তা
ড়ালাটের ম্যানে-
জার মহাশয় সো-
দর সদৃশেষু।

নমস্কার নিবেদন মিদং—

পূর্ণবাবু। পূর্ণবাবুর সহিত আপনার সম্মিলন মণি কাঞ্চন সমাগমের ন্যায় অতীব হৃদয গ্রাহী হইযাছে। যেমন সুবিস্তৃত জমীদারী, আপনি, তেমনই, সুধীর সুদক্ষ-অপক্ষপাতী-লোভশূন্য সুবিচারক কর্ম্মচারী, আমি আপনার গুণগ্রামের নিতান্ত পক্ষপাতী।

সেই জগৎপাতা জগদীশ্বরের নিকটে কায়মনোবাক্যে নিয়ত এই

প্রার্থনা করি, আপনাদিগের যশশ্চন্দ্র চিরদিন অক্ষয়ভাবে উদিত থাকিয়া জগতের উপকার সাধন করিতে থাকুন্। আপনারা যেরূপ বিজ্ঞতার সহিত প্রজাপালনাদিকার্য্যপরিদর্শন, আশ্রিত জনগণকে প্রতিপালন, আর্য্যধর্ম্ম পরিরক্ষণ, সুধীগণের মনোরঞ্জন প্রভৃতি মহৎ কার্য্য সকল করিয়া থাকেন, সেরূপ অতি অল্প লোকেরই দেখিতে পাওয়া যায়। পরিশ্রান্ত দেহের শ্রমাপনোদন জন্য বন্ধু সঙ্গে উদ্যানাদি ভ্রমণ পূর্ব্বক চিত্তবিনোদন আবশ্যক, এজন্য আমি যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়া এই সামান্য কাননপ্রস্তুত করিয়াছি। যদিও আমি অল্পজ্ঞান নিবন্ধন স্বর্গীয় সৌরভ পূর্ণ পুষ্পলতিকা প্রভৃতিকে যথোপযুক্ত সাজসজ্জায় সমলঙ্কৃত করিয়া যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে পারিনাই সত্য; তথাচ ভরসা করি, তরুলতিকা সকল, স্ব স্বগুণে আপনাদিগকে আনন্দিত করিবে। এক্ষণে বিনয়বচনে নিবেদন এই, উভয়ে মধু-মন্মথের ন্যায়, অবসর কালে এক এক বার এই উদ্যানে ভ্রমণ পূর্ব্বক ইহার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে কৃপাদৃষ্টি করত আমায় কৃতার্থ করিবেন অলমতি বিস্তরেণ।

শরণাগত

সন ১২৯৫ সাল
২১শে ভাদ্র

পণ্ডিত শ্রীব্রজনাথ ভট্টাচার্য্য
কলিকাতা নর্ম্ম্যালস্কুল—পাঠশালা।
বর্দ্ধমান—বক্তির

যুবক কহিলেন শীঘ্র শীঘ্র খাইতে পার তো খাইয়া নাও। আজ্ঞা-মাত্র বাহকেরা তিনটী ঢিলের উপর হাঁড়ী বসাইয়া অগ্নি জ্বালিয়া তাহে ভাত রাঁধিতে আরম্ভ করিল। পাঁচু সর্দ্দার বেহারা; সে সর্দ্দারি করিতে লাগিল। যুবক পূর্ব্ববৎ ভাবিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে পাঁচু পাল্কীর নিকট গমন করিয়া কহিল—মা—ঠাক্রুণ! পাল্কীর দরজা খুলুন, আর কিসের ভয়; আমরা অনেক দূরে এসেছি; এই সময় আপ্‌নি একটু জল খেয়ে নেন। আর ঠাকুরমশাইকেও বলুন—একটু জল খেলে ভাল হয়। বেলা গেল—অনেক দূর যেতে হবে, না খেলে যেতে পার্‌বেন কেন। শুনিয়া রমণী চমকিয়া উঠিলেন। নিজের খাওয়া দূরে থাক্—হৃদয়ের হৃদয়, প্রাণের প্রাণ; অমূল্য নিধি, তপস্যার ধন, শিবপূজার ফল,—সেইযুবকের অনাহারের কথায় আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; তৎক্ষণাৎ পাল্কীর দ্বার উন্মুক্ত করিলেন—পাঠক!—আপনার এই অবসর, এখন একবার এই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী সরলা, সুশীলা পতিব্রতার অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, গঠন, রূপ, যৌবন, হাব, ভাব, কটাক্ষ, প্রণয—দর্শন, কেমন কেমন; কেমন একটু এই মধুমাখা ভালবাসার সহিত নিজ গৃহলক্ষ্মীর ঐ ঐ বস্তু সকলের তুলনা করিয়া দেখুন দেখি; তুলনায় কে জয় লাভ করে। যদি আপনি বিশুদ্ধ প্রণয়চক্ষে ইহাঁর সহিত নিজ রমণীক তুলনা করেন, তবে ইনি জয় লাভে অসমর্থ; আর যদি ন্যায় চক্ষে, অপক্ষপাতে তুলনা করেন, তবে আপনি অবশ্যই বলিবেন—চমৎকার! আহা কি গঠন! মরি কিরূপের বাহার! স্থির সৌদামিনী!! চাঁপাফুলের কোমল কলি। খাঁটি সোণার খাঁটি শোভা, দুধে আলতায় গোলা! বসন্ত কালের কচি গাছের কচি পাতা! এই মাত্র বিকশিত পদ্মফুলের রূপেরছটা! বছ্‌রাই গোলাপ-দামের রূপের শোভা। আরও বলিবেন—মরি কি মুখের শোভা! কি ভ্রূ! কি চক্ষু! কি কর্ণ! কি নাসিকা! কি কপাল! কি অধরোষ্ঠ!

কি চিবুক। সকলই অনিন্দিত, সুগঠিত, সুসংস্থাপিত,—এমন মুখ কখন দেখি নাই। কি তরল নয়নের মধুময় ভাব! কি সুন্দর! কপোলের সুন্দর শোভা! একটী পান দিয়া মুখখানি ঢাকা যায়। মস্তকে সুদীর্ঘ কেশাবলী। যেন আষাঢ় মাসের নবীন মেঘের নবীন কান্তি। পাঠক! দেখুন। দেখুন। হৃদয় সর্ব্বাপেক্ষা শোভার আধার একটী পদ্ম নালে কেমন দুইটী সুনির্ম্মাণ সুকোমল, মনঃপ্রাণ বিমোহন কমল-কলিকা, হৃদয়-সরোবর আলো করিয়া রহিয়াছে। তৎপার্শ্বেই মৃণাল তুল্য ভুজ যুগল কি সুগোল, সুকোমল। অঙ্গুলির তুলনা নাই। করতল রক্তপদ্মকেও লজ্জা দিতেছে। কটীদেশ এক মুষ্টিতে ধরা যায়। পাঠক। এই নবীনা ললনার নিতম্বদেশ বয়সোচিত সুবিস্তৃত এবং সুনিম্মিত কি না যদি দেখিতে চাও তবে একবার দেখিয়া নাও। জঘন প্রদেশ সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতি কর। উরু যুগলের তুলনা নাই। চরণ যুগল সুন্দরীর চরণের ন্যায়। স্বর, কোকিল-কণ্ঠ বিনির্গত স্বর সদৃশ সুমধুর।

রমণী আর স্থির থাকিতে না পারিয়া মৃদু মধুর স্বরে প্রাণকান্তকে কহিলেন—"আপনি বসিয়া কি ভাবিতেছেন? নিকটে আসুন। চিন্তা কি। ভগবান আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। যদি আমি সতী হই আর আপনার এই চরণে আমার ভক্তি থাকে, তবে আমরা এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইব। কথা শুনুন, কাছে আসুন। এই কথা বলিতে বলিতে নিকটে গমন করিলেন। যুগল বধূ পতির দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া পাল্কীর পার্শ্বে লইয়া গিয়া বসাইলেন। পাল্কীতে একটি ঘটী ছিল, লইয়া জল আনিতে উদ্যত হইলেন।

এই অবসরে যুবক কহিলেন শৈল। আর তোমায় কষ্ট করিতে হইবেনা, এস উভয়েই মুখ প্রক্ষালন করিয়া আসি এই বলিয়া উভয়ে মুখ ধৌত করিলেন। পরে পাল্কীর নিকটে আসিলেন। এই সময় যুবক কহিলেন শৈল! এ হতভাগ্য এইবার তোমায় কি খাইতে

দিবে? সঙ্গে যে কিছুই নাই। আমি তোমার এমনই হতভাগা পতি যে তোমাকে কিছুতেই সুখিনী করিতে পারিলাম না। তুমি কোন্ মহাপাপে যে আমার ভাগ্যে পড়িয়াছিলে তাহা বলিতে পারি না। শৈল কহিলেন কি বলিলেন? বলিতে পারেন বলিয়াই এত করিয়া বলিতে নাই। আপনি আমায় না দিয়াছেন কি? কোন্ রমণী আমাপেক্ষা সুখিনী? কোন্ রমণী পতির নিকট হইতে এমন অমূল্য রত্ন সকল হস্তগত করিতে পারিয়াছে। আমি পতিব্রতা রমণী গণের চরণ রেণুর যোগ্য ও নহি. এই অধমা স্ত্রীর জন্য দুঃখ করা আপনার উচিত নহে। আপনার অনুগ্রহে আমার অভাব কি? বাটী হইতে আসিবার কালে কতক গুলি মিষ্টান্ন আনিয়াছি, তাহা পাল্কীতেই আছে। বাহির করি, এই গ্রহণ করুন বলিয়া খাইতে দিলেন। যুবক অবাক হইয়া ক্ষণকাল মুখপানে চাহিয়া থাকিলেন। পরে যুবতীর হস্ত হইতে যৎকিঞ্চিৎ খাদ্য দ্রব্য লইয়া কহিলেন শৈল! তুমি পাল্কীর ভিতর বসিয়া জল খাও; আমি জল খাইয়া, জল আনিয়া দিতেছি। এই বলিয়া যুবক জল আনিতে গমন করিলেন। পরক্ষণে জল আনিয়া শৈলকে দিয়া পূর্ব্বোক্ত স্থানে বসিয়া পথ পানে চাহিয়া থাকিলেন।

এ-দিকে বাহকগণের অন্ন প্রস্তুত হইল। একখান্ কাপড়ের উপর ঢালিয়া আহারের উদ্যোগ করিতেছে এমন সময় বিকটাকার কয়েকজন অশ্বারোহী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদিগকে দর্শন করিয়া যুবক কহিলেন শৈল-আর আমি তোমায় রক্ষা করিতে পারিলাম না এই বলিয়া নীরব হইলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অশ্বারোহীগণ।

অশ্বারোহীগণ বিজয় বল্লভকে দর্শন করিয়া কহিল ওরে বজ্জাত বামুন আর তোর উপায় নাই। বল্ এখন কোথায় পালাবি? যুবকের নাম বিজয় বল্লভ,

১ম অঃ। আর দেখ্‌চিস কি, আগে বামুনকে বাঁধ, তার পর অন্য কথা।

২য় অঃ। ওরে বামুন! আমার মুনিবের চ'কে ধূলা দিয়ে মাগ্ নিয়ে পালিয়ে এসেছিলি, এইবার কোথায় যাবি;

৩য় অঃ। ওরে শালার বেহারারা! তোল্, পাল্কী তোল্, আর বিলম্ব করিস্ না।

৪র্থ অঃ। বজ্জাত বামুন? আমাদিগকে অচ্ছা ভুলিয়েছিস্, আজ্ তোকে তার প্রতিফল দেবো, তবে ছাড়্‌বো, এই বলিয়া দুই চারি ঘা প্রহার করিল। তাহা দেখিয়া শৈলবালা রোদন করিয়া উঠিলেন। আর বিবিধ-করুণ-বাক্য তাহাদিগকে তাদৃশ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য পুনঃ পুনঃ যোড়হাতে ভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

অশ্বারোহীগণ শৈলবালার রূপের শোভা দর্শন করিয়া এ উহাকে কহিতে লাগিল, বাপোরা কি রূপ!! একবার দেখিলে আর ভুলিবার যো থাকে না। মুনিব মহাশয়, ইহার জন্য পাগল হইবেন না তো আর কাহার জন্য হইবেন। আজি আমরা ইহাকে লইয়া তাঁহার কাছে দিতে পারিলে না জানি কতই পুরস্কার পাইব। এইরূপ বলাবলি করিতে করিতে একজন বাহকদিগকে কহিল—তোল্‌রে পাল্কী

তোল্, আর বিলম্ব করিস্না? বাহকগণ কহিল মহাশয়! এই ভাত প্রস্তুত চাট্টি খাইতে দেন, তা-না হ'লে পাল্কী টান্‌তে পারবো না। জনৈক অশ্বারোহী কহিল,আমরা উপবাসী আর শালারা ভাত খাইবে; তা হবেনা তোল্ শালারা পাল্কী তোল্; এই বলিয়া অন্ন ব্যঞ্জন সকল চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দিয়া সকলকে উত্তম মধ্যম করিয়া প্রহার দিতে লাগিল। বিজয়ও প্রহার খাইতে লাগিলেন। শৈলকে জোর করিয়া ধানাটানি করত পাল্কীতে পূরিল। বেহারারা মারের চোটে পাল্কীতে কাঁধদিতে চলিল। এই সময় বিজয় বল্লভ কহিলেন বাপ-সকল! আমায় একবারে মারিয়া ফেল, আর আমার বাঁচিতে বাসনা নাই।। যখন আমি শৈলকে রক্ষা করিতে পারিলাম না, তখন আর বাঁচিতে বাসনা নাই। প্রিয়ে! তুমি এ হতভাগ্যের হস্তে পড়িয়া কি আজি সতীত্ব ধনে বঞ্চিত হইলে? সতীর সতীত্ব নাশ!!! মনে করিলে হৃদয় ফাটিয়া যায়!! হায়! হায়! আজি আমার সর্ব্বনাশ হইল।

হে অনাথ নাথ পতিত পাবন! তুমি কোথায়; একবার এই সময় আসিয়া তোমার শৈলকে রক্ষা কর, দীন নাথ; একবার দীনের প্রতি দয়া কর। সর্ব্ব দর্শিন্! একবার আমার দুর্দ্দশা দর্শন কর। এই সময় বিজয়ের রোদনের সহিত শৈলবালাও নিজ রোদন মিশাইলেন আর বলিতে লাগিলেন। হে ভগবন্! হে নারায়ণ! দাসী যায়; এজনমের মত দাসী যায়, তোমার এ চিরাকুলিতা দাসী, এ জীবনের মত যায় আসিয়া রক্ষাকর। আমি মনজ্ঞানে পাপ কেমন তা জানি না। নাথ! দয়াময় নাথ! তবে কেন আজ আমার অঙ্গে পাপের কালী পতিত হয়? সর্ব্ব সাক্ষিন্! তুমি সবজান, সব দেখ, তোমার অগোচর কিছুই নাই। তবে কেন তোমার শৈলার আজ এ অবস্থা ঘটে। আজি দুরাচার যবন-হস্তে আমার সতীত্ব যায়, আসিয়া রক্ষাকর। পিতঃ সতীত্বই নারীর পরম ধন, আমার সেধন যাওয়া

অপেক্ষা মৃত্যু বিশেষ প্রার্থনীয় ; হে দয়াময় যম ! এ সময়ে দয়া করিয়া তুমি আমায় নাও। ধর্ম্মরাজ ? আমার ধর্ম্ম রক্ষা কর। হে ঈশ্বর ! হে ভগবান্ ! হে দীন নাথ ! আমায় রক্ষাকর, এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কে-বা তাঁহার সে কথায় কর্ণপাত করে। পাল্কী উঠাইবার জন্য অশ্বারোহীগণ ঘন ঘন ত্বরা দিতে লাগিল। এই রূপ নানা বিধ গোলযোগে বহুক্ষণ গত হইয়া গেল। এদিকে ভগবান্ সূর্য্য শৈলবালার অসহ্য কষ্ট আর দেখিতে না পারি-যাই যেন অস্তাচলে লুক্কায়িত হইবার উদ্যোগ দেখিতে লাগিলেন। এই সময়ে তথায় এক বীর লক্ষণান্বিত পরম সুন্দর, তেজঃপুঞ্জ, দেবোপম মহাপুরুষ অশ্বারোহণে বায়ু সেবন করিতে করিতে তথায় আসিয়া বিজয়ের দুই হস্তের বন্ধন দর্শন করিলেন এবং শৈলবালার মুখে আমূল সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অবাক হইলেন। শৈলবালা পুনর্ব্বার কহিলেন পিতঃ আপনি আমার বাপ, আমায় রক্ষা করুন, আমার সতীত্ব যায়, এই দুরাত্মাদিগের হস্ত হইতে আমায় রক্ষা করুন। আমার জাতিকুল যায় আমায় উদ্ধার করুন। নবাগত দেবোপম মহাপুরুষ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। অশ্বারোহী দিগকে কহিলেন, ওহে অশ্বারোহিগণ ? তোমরা আমার কথা শোন, ইহাঁকে ছাড়িয়া দাও। অশ্বারোহিগণ কহিল তুমি কে যে তোমার কথায় ছাড়িয়া দিতে হইবে। আমরা যাঁহার লোক তুমি কি তাহাকে জান না। যদি বাঁচিবার সাধ থাকেতো এখান হইতে চলিয়া যাও। এমন রূপবতী স্ত্রী, দরিদ্র বামুন বেটার যোগ্য নহে। ইনি যাঁহার যোগ্য, আজি আমরা তাঁহার কোলে দিব। মহাপুরুষ কহিলেন, আমার কথা শোন, ছাড়িয়া দাও। ভগবান্ এ সতীর সতীত্ব রাখিতে দৃঢ়ব্রতী আর কেন, তোমরা ইহাঁকে ছাড়িয়া দাও। ইহা শ্রবণে জনৈক অশ্বারোহী কহিল তুই হতভাগা কে ? এখান হইতে চলিয়া যা, পুনর্ব্বার আর একটী কথা কহিলে এই তরওয়ালে তোকে দ্বিখণ্ড

রিয়া ফেলিব। মহাপুরুষ শ্রবণ করিয়া আর কোন কথাই কহিলেন না। ঘোটক বল্গা ফিরাইয়া রাজ পথে উঠিলেন। শৈলবালা বাবা! বাঁচাও গো! বাবা বাঁচাও গো বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এই সময় মহাপুরুষ আর একবার সজল নয়না শৈলবালার বদন-কমল, দর্শন করিলেন। পরক্ষণেই অশ্বকে সজোরে কশাঘাত করিলেন। অশ্ব যে পথে আসিয়া ছিল সর্ব্বত্র পতিত সেই পথে গমন করিল। শৈল এবং বিজয়ের আশা ভরসা সকল—ডুবাইয়াগেল। বাহকেরা পাল্কী তুলিল। হস্ত পদ বদ্ধ বিজয়, অশ্বারোহীর ঘোটক পৃষ্ঠে স্থাপিত হইলেন। পরে সকলে শৈলকে লইয়া প্রভুর ভবনাভিমুখে গমন করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যিনি এই সংসার সমুদ্রের ঘোর তরঙ্গে পতিত হইয়া, বাহুবলে তাহা বিদীর্ণ করত—দেহ তরণীকে কূলে আনয়ন করিয়া অমূল্য জীবন রক্ষা করিয়াছেন তিনিই জানেন, এ সমুদ্র কিরূপ ভয়ানক স্থান; ইহাতে ভীষণতম হিংস্র-জন্তুর অভাব নাই। এ সংসারে সকলেই মনুষ্য কিন্তু কয়জনের মনুষ্যত্ব আছে? মনুষ্য জীব প্রধান সত্য; কিন্তু কাজের মত কাজ করিয়া কয়জনে প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকেন? মনুষ্য-দেহ-ভবন বিবিধ পরিবারে পরিপূর্ণ, তাহারা উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট নামে দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত, বিবেক নামে একজন বৃদ্ধ গৃহস্থের আশ্রিত; প্রবৃত্তি নিবৃত্তি নাম্নী দুই রমণী সর্ব্বদাই ঐ দুই সম্প্রদায়কে ভালমন্দ উপদেশ প্রদান করত সেবা করিয়া থাকেন। কয়জন লোকে বিবেক বলে ভালর ভাগ গ্রহণ করিয়া তদনুযায়ী অনুষ্ঠান করেন, উদ্ধত যুবকের কাছে বৃদ্ধের বচন কখনই রক্ষা পায় না। উৎকৃষ্টেরা সুর-পদ-বাচ্য; আর নিকৃষ্টেরা অসুর নামে বিখ্যাত; দেহ মধ্যে

সর্ব্বদাই দেবাসুরের দ্বন্দ্ব চলিতেছে। দুর্ব্বল দেবগণ নিয়তই অসুরগণের দ্বারা উৎপীড়িত হইতেছেন। এ যুদ্ধে কয় জনলোক অসুর কুলক্ষয় দর্শন করিয়া থাকেন? কালে অসুর ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী কিন্তু সময়ে তাহা দর্শন ঘটে না। যিনি জ্ঞানী, দূরদর্শী, ধর্ম্মভীরু, তিনিই সময়ে সংহার দর্শন করেন। তাঁহার সে দর্শন কামনাও সিদ্ধ হয় কিন্তু তেমন লোক কয়জন আছেন। এ পাপ-সংসার-সমুদ্রে অনুক্ষণ পাপের তরঙ্গ উঠিতেছে। সাধু মহাশয়গণ সেই তরঙ্গ মধ্যে পতিত হইয়া নিরন্তর হাহাকার করিতেছেন। ইন্দ্রিয় সুখসাধন এবং আপাত মধুর পরিণাম বিষ সুখ ভোগ বাসনাই এই পাপ তরঙ্গের আদি কারণ; ভাই মানব! একবার চারিদিকে নিবিষ্টমনে দর্শন কর, দেখিতে পাইবে ক্ষণে ক্ষণে কি পরিবর্ত্তন বাও সকল হইয়া যাইতেছে। শঠতা, প্রবঞ্চনা, মিথ্যা, সতীত্ব হিংসা, জীব হিংসা, জাল পত্রিকা প্রভৃতি অগণ্য কুক্রিয়া সকল কিরূপ ভাস্করমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবনী-ধামে বিচরণ করিতেছে। অধার্ম্মিক পাষণ্ড রূপ সর্প সকলের মুখ নিঃসৃত মারাত্মক হলাহলে পৃথিবী দহমানা, নর-নারী সকল নিজ নিজ কামোপভোগেই নিমগ্ন; বাসনা পূরণার্থে না করিতেছে এমন কাজ নাই। কালে সত্যের অবসন্নতা এবং অসত্যের প্রসন্নতাই বৃদ্ধি পাইতেছে। জানিনা ইহার পরিণাম কিরূপ হইবে।

পাঠক কিয়ৎক্ষণ ধৈর্য্য ধরিয়া আমার সহিত আগমন করুন, আমি আপনাকে দেখাইব, সুখের প্রণয় কাননে পাপিষ্ঠেরা পাপের কি—ঘোর অগ্নি!! লাগিয়া দিতেছে। ঐ দর্শন করুন আপনার সম্মুখে পিশাচী তারামণি; পাপের পূর্ণামূর্ত্তি; রমণী কুলের চির-কলঙ্ক; আরও একবার নিবিষ্টমনে তারামণি কি করিতেছে তাহা শ্রবণ করুন, দুঃখের পর সুখ বড় মধুর বলিয়া বোধ হয়, এই বলিয়াই হউক অথবা নিজ গুণেই হউক তারামণিকে প্রদর্শন করিয়া আমি যে অপরাধ করিলাম, পাঠক তাহা ক্ষমা করিবেন।

তারামণি।

তারামণি। যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহাই হইল। যখনই তত সরল দেখিয়াছিলাম তখনই মন কেমন হইয়া গিয়াছিল। আমি স্ত্রী-লোক হইয়াও এ-চাতুরী বুঝিতে পারিলাম না। কেবল স্ত্রী-লোকে না এ কর্ম্মে বিলক্ষণ পাকা; বালিকা কাল হইতেই ধূলা খেলার সঙ্গে সঙ্গে এ খেলা অভ্যাস করিয়াছি। এ বিষয়ে যত রকম কল কৌশল আছে তাহা আমার বিলক্ষণ অভ্যাস হইয়াছে তথাচ পারিলাম না। এখনও কি আমার শিখিতে বাকি আছে। আর বাকি-থাকিয়াই বা কি হইবে। হাত ছাড়াতো হইয়া গেল। মাগো আমার বুকে বজ্র-পাত হইল মনের দুঃখ যে মনেই রহিয়া গেল। শোধ তো লইতে পারিলাম না। 'মার বলে মার' মারিয়া গতর টা ছেঁচিয়া দিয়াছে। আজিও স্থানে স্থানে কাল দাগ পড়িয়া আছে। প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম জাতি কুল খাইব তবে ছাড়িব। বিধাতা সে সময়ও দিয়াছিলেন। পোড়াকপালীর কপালের দোষে হাতের শ'ল হাত হইতে আপনার জলে পলায়ন করিল। উপস্থিত অন্ন ভোজন কালে কে যেন কাড়িয়া লইল। এ-তারামণি না করিয়াছে কি? বিষয় খাইয়াছে, তেজ খাইয়াছে, বাবুয়ানা খাইয়াছে, চক্ষের জলে নাকে মুখে হাঁপানি ধরাইয়াদিয়াছে, কেবল বাকী ছিল জাতি কুল; তাহারও দফা রফা করিবার বিলক্ষণ উপায় করিয়া ছিলাম, কিন্তু একটু বুঝিবার দোষে সব নষ্ট হইল। ছুঁড়ী যখনই নবাবের নামে হাঁফাইয়া প্রেমের কান্না কাঁদিল, তখনই ভাবিয়া ছিলাম, এ কান্না, কেবল মায়া কান্না আবার আমার মতিভ্রম ঘটিল, ভাবিলাম এইরূপ অনেক গৃহস্থের বৌয়ের স্বভাব আছে, বাহিরে ভয়ানক সতী, ভিতরে উপপতির

মাতামাতি; ঘোমটার ভিতর বারোইয়ারির খেমটা নাচ, এমন রসিক যুবা দেখিনা, যে তাহার হস্তগত না হয়। পতি জানেন, পত্নী পরম সতী, "আমি ভিন্ন অন্যে জানেন না। সতীকিন্তু অগতির গতি, বারোমাস অন্নসত্র দিয়া বসিয়া আছেন। দানে কর্ণের জননী; আঁটা সঙ্কলনে দৈত্য স্ত্রীর মুখে চূন কালী দিয়া ঘর আলো করিয়া লক্ষ্মী দেবী বিরাজমানা। লোকের কাছে পতির মুখে সতীর সুখ্যাতি ধরেনা। কিন্তু যিনি ভোগে দিয়াছেন তিনিই জানেন, সে সুখ্যাতিতে কতদূর মিষ্টতা আছে। সংসারের, গতিই এইরূপ লুকো-চুরি প্রায় ঘরে ঘরে, যিনি সে সুখ্যাতিতে অন্তরে অন্তরে হাসেন, তিনিই কি বলিতে পারেন তাঁহার সহধর্ম্মিণী সে ঋণ পরিশোধ করেন কি না। তাই বলি লুকোচুরি প্রায় ঘরে ঘরে। এই বুদ্ধিতেই তো আমি ঠকিয়াছি। পড়িয়া শুনিয়া এমন ঠান কেহ কখন ঠকে না। ছুঁড়ী করিল কিগো।। চক্ষে ধূলি দিয়া পলায়ন করিল!! গায়ের মা'র গায়ে মারিয়া ছিলাম, এ গায়ের রাগ যে আর গায়ে মারিতে পারি না। শরীর যে জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতে লাগিল। হায়। হায়। আমি সেই কালেই নবাবকে বলিয়া ছিলাম যে নবাব সাহেব।! সবধানে রাখিবেন। চৌকি পাহারার যেন কোন গোলযোগ না হয়। ও সামান্য মেয়ে নয়। উহাকে বিশ্বাস হয় না। যদিও এত আনুগত্য তথাচ বিশ্বাস হয় না। ওরা-মেয়ে নয়, পুরুষের বাবা; এক এক জনে শত শত নবাবের বুদ্ধি হরে। উত্তর দিলেন—আর ওদের রেখেছি কি, সবতো গিয়াছে। সংসারে সুখের ভাগী সকলে; কেহ দুঃখে থাকিতে চাহে না। বিজয় এখন নিতান্ত দীন হইয়া পড়িয়াছে। অমন সুন্দরী রমণী কি আর তার বশে থাকে। কুঁড়ে ঘরে হাতী থাকে না। তোমার কোন চিন্তা নাই। তিন দিন পরে দেখিও আমার ঘর আলো করিবে। আলো তো বেস করিল এক-বারে অন্ধকার, যাই—সূর্য্য প্রায় উদয় হইয়া আসিল; পোড়ার মুখীর

ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া ভাবিলে আর কি হইবে। নবাব সাহেবকে সংবাদ দিইগে। এখনও যদি কোন উপায় করিতে পারেন তো করুন। কুন্দবালা-তো একাই আছে। ও-পলাইল না কেন? বুঝি উহাকে লইয়া যাইবার অবকাশ পায় নাই। বোন্ বাঁচুক আর না বাঁচুক এখন মাগ্ বাঁচ্‌লে বাঁচে। যাহাই হউক এখনও একটু আশা আছে। কতকটা প্রতিশোধ লইতে পারিব। তারাপদবাবু কুন্দবালার রূপে আদমরা; আদমরা কেন সবমরা, এই বেস সুযোগ; নিরাপদ, নির্ঝন্ঝট, এই সময়ে তারাপদ বাবু চিরদিনের বিরহানলে সুখের সলিল ঢালুননা কেন। আর বিলম্ব করিলে গু-গুব্‌রে পোকার পোড়া অদৃষ্টে অমন পদ্মফুলের টাট্‌কা মধু, পানকরা ঘটিবেনা। যাই এই বেলা, দু-জনাকেই সংবাদ দিইগে। এই বলিয়া নবাব বাটীতে গমন করিয়া দেখে তথায় তারাপদও উপস্থিত আছে। তারামণি— নিকটে উপস্থিত হইয়া উভয়কে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া কহিল নবাব সাহেব। আমি তো সেই কালেই বলিয়াছিলাম, সাবধানে রাখিবেন, এখন সে কথা ঠিক হইল তো। আশা ভরসা সবমাটী, পুরুষ হইয়া ভোগে অনাদর করিলে এই রূপই হয়।

ভোম্‌রা যে, সে, পদ্মমধু মনে ক'ল্লেই খায়।
গোবোর থেকো গুবরে পোকা চাইলে কি তা পায়॥

সব ফাঁকি।

নবাব সাহেব। কি হইয়াছে, ব্যাপার কি, শীঘ্র বল।

তারামণি। বলিব আর আমার মাথা; শৈলবালা কোথায় পলাইয়া গিয়াছে। ঘর দ্বার সব হাঁ হাঁ খাঁ খাঁ করিতেছে।

নবাব। কি বলিলে!! সত্য নাকি? কি সর্ব্বনাশ!! আমি তো শৈলকে আল্‌গা রাখি নাই। কে কোথায় আছ হে শীঘ্র এখানে এস।

আহ্বান মাত্র যমদূত সদৃশ কর্ম্মচারিগণ তথায় আসিয়া উপস্থিত

হইল। নবাব সাহেব সকলকে যথোচিত তিরস্কার করিয়া শৈলবালার অনুসন্ধানে চারিদিকে লোকজন পাঠাইয়া দিল। উপস্থিত ব্যাপারের এইরূপে অভিনয় হইলে তারামণি, তারাপদবাবুকে ডাকিয়া কানে কানে কহিলেন আর বিলম্ব করিলে কুন্দবালাও হাত ছাড়া হইয়া যাইবে। আপনি অদ্যই তাহাকে আয়ত্ত করিবার উপায় করুন। তারাপদ, নবাব সাহেব এবং তারামণি তিনজনে কুন্দবালা সম্বন্ধে কত কি পরামর্শ করিয়া পরে তারাপদ বাবু তারামণিকে লইয়া কোথায় চলিয়া গেল।

পাঠক! সেই সরোবর তীরস্থ ঘটনা, এই তারামণিরই উপদেশের ফল।

কুন্দবালা।

কুন্দ—উঃ পাপ পৃথিবী কি পাপে পরিপূর্ণ। পুরুষ জাতি কি পিশাচের অবতার। ধর্ম্ম কি কেবল কথা মাত্রেই শেষ, মনে করিলে বুক ফাটিয়া যায়। এ পাপ সংসারে রমণীর জন্ম কেন। যে দেশের পুরুষ জাতি পিশাচ সহচর, সে দেশে রমণীর জন্ম কেন? পুরুষ! তুমি নিজ পাশবৃত্তি পূর্ণ করিবার জন্য না পার এমন কাজ নাই। তোমরা অধৈর্য্য হইলে সম্বন্ধ বিচার রাখ না। "সুবাদে কি বাদে বল মজেছে নয়ন"—এই মধুর সঙ্গীত দিনযামিনী তোমাদিগের গুণ গরিমা প্রকাশ করিতেছে। ভাবিয়া দেখ দেখি—পাপের মূল কে; পাপ পথের পথিক কে, কে আগে অকার্য্য করিতে উৎসাহী, জিজ্ঞাসিলে বলিবে যে রমণীতে "তৃপ্তি নাই" তৃপ্তি আনন্দের নাই; না—তৃপ্তি তোমাদের নাই। তোমাদের পিপাসা কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না। তোমাদের চক্ষু পাপে পরিপূর্ণ, পাপ-নয়নে যাহাকে দর্শন কর, মনে মনে তাহাকেই গ্রাস করিতে চাহ। তবে যে সর্ব্বদা পার না, সে কেবল

লোক লজ্জার ভয়ে। খাদ্য দ্রব্য দেখিলে তোমাদের জিহ্বায় অনর্গল লাল পড়িতে থাকে। হৃদয় পাপে পরি-পূর্ণ, ন্যায়ান্যায় বিবেচনা শূন্য সুতরাং খাদ্যাখাদ্যের বিচার রাখ না। চক্ষু লজ্জা, প্রায় নাই। যাহা আছে তাহাও আবার রাখিতে চাও না। ইচ্ছা পূরণের জন্য না করিয়াছ এমন খাদ্য নাই। মদ্য তাহার মধ্যে একটি প্রধান; সুরা তোমাদের প্রধান সহায়, সুরা পানে উন্মত্ত হইলে আর আমাদের রক্ষা নাই। তোমার সহিত যেরূপ সম্বন্ধ থাকুক না কেন সে সকল সুরায় ভাসিয়া যায়। নর-পিশাচ। আমাদিগকে এ জন্মের মত বিসর্জ্জন দিতে, পাপের সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতে, তোমরাই বিশেষ পটু, তোমাদের অন্তঃকরণ কিছুতেই পাওয়া যায় না। যখন কোন কামিনীর সর্ব্বনাশ কর, তখন তাহাকে বিবিধ মতে ভুলাইয়া থাকো। তোমাদের নানা বিদ্যায় না ভোলে এমন রমণী সংসারে অতি অল্প, কথায় হাতে স্বর্গ দাও। কাজে অনন্ত নরক অনিবার্য্য, সরলা অবলা কিছুই জানেনা, কিছুই বুঝেনা, কিসে কি হইবে সে বিচারে বঞ্চিতা; কাজেই তোমরা অনায়াসে তাহাদের সর্ব্বনাশ কর। ধিক্ তোমাদের পশ্বাচারে। ধিক তোমাদের পুরুষ জন্মে। ধিক্ তোমাদের ধৈর্য্য গুণে। ভাবিয়া দেখ দেখি—আমরা চঞ্চল, না তোমরা চঞ্চল, বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছ, পেটকে পুরিয়া রাখিয়াছ; অবরোধ রূপ কারাগারে রাখিয়াছ, যেখানে যেরূপ অবস্থায় রাখিয়াছ, আমরা তোমাদের নিকট সেইরূপ অবস্থাতেই আছি। যে, নিয়মে চালাইতেছ সেই নিয়মেই চলিতেছি। দরিদ্র হইয়া বৃক্ষতলায় রাখিয়াছ, অম্লান বদনে তোমাদের জন্য সেই স্থানেই আছি। বিধবা করিয়া চলিয়া যাইতেছ—চিরকাল একাদশী করিয়া তোমাদের মুখ খানিকে মনে করত তোমাদের জন্যই এই পৃথিবীতে আছি। থান কাপড়ে, সুড়্‌গাদে সন্ন্যাসিনী হ'য়ে, তোমাদের জন্যই এই পৃথিবীতে আছি। আমাদের সতীত্ব তোমাদের আদরের ধন বলিয়া তাহা রক্ষা করিতে আমরা বালিকা কাল হইতেই

বিশেষ পারদর্শিনী ; একবার তোমাদের হাত ধরিয়া মন্ত্র পড়িয়া পতি করিলেই, অমনি তোমাদের ধন সকল তোমাদের জন্যই সমস্ত বস্ত্রাবৃত করিয়া বাঁধিয়া দিই। পিশাচগণ। ইহাতেও আমরা তোমাদের মন পাইলাম না। দিনে ডাকাতি করিতে তোমরাই বিশেষ দক্ষ, তোমরা বহুরূপীর জাতি ; না পরিয়া থাকো এমন সাজ নাই এবং না করিয়া থাকো এমন কাজ নাই। স্বার্থ সাধন জন্য না যাও এমন স্থান নাই। না চিন্তা কর এমন বিষয় নাই। তোমারা প্রাতঃকালে সংসারী হও। দিনে উপদেষ্টা হও। বৈকালে ধর্ম্ম উপদেশ দাও। পাড়ায় পাড়ায়, রাস্তায় রাস্তায়, বাগানে বাগানে ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া চীৎকার কর। সন্ধ্যায় সৌখিন্ বাবু সাজো, আঁধারে অন্ধ হও। দুচক্ষে দেখিতে পাও না। কত রকমের কত দরজায় মাথা ঠুকিয়া ঘুরিয়া বেড়াও। গভীর রাত্রে আরও মত্ত হও। তখন হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। অপূর্ব্ব ধর্ম্মবলে ভিন্নাকারে একাকার হইয়া যাও। তোমাদের বিদ্যাশিক্ষা বিড়ম্বনা, জ্ঞান-কাচের রঙ্গিন্ পরকোলা, সাজসজ্জা লোক রঞ্জন বিমোহন মন্ত্র ; তোমাদের আবার যদি ধন হয়, তবে বাবুয়ানার বাগান দেখে কে, তোমাদের বৈঠকখানা রমণীগণের সতীত্ব নাশের মূলভূমি হয়। নরাধমগণ! তোমরা যখন ঐশ্বর্য্য-মদে মত্ত হও, তখন তোমাদিগকে দেখিলে পিশাচ। পিশাচ। পিশাচ। বলিয়া পলাইতে পথ পাই না। বল দেখি অধার্ম্মিক, ধূর্ত্ত, শঠ, প্রবঞ্চক, মহাপাতকদিগের মধ্যে বাস করিলে ক-দিন দেহ মন পবিত্র রাখা যায় ? এই কি তোমাদের উচিত।। আহা বিবজার আমার হইল কি। আর শৈশব কথা মনে হইলে ত প্রাণে আর কিছু থাকে না। একেবারে দেশছাড়া, দেশ ছাড়া হউক তাহাতে দুঃখ নাই তবু যদি জাতিকুল বাঁচে। নরাধম সাধন্ লাল সিং যবন ; বামন হইয়া চাঁদে হাত! মর্ মর্ ; মনে করিবি আর সতীত্ব খাইবি, তোর দোষে পুরুষ জাতি পতিত

হইল। মাধব! তোর তুল্য পুরুষগণ, নিশ্চয় পিশাচ; যাঁহারা জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ, তাঁহারা এ পাপসংসারে নিশ্চয় দেবতা; তেমন দেবতা কয় জন আছেন। যাঁহারা আছেন তাঁহারা এ সকল পাপি-সহবাসে নিতান্ত বিমুখ, মাধব! তুই নর পিশাচ। তোর বৈঠক খানা সতীর সতীত্ব খানা, এমন রাত্রি দেখিতে পাই না, যে রাত্রিতে তুই দুটি তিনটি কুলবতী সতীর সতীত্ব নষ্ট না করিস। তোর সহচর সকল তোর অপেক্ষা ঘোরপাপী, তোর ভৃত্য সকল ঐ রসের রসিক; তোর পাপের স্রোতে দেশ প্লাবিত হইয়া গেল। হা পাপ পৃথিবি! তুমি আর কত কাল এ পাপভার বহন করিবে। একবারে রসাতলে যাও।

কুন্দ নির্জ্জনে গৃহে একাকিনী বসিয়া গালে হাত দিয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময় একটি অপরিচিতা স্ত্রীলোক আগমন করিয়া প্রণাম করিয়া একখানি পত্র কুন্দর হস্তে দিয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিল। কুন্দ সভয়ে পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন।

"প্রিয়তমে কুন্দ! যে দিন তোমার [illegible] দর্শন করিয়া এ জন্মের মত দেশান্তরিত হই, নিতান্ত ইচ্ছা, তুমি কি একবার রঘুরাম গোস্বামীর সেই প্রাচীন জীর্ণ বনাবৃত ভগ্ন ভবনে রাত্রিযোগে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে? আজি আমি সমস্ত দিন উপবাসী, তোমার চিরদাসী [illegible]"।

কুন্দ পত্রখানি পাঠ করিয়া আকাশ পাতাল কত কি ভাবিতে লাগিলেন। বালিকা বারম্বার এই অদ্ভুত ঘটনায় ক্ষণে ক্ষণে চকিত হইতে লাগিলেন। পরে উত্থিত হইলেন। সেই পত্রবাহিকার অনেক অনুসন্ধান লইলেন। কিন্তু কোথাও কোন সন্ধান পাইলেন না। গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। এবং পুনর্ব্বার নির্জ্জনে বসিয়া একাকিনী কত কি ভাবিতে লাগিলেন। অবশেষে ভাবিয়া

চিন্তিয়া স্থির করিলেন যখন প্রিয় সখীর হস্তাক্ষরের সহিত কোন অনৈক্য হইতেছে না, তখন আর, সন্দেহের আবশ্যক কি? আমি রজনীযোগে অবশ্যই তথায় গমন করিব।

কুন্দ এইবার ভ্রমে পড়িলেন, সরলাবালা এইবার ভ্রমে পড়িলেন। সতী পতিব্রতা এইবার ভ্রমে পড়িলেন। এই সময় সূর্য্যদেব অস্তগত হইলেন। পৃথিবী ঘোর অন্ধকারে আবৃত হইল। কুন্দ সেই অন্ধকারে নিজ অতুল রূপরাশি আবৃত করিয়া প্রিয় সখী শৈলবালার উদ্দেশে গমন করিলেন। কুন্দবালা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ষোড়শী যুবতী, রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী, রূপেরও তুলনা নাই, গুণেরও তুলনা নাই। মন নির্ম্মল গঙ্গার জল; কুন্দ স্বামীসোহাগের সোহাগিনী; মনের মত দেবোপম স্বামীও পাইয়াছেন। কুন্দতে কুন্দের স্বামীর কণা-মাত্রও অবিশ্বাস নাই। কুন্দর বাস বিল্বগ্রামে, কুন্দ গ্রাম হইতে বহির্গত হইয়া প্রান্তরে পড়িলেন। একাকিনী, ঘোর অন্ধকার, কিছুতেই ভয় নাই। সাহসে নির্ভর করিয়া সেই বনস্থলে প্রবেশ করিলেন। মনে অতুল আনন্দ, এইবার শৈলবালার দর্শন পাইবেন। ক্রমে পুরাতন মন্দিরের নিকটস্থ হইলেন। ক্ষীণস্বরে কয়েকবার শৈলকে আহ্বান করিলেন। কিন্তু কোন উত্তর পাইলেন না। কি করিবেন বহুক্ষণ ভাবিলেন। পরে সাহসে ভর করিয়া গোস্বামীর সেই পুরাতন বাসগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। যেমন প্রবেশ করিলেন অমনি দেখিতে পাইলেন গৃহের মধ্যে এক কোণে একটি ক্ষীণালোক জ্বলিতেছে এবং তাহার মধ্যে সুখ ভোগ্য নানা বিধ দ্রব্য রহিয়াছে। দেখিয়া ভীত হইলেন। আর একবার শৈলকে ডাকিলেন—কোথায় বা শৈল!! শৈলের পরিবর্ত্তে যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গেল। দেখিলেন সম্মুখে নরপিশাচতারাপদরায়, নরাধম তারাপদ গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সবলে কুন্দর হস্ত ধারণ করিল। আর কহিল সুন্দরি! বহু দিনের বহু চেষ্টার পর আজি আমি তোমাকে

পাইয়াছি। আর কোথায় যাইবে। কথা শোন, চুপ করিয়া থাক, গোল করিলেই এই অস্ত্রে তোমাকে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিব; সুধু দ্বিখণ্ড করিব? অগ্রে বাসনা পূর্ণ করিব পশ্চাৎ দুই খান করিয়া রাখিয়া যাইব। আর যদি সম্মতি দাও—তোমায় আমায় চিরকাল সুখে থাকিব। কুন্দ শুনিয়া অবাক্, ক্ষণ কাল তারাপদর মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন। তারাপদ পূর্ব্বেই সেই কোমল অঙ্গ স্পর্শ করিয়া মরিয়া ছিল, তাহার উপর আবার সেই ক্ষীণালোকে সেই মনোহর বদন কমলের মনোহর শোভা, তারাপদ আবার মরণে মরিল; সুধু মুখের সোভা; কুন্দর অতুল অঙ্গের, সেই সেই অতুল অঙ্গের অতুল শোভা; তারাপদ জীবত থাকিতেই জীবনে মরিল। মূর্খ, কামুক পশুবৎ তারাপদ জীবিত থাকিতেই জীবনে মরিল। লম্পট অধার্ম্মিক তারাপদ আজি কুন্দরূপ দাবানলে পড়িয়া জীবত অবস্থাতেই ভস্মীভূত হইল। হায়! সতীর করস্পর্শেও পাপমতির মতিভ্রম ঘুচিল না।

কুন্দ। তারাপদ বাবু! তোমার এ-চেষ্টা কি নিমিত্ত?

তারা। তোমাকে ভোগ করিবার নিমিত্ত।

কুন্দ। অন্যায় ভোগবাসনায় পাপ হয়, পাপ হইতে মৃত্যু ঘটে।

তারা। এ-সংসারে কোন্ কালে কে অমর হইয়াছে?

কুন্দ। সকলেই দীর্ঘ জীবনের আশা করে।

তারা। তোমার মত রমণীর ভোগাধিকারী হইয়া যদি একদিনও বাঁচি সেই আমার দীর্ঘ জীবন।

কুন্দ। তারাপদ ভাবিয়াদেখ, সুখ একই প্রকার, পাত্র ভেদে তারতম্য হয় না, আমি শুনিয়াছি তোমার স্ত্রী পরমাসুন্দরী, অল্প বয়স্কা, আমাপেক্ষাও শত গুণে উৎকৃষ্টা; তবে তোমার এ বাসনা কেন? পাশবৃত্তি চরিতার্থজন্য পাপ পঙ্কে নিমগ্ন হওয়া তোমার মত শিক্ষিত লোকের উচিত নহে।

তারা। কুন্দ! তোমার এ অতুল অঙ্গের সহিত কাহারও তুলনা হয় না। আমি দিব্য চক্ষে দেখিয়াছি এবং দেখিতেছি তোমার এ অঙ্গ, অমানুষিক দেব দুর্লভ; আর যন্ত্রণা দিওনা; আজি আমি অনেক বৎসর জ্বলিতেছি আর যন্ত্রণা দিও না। আজ্ঞা কর কৃতার্থ হই।

কুন্দ। তারাপদ বাবু—স্থির হও, আমার হাত ছাড়িয়া দাও, এ সকল কাজ জোরে হয় না। তাহাতে কিছুমাত্র সুখ নাই—বরং প্রচুর আত্ম গ্লানি আছে। আমি তোমাকে পণ্ডিত বলিয়া জানি, তবে কেন তুমি মূর্খের ন্যায় কাজ করিতেছ? তুমি জানত "পরস্ত্রী মাতেব কাচিদপি নাসে ভঃ পরধনে" পর-স্ত্রী মাতার সমান, পরধনে কদাচ লোভ করিতে নাই। তারাপদ! আমাকে সহোদরা ভগ্নীর ন্যায় দেখ এবং মাতার ন্যায় ভক্তি কর, তাহা হইলেই তোমার প্রকৃত কর্ম্ম করা হইবে।

তারা। সুন্দরি! [illegible] শাস্ত্রের উক্তি বোঝনা যাহা ব্যাখ্যা করিলে তাহা হইল না।

কুন্দ। কি ভুল গেল?

তারা। পরস্ত্রী মাতেব [illegible]ন, লোভ [illegible], এইরূপ অন্বয় হইবে অর্থাৎ পরস্ত্রী কখনই মাতার নহে। আর পরধনে লোভ করিতে হয়। স্ত্রী রত্নং দুষ্কুলাদপি, স্ত্রী রত্ন হইলে তাহা আবার কুলা কুল কি? এই হেতু তোমার জাতিও নাই আর কুল[illegible]ই।

কুন্দ। তারাপদ বাবু—তোমার শরীর [illegible] কাঁপিতেছে, করাঙ্গুলি যেরূপ ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছে, তাহাতে আমার [illegible] বোধ হইল তোমার জ্ঞান হত হইয়াছে। হস্ত ছাড়িয়া দাও, এ [illegible] এইখানে উপবেশন করি। ঐ জল দেখিতেছি, মাথায় দাও [illegible] অঞ্চল দ্বারা বাতাস করি।

তারা। বসিতে বারণ কি—এই বসিলাম [illegible] আমার অগ্রে বস। কুন্দ! সামান্য জলে বা বাতাসে আমার কিছুই হইবে না,

আমার দেহ মন কেমন করিতেছে, আর ধৈর্য্য ধরিতে পারি না। এক্ষণে তোমার এই মুখচন্দ্রের আজ্ঞা প্রার্থী; এই বলিয়া দাড়ি ধরিয়া কুন্দর মুখ খানি নাড়িয়া দিয়া অঙ্গে অঙ্গ দিবার উপক্রম করিল।

কুন্দ বিষম বিপদে পড়িলেন—ভয়ে মুখখানি শুকাইয়া গেল। অন্তরে অন্তরে অগণ্যবার বিপদের বন্ধু সেই দয়াময় পরমেশ্বরকে ডাকিতে লাগিলেন। আর কোন্ উপায়ে দুরাচারের হস্তমুক্ত হইবেন তাহারই উপায় দেখিতে লাগিলেন।

এই সময় তারাপদ পুনর্ব্বার সুদৃঢ়রূপে কুন্দর হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহাকে আয়ত্ত করিবারজন্য তাহার বিশেষ ব্যবস্থায় মনোযোগী হইল। কুন্দ চমকিয়া উঠিলেন। ভয়ে হৃদয় কাঁপিতে লাগিল। আরবার কহিলেন, তারাপদ! আমি অবলা, তোমাদের আশ্রিতা, আমাকে রক্ষা কর। আমি তোমার ভগিনী, ভগিনীর উপর জঘন্য-ভাব প্রকাশ করিও না। তারাপদ এইবার বিরক্ত হইয়া কহিলেন কুন্দ! আর তুমি আমায় বিরক্ত করিও না। তুমি আমার শালীর সহোদরা; এই বলিয়া স্বকার্য্য সাধনোদ্দেশে বিধিমতে বলপ্রকাশ করিতে লাগিল। তখন কুন্দ আর কোন উপায় নাই দেখিয়া সরোদনে বলিয়া উঠিলেন ভগবান্ বৈকুণ্ঠপতি! কুন্দ এই ভয়ঙ্কর স্থানে এ জন্মের মত যায়, আসিয়া রক্ষা করুন। কুন্দ যেমন রোদন করিয়া উঠিলেন অমনি বিকটাকার এক বীরপুরুষ সশস্ত্রে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সবলে তারাপদকে টানিয়া লইলেন। কুন্দ সভয়ে এক কোণে দণ্ডায়মানা হইলেন। এ দিকে উভয়ে ঘোর যুদ্ধ বাধিয়া গেল। কতক্ষণের পর সেই মহাবীর তারাপদকে ভূতলে ফেলিয়া এক অস্ত্রাঘাতেই তাহার মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। পরে উত্থিত হইয়া ভিন্ন স্বরে কহিলেন কুন্দ! এখন আপনি নির্ব্বিঘ্নে স্বগৃহে যাইতে পারেন।

কুন্দ। আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য; চরণে প্রণাম করি, আজ্ঞা করুন গৃহে যাই।

বীর। আপনি আমার প্রণম্য, আপনার ন্যায় রমণীর চরণধূলি আমাদের আদরের ধন, আপনি গমন করুন আমি চলিলাম। এই বলিয়া বীর পুরুষ অন্তর্দ্ধান হইলেন। কুন্দবালাও সভয়ে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পাঠক! এ ঘটনাটিও তারামণির দ্বিতীয় উপদেশের ফল। এই স্থলে তারাপদরসহিত তারামণির আগমন স্মরণ করুন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

তারাপদ।

এই বঙ্গদেশের উত্তর পশ্চিম ভাগে বিল্বগ্রাম নামে একটি স্থান আছে। বিল্বগ্রামটি, গণ্ডগ্রাম বা ক্ষুদ্র নগর, ইহাতে বহু সংখ্যক ধনী, মানী, হিন্দু, মুসলমান বাসকরেন। গ্রামে যে সকল থাকিলে অধিবাসী দিগের কোন কষ্ট হয় না, এখানে সে সকলের কোন অভাব নাই। উৎকৃষ্ট পুষ্করিণী, পরিষ্কৃত গমনপথ, সুরম্য উদ্যান, মনোহর সৌধালয়, উৎকৃষ্ট দেবালয়, সুদৃশ্যআপনশ্রেণী, প্রভৃতি সকলই আছে। এই গ্রামের অধিপতি, সাধন লাল নামে একজন যবন ভাবাপন্ন ক্ষত্রিয়; অর্থাৎ এইব্যক্তি অনেকগুলি যবন রমণীকে স্ত্রীরূপে গৃহে রাখিয়াছে এবং আপন এক ভগনীর সহিত কোন মুসলমান ভূপতির বিবাহ দিয়াছে। আরও আপনাকে নবাব সাদৎ আলি নামে পরিচয় দিয়া থাকে। এজন্য কোন হিন্দু ইহার সহিত কোন সম্পর্ক রাখেন না। এক্ষণে ইহার ভগিনী বিধবা; ইহার নানা স্থানে জমিদারী থাকায় বিলক্ষণ আয় আছে। সাধন্ সিংহ নবীন যুবা; রূপবান্ পুরুষ, বর্ণ বুটের ডালের ন্যায়, হস্ত পদ যুগোল সুকোমল,

বাহু দুইটি জানু পর্য্যন্ত লম্বমান,—বুক বিলক্ষণ চৌড়া. মুখ খানি অতি রমণীয় ; নাসিকা—উন্নত ; চক্ষু দুটি যেন পদ্মফুলের পাবড়ী অধরোষ্ঠ লালবর্ণ ; গোঁপ যোড়াটি অতি সুন্দব, হাস্যমূর্ত্তি, সহসা দেখিলে ভক্তি জন্মে ; কিন্তু পদ্ম-নালে কাঁটাব ন্যায বিধাতা তাহাব মনটিকে কাঁটাদিয়া ঘিবে বেখেছেন। সাধন্ লেখাপড়াও নিতান্ত মন্দ জানে না। এ সকল গুণ থাকিলে কি হয, ক্ষুদ্রাশয় মন তাহাকে ভাল কাজ কবিতে দেয় না। সাধন ঐশ্বর্য্যে নিতান্ত উদ্ধত, সুখা· ভিলাষে নিতান্ত বিঘোব ; ইচ্ছাপূবণে ভাল মন্দ, অথবা ধর্ম্মাধর্ম্ম মানে না। বিল্বগ্রাম বাসিবা ইহাব জ্বালায জ্বালাতন, ধন, প্রাণ, মানেব কথা দূরে থাক, জাতি কুল লইয়া ব্যস্ত ; অনেকেই উঠিয়া যাইতে ইচ্ছুক, কেবল পাপ বিষয় মাযা, তাঁহাদিগকে যাইতে দেয় না। কিন্তু সর্ব্বদা কখন কি হয়, ভাবিয়া বহু কষ্টে দিবাবাত্র গত কবেন। সাধন সিংহের তুল্য দুবাত্মা জগতে অতিবিবল ; ইহাব একজন প্রিয়সহচব আছে। সে সাধন অপেক্ষাও দুবাচাব ; নাম তাবাপদ ; বয়স এখন অধিক নহে। গঠন মধ্যম ; বর্ণ মধ্যম, খর্ব্বাকৃতি কিঞ্চিৎ মোটা ; চক্ষু দুটি বক্তবর্ণ ; দৃষ্টি বিষে মাকা চোকা ; মন পাপে পবিপূর্ণ ; এই হতভাগা স্বজাতি এবং স্ববন্ধু ছাড়িয়া দিয়া কি জন্য যে একজন যবন-ভাবাপন্নের আশ্রিত হইয়াছে, তাহাব বিশেষ বহস্য আছে, পাঠক মহাশয়গণ স্থানান্তরে তাহাব পবিচয পাইবেন। এক্ষণে আমরা সাধন্‌লাল সিংহকে তাহাব অভিমতে সাদৎ আলি বলিযাই পবিচয় দিব। তাবাপদ, সাদৎ আলিব কুপ্রবৃত্তির উত্তেজক ; ইহাব পবামর্শের জোবে এই ফল দাঁড়াইযাছে যে, প্রতি বাত্রে অবাধে দুই তিনটি হিন্দু কুলবতী সতীব সতীত্ব নাশ হইতেছে। যে সকল ধনবান্ হিন্দু, সাদতের বিপক্ষে দাঁড়াইত, সাদৎ ছলে বলে কলে কৌশলে ইহাতে না হইলে অন্যায় মোকর্দ্দমাব বলে, তাহার সর্ব্বনাশ করিয়া শেষ কালে জাতি কুল খাইত। তারাপদব কুমন্ত্রণাতেই হরিপদ বাবু

সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। তারাপদর কুমন্ত্রণা বলেই বিরজা সন্ন্যাসিনী পাগলিনী; তারাপদর কুমন্ত্রণা বলেই বিজয় বল্লভ নির্ধন হইয়াছেন, তারাপদর কুমন্ত্রণা বলেই শৈলবালা আজি ঘোরবিপদে পতিতা; তারাপদর কুমন্ত্রণা বলেই বিনোদলাল ক্ষিপ্ত প্রায়; এই নর-পিশাচ তারাপদ পুরুষ কুলের কলঙ্ক, এমন কুকাজ নাই যাহা তারাপদ না জানে। আর সাদাৎ তো ধর্ম্মত্যাগী যবন, তাহার কথাই উল্লেখের অযোগ্য; দুষ্কর্ম্ম সাধন জন্য তারাপদর কয়েক জন ডাকাত এবং তারামণি নামে একটি স্ত্রীলোক আছে। তারাপদ ইহাদিগের বলেই বিশ্ব জয়ী; নিজ নির্ম্মল মুখে কালী মাখিতে বাকী বকেয়া রাখে নাই। তারামণি বেঁটে খেঁটে কালো কোলো মোটা সোঁটা নাক চ্যাপটা মেয়ে মানুষ; চক্ষু কটা, চুল কটা; কথায় দশ মুখ, কাজে সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী দুষ্ক্রিয়া; সাদৎ আলির অপর বন্ধুবনাম হোসেন মির্জ্জা।

একদিন সাদৎ আলি বন্ধু বান্ধব লইযা বায়ু সেবনে বাহির হইয়া নানা পথে ভ্রমণ করিতেছে। এমন সময়ে একটি পরম রূপবতী রমণী তাহার চক্ষে পড়িল। কামুক সাদৎ তাহার রূপে চমকিয়া উঠিল। রমণী চলিয়া গেল। সাদৎ দাঁড়াইল, কাহার স্ত্রী অনুসন্ধান লইল, পরে স্বগৃহে গিয়া তারাপদকে লোক দ্বারা ডাকাইয়া আনিল। এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব সময় অপেক্ষা নানা মতে অধিক সমাদর করিয়া মদ্যাদি পানেরপর তারাপদকে বিদায় দিল। তারাপদ মদ খাইত; এইরূপে কয়েকদিন অতিবাহিত হইয়া গেল। নিচাশয় তারাপদ সাদতের ভালবাসায় ভুলিয়া আপনাকে দিন দিন কৃত কৃতার্থ বোধ করিতে লাগিল। মধ্যে সাদতের অনেকগুলি টাকা তারাপদর গৃহে গিয়া বাস করিল। আর তারা সাদতের ঘরে ফিরিয়া আসিল না। এইরূপ হইবার পর সাদত এক দিন মনের আসল কথা ব্যক্ত করিল। শুনিয়া তারাপদ চমকিয়া উঠিল বটে কিন্তু সে ভাব অধিকক্ষণ থাকিল না। কুন্দকে মনে পড়িল। কিন্তু যতক্ষণ মনে ছিল ততক্ষণের মধ্যে

কহিল, তা—কি—কখন হয়; স্বামী হইয়া কি স্ত্রী দিতে পারা যায়। আমায় মাপ করুন। সাদৎ আলি অনেকগুলি টাকা মোহর এবং দুই চারি খানি হীরক দিয়া কহিল, কেবল ইহা দিলাম তাহা নহে, সময়ে কুন্দবালাকেও দিব। এই বার নবপিশাচ তারাপদর মন বিচলিত হইল। নারকী নীরব হইয়া থাকিল। সাদৎ কহিল চুপ করিয়া রহিলে যে? তারাপদ, পাপী তারাপদ, পিশাচ তারাপদ এইবার কহিল, সমাজের ভয় আর জাতির ভয়, সাদৎ কহিল সে পক্ষে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। তোমাকে কে কি বলে, ইত্যাদি প্রবোধবচনে ভুলাইল। তারাপদ বলপূর্ব্বক মুক্তকেশীর মাথা—কিরূপে খাইবার উদ্যোগ করিয়াছিল,—পাঠক মহাশয় তাহা স্থলান্তরে জানিতে পারিবেন। মুক্তকেশী তারাপদর স্ত্রী, সাদৎ ইহাকেই পথি মধ্যে দেখিয়াছিল।

সাদৎ এইরূপে তারাপদকে আয়ত্ত করিলে, আর কেহ তাহাকে লইয়া আহার ব্যবহার করে না। সাদতের কঠোর শাসনেও তারাপদকে লইয়া কেহ খায় না। তারাপদ—এক্ষণে এক ঘ'রে, শনিবারের মড়া দোসর চায়, তারাপদ আপনার সঙ্গী খুঁজিতে ছিল। প্রাণ থাকিতে কে সে নরাধমের সঙ্গী হইবে। তারাপদর মানস পূর্ণ হইল না। কাজেই দুরাত্মন্ সাদতের প্রিয় বন্ধু হইয়া স্বজাতির সর্ব্বনাশ করিতে বসিল। নিয়ত কুমন্ত্রণা দিয়া প্রতিদিনই দুই তিনটি হিন্দু কুলবালার সতীত্ব নাশ করিতে লাগিল। সাদতের জমীদারী বহু দূর বিস্তৃত, দেশ ছাড়িয়া না যাইলে কাহারও নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই। আবার মনে করিলেও পলাইবার উপায় নাই। সাদৎ নিযুক্ত শমন সদৃশ দস্যু সকল চারিদিকে ফিরিতেছে। প্রজার কোন প্রকারেই রক্ষা নাই। সাদতের পাপের স্রোতে দেশ ডুবিতেছে, আর প্রজা সকল হাবু ডুবু খাইয়া হাহাকার রবে চীৎকার করিতেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিজয়ের পুষ্পোদ্যান ॥

বিল্বগ্রামে বিজয়বল্লভ, হরিপদ এবং বিনোদলাল মধ্য শ্রেণীর ধনীলোক; বিষয় আসয় যাহা আছে, তাহাতে কাহাকেও দাসত্ব করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয় না। ইহাঁদের তিনজনের প্রগাঢ় প্রণয়; যেন একগুণ তিনভাগে বিভক্ত হইয়া তিন মূর্ত্তি হইয়াছে। ইহাঁদের স্বভাব অতি পবিত্র; রূপ অতিমনোহর; তিনজনেরই বয়স প্রায় এক; দুই এক মাস কমবেসী, ইহা ভিন্ন অধিক অন্তর বোধ হয় না। তিনজনেরই বাসগৃহ পোড়া মাটীতে নির্ম্মিত, সুদৃশ্য এবং বিবিধ উপকরণে সজ্জিত, বিজয়ের বাটীর সম্মুখে একটি পুষ্পোদ্যান আছে। সময়ানুসারে তাহাতে নানাপ্রকার পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া সদ্গন্ধে সকল দিক্ আমোদিত করিয়া থাকে। বিজয়ের বাস ভবনের কিছু অন্তরে শশিভূষণ নামে এক ধনবান্ ব্রাহ্মণের বাস; তাঁহার স্ত্রীর নাম কমলা; ইহাঁদের সন্তান হয় নাই; কেবল একটিমাত্র কন্যা, কন্যার নাম শৈলবালা; শৈলবালা, ঈশ্বরের আদরের সৃষ্টি; ইহাঁতে নিন্দার লেশ মাত্র নাই। যিনি ইহাঁকে দর্শন করিতেন তিনিই বলিতেন, শৈল সময়ে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী রমণী হইবেন। শৈলর গঠন যেমন সুন্দর, মন তদপেক্ষাও সুন্দর; সরল ভাব সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর; তরল মুখের বড় বড় ভাসা ভাসা চোক্ দুটি আরও সুন্দর, নিখুঁত মুখখানি আরও সুন্দর, সর্ব্বাপেক্ষা সুমিষ্ট আধ আধ কথা গুলি আরও সুন্দর, শৈলবালার স্বভাব বড় ধীর; কখনই শৈলকে চঞ্চলা দেখা যায় নাই। শৈল বালিকা কালেই পরের দুঃখে দুঃখিত হইতে শিখিয়াছিলেন। দেব দেবীতে বড় ভক্তি, ভাল ফুল পাইলে পূজায় বড় আমোদ করিতেন। পূজা ভাল বাসেন বলিয়া ফুল তোলায়

শৈলর বড় আমোদ, শিবপূজা, যমপুকুর পূজা, সেঁজুতি পূজা, নানা পূজার জন্ত বালিকা সতত ব্যস্ত, শৈল বিজয়ের ফুল বাগানে প্রায়ই ফুল তুলিতে যাইতেন। সেখানে ফুল তোলায় আমোদও হইত। কারণ কুন্দবালা তাঁহার সঙ্গিনী হইয়া সঙ্গেসঙ্গে ফুল তুলিতেন। কুন্দ এবং শৈল উভয়ে সৌসাদৃশ্যে এত এক যে, দুটিতে একত্র হইলে সহসা প্রভেদ করা কঠিন হইত। কুন্দ বিজয়ের কনিষ্ঠা ভগিনী; সেই ফুটন্ত ফুলবাগানের মাঝখানে দুটিকে দেখিলে বোধ হইত যেন স্বর্গ হইতে দেবকন্যাদ্বয় পুষ্পচয়নজন্য ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কুন্দ এবং শৈল দুটিতে একটি, মণিকাঞ্চন সমাগম, লৌহ চুম্বকের সম্মিলন; এক দিন শৈল চুপি চুপি আসিয়া পুষ্প চয়ন করিতেছেন এমন সময়ে কুন্দবালা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবং শৈলকে কহিতে লাগিলেন—শৈল! আজ তুমি আমাকে না ডাকিয়া একলা ফুল তুলতেছ কেন?

শৈল। কাল গোলাপফুলের কাঁটা লাগিয়া তোমার আঙুল দিয়া রক্ত পড়িয়াছিল বলিয়া আজ ডাকি নাই। মনে করে ছিলেম আমি ফুল তুলে তোমাকে ভাগদিয়ে যাবো।

কুন্দ। শৈল! তোমার হাতে লাগ্‌লে কি আর আমার মনে বেথা হবেনা? তোমার হাত ভাই আমার চেয়েও নরম।

শৈল। কুন্দ! তোমার আঙুলে রক্ত দেখে ভাই কাল আমার কান্না এসেছিল। আবারাত কত দপ্‌ দপ্‌ করেচে না? দেখি এখন কত ফুলো আছে।

কুন্দ। দাদা কাল ওষুধ দে—দিয়েছিলেন অনেক বেদনা কম হ'য়েচে, আর বড় ফোলে নাই, এই দেখ।

শৈল। তোমার দাদা ভাই তোমাকে খুব ভাল বাসেন, না? মায়ের পেটের ভাই না হ'লে ব'নের ভালবাসা জানে না। আমার একটি ভাই হয়!

কুন্দ। দাদা কেবল যে আমাকে ভাল বাসেন তা নয়, তোমা-কেও বড় ভাল বাসেন, তিনিই ত আমাকে বাড়ীর ভিতর গিয়ে ডেকে দিলেন, বল্লেন কুন্দ! শৈল একলা ফুল তুল্‌চে; তুমিও যাও, তাইত আমি এলেম। না হ'লে কি আমি এখন আসতুম।

শৈল। তোমার দাদা ভাই দিব্বি পুরুষ, বঙ যেন দুধে আলতায় গোলা

কুন্দ। শৈল! তুমি আমার দাদাকে বিয়ে ক'রবে, বাবা ব'ল্‌-ছিলেন, যদি তোমার বাপ, তোমার সঙ্গে দাদার বিয়ে দেন তা হ'লে বড় ভাল হয় যেন হর গৌরীর মিলন ঘটে।

শৈল। তোমার দাদাকে বিয়ে কত্তে আমার ইচ্ছে করে, তোমার দাদা কি আমায় বিয়ে ক'র্‌বেন?

কুন্দ। তোমার উপর দাদারও মন আছে, দেখ্‌তে পাওনা তুমি যখনই বাগানে এস তখনই দাদা এসে তোমাকে ফুল তুলে দেন, আর (তোমাকে) যাবার সময় রোজ রোজ আস্‌তে বলে দেন।

শৈল। তোমাকেও ত ভাই ফুল তুলে দেন।

কুন্দ। তোমাকে আগে ভাল ভাল ফুল দিয়ে শেষে আমায় দেন, আমি ভাল ফুল নিতে গেলে দেখনা বলেন, কুন্দ। শৈল বাড়ী অন্তর এসেচে ভাল ফুল দিয়ে শৈলকে খুসী কর।

শৈল। দেখ কুন্দ! কা'ল—মা, বাবাকে বোল্‌ছিলেন যে, দেখ শৈলর আমার এগার বছর বয়েস হ'লো এইবার বিয়ের যোগাড় দেখ—বাবা বল্লেন শীগ্‌গির দেবো।

কুন্দ। আমারও যে এগার বছর বয়েস হ'ল লো—কৈ—বাবাত কিছু বলেন না?

শৈল। তুমি ভাই কাকে বিয়ে ক'রবে?

কুন্দ। বিনোদ বাবুকে—

শৈল। যিনি রোজ রোজ তোমার দাদার সঙ্গে এসে তোমাকে কত আদর কর্‌েন, সেই—তিনি?

কুন্দ। হেলো চুপ্‌ চুপ্‌, কেউ শুনতে পাবে। উভয়ে এইরূপ কথা কহিতেছেন আর ফুল তুলিতেছেন। দেখিতে দেখিতে অনেকগুলি ফুল তুলিয়া ফেলিলেন। এই সময়ে তথায় বিজয়বল্লভ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বিজয়। শৈল! ফুল তোলা হ'য়েচে? না আর তুলে দেবো;

শৈল। আজ অনেক ফুল হ'য়েচে—

বিজয়। কৈ দেখি; বলিয়া পুষ্প পাত্র লইয়া মার্ব্বেল প্রস্তরে বাঁধা একটি গোল জায়গায় বসিয়া নিকটে আসিতে কুন্দকে ডাকিলেন। উভয়ে বিজয়ের নিকটে আসিয়া বসিলেন! বিজয় মনের সুখে মালা এবং কুসুম অলঙ্কার প্রস্তুত কবিতে বসিলেন। এবং নিপুণতার সহিত একসাজ অলঙ্কার প্রস্তুত কবিলেন। এই সময় শৈল কহিলেন আর এক সাজ; বিজয় কহিলেন, ভাল, আরও দিচ্চি এই বলিয়া আর একসাজ প্রস্তুত করিলেন। শৈল কহিলেন এইবারে কুন্দকে আর আমাকে দেন পূজা করিগে।

বিজয়। শৈল! পূজায়, ফুল দিতে হয়, এ গহনা; ইহাতে আমি তোমায় সাজাইব। এই বলিয়া শৈলকে সাজাইতে বসিলেন। শৈল স্থির হইয়া বিজয়ের মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন। আজি অজ্ঞাত যৌবনা শৈলবালা বিজয় দত্ত প্রণয় রূপ পুষ্প ভূষণে যে কিরূপ মনোমোহিনী হইলেন, পাঠক তাহা মনে মনে ভাবিয়া দেখুন। বিজয়, শৈলকে সাজাইয়া ছাড়িয়া দিলেপবে শৈল অন্য সাজ গহনা লইয়া কুন্দকে সাজাইতে বসিতেছেন এমন সময়ে তথায় বিনোদলাল আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বিনোদ। ইঃ এ কি-এ! শৈল যে! বেস সেজেচো। তুমি কি কুন্দকে সাজাইতে পারিবে, আমি সাজাইয়া দিই. এই বলিয়া সাজাইতে বসিলেন। সেই সঙ্গে বিজয় এবং শৈলবালা যোগ দিলেন। সাধুর পবিত্র নয়ন! এইসময় একবার দেখ দেখি কি মনোহর দৃশ্যই হইয়াছে।

এই অবসরে বিজয় কহিলেন বিনোদ! তুমি কুন্দকে বড় ভালবাস, না? তুমি কুন্দকে বিয়ে করতো আমি বড় খুসী হই।

বিনোদ। ভাই বিজয়! ভাল বাসিলে কি হইবে ভাই! তোমার পিতা কি আমায় কুন্দকে দিবেন?

বিজয়। বাবা ব'ল ছিলেম—বিনোদ বড় সুশীল আর বিজয়ের ডান্ হাত, আমি বিনোদের সহিত কুন্দর বিবাহ দিব—এই কথা শুনিবামাত্র কুন্দ, শৈলর হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া বাটীর ভিতর পলাইয়া গেলেন। বিজয় এবং বিনোদ পরস্পর কি কথা বার্ত্তা কহিয়া যে যাহার কাজে গমন করিলেন। শৈলবালাও যথা কালে আপন গৃহে উপনীত হইলেন। মাতা কমলাদেবী সকল কথা শুনিয়া কর্ত্তাকে বলিয়া বিজয়ের সহিত বিবাহ নির্দ্ধার্য্য করিলেন। যথা কালে বিজয়ের সহিত শৈলর এবং বিনোদের সহিত কুন্দবালার বিবাহ হইয়া গেল। হরিপদ বাবুরও এই সময় এক পিতৃ মাতৃ হীনা কন্যার সহিত বিবাহ হইল। নাম বিরজা; ইহাঁর একমাত্র তেজস্বী ভ্রাতা আছেন নাম যোগীন্দ্রচন্দ্র; বিরজা বিবাহের পর হইতেই শ্বশুর গৃহে থাকিলেন। বিধির কি বিচিত্র মিলন বিরজা রূপে গুণে কুন্দর এবং শৈলর সহিত এক হইয়া গেলেন। তিনটিতে বড় প্রণয়, প্রায় সর্ব্বদা একত্র অবস্থান করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে সকলেই যৌবন প্রান্তে অতি রমণীয় হইয়া উঠিলেন।

কুন্দকে বিবাহ করিব বলিয়া তারাপদর বড়ই সাধ ছিল। লোক জানা তাহার বিশেষ যত্নও পাইয়াছিল। কিন্তু কুন্দবালার, বিজয়ের এবং কুন্দর পিতার মনস্থ না হওয়ায় এই বিবাহ ব্যাপার ঘটিয়া উঠে নাই। তারাপদ কুন্দকে না পাইয়া, মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হইল। সমাজে কুন্দাদি তিন রমণী পরমাসুন্দরী বলিয়া বিখ্যাত হইয়া উঠিলেন, শুনিয়া তারাপদর বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তারাপদ মনের আবেগে কৌশল ক্রমে মধ্যে মধ্যে কুন্দবালাকে দর্শন করিত। যথাকালে কুন্দ-

বালার যৌবন-শোভা দর্শনে তারাপদকে পাপ; তারাপদ থাকিল না। পাপের জ্ঞান, ধৈর্য্য লজ্জা প্রভৃতি বিসর্জ্জন দিল। আর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল যেরূপে পারি কুন্দবালার সতীত্ব নষ্ট করিব।

কামুক—কামুক এই শব্দ যেমন শ্রুতি ভীষণ, তেমন প্রকৃতিভীষণ শব্দ বুঝি জগতে আর নাই। যে এই শব্দের অর্থে অন্বিত সে আরও ভীষণ! ভীষণ অপেক্ষাও ভীষণ! তাহার অসাধ্য কার্য্য জগতে অতি বিরল; কামে মত্ত হইলে, পশু হইতে কি ইতর বিশেষ থাকিল? পশুর মধ্যে ছাগ আর পুরুষের মধ্যে কামুক, সমান কথা; পর নারীতে যাহার বলবতী বাসনা, সে নিশ্চয়ই অবিশ্বাসের অবতার, জগতের উৎপাত ধূমকেতু; তারাপদ! তুমিই—তাই।

মুক্ত-কেশী।

তারাপদর পিতার নাম হরপ্রসাদ; ইনি কুন্দবালার সহিত নিজ পুত্র তারাপদর বিবাহ দানে অকৃতকার্য্য হইয়া মনের দুঃখ মনেই রাখিয়া বনমালীপুর নিবাসী রমাপদ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যার সহিত পরিণয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। পাত্রীর নাম মুক্তকেশী; মুক্তকেশী রূপে গুণে দ্বিতীয়া কুন্দবালা; এই নবোদিতা বালিকা অনেক পরিমাণে হরপ্রসাদের মনের কষ্ট নিবারণ করিয়াছিল, কিন্তু তারাপদর কুন্দবিরহ-অনলে শান্তি-সলিল-সেচন করিতে সক্ষমা হইল না। হরপ্রসাদ বাবু পুত্রের মনোদুঃখ জানিতে পারিয়া তাহার অপনয়ন মানসে দুই একবার তারাপদকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তথায় অজ্ঞাত যৌবনা মুক্তকেশী যথাসাধ্য স্বামীর অর্চ্চনা করিল। এঅর্চ্চনাতে অন্যস্বামী হইলে আপনাকে কৃতকৃতার্থ বোধ করিতেন কিন্তু তারাপদ তাহার কিছুই করিল না। মুক্তকেশী বুদ্ধিমতী এবং গুণবতী; লেখা পড়াতে তাহার যথোযুক্ত অধিকার ছিল। গীতি বিদ্যায় বিলক্ষণ প্রশংসনীয়া; তাহার স্বর-লহরীতে জগৎ বিমোহিত হইত।

পাঠককে, ইহার রূপের পরিচয় পূর্ব্বেই দিয়াছি। অতএব মুক্তকেশী যখন তারাপদর মনোহরণে অকৃতকার্য্য হইল, তখন ভাবিল, একি!! আমার স্বামী আমাতে অননুরক্ত কেন! আমার প্রতি স্বামি-যোগ্য-ব্যবহারে বিমুখ কেন? প্রণয়িযুগলের যে যে প্রণয় প্রসঙ্গ পাঠ করিয়া আসিয়াছি ইঁহাতে তাহার কণামাত্র দেখিতে পাই না কেন? আমি অভাগ্যবতী কি কোন পতিপ্রাণা কামিনীর পতি হৃদয়ে হলাহল ঢালিয়া দিয়াছিলাম। তাই আজি আমার, এবং আমার পতির এই দশা!! জানিনা আমার অদৃষ্টে কি আছে। বালিকা এই পর্য্যন্ত চিন্তা করিয়াই নীরবে থাকিল। তারাপদও যথাকালে গৃহে আগমন করিল। কালে হরপ্রসাদ বাবু লোকান্তরিত হইলেন। এক্ষণে মুক্তকেশী-যুবতী; কিন্তু স্বামি-সহবাস সুখে নিতান্তই বঞ্চিতা; তারাপদ তাহার নামোল্লেখও করে না। কুন্দধ্যান, কুন্দজ্ঞান; জীবনের সুখ সম্পদ যাহা কিছু যেন কুন্দ দেহেই অবস্থিত; তারাপদ এক্ষণে কুন্দ বিরহ ভুলিবার জন্য অন্য কোন উপায় না পাইয়া মাদক দ্রব্য সেবনে মনোনিবেশ করিল; মদ্য তাহার মধ্যে একটি প্রধান; তারাপদ বাল্যকাল হইতেই দুশ্চরিত্র ছিল। মিথ্যা কথায় তাহার বড় একটা ঘৃণা ছিল না। পর দ্রব্য গ্রহণেও অরুচি দেখা যায় নাই। কেবল লেখা পড়াতে ভাল রূপ রুচি থাকে নাই; মন্দর ভাগে তারাপদর বিলক্ষণ অধিকার জন্মিয়াছিল। ভালর ভাগে কিছুমাত্র নহে।

বিজয় এবং বিজয়ের পিতা এ-সমস্তই জানিতেন! কুন্দবালাও কতক কতক অবগত হইয়াছিলেন। কাজেই তারাপদর ভাগ্যে কুন্দ লাভ ঘটিয়া উঠে নাই। কুন্দবালা বালিকা হইলেও লজ্জা খাইয়া জননীকে দুই তিনবার নিজমুখে বলিয়াছিলেন, আমি তারাপদকে বিবাহ করিব না! তারাপদ মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক পরদ্রব্য হারক এবং বিদ্যাহীন মূর্খ; মা! আমি তোমার পায়ে পড়ি, উহার সহিত আমার বিবাহ দিও না। কাজেই তারাপদর ভাগ্যে কুন্দলাভ ঘটিয়া

উঠে নাই। আর কে বা সাধ করিয়া বানরের গলায় মতির মালা পরাইয়া দেয়। কে বা অস্পৃশ্য চণ্ডালকে দেবী সেবায় নিযুক্ত করিয়া থাকে। আর কে-বা পবিত্র গঙ্গানদীর সহিত বিষ্ঠাকুণ্ড মিশাইতে বাসনা করে। কাজেই তারাপদর অদৃষ্টে কুন্দলাভ ঘটিয়া উঠে নাই। এক্ষণে কুন্দ যুবতী; রূপের সাগরে ভাসিতেছেন, চন্দ্রিকাময়ী নদীতে সাঁতার দিতেছেন। মনঃপ্রাণ-বিমোহন কুচ-যুগলে কমল-কলিকা-কুলের গর্ব্ব-খর্ব্ব করিতেছেন। যুবতী আপনার সেই সেই অতুল অঙ্গের অতুল শোভায় জগজ্জনের অন্তঃকরণকে মাতাইয়া তুলিতেছেন। এতেও কি তারাপদ ধৈর্য্য ধরিতে পারে। তারাপদ মূর্খ, কত পণ্ডিতের মুণ্ডপাত হইয়া যায়, এতেও কি তারাপদ ধৈর্য্য ধরিতে পারে। তারাপদ যে কোন সুযোগেই হউক মধ্যে মধ্যে কুন্দবালাকে দর্শন করিত। করিয়া অকারণে নির্ব্বাণ অগ্নিকে প্রবলরূপে জ্বালাইয়া আপনিই জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিত। কালে কুন্দ তাহা জানিতে পারিয়া স্বামীকে সকল কহিয়া আপনার বহির্গমন আপনি বন্ধ করিলেন। কুন্দতে কুন্দর স্বামীর অনুমাত্রও অবিশ্বাস ছিল না। তিনি অবাধে কুন্দকে আবশ্যক কার্য্যে বহির্গমনে আজ্ঞা দিলেন। আরও কহিলেন, শৃগাল হইতে সিংহের কোন ভয় নাই। কুন্দ! তুমি যদি নদীধর্ম্ম অবলম্বন না কর, তবে তোমার বহির্গমনে বাধা কি? কুন্দ কহিলেন—আমি আমাকে যত দূর জানি, তাহাতে ভয়ের লেশমাত্রও নাই। কিন্তু জানি কি, পাছে চণ্ডাল দর্শনে দুরদৃষ্ট ঘটিয়া তোমা ধনে বঞ্চিত হই। এজন্য আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন বাহিরে নিমন্ত্রণাদিতেও যাইব না। আপনি আমায় অনুরোধ করিবেন না। এই হইতেই তারাপদর ভাগ্যে কুন্দ-দর্শন রহিত হইয়া গেল। নারকী এইবার পাগল; গৃহে গুণোত্তমা রমণী সত্ত্বেও, নারকী এইবার পাগল।

তারাপদ প্রণয়ের কোন ধার ধারে না। কামুকের কামেচ্ছা

পূরণ করাই, প্রণয়ের পরমতত্ত্ব ; কিসে একবার কুন্দবালাকে ভোগ করিবে নারকী এই চিন্তাতেই চিন্তাকুল। ক্রমে তারাপদর অন্তঃকরণ নিতান্তই মন্দ হইয়া আসিল। মুক্তকেশীর পিতা এই সংবাদ পাইয়া বিন্ধ্য গ্রামে আসিয়া তারাপদকে নিজ-ভবনে লইয়া গেলেন। মুক্ত এক্ষণে যুবতী ; বহুদিনের পর স্বামি-দর্শনে আকাশের চন্দ্র হাতে পাইল। মুক্ত বিধিমতে পতি-সেবায় মনোনিবেশ করিল। তারাপদ কিন্তু সে সেবায় সন্তুষ্ট নহে। কেবল কুন্দ! কুন্দ! আর কুন্দ ;

বিধির কি বিড়ম্বনা! কি অসঙ্গত-সম্মিলন! যাহা হইবার নয়, তাহাই যেন তাঁহাকে হওয়াইতে হইবে। যাহা করিবার নয়, তাহাই যেন তাঁহাকে করিতে হইবে। তিনি এই নিজ সৃষ্ট জগতে অঘটন ঘটাইয়া কি রঙ্গ রস দেখিতেছেন তাহা আমরা জানি না। ঈশ্বর বিড়ম্বনাময় আমোদপ্রিয় একথা বলিতে আমাদের সাহস হয় না। ভগবান্ রগড়্ দেখিতে ভাল বাসেন। এ কথাই বা কেমন করিয়া বলিব। তবে এইমাত্র বলিতে পারি, তিনি একজন সুবিজ্ঞ কয়াল অর্থাৎ পরিমাপক ; ওজন ঠিক রাখিতে ভাল জানেন। ভালতে মন্দকে মিশ্রণ করাই তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ-সুলক্ষণ ; পাঠক! আপনি সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইবেন যাহার স্ত্রী গৌরী, তাহার স্বামী কালো, যাহার স্বামী গৌর, তাহার স্ত্রী মসী ভূষিতা যাহার স্বামীর গঠন সুন্দর তাহার স্ত্রী অতি কুৎসিতা, যাহার স্ত্রীর অঙ্গ সৌষ্ঠব প্রীতিপদ তাহার স্বামী অতি ঘৃণ্য-দেহ ; এইরূপে পণ্ডিতে মূর্খা ; বিদুষীতে-ষণ্ড, গুণে নির্গুণা ; গুণ শালিনীতে গুন-হীন ; উগ্রচণ্ডাতে বিনম্র ; এবং ক্রোধোন্মত্ত চণ্ডালে, বিনয়বতী সাবিত্রী ঝাঁটাধারিণীতে পুষ্পমালা ধৃক্ পদানত পতি ; আর জুতা ধারিতে অর্চ্চনাভিলাষিণী সপুষ্পা, স চন্দনা-বিনয়বতী স্ত্রী ; এইরূপ কটুতে মিষ্ট, মিষ্টতে কটু, বিষে অমৃত, অমৃতে বিষ, হাসিতে কান্না, কান্নাতে হাসি ; সুখে দুঃখ, দুখে সুখ, চির বিদ্যমান ; আর কত দেখাইব। এইরূপ সংমিশ্রণে জগৎ পরিপূর্ণ ; আর

ইহা হইতেই যত কিছু অনিষ্ট উৎপন্ন হইতেছে।—তবে কি ঈশ্বর আমাদের অনিষ্টকারী ; এ কথাই-বা কোন্ সাহসে বলি।

চন্দ্রে কলঙ্ক, কেশে পকতা, পদ্মে কণ্টক ময়তা, কুচ-যুগে পরুষ শীলতা, সমুদ্রে লবণাক্ততা দেখিয়া, পাঠক হয় তো ঈশ্বরের অবিবেচনার প্রমাণে বদ্ধ পরিকর হইতেছেন। দেবালয়ে চটকাবলি, হর্ম্ম্যমালায় চর্ম্ম চটিকা, মহারণ্যে কুহুকণ্ঠী দেখিয়া পাঠক হয় তো ভগবানের বিবেচনার নিন্দা করিতেছেন। "এসকলের তাৎপর্য্য কি" যদি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে ঈশ্বর অবিবেকী এ কথাই বা আমরা কেমন করিয়া উত্তর দিই। কিন্তু বাহ্য দর্শনে এ সকলকে যেন কেমন কেমন বলিয়া বোধ হয়। যে যাহারে ভাল বাসে, সে তাহারে পায় না ইহাই কি ঈশ্বরের নিয়ম ? না—যে আমারে ভাল বাসিবে, আমি তাহাকে ভাল না বাসিয়া অন্যকে ভাল বাসিব" ইহাই ঈশ্বরের নিয়ম ? কি বলিব কিছুই স্থির করিয়া বলিতে পারি না। পাঠক হয় তো বলিবেন সূর্য্যপত্নী পদ্মিনী ভ্রমরকে মধু দান করে কেন ? আর যে ভ্রমর, মঞ্জরীকাল হইতেই চুতকুলের অনুগত, সে তাহাকে হৃদয়ে না রাখিয়া ঘৃণ্য কীটকে হৃদয়ে স্থান দেয় কেন ? ইহা কি ভগবানের বিড়ম্বনা নয় ? এ কথার মীমাংসাই বা আমরা কেমন করিয়া করিব। তবে এই মাত্র বলিতে পারি, আন্তরিক কোন নিগূঢ় কারণেই এসকল ঘটনা ঘটিয়া থাকে। আমরা তাহার অবধারণে অসমর্থ ; যেখানে সমবায়ী কারণে বস্তু সকল একত্রিত হয় সেখানে কোন বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় না। আর তাহার অন্যথা হইলেই অনিষ্ট সংঘটন হইয়া থাকে। কোন্ কারণে ঈশ্বরের কোন্ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে তাহা সর্ব্বদা অবধারণ করা অতি সুকঠিন !

মুক্তকেশী আজি সেই নিগূঢ় কারণে নিপতিতা ; প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও যখন তারাপদর মন পাইল না তখন কহিতে লাগিল, স্বামিন্ এই নিস্তব্ধ নিশীথ, এই নির্জ্জন গৃহ, সঙ্কোচের কোন কারণ বিদ্যমান

নাই। আমি আপনার স্ত্রী; আমার মাথা খান্, সত্য বলুন, কেন আপনি এরূপ বিমর্ষ ভাবে অবস্থান করিতেছেন? মধ্যে মধ্যে ঘোর চিন্তায় নিমগ্ন, পরক্ষণেই আবার অন্য মনস্ক; কি যেন প্রিয়বস্তু হারাইয়াছেন। কোন রমণী কি আপনার এ চিন্তার কারণ? না অন্য কোন কারণে এই অবস্থায় অবস্থাপিত হইয়াছেন? সত্য কহিবেন গোপন করিবেন না।

তারাপদ কহিল হাঁ, তুমি যথার্থই অনুমান করিয়াছ। আমি বড় অসুখী, যদি কখন সুখী হইতে পারি, তখন তোমাকে লইয়া আমোদ করিতে করিতে সকল কহিব। নচেৎ নহে।

মুক্ত। আমি আপনার স্ত্রী আমাকে বলিতে বাধা কি?

তারাপদ। তোমাকে বলিতে বাধা নাই, বিপদ আছে।

মুক্ত। আমা হইতে আপনার বিপদ, এ কথায় আমার মৃত্যু হইল না কেন? এসংসারে আমার আর কে আছে? এই চরণ যুগল যে আমার ভব সমুদ্রের তরণী, বলুন দেখি, কে সাধ করিয়া মুক্তির পথে কণ্টক রোপণ করে।

তারাপদ। আমি যতক্ষণ তোমার নিকটে থাকি ততক্ষণই আমার বিবাহের সকল কথা মনে পড়িয়া থাকে।

মুক্ত। ইহা তো আমার সৌভাগ্যের কথা।

তারাপদ। তোমার সৌভাগ্য, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, যদি দুর্ভাগ্যই না হইবে তবে কুন্দবালা আমার হইল না কেন?

কুন্দবালা নাম শুনিয়া মুক্ত অন্তরে অন্তরে শিহরিয়া উঠিল এবং একে একে প্রশ্ন করিয়া সকল তত্ত্ব অবগত হইয়া ম্রিয়মাণা হইয়াগেল।

তারাপদ। দেখ মুক্ত। তুমি যদি আমার কুন্দকে আমায় দিতে পার, তবেই আমি তোমার হইব। তাহা না হইলে তোমাতে আমার আবশ্যক নাই। বাবা বিবাহ দিয়াছেন, তুমি তাঁহার নিকট চলিয়া যাও।

মুক্ত। আচ্ছা আমায় সঙ্গে লইয়া, আপনার গৃহে চলুন। আমি আপনার মনোবাঞ্ছা পূরণে যত্নবতী হইব।

তারাপদ। ভাল, তবে তুমি কল্য বৈকালেই আমার সহিত আমার বাটীতে চল।

মুক্ত। যে আজ্ঞা তাহাই হইবে বলিয়া, নীরব হইয়া, মনে মনে ভাবিতে লাগিল যে "আর আমার স্বামীকে একাকী রাখা উচিত নহে। নিকটে না থাকিলে আমার সর্ব্বনাশ হইবে। এক্ষণে নিকটে থাকিয়া ইহাঁর মতির পরিবর্ত্তন করাই আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম" ইত্যাদি ঘোর চিন্তাতেই মুক্তকেশীর সেই কাল রজনী অতিবাহিত হইয়া গেল, এক বারও নিদ্রা যাইতে পারিল না। প্রভাতে উঠিয়া পরস্পরে যে যাহার কার্য্যে গমন করিল।

সময়ে তারাপদ স্নান করিয়া জল খাইয়া বহির্দ্দেশে গমন করিলে, মুক্তকেশী স্নান করিয়া নিজ নির্জ্জন গৃহে বসিয়া প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন হইল। বহুক্ষণের পর সর্ব্ব-সন্তাপ-নাশিনী-নিদ্রা, অজ্ঞাতসারে মুক্তর চক্ষে আবির্ভূত হইয়া মুক্তকে এক একবার দোলাইতে লাগিল। এই অবসরে সরোজিনী এবং মৃণালিনী নাম্নী মুক্তকেশীর দুই চিরসঙ্গিনী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সরোজিনী মুক্তর চক্ষে নিদ্রা দেখিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল দেখ মৃণা, দেখ দেখ বাত্রি, জাগিয়া মুক্ত আমাদের কেমন বসিয়া বসিয়া নিদ্রা দিতেছে। খোস্ খপরের

পাঠক মহাশয়গণের নিকটে সানুনয়ে নিবেদন—যে কয়েক সপ্তাহ আমাদের পাঁচশত গ্রাহক পূর্ণ না হইতেছে অনুগ্রহ করিয়া সেই কয় সপ্তাহ এক এক ফর্ম্মা লইয়াই সন্তুষ্ট হউন। আর যাহাতে দুই চারিটি গ্রাহক বৃদ্ধি হয় সে পক্ষে নিজ নিজ আত্ম বন্ধুকে অনুরোধ করিয়া আমাকে উৎসাহিত করুন। ভরসা করি আমার গ্রন্থ সকল আপনাদিগকে পরম প্রীতি প্রদান করিতে সমর্থ হইবে। গ্রন্থ সম্বন্ধীয় যে কোন সংবাদ অনুগ্রহ করিয়া তত্ত্বাবধায়ক নটবর বাবুকে অথবা আমাকে দিবেন গ্রন্থকার শ্রীব্রজনাথ ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত কলিকাতা নর্ম্যাল স্কুল। উভয়ের বাসা যোড়াসাঁকো মহারাণী স্বর্ণময়ীর ৩১৪ নং বাটীতে।

ঝুটাও ভাল। (মুক্তর দুই সঙ্গিনীর সহিত যোগীন্দ্র কিম্বা সুরেশ বাবুর কোন সম্পর্ক নাই)।

মৃণা। ঘুমে আবার খোস্ খপর কি?

সরোজ। তুমি কি কখন তোমার স্বামীর সহিত রাত্রি জাগরণ কর নাই? সেই সেই কাজ সকল ভাবিয়া দেখ না, তাহাতে ঘুম আসে কি না? স্বামী নিকটে থাকিলে আমোদেকষ্টবোধ হয় না সত্য, কিন্তু পরদিন সকালে আর শরীরে কিছু থাকে না। কেবল লোকলজ্জায় "চেঁচ্যে চেঁচ্যে" বেড়াইতে হয়। চক্ষু প্রায় বুজিয়াই থাকে।

মৃণা। সুখের জাগরণ কি দুঃখের জাগরণ আগে তাহাই জানো, পরে এ সকল কথা কহিও।

সরোজ। মুক্তকে দেখিলে, আমারই, কি, হইতে সাধ করে, তাহাতে আমি এমন পুরুষ দেখি না, যে ইহাকে ভোগে না দেয়।

মৃণা। মুক্তর স্বামী বড় নির্ব্বোধ, পরপত্নী প্রিয়; সে কি ইহার মাহাত্ম্য জানে।

সরোজ। মরুক, অমন উনমনুখো ভাতারে আবশ্যক নাই। আমার এমন ভাতার হইলে পোঁদে দাগ দিয়া ষাঁড় তাড়ান করিয়া গঙ্গা পার করিয়া দিতাম। মুক্ত আবার উহার জন্য খেদ করে।

মৃণা। কাজেই যে তাই খেদ করিতে হয়, আমাদের নাকি আর যো নাই; কটু তিক্ত কষায় যাহা হয় তাহাই অমৃত; উভয়ের এইরূপ কথাবার্ত্তার শব্দে মুক্তর চমক হইল। চাহিয়া দেখে সরোজিনী আর মৃণালিনী; ক্ষীণস্বরে কহিল এস ভগিনীগণ এস। উভয়ে নিকটে গিয়া বিবর্ণবদন দর্শন করত কহিল, তোমার অবস্থা এমন হইয়াছে কেন? নববিকসিত মাধবীলতাকে, কে উষ্ণ জলে সিঞ্চন করিল?

মুক্ত। আমার অদৃষ্ট;

সরোজ। কি হইয়াছে শীঘ্র বল।

মুক্তকেশী একে একে সকল কহিয়া রোদন করিতে লাগিল।

মৃণা। আমি যাহার ভয় করিতেছিলাম তাহাই হইয়াছে!!

সরোজ। পোড়ার মুখোর আক্কেল কি গো; এ সব কথা কেমন করিয়া বলিল; হা ধিক্ এমন পতি থাকার চেয়ে না থাকা ভাল। এ বয়সে কেমন করিয়া কুট্‌নী হইবে। কাহাকে এ নব-যৌবন বিতরণ করিয়া কুন্দকে আনিয়া দিবে? বিশেষ কুলকন্যা, কুলবধূ; ছি কি ঘেন্নার কথা!! নিজ ধর্ম্ম পত্নী পরিত্যাগ করিয়া পর পত্নীর আশা! ধিক্ পুরুষ জন্মে। ধিক্ পশ্বাচারে। ধিক্ বিদ্যায়! ধিক্ বুদ্ধিতে! তারাপদ। তোমার মত স্বামী পুরুষ কুলের কলঙ্ক! তোমরা, সব করিতে পার বলিয়াই কি যাহা খুসী হইবে তাহাই করিবে? ওলো মুক্ত। তুই কেন বলিলি না যে আমাকে একটি উপপতি জুটাইয়া দেন?

মুক্ত। এ কথায় স্বামী মহাশয়ের কোন দুঃখ নাই। তিনি প্রথমেই বলিয়াছেন, তুমি আমার বাবার নিকটে চলিয়া যাও, আমার আশা ত্যাগ কর।

মৃণা। বল কি ভাই? সত্য নাকি। এ কথাও কি বলিয়াছে নাকি!

সরোজ। দেখ্ মৃণা। তুই যে বলিস্, রমণীর স্বামীই পরম গতি; স্বামীর উপাসনাই পরম ধর্ম্ম, ইহাতে কি ধর্ম্মে মন যায়; না ঐরূপ অকাল কুষ্মাণ্ডের আশ্রয়ে থাকিতেই ইচ্ছা করে? সাধে কি রমণী সতীত্ব বিসর্জ্জন দেয়। এতেও কি সতীত্ব রাখিতে ইচ্ছা করে? আরে আমার পতি; এমন পতির অপেক্ষা চির বৈধব্য পরম সুখের।

মৃণা। পুরুষ পরেশমণি, যাহা করে তাহা শোভা পায়।

সরোজ। আরে আমার পরেশমণি! বারোভূতে পচাপুকুরের পাঁকে পড়িয়া পচা জল ভক্ষণ করত সর্ব্বাঙ্গে কাদা মাখিয়া পচা গন্ধে মাছি উড়াইয়া গৃহে আসিয়া সুকোমল শাদা শয্যায় শুইয়া পড়িবেন, আর কিছু বলিবার যো নাই, মণির এমনি স্পর্শ যে, দু দিন না

যাইতে যাইতেই পুণ্যের বোঝা সর্ব্বাঙ্গে দিয়া ফুঁড়িয়া বাহির হয়। বল দেখি বোন্। পুরুষ হইতে, পরম সতী কি না কষ্ট ভোগ করে। এঁরা আবার বলিয়া থাকেন স্ত্রীলোকের আটগুণ; আমাদের আটগুণ তো পুরুষদের চৌষট্টীগুণ; গুণের বালাই নে মরি; মুক্ত! আর তুমি কাঁদিও না। অমন ভাতারের আশা ভরসা ত্যাগ করিয়া আপনাকে চিরকুমারী বলিয়া স্থির করিয়া রাখ।

মৃণা। তাহাই না-হয় স্থির করিল। যম যন্ত্রণার উপায় কি? বালিশের সঙ্গে রস রঙ্গে রাত্রি কাটান কি যে ভয়ঙ্কর ব্যাপার! তাহা পোড়া পুরুষ জাতি কি বোঝে না?

সরোজ। তাহাতেই তো বলি, অমন পতির মুখে ছাই দিয়া বক্ষের মাঝে আসন পাতিয়া মনের সাধে জলসত্র দিতে হয়। যাহারা নীচাশয়, স্বার্থপর, পারদারিক, তাহাদের আবার মান মর্য্যাদা কি? ভাল বাসো কেমন, না ভাল বাসো যেমন, স্বামী পরের ঘরে ধার করিয়া আসিবেন, আমি অর্দ্ধাঙ্গিনী, বল দেখি, আমি তাহা শোধ না দিলে আর কে তাহা শোধ দিয়া স্বামীকে ঋণ হইতে মুক্ত করিবে? স্বামীর ভগিনী না—কি?

মৃণা। গায়ের জ্বালায় যাহা বল, তুমি কি তাহা করিতে পারিয়াছিলে?

সরোজ। আমি পারি নাই তো, আমার পতিকে কে সোজা করিল, তুমি নাকি?

মৃণা। তুমি কটি উপপতি করিয়াছ?

সরোজ। উপপতি না করি, করিব বলিয়া ভয় দেখাইয়া তো আমার ধন আমি হস্তগত করিয়াছি। মুক্ত তাহাই করুক না কেন?

মৃণা। তোমার স্বামীতে আর মুক্তর স্বামীতে অনেক অন্তর, কাশী আর মক্কা; ও গাধার কি, সে লজ্জার ভয় আছে? তাহা না হইলে এমন গুণবতী স্ত্রীর এত যন্ত্রণা কেন?

সরোজ। তবে উপায় ?

মৃণা। উপায় একটি আছে—

সরোজ। কি ?

মৃণা। নিরন্তর উহার কাছে থাকিয়া প্রাণপণে উপাসনা, শুশ্রূষা, আর মায়াকান্না। ইহাতেও যদি না হয়, তবে উপ—ছাই—পতি, না হয় পরত্র গতি।

মুক্ত। ভাই! আমি পতি সেবাই স্থির করিয়াছি, অদ্যই পতি-সঙ্গে শ্বশুরালয়ে গমন করিব।

মৃণা। আজি যে আমার কর্ত্তাটি আসিবেন লো, তাহার সঙ্গে দেখা করিবি না ?

সরোজ। আমারো—

মুক্ত। তোমরা মনের সুখে দেখা দেখি কর, আমি অভাগিনী বাধা বাধিতে চলিলাম। আশীর্ব্বাদ কর যেন পতি পাই।

সরোজ। তোমার স্বামীকে কি আমরা কিছু কহিব ?

মুক্ত। না—ভাই! কোন্ কথায় কি উত্তর দিবেন জানিনা; অসঙ্গত হইলে লজ্জায় মরিয়া যাইব। আমি যাব সেই ভয়ে মাকে একথা জানাই নাই।

সরোজ। দেখো ভাই—সাবধানে কাল সর্পের কাছে থাকিও—

মৃণা। আমারও ঐ কথা—

সরোজ। ঐ—লো, শৈবলিনী আসিতেছে—আহা! এ বয়সে শৈব বিধবা!! প্রাণ ফাটিয়া যায়, সোণার তরণী নাবিক হীনা, ভাদ্র মাসের তরঙ্গিণী ঘোর মকরে নিপতিতা!! আ—হা! হা! দেখিলে প্রাণে আর কিছু থাকে না। পাঠক! এই রমণীও ইহাদের অপরা সঙ্গিনী, অল্পদিন মাত্র বিধবা হইয়াছে। শৈবলিনী আগমন করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কহিল। ভাই মুক্ত! বিধবার চেয়ে, ইহাতে সুখ আছে। স্পর্শন না হউক দর্শন ত কেহ নিবারণ

করিয়া বাখিতে পারিবে না। মোক্ষ গতি না হউক অর্চনাতে তো কেহ বাধা দিয়া রাখিতে পারিবেনা। সকল সময়ে না হউক সময়ে সময়ে তো—ও-মুখ শশী দূব হইতেও দেখিতে পাইবে। তবে না পাইলে কি? সকল ক্ষোভ, সকল দুঃখ ত্যাগ করিয়া প্রসন্ন চিত্তে পতি-পদ পূজিতে গমন কব। ভগবান্ লক্ষ্মীবল্লভ তোমার মঙ্গল করুন।

মুক্ত! একবাব আমাব অবস্থা দেখ দেখি, আমি আজি পথের ভিখাবিণী; একা পতির অভাবে যেন, এ জগতে আমাব কেহ নাই। তাঁহাব সে মুখ যখন মনে হয় তখন প্রাণে আব কিছু থাকে না। আমার শয়নে ভোজনে উপবেশনে কিছুতেই সুখ নাই। আমি বাঁচিয়া আছি কি মরিয়া আছি তাহা ঈশ্বরই জানেন। যে দিন পতিব মাথা খাইয়াছি, আমি রাক্ষসী যে দিন পতিব মাথা খাইয়াছি সেই দিন হইতেই জগতেব সকল সুখ গ্রাস করিয়াছি। সখি! যে দিন প্রাণনাথ স্বহস্তে আমাব কেশ বন্ধন করিয়া দিয়া নানাবিধ অলঙ্কারে এ শরীর সাজাইয়া দিতেন, বাবাণসী সাড়ী পবাইয়া দিতেন, নিতম্বে কিরূপে ফের দিতে হয় তাহাব কৌশল শিখাইয়া দিতেন, পাপীয়সীর এ কুচ-যুগলে মনোহর কারুকার্য্য সম্বলিত কাঁচলি আবৃত করিতেন, নিজ-মনোমত করিয়া এ চাব নিতম্বে রসনা কলাপ ঝুলাইয়া দিতেন, এ-কবরীতে বিবিধ-কুসুমমালা জড়াইয়া দিতেন, সাদরে অঙ্কে বসাইয়া বাম-বাহু প্রকোষ্ঠে আমার মস্তক রাখিয়া দক্ষিণ কর-পল্লব হৃদয় কুম্ভোপরি স্থাপন করিতেন, মনেব আবেগে দক্ষিণ করাঙ্গুলি দ্বারা আমার চিবুকধারণ করিয়া প্রেমভরে তাম্বুল-রাগ রঞ্জিত অধরোষ্ঠে নিজ রসাল কমনীয় অধরোষ্ঠ নিলিতকরিয়া, কি অপূর্ব্ব ভাবেই মুখ-চুম্বন করিতেন, সেই দিন এক দিন। আব আজি আমার এই এক দিন! আমার সেই দেহ এখন শ্মশান ভূমি হইয়াছে। প্রাণবল্লভ আমার সেই সব সজ্জা কাড়িয়া লইয়া কোন্ অলক্ষ্য অদৃশ্য পথে পলায়ন করিয়াছেন।

হায়! হায়! আর আমি এ-জন্মে সে অভয় চরণ-যুগলের দর্শন পাইব না, এ কথা মনে হইলে আর ক্ষণকালও বাঁচিতে বাসনা হয় না। সেই মুখ, সেই হাসি, সেই বঙ্কিম-নয়নের বঙ্কিম চাহনি, সেই সেই কার্য্য, সেই সেই রসালাপ, সেই সেই অনুষ্ঠান, সেই সেই; সেই-নির্জ্জন-গৃহের, সেই সেই; মনে করিলে বুক ফাটিয়া যায়, নির্জ্জন গৃহের সেই সেই প্রেম যজ্ঞ ব্যাপার আমাকে অনুক্ষণ সপ্ত পাতালতলে নিক্ষেপ করিতেছে। সর্ব্বদাই মনে করি আত্মঘাতিনী হই, আর এছার জীবনে আবশ্যক নাই। কিন্তু পোড়া লালসা আমায় আত্মঘাতিনী হইতে দেয় না। আমি ঘুমাইলেই তাঁহাকে দেখিতে পাই। আমি জাগিয়া আছি না মরিয়া আছি, ঘুমাইলে বাঁচিয়া যাই। সেই দুর্লভ মুখ খানিকে দেখিতে পাই। আমি ঘুমাইলে প্রাণনাথ আমার হাসিয়া হাসিয়া নিকটে আসিয়া অঙ্গে অঙ্গ দিয়া বসিয়া বসিয়া সেই সেই; সেই কত রকমেরই রসালাপ করেন। এই আমি সেই সময়ে যেন, এই, আমি-নহি। আমি বসন ভূষণে ভূষিতাঙ্গী হইয়া যেন, এ দেহকে তাঁহার মনোমত-ভোগ-যোগ্য করিয়া তাঁহাকে ডালি দিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকি। কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহাকে কত কথাই কহি। আমায় পরিত্যাগ করিয়া এতক্ষণ কোথায় ছিলেন বলিয়া আমি মানভরে বদনে বসন আবৃত করিয়া গুরুমানে নিমগ্না হই। প্রাণনাথ আমার কাতর হইয়া "আর তোমায় রাখিয়া কোথাও যাইব না" বলিয়া, কতই মান সাধেন। আমার মানও ক্রমশঃ বাড়িয়া যায়। প্রাণ-বল্লভ আমার চরণে ধরিয়া মান ভিক্ষা করেন। আমার এই পাপ চরণে সেই পবিত্র হস্ত প্রদান করিয়া, মদন পরবশ হইয়া, কত কথা কহিয়া, স্বকার্য্য সাধন করেন। সে সব ব্যাপার মনে হইলে, মুক্ত! বল দেখি সরোজ! ভাই মৃণা! আর কি আমার বাঁচিতে বাসনা হয়? প্রাণবল্লভ আমার সেই সেই কার্য্য সাধন পূর্ব্বক আমাকে জীবন্তে মৃত করিয়া চলিয়া যান। রমণী স্বতঃই লজ্জাশীলা;

প্রাণনাথ আমাকে লইয়া সেই সব কার্য্য করেন দেখিয়া যখন নিদ্রাদেবী লজ্জায় আমার দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যান, যখন আমাকে অকূল সমুদ্রে ভাসাইয়া চলিয়া যান, যখন আমার প্রাণ বল্লভের সহিত কোথায় চলিয়া যান, তখন আমার চৈতন্য হয়। পরে চারিদিকে চাহিয়া দেখি, কে বা কোথায়! সব শূন্যময়, কেবল প্রদীপটি স্থিরভাবে জ্বলিতেছে আর রাত্রি চুপে চুপে প্রস্থান করিতেছে। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, গম্ভীর এবং ভয়প্রদ ভাব ধারণ করিয়া জানি না কি জন্য যেন আমার দিকেই চাহিয়া আছে। শয্যারদিকে চাহিয়া দেখি, নেত্রজলে মাথার বালিশের অর্দ্ধেক ভিজিয়া গিয়াছে। বক্ষের দিকে দৃষ্টি করি, প্রাণনাথের করচিহ্নের পরিবর্ত্তে আমার নয়নবারি বিরাজিত আছে। কোথায় বা সেই সেই অলঙ্কার কোথায় বা বারাণসী সাড়ী। কেবল দেখিতে পাই প্রাণনাথের সেই সেই অত্যাচারের লক্ষণ সকল বিলক্ষণরূপে বর্ত্তমান আছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া দারুণ ভয়ে সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে থাকে। পুনর্ব্বার চক্ষের জলে বক্ষস্থল ভাসিয়া যায়। আর মনে করি, আমি কেন জাগিলাম। আমার এ নিদ্রা কেন চির-নিদ্রা হইল না। নিদ্রাদেবি! তোমার চরণে পড়ি আমার চক্ষে আবার আগমন করুন। আবার আমার ধন আমায় প্রদান করুন। আমি শরণাগত বালিকা, আমার ধন আমায় প্রদান করুন। ঘুমাইতে কত চেষ্টা করি, আর ঘুম হয় না। আর প্রাণনাথ আসেন না। আর দেখা পাই না। সখি! তোমরা বল দেখি, এতেও কি জীবন রাখিতে বাসনা হয়? তাঁহার কোন্ কথা আমি ভুলিব, তাঁহার কোন্ কার্য্য আমি ভুলিব। তিনিতো নির্দ্দয় হইয়া গমন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার প্রত্যেক বস্তু যে আমাকে অহোরাত্র জ্বালাতন করিতেছে। আমার মন, আমার যৌবন, আমার বসন আমার ভূষণ, আমার শয়ন আমার ভবন, এ সকল যে আমার নহে, তাঁহার বস্তু আমার কাছে। আমি তাঁহাকে ভুলিব বলিয়া

প্রতিজ্ঞা করি বটে কিন্তু ইহারা যে আমায় ভুলিতে দেয় না।
সখি! আমি এ বয়সে বিধবা; ইহাতেও কি আবার বাঁচিতে বাসনা
হয়? আমার যাহা ছিল সে সব তাঁহার সহিত গমন করিয়াছে, তবে;
আমার আর থাকিবার আবশ্যক কি? আর আমি স্বপ্ন সহবাস-সুখ
চাহি না, আর আমি মরীচিকার প্রতারিত হইতে ইচ্ছা করি না। আর
আমি কাঞ্চন বিনিময়ে কাঁচ লইতে অভিলাষ করি না। আর আমি শীতল
হইবার বাসনায় দাবানলে প্রবেশ করিতে চাহি না। আমার মরণই
মঙ্গল; যাহার স্বামী নাই তাহার মরণই মঙ্গল; স্বামী অমূল্য রত্ন;
সকল জিনিসের ভাগ দেওয়া যায়, সকল দ্রব্য ত্যাগ করা যায়, সকল
ধন দান করা যায় কিন্তু স্বামীকে কখন ভাগ, দান, ত্যাগ করিতে
পারা যায় না। স্বামী, সুখ মোক্ষদাতা; দর্শনে পুণ্য, স্পর্শনে মোক্ষ,
তাই বলি মুক্ত! তুমি আপন স্বামীকে স্বায়ত্ত করিতে স্বচ্ছন্দে তাঁহার
সহিত গমন কর। নিজগুণে স্বামীকে স্বায়ত্ত করিতে যত্নবর্তী হও।
আমরা প্রার্থনা করি ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন। তুমি মনের
সুখে পতিগৃহে গমন ও অবস্থান কর।

তারাপদ যথা সময়ে শ্বশুর শাশুড়ীকে বলিয়া মুক্তকেশীকে
সঙ্গে লইয়া বাটী আগমন করিল। মুক্তকেশীও প্রাণেপণে
স্বামীকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টায় থাকিল। কিন্তু পরপত্নী প্রিয়
তারাপদর মন কিছুতেই ফিরিল না। মুক্তকেশী প্রবল দাবানলে
পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। তারাপদ গোলাপী নাম্নী
নবাব-নর্ত্তকীর কুহকে পড়িল। আরও যখন যেখানে মন
হইতে লাগিল সেই থানেই গমন করিতে লাগিল। গৃহে অমৃত-
ময়ী নদী বিরাজমানা থাকিতেও তারাপদ বিষসিন্ধুতে ডুব দিতে
লাগিল। মুক্তকেশী তাহা কোনরূপেই নিবারণ করিতে পারিল না।
মুক্তকেশী তারাপদকে আয়ত্ত করিতে যত্নবতী হইলেই পামর কহিত
অগ্রে আমায় কুন্দকে দাও; পশ্চাৎ তোমাকে লইব। মুক্তকেশী যদি

করিবেন, গোলাপী কি আপনাকে কুন্দকে আনিয়া দিবে? সেই পাপিনীর সহবাসে আপনার এত মতি কেন? তারাপদ কহিত, গোলাপীর বিস্তর ক্ষমতা; তাহা হইতে একদিন আমার আশা ফলবতী হইবার নিশ্চয় সম্ভাবনা। সে আমার দুঃখ অনলের শান্তি সলিল; গোলাপ যে রূপে আমাকে সন্তুষ্ট করে তুমি কি সেরূপ করিতে পারিবে?

মুক্ত। বলুন সে কি করে।

তারা। সে, গাইতে জানে, নাচিতে জানে, রসিকতা জানে, কত রকমের কতকথা জানে, আদর জানে, সম্মান জানে, আর সময়ে স্বর্গে তুলিয়া দিতে জানে।

মুক্ত। আমি যদি এসব করি, তবে আপনি আমার গৃহে থাকিবেন?

তারা। তুমি কি কি পারিবে?

মুক্তা। আমি গাইতে পারিব, নাচিতে পারিব, রসিকতা করিতে পারিব. আর আমি পতি সেবা কেমন করিয়া করিতে হয় তাহা জানিনা. আপনি শিক্ষা দেন, শিখিলে সময়ে আপনাকে স্বর্গে তুলিয়া দিব। অপরাপর, আপনি যাহা বলিবেন, আমি তাহাই করিব। আপনার চরণে ধরি অদ্য রজনী বাহিরে যাইবেন না? আমার গৃহে অবস্থান করুন।

তারা। তুমি এ সকল পারিলেও পারিতে পার কিন্তু আরও অনেক কার্য্য পারিবে না।

মুক্ত। তাহা কি বলুন।

তারা। গোলাপী রাগিলে প্রণয় কোপে আমায় কেমন অমৃতপূর্ণ-মনোহর-বাপান্ত গালি দেয়; তুমি আমার বাপান্ত করিতে পারিবে?

মুক্ত। আমায় ক্ষমা করুন ওসব ছাড়া যাহা বলিবেন আমি তাহাই পারিব।

তারা। যদি ভোজনে অন্নই না থাকিল তবে সে ভোজনে সুখ কি? আর আমায় বিরক্ত করিও না। ছাড়িয়া দাও; গমন করি।

মুক্ত। আজি আমি কখন ছাড়িব না।

ছাড়িবে না?

ছাড়িব না;

ছাড়িবে না?

ছাড়িব না;

ছাড়িবে না?

ছাড়িব না;

তোমার মা যে সে ছাড়িবে। আর তোমার বাবা যে সে ছাড়িবে। পুংশ্চলি! আমায় ছাড়; বলিয়া মুক্তকে ফেলিয়া দিয়া বেগে চলিয়া গেল।

মুক্তকেশী নীরবে মনের দুঃখে রোদন করিতে লাগিল। সান্ত্বনা করিবার কেহ নাই। পাঠক আপনি অবগত আছেন তারাপদর সংসার পরিবার শূন্য।

গোলাপী বিল্বগ্রাম বাসিনী বিখ্যাত বেশ্যা এবং প্রধানা নর্ত্তকী; নবাব সাহেবের অনুগ্রহের পাত্রী; তারামণির মন্ত্রণা শুনিয়া তারাপদ এই বার-বিলাসিনীর অনুগত হয়। কি তারামণির উপাসনা, কি গোলাপীর উপাসনা, কি নবাবের উপাসনা, তারাপদর এ সকল উপাসনার উদ্দেশ্য সেই এক কুলবালা।

তারাপদ এক্ষণে গোলাপীর অনুগ্রহে, নবাবকে এবং তারামণিকে সহায়রূপে প্রাপ্ত হইয়া আপনার আশালতাকে ফলবতী করিবার অশেষ বিধ চেষ্টা দেখিতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সাদৎআলি এবং তারাপদ।

একদিন সাদৎ আপন বৈঠকখানায় বসিয়া আছে। এমন সময়ে তথায় তারাপদ আসিয়া উপস্থিত হইল। সাদৎ কহিল বন্ধো! আজি-কার সংবাদ কি বল?

তারাপদ। সংবাদ ভাল, তবে আপনার ক্ষমতায় কুলায় কিনা বলিতে পারি না।

সাদৎ। আগে বল—বুঝি, তারপর, হব না হয়, বলিব।

তারা। পূর্ণিমার চাঁদ, একটি নয় তিনটি, বুঝিলেন কি?

সাদৎ। হাঁ—হাঁ—বুঝিয়াছি আর বলিতে হইবে না, হোসেন—অদ্য কয়েকদিন হইল, উহাদের কথাই আমায় বলিয়াছে। বিজয়, বিনোদ এবং হরিপদ এই তিন জনই এই স্থানের বড় লোক; লেখা পড়া নিতান্ত মন্দ জানেনা, অনেকেই উহাদিগকে ভাল বাসে। সহসা এ কাজ হইবে না। কিন্তু আমি ঐ তিন জনকে কখনই ভুলিব না। অগ্রে বিজয় প্রভৃতিকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলি, খাইবার যোগাড় ঘুচাইয়া দিই, পরে হয় কি না হয় বুঝা যাইবে। এই সময় তারামণি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সাদৎ কহিল, তারামণি! সব ভালত?

তারামণি সহসা কাঁদিয়া ফেলিল আর কহিল ভাল আর ছাই, আজি কার দুর্দ্দশার কথা আপনাকে কি বলিব। এই দেখুন মা'র খাইয়া আমার গতর পিশিয়া গিয়াছে। আজি আপনকার কার্য্যে গিয়াছিলাম। তথায় বিজয়, বিনোদ এবং হরিপদ ছিল, তাহারা জানিতে পারিয়া আমাকে যথোচিত প্রহার করিল। আর আমা-দ্বারা আপনার এ কাজ হইবে না। যদি তাহাদিগকে জব্দ করিতে

পারেন তো এ কাজে হাত দিব নচেৎ আজি হইতে বিদায় ; এই কথা বলিয়া বিষম মায়া কান্না কাঁদিয়া চক্ষের জলে সেই স্থান ভাসাইয়া দিল। প্রহার দেখিয়া সাদৎ জ্বলিয়া গেল। ঘাড়ে দুষ্ট সরস্বতী চড়িল। বিজয় প্রভৃতির সর্ব্বনাশ জন্য বদ্ধ-পরিকর হইল। পরে সান্ত্বনা বাক্যে তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া পুলিস্ দিয়া তদারক করাইয়া আদালতে নালিশ উপস্থিত করিল। পুলিস্ সাদতের মুঠার ভিতর, কি সাধ্য তাহারা সাদতের বিরুদ্ধে কাজ করে। ক্রমে দুই একটি করিয়া বিজয়, বিনোদ এবং হরিপদ বাবুর নামে তিন শত মোকর্দ্দমা আরম্ভ হইল। মোকর্দ্দমার মহাধুম ধাম চলিতে লাগিল। চারিদিকে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। গ্রাম বাসী ভদ্র হিন্দু মাত্রেই বিজয়াদির পক্ষ হইয়া প্রতিজ্ঞা করিল—যেরূপে পারি দুরাত্মা হিন্দু যবনকে শাসন করিব। দুই পক্ষেই মহা আড়ম্বরে মোকর্দ্দমার কার্য্য চলিতে লাগিল। শান্তি ভঙ্গের ভয়ে পাড়ায় পাড়ায় পুলিস বসিয়া গেল। দুরাচার সাদৎ আপন প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য উন্মত্তবৎ হইল। অর্থের অভাব নাই, প্রচুর অর্থ দানে পুলিস হইতে সামান্য প্রজা পর্য্যন্ত কে বশীভূত করিল। বিজয়াদি তিন জনে, আদালতে অধিকাংশ মোকর্দ্দমাই হারিতে লাগিলেন। যাহা সঞ্চিত অর্থ ছিল ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

এদিকে দুরাত্মা তারাপদ নবাবের সহিত নিয়ত অপরিমিত মদ্য খাইয়া একটি প্রকৃত নারকী হইয়া উঠিয়াছিল। মদ্যপানের সময় হইলে একদণ্ডও গৃহে থাকিত না। একদিন বৈকালে মদ্য-পানোদ্দেশে নবাব-বাটীতে গমন করিবার উদ্যোগ করিতেছে এমন সময় মুক্তকেশী কহিল নাথ! সে দিন যাহা করিয়াছিলেন, তাহা করিয়াছেন, অদ্য দয়া করিয়া দাসীর গৃহে অবস্থান করুন। আমি এক দিন, এ জন্মের মত, আর প্রার্থনা করিব না, অদ্য এক দিন,আপনার পায়ে পড়ি, অদ্য এক রাত্রি চরণ সেবা করিয়া নারী জন্ম সার্থক করিব।

দেখুন আমি আপনার বালিকা স্ত্রী, আমাকে নয়ন-নীরে ভাসান আপনার উচিত নহে। আর আমার কে আছে যে তাহার নিকট দাঁড়াইব? মনের কষ্ট আর কাহাকে জানাইব। পূজার্থ পুষ্পচন্দন সংগ্রহ করিয়াছি, উপভোগ্য বস্তু সকল প্রস্তুত, আজি আমি আপনাকে কখনই বাহিরে যাইতে দিব না। এই বলিয়া পরিধৃত বস্ত্র ধরিয়া রহিল।

তারাপদ। দেখ মুক্ত! ভাল চাহতো তুমি আমায় ছাড়িয়া দাও, তাহা না হইলে এখনই উচিত ফল পাইবে। এত জ্বালা ভাল নহে, থাকিতে না পারতো ইচ্ছা মত উপকার্য্য কর, তাহাতে আমার আপত্তি নাই। আমি তোমাকে চাহি না। মন যাহাকে চাহে না। রুচি যাহাতে হয় না। চক্ষের যে বালি; সে আমার সম্মুখে আসে কেন? তুমি আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাও।

মুক্ত। তা আমি কখন যাইব না। আপনি যে আমার সাত পাকের ধন। আজি আমি আপনাকে কখনই ছাড়িব না।

তারাপদ। তোর্ সাত গুষ্টির সাত পাকের ধন, ছাড়্, সরে যা।

মুক্তাকেশী ছাড়িয়া দিল; কোঁচার বস্ত্র ছাড়িয়া দিল। তারাপদ বাঞ্ছিত-স্থানে প্রস্থান করিলে, মুক্ত কহিতে লাগিল—হে ভগবান্ আর কেন, আমায় বিনাশ কর। আর যাতনা সহ্য হয় না—

লহ নাথ মোরে অনাথা জানিয়া
সহেনা হৃদয়ে যাতনা আর।
ঘোর দাবানলে দহে দেহ-বন
যাই যাই উহু! বাঁচিনা আর॥
আনি ধরাতলে দুখের অনলে,
আজন্ম পোড়ালে নিঠুর হ'য়ে।
আর থাকিব না পাপ ভূমণ্ডলে,

এস এস বাপ! যাওগো লয়ে॥
আমি কন্যা তব জনম-দুখিনী,
তুমি পিতা তার গোলোক পতি।
রাজ রাজেশ্বর মহাদণ্ড ধর,
তবে কেন তার না হয় গতি॥
পিতা তুমি রাজা. রাজকন্যা আমি,
দয়া-সিন্ধু, লোকে তোমারে বলে।
যার দয়া বলে সবল দুর্ব্বলে।
তার কন্যা ভাসে নয়ন-জলে॥
"পতিত-পাবন", "পাতকী তারণ"
নামের মহিমা সদাই শুনি।
ও নাম—
নিলে একবার, ঘুঁচে দুঃখভার,
কহে দেবঋষি যোগী মহা মুনি॥
পাপিনীর শেষ এত কি গো আমি,
তব নামে নহে সে-পাপক্ষয়।
ভিক্ষা জোড় করে, দাও দণ্ড মোরে,
শিরেতে পড়ুক অশনি চয়॥
কিম্বা কাল সাপে করুক্ দংশন,
বিষযোগে যাক্ দেহের জ্বালা।
পতিবাক্য বাণে জ্বর জ্বর দেহ,
আর যে সহিতে পারে না বালা॥
নবীনা লতিকা নিদাঘ তপনে,
শুকায়ে জ্বলিয়া মরে যে প্রাণে।

ঢ'লো শান্তি-বারি, বিপদ-তারণ !
কর দয়া বাপ ! দুহিতা জ্ঞানে ॥

এই কথা বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাতলে পতিত হইল তারাপদ দূর হইতে তাহা দেখিল। জানিনা কি জন্য আবার ফিরিল। আশা চৈতন্য করত কহিল আচ্ছা আজি আমি তোমার ঘরে থাকিব, উঠিয়া বেশ-বিন্যাস কর আমি আসিতেছি, বলিয়া চলিয়া গেল। প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-সেবিত দেহের পক্ষে ছায়ার ন্যায়, ভয়ঙ্করী মরুভূমির পক্ষে নীরদাবলির জলধারার ন্যায়, প্রবল পিপাসাতুরের পক্ষে সুশীতল পানীয়ের ন্যায়, তারাপদর আশা বাক্যে মুক্তকেশী কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইল। প্রায় গমনোন্মুখ প্রাণবায়ু দেহ মধ্যে রহিয়া গেল। পতির গমনেরপর ধীরে ধীরে উত্থিত হইয়া উপবেশন করিল। মনোমধ্যে কত কথার উদয় হইতে লাগিল। আশা সহচরী সহাস্য-মুখে মৃদু মধুর বাক্যে কহিতে লাগিল, মুক্ত। সকল দুঃখ ত্যাগ [illegible]। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাক্য এবং ব্যবহার বিস্মৃত হইয়া যাও। অতঃপর তোমার শুভ দিন সমাগত হইল। ভয় কি, সময়ে তুমি পতির মনোমোহিনী হইবে। অতুল-আনন্দে ভাসিবে। পার্থিব বিবিধ সুখে সুখিনী হইবে। শারীরিক এবং মানসিক বিবিধ সুখ সাগরে ভাসিবে। আর বিলম্ব করিও না। পতিবারা পালন জন্য তৎপর হও। প্রজ্ঞা আসিয়া কহিল দেবি। সবে। সতী কুল গোরব-পালিকে ! পতির উপর অভিমান ত্যাগ কর। সতী কখন পতিকে অনাদর বা অশ্রদ্ধা করে না। তুমি আর্য্য কুল বালা ; স্বামী ভক্তিই তোমাদের চির-সঙ্গিনী ; সতীত্বই তোমাদের পরম-ধন, জগতে যদি স্বামী-ভক্তি ; অথবা সতীত্ব কোথাও থাকে, সে কেবল এই আর্য্য ভারত ভূমিতে আছে। তোমার স্বামী নানাবিধ দুর্ঘটনায় পড়িয়া নিতান্তই অসার অপদার্থ হইয়া গিয়াছে। তাহার জ্ঞান, ধৈর্য্য, লজ্জা, দয়া, মায়া কিছু মাত্র নাই। কালকূট সংযোগের ন্যায়, পাপি-সহবাসে তাহার

দেহ মন নিতান্তই কলুষিত হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে তাহাকে আর্য্য-কুল কুলাঙ্গার, মূর্খ, হিতাহিত বিবেক-শক্তি-বিহীন, অধার্ম্মিক, অশান্ত যাহা বলিবে, সে সেই রূপই হইয়াছে। নিরন্তর পাপ-পঙ্কে-লিপ্ত হইয়া দেহ শোভা কোথায় চলিয়া গিয়াছে। সেই নর-পিশাচ তারা-পদতে কিছুমাত্র মনুষ্যত্ব নাই। এক্ষণে সে-তোমার মহিমা জ্ঞানে অসমর্থ; সতী স্ত্রী পতির কিরূপ আদরের ধন; সে-তাহার মর্ম্মাব-বোধে নিতান্ত অক্ষম; এ অবস্থায় আর্য্য-কুল-কন্যাই তাহার একমাত্র নিস্তার কারিণী; তাহাকে সৎপথে আনয়ন জন্য যে কষ্ট, যে লাঞ্ছনা, যে তিরস্কার, তাহাকে কুসুমালঙ্কার জ্ঞান করিয়া সাদরে সাগ্রহে হৃদয়ে ধারণ করত স্বকার্য্য-সাধন কর। পুনঃ পুনঃ তিরস্কৃত হও, আর পুনঃ পুনঃই সদুপদেশ প্রদান করিতে থাকো। পবিত্র ধর্ম্ম-প্রসঙ্গ রূপ সুশীতল-জলধারায় তাহার পাপ-পঙ্কিল দেহ মনকে বিধৌত করিতে থাকো। সময়ে তুমি নিশ্চয় কৃতকার্য্য হইবে। প্রতি দিন এক একটি করিয়া কণ্টক-বৃক্ষ-চ্ছেদন করিলে, অল্প সময়েই একটি বিস্তৃত কণ্টক-ক্ষেত্র পরিষ্কৃত হইয়া যায়। কালে সু-বীজ সংযোগে সুবৃক্ষে সুশোভিত হয়। এবং অমৃতময় ফল-প্রসব করে। তুমি সর্ব্বদা নিজ দুঃখ জানাও। সজল নয়নে (রোদন- করিতে করিতে) বিনয়-বচনে উপাসনা কর। গল-বস্ত্র-কৃতাঞ্জলি-পুটে চরণে শরণাগত হও। সর্ব্বদা মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট করিতে থাকো। তাহার আবশ্যক দ্রব্যাদি পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখ, যেন আজ্ঞামাত্রে প্রদান করিতে সক্ষম হও। সাক্ষাৎ পাইলেই হাস্য মুখে সম্মুখ-বর্ত্তিনী হইয়া সাদর সম্ভাষণ করত অনাময় জিজ্ঞাসা কর। যতই কেন কটু বলুন না, কদাচ কোপ প্রকাশ করিও না। এইরূপ উপাসনায় নিযুক্ত থাকো, কালে দেখিবে, তোমার ধন তোমার হইয়াছে। সতীর পতি, যেমন হওয়া উচিত, দেখিবে তোমার পতি সেইরূপই হইয়াছে। এইরূপ আচরণ করিয়া পতিকে সৎপথে আনিতে কেবল এক আর্য্য-কুল বালাই সক্ষম;

অন্যে নহে। পতি কিরূপ পূজনীয় ধন, তাহা আর্য্যবালাই জানে। আর্য্যবালা এক পতি-সেবার বলেই, অক্ষয় স্বর্গ-লাভ করিয়া থাকে। পতি-ভক্তি, পতি-সেবা, পতি-পূজা প্রভৃতি শিক্ষা দিতে, একা ভারত-রমণীই জগতের আদর্শ-স্বরূপা; ভারত-সতীর সতীত্ব বলে, যম আজ্ঞাকারী; ইন্দ্র দ্বারপাল; চন্দ্র সূর্য্য বায়ু বরুণ, অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী; ব্রহ্মা-স্তব পরায়ণ; শিব-আনন্দে পাগল, লক্ষ্মী নারায়ণ, ফল-পুষ্প-অমৃত লইয়া সেবা পরায়ণ।

ভারত-সতীর সতীত্ব সুবাসে জগৎ সুবাসিত; ভারত-সতীর পবিত্র যশঃপ্রভায় জগৎ আলোকিত, ভারত-সতীর পবিত্র নামে জগৎ অলঙ্কৃত; একবার সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তি, শকুন্তলা, চিন্তা প্রভৃতি শত শত রমণীর কথা মনে কর। তাঁহাদিগের সেই সেই আনন্দময় কার্য্য সকল স্মরণ কর। তাহা হইলেই মনের সকল দুঃখ দূর হইয়া যাইবে। মুক্তা! তুমিত অনেক পুরাণ ইতিহাস পাঠ করিয়াছ, কত শত আর্য্য-কন্যার কথা ভাবিয়া দেখ দেখি, তাহারা স্বামীর মনের গৌরব রক্ষার্থ কেমন অকাতরে স্ব-স্ব দেহকে সানন্দ মনে পরমোৎসাহে অনলে আহুতি প্রদান করিয়াছে। শত্রু-দমনার্থ ঘোর সমরে অবগাহন করিয়া চামুণ্ডা মূর্তিতে কত শত শত্রু শির দ্বিখণ্ড করত শেষে অনল-ভবনে বিশ্রাম লাভ করিয়াছে। তথাচ পতির অবমাননা-কর কোন কার্য্য অথবা অসার-দেহ-ভার বহন করিয়া জীবন ক্ষেপণ করে নাই। তুমি সেই আর্য্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। সাবধান! পতির অপ্রিয়কর কোনও কার্য্য করিওনা। যে রমণী নিজ সুখাভিলাষ পূর্ণ হইলনা বলিয়া পতি সেবা পরিত্যাগ করে সে নিশ্চয়ই আর্য্যকুল কলঙ্কিনী; যে রমণী "বসন ভূষণ লাভ করিব" এই মনের আকাঙ্ক্ষায় পতি-পরায়ণা হয়, সে নিশ্চয় কপট প্রণয়িনী; যে রমণী ইন্দ্রিয় চরিতার্থ নিমিত্ত বেশ বিন্যাস করিয়া পতি পূজা করে, সে নিশ্চয় কামুকী; যে রমণী "পতির নিমিত্ত" এই ছল করিয়া নিজ নিমিত্ত বিবিধ

খাদ্য প্রস্তুত করে, সে নিশ্চয়ই রাক্ষসী; যে রমণী পতিকে বিমুগ্ধ করিব এই মনে করিয়া যৌবন-ভরালসা হইয়া হাস্য কটাক্ষাদির আবির্ভাব করে, সে নিশ্চয় কপট-প্রণয়িনী; সতীর ভাব সেরূপ নহে। তাহার ভাব; সরল, মধুর, হৃদয়গ্রাহী এবং আনন্দময়; তাহার প্রত্যেক কার্য্যই অতুল অননুমেয় প্রীতিপদ; সতী কখন কৃত্রিমতা জানে না। তাহার সরল ভাবে জগৎ বিমোহিত। মুক্ত! তুমি সাবধান হও। নিজ দুরাচার পতিকে পবিত্র করিয়া, বৈকুণ্ঠ বাসের উপযুক্ত হও। মুক্ত! তুমি কি জাননা যে, সতীর সতীত্ব বলে পামর পতিও স্বর্গবাসী হইয়া বিমলানন্দ অনুভব করত পরম সুখে বিচরণ করিতে থাকে। প্রজ্ঞার অমূল্য উপদেশে মুক্তকেশী সকল দুঃখ ভুলিয়া গিয়া বেশ বিন্যাসে তৎপর হইল। নবীন-নীরদাবলি-সদৃশ অবাল কেশাবলিতে কবরী বন্ধন করিয়া স্বর্ণফুল বসাইয়া দিল। সুন্দর চিকুরে সিন্দূর রেখা নীরদ-হৃদয়স্থ সৌদামিনীকে লজ্জা প্রদান করিতে লাগিল। সুগোল কপাল ফলকে সিন্দূর বিন্দু প্রদোষের সুখ তারাকে ব্যঙ্গ করিতে লাগিল। আকর্ণ-বিশ্রান্ত নয়ন-যুগল, নিবিড়াঞ্জনে অলঙ্কৃত হইয়া নব-বিকশিত-নলিনী-দলস্থ ভ্রমর দম্পতীকে লজ্জা দিতে লাগিল। রতি-পতি মদন; সুযোগ পাইয়া ভ্রূ ধনুকে নেত্র নিম্ন-পক্ষ্ম পংক্তিরূপ গুণ যোজনা করিয়া কটাক্ষ-শর সংযোগ করিয়া রাখিল। সুনির্ম্মিত সুন্দর নাসিকায় নলকের মতি বিলম্বিত হইয়া আলোহিত অধরোষ্ঠে আচ্ছাদিত মুক্তাকলাপ সদৃশ-দন্ত পংক্তির শোভার অনুকরণ করত বিদ্রুমস্থ মুক্তা ফলকে তিরস্কার করিতে লাগিল। আরক্তিম বর্ণ দ্বয়ে হীরক জড়িত চৌদানি আদি অলঙ্কার পরিধান করিল। কমল কোরক বিনিন্দিত ঘন কঠিন পীনোন্নত কুচ যুগলে সুচারু কারু কার্য্য সম্বলিত কাচলী আবৃত করিয়া কম্বুগ্রীবায়, হীরক-জড়িত মুক্তা মালা ঝুলাইয়া দিয়া শম্ভু-পদ সেবিকা সুরধনীর অবতারণা করিল। সুগোল সুকোমল মৃণালবৎ বাহু যুগলে অনন্ত বশমাদি অল-

স্কার্ব পরিধান করিল। আরক্ত-তল করযুগলে হীরক-খচিত সুবর্ণ চুড় ধারণ করিল। সুগঠিত সুনির্ম্মিত সুগোল প্রশস্ত নিতম্বে ফের দিয়া একখানি বারাণসী সাটী পরিধান করত রসনা কলাপ স্থাপিত করিল। সুনির্ম্মিত চরণদ্বয়ে চরণ-চ্ছলে মল চতুষ্টয় মুখরিত হইতে লাগিল। রক্তিম করতলে আরও একটু রক্তবর্ণ চূর্ণ-পদার্থ ম্রক্ষিত করিল। মধুর নব-পল্লব-সদৃশ কপোল যুগলও তাহা হইতে বঞ্চিত হইল না। আলোহিত অধরোষ্ঠকে তাম্বূল রাগে আরও আরক্তিম করিল। পাঠক! বেশ ভূষায় অলঙ্কৃতা পূর্ণ যৌবনা মুক্তকেশী আজি যে কিরূপ মনোমোহিনী হইল, তাহার বর্ণনা করা আমার লেখনীর সাধ্য নহে। তবে এই মাত্র বলিতে পারি, আপনি মুনি হউন, ঋষি হউন, যোগী হউন, যে কেন হউন না, ইহাকে এবেশে দর্শন করিলে কখনই প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারিবেন বলিয়া বোধ হয় না।

মুক্তকেশী নিজ বেশ ভূষা সম্পন্ন করিয়া দর্পণ তলে একবার নিজ-রূপ রাশি দর্শন করিল। জানি না কি জন্য একটু হাসিল। পরক্ষণে স্থির হইল। আর বার এ হাসি কোথায় চলিয়া গেল। দীর্ঘ-উষ্ণ নিশ্বাসভার বহির্গত হইল। মুখ-কমল দীর্ঘকালের জন্য বিষণ্ণ হইল। ধরণীতলের দিকে ধীরে ধীরে চাহিল। নৈরাশ-ব্যঞ্জক-হৃদয়ে; দর্পণটি রাখিয়া দিয়া, শয্যাতলে নীরবে বসিয়া কত কি ভাবিতে লাগিল।

এদিকে তারাপদ নবাব-ভবনে গমন করিয়া দুই জনে বসিয়া মদ্যপান করিতে লাগিল। যথাকালে নবাব কহিল তারাপদ বাবু! সে কথা মনে আছে কি?

তারাপদ। যখন আমি প্রচণ্ড জ্বালায় প্রবিষ্ট হইয়া অহোরাত্র দহ্যমান হইতেছি, যখন আমি দৃষ্টি শক্তি হারাইয়া শূন্য নয়নে এই পাপ ধরাতলে বিচরণ করিতেছি, যখন আমার মন, আমার দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেহে জানিনা কি সুখ লালসায়—নিরন্তর

অবস্থান করিতেছে, যখন আমি প্রচণ্ড-মরীচিকায় পতিত হইয়া পিপাসা শান্তির আশায় আশ্বস্ত হইতেছি, যখন আমি সুখ স্বচ্ছন্দ লাভ-লালসায়, বামন হইয়া প্রাংশুলভ্য ফলে কর প্রসারণ করিয়া আছি। যখন আমি হস্তগত প্রায়, অমূল্য মণি হারাইয়া আবার পাইবার আশায় বিমুগ্ধ হইতেছি যখন আমি সকল বুঝিয়াও কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, যখন আমি পবিত্র হিতাহিত জ্ঞান ধনে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুদালোকবৎ দর্শন করিয়াও সাবধান হইতে পরিতেছি না, যখন আমি এই হিতাহিত বিবেক শক্তি-নাশিনী সুরা দেবীর শরণাগত হইয়াছি। এই কথা বলিতে বলিতে হা! সুরা! আর আমি কখন তোমার নিন্দা করিব না। তুমি সর্ব্ব সন্তাপ-নাশিনী; অতুল আশা দায়িকা, পরমোৎসাহে উৎসাহকারিণী, যখন তুমি আমায় একাল পর্য্যন্ত জীবিত রাখিয়াছ, যখন তুমি আমার ধন আমায় দিবে বলিয়া ক্ষণে ক্ষণে আশ্বস্ত করিতেছ, তখন আর আমি তোমাকে নিন্দা করিব না। এস সাদরে তোমার পবিত্র সুধা পূর্ণ সরস মুখ চুম্বন করি; অয়ি সন্তাপ নাশিনি কাদম্বরি! যাহারা তোমার মহিমা পরি জ্ঞানে অসমর্থ হইয়া তোমার নিন্দা করে, তাহারা নিশ্চয় পশুর অবতার; সুধাতে যাহাদের অশ্রদ্ধা তাহারা জনক জননীর কুপুত্র; অমরত্ব লাভে অনধিকারী; তোমার আলিঙ্গন অনন্তময় সুখ-প্রদ, তুমি দেহ মধ্যে অবস্থান করিয়া যে কিরূপ একটু মনঃ-প্রাণ-বিমোহন-মধুর-মত্ততায় দেহ মনকে প্রফুল্লিত কর, তাহা কি, তোমার বিদ্বেষী পামরগণ অনুভব করিতে সমর্থ হয়? যাহারা তোমার মুখ চুম্বন না করিল, তাহারা এ-সংসারে কি সুখ ভোগ করিল? তোমার মুখের সহিত তুলনা করিলে পতি-প্রিয়া পূর্ণযুবতীর সরস মুখকেও নীরস বলিয়া বোধ হয়। আইস সাদরে তোমায় চুম্বন করি; আঃ দেহ-পবিত্র হইল। উদর! তুমি যে কত পুণ্য করিয়া ভূমণ্ডলে আগমন করিয়াছ, তাহা আমি অবধারণ করিতে অসমর্থ; লও আরও কিছু সংগ্রহ করিয়া

সুধাকর নামের সার্থকতা সম্পাদন কর। আজি আমি এই সুধা-পাত্র হস্তে করিয়া, তোমার বিমোহন অঙ্গ স্পর্শ করিয়া; দেবি! তোমার এই আরক্তিম জলময় অঙ্গ স্পর্শ করিয়া, সুরারাধ্যে! সঙ্কট নাশিনি! ঘোর সমর-সঙ্গিনি! পতিত পাবনি! তুমি হরি—পদোদ্ভবা গঙ্গা হইতেও সুপবিত্রা, যে হেতু তুমি ভগবানের মস্তিষ্ক হইতে উৎ-পন্না এজন্য তুমি হরি শিরোদ্ভবা নামে পরিচিতা, সমধিক পূজনীয়া; নির্ব্বোধ 'লোকে তোমাকে স্পর্শ না করিয়া, হরি চরণোৎপন্না-গঙ্গা-বারিকে পবিত্র বোধে উত্তমাঙ্গে ছড়াইয়া পবিত্র হয়; ধিক্ সেই পশু-কুলে! ধিক্ সেই মূর্খ দলে! ধিক্ সেই ভারত কুসন্তানকুলে! দেবি! আমি তোমার পবিত্র অঙ্গ স্পর্শ করিয়া সেই নরাধম সকলকে তদ্দ্বেষী নরাধম সকলকে; এই অভিশাপ প্রদান করিতেছি "যেন তাহারা অন্তে গাধাত্ব প্রাপ্ত হইয়া ব্যাস কাশী পরিপূর্ণ করে। রজকের বাহক হইয়া সুধা-পূর্ণ, বমন-পূর্ণ,আমাদের এই পরিধেয় বস্ত্র-বহন করিয়া, বিষ্ঠা মূত্র,মদ্য মাখা আমাদের এই পবিত্র-বস্ত্র বহন করিয়া, নিজকৃত প্রত্যাখ্যান পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরন্তে সুগতি লাভ করে। তদন্তে পবিত্র-মানব দেহ ধারণ করিয়া সুধাপানে আরও পবিত্র হয়"। দেবি! তোমার অপার মহিমা, অনন্ত শক্তি, অসীম-পবিত্রতা, তুমিই কৈবল্য আদি মোক্ষ দায়িনী; নীরস তুলসী কাষ্ঠ জাত, মালায় 'হরেকৃষ্ণ। হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ!" করিলে কি সুগতির সম্ভাবনা আছে? কৃষ্ণ স্বয়মসিদ্ধ; শক্তি ভিন্ন তাঁহার মুক্তি কোথায়।। আয়ান-ভয়ে শক্তির শরণাগত হইয়া নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন। আজন্ম টা রাধা রাধা করিয়া বেড়াইয়াছেন। হে—সুরা-দ্বেষিন্ পামরগণ! তোমাদিগকে আর কত দেখাইব। একবার হলধরকে স্মরণ করিয়া কৃতার্থ হও। কি বলিতে কি বলিতেছি। বন্ধো। প্রিয়তম! প্রাণাধিক ভাই! সে সকল কথা মনে আছে। আপনি নিজ-কৃত-প্রতিজ্ঞা-বাক্য-পূরণ করিয়া আমায় রক্ষা করুণ। প্রাণ যায়; আর থাকে না। দিবারাত্র অসহ্য-

যন্ত্রণায় দগ্ধ হইতেছি। যে দিকে চাহিতেছি সেই দিকেই আমার প্রাণাধিকা কুন্দবালাকে দর্শন করিতেছি। আমার ভোজনে, শয়নে উপবেশনে কিছুতেই সুখ নাই। কুন্দ ধ্যান, কুন্দ জ্ঞান; প্রিয়ে! জানিনা; তুমি কোন্ মহাপাপে নরাধম কাপুরুষ, মদ্যপ, শঠ, প্রবঞ্চক, অধার্ম্মিক মিথ্যাবাদী বিনোদ গাধার হস্তে পড়িয়াছ।

তুমি আমার হৃদয় পিঞ্জরের হীরেমন্। এ পিঞ্জর শূন্য রাখিয়া কোথায় অবস্থান করিতেছ। প্রিয়ে! জগতে যদি আমার কেহ ভাল বাসা থাকে, তবে সে তুমি; আমি আবাল্য প্রাণ মন দিয়া তোমায় ভাল বাসিয়া আসিতেছি। তুমি যখন বালিকা ছিলে আর যখন আমি তোমার নিকটে গিয়া সেই হাসি মাথা মুখ-শশি দর্শন করিয়া অতুল আনন্দে ভাসিতাম; যখন তুমি আমার ভাবী পত্নী হইবে, এই ভাবিয়া স্ব-করে সুধাকর ধরিতাম, সেই এক দিন; আর আজি এই এক দিন; প্রিয়ে! আমি কি তোমায় সুখিনী করিতে পারিতাম না? কাপুরুষ বিনোদ, তোমাকে যে সুখে রাখিয়াছে আমি কি সে সুখে রাখিতে পারিতাম না? আমার ঘরে আর কে আছে; তুমি আমার গৃহ আলো করিয়া যে রাজ রাজেশ্বরী হইয়া থাকিতে পারিতে, অথবা তুমি ত স্বাধীনা নহ; পর-হস্তে পড়িয়া; বিজয় পাজীর চক্রে পড়িয়া, বিনোদের পত্নী হইয়াছ; নতুবা আমাতে তোমার ভাল বাসা ছিল। আমাকে বিবাহ করিতে তোমার মনোগত ইচ্ছা ছিল। বিধির বিড়ম্বনায় তাহা ঘটিল না। কি বলিব যে, ভগবানের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। যদি সাক্ষাৎ পাইতাম তবে দেখিতাম সে কেমন ভগবান, তাহাকে বিলক্ষণ শিক্ষা দিয়া সোজা করিয়া দিতাম। আর কখন এরূপ কার্য্য করিত না। ঈশ্বরকে, কে বিজ্ঞ বিবেচক বলে। তাহার ন্যায় অবিবেচক, স্বার্থপর, আত্মম্ভরী, অদূর-দর্শী যে আর কেহ আছে এমন বোধ হয় না। ওহে ঈশ্বর! তুমি নিতান্তই পর-সুখ-বিমুখ; পরের ভাল দেখিতে পার না। নিরন্তর কষ্ট দেওয়াই তোমার উদ্দেশ্য,

তোমার দোষেই, শোক-দুঃখে; হা হুতাশে জগৎ পরিপূর্ণ, আজি আমি তোমার দোষেই কুন্দ ধনে বঞ্চিত; ভালই যত পার তত চেষ্টা কর; আমিও দেখিব কুন্দ আমার হয় কি না; যে রূপেই পারি কুন্দকে আয়ত্ত করিব। তাহাকে আয়ত্ত করিতে যদি ধন-জন-প্রাণ-পত্নী সমস্ত পরিত্যাগ করিতে হয় তাহাও করিব। দেখি কৃতকার্য্য হইতে পারি কি না। সখে! আমি, তোমার কার্য্য করিতেছি, সময়ে আমার সহায়তা করিও। এই বলিয়া মুক্তকেশীকে বেগম-দর্শনচ্ছলে আনাইয়া বিপদ গ্রস্ত করিল।

পাঠক মহাশয়! মুক্তর তুল্য রমণীই, পবিত্র-পুরুষের বহুকষ্টে উপার্জ্জিত পুণ্য রাশির অখণ্ড-ফল-স্বরূপ, পাপী তারাপদ, ইহার নিতান্তই অযোগ্য পাত্র; এই বোধেই কি ভগবান্ তারাপদকে অন্তরে রাখিয়াছেন? মহাপাপী দুরাচার তারাপদ; পারদারিক, সুরাপায়ী এবং অধার্ম্মিক, সে এ রমণীর মহাত্ম্য কেমনে বুঝিবে। জানিনা কি পাপে মুক্ত এ হেন নরপিশাচের হস্তে পড়িযাছিল। তারাপদর ঘৃণ্য কার্য্য উচ্চারণ করিতে ঘৃণা লজ্জায় মৃতপ্রায় হইতে হয়। আর দুরাচারের ব্যবহার বর্ণন করিয়া পাঠক পাঠিকাকে লজ্জিত করিব না। পুরুষ জাতি সগর্ব্বে সর্ব্বদা নিজ পবিত্রতা দেখাইয়া নারীজাতিকে নিন্দা করিয়া থাকেন, সেই দুঃখেই কিঞ্চিৎ পুরুষ পিশাচের গুণ বর্ণনা করিলাম। আমার বিবেচনায় রমণী অপেক্ষা পুরুষ অধিক পবিত্র নহেন।

ক্রমে সন্ধ্যাকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। রজনী তারাপদর কার্য্য দেখিতে অসমর্থ হইবে বলিয়াই যেন, তমোবাসে বদন মণ্ডল আবৃত করিল। চক্রবাকী, মনোদুঃখে স্বামী সহবাস ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। পদ্মিনী লজ্জায় সঙ্কুচিত হইল। দারুণ দুঃখে কুমুদিনীর হৃদয় ফাটিতে লাগিল। পেচকগণ থাকিয়া থাকিয়া চীৎকার করিয়া লোকজনকে মুক্তর কষ্ট জানাইতে লাগিল। শৃগালগণ গুরুভয়ে

উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। গৃহে গৃহে বালক বালিকাগণ মুক্তর দুঃখে রোদন করিয়া বনের পশুর সহিত যোগ দিল। না জানি আজি কি হয় এই ভয়েই যেন নক্ষত্র সকল নৈশ নীলাকাশে স-ভয়ে উঁকি মারিতে লাগিল। হা ভগবান্! মুক্তকে আজি এ ঘোর বিপদ হইতে রক্ষা কর, বলিয়াই যেন মুনি ঋষি যোগী ব্রাহ্মণগণ আরাধনায় মনোনিবেশ করিলেন।

নবাব গৃহে মুক্তকেশী বিপদে পতিত হইয়া কহিতে লাগিল—

কোথা দয়াময় নাথ! অগতির গতি,
যায় অবলার ধন রক্ষা কর আসি।
শুনেছি সাধুর মুখে শাস্ত্রের বচন।
সর্ব্বস্থলে সর্ব্বক্ষণ বিরাজিত তুমি।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডপতি দুর্ব্বলের বল,
বিপদের বন্ধু তুমি, আশ্রিত পালক।
যেজন সুঁপিয়া মনঃ প্রাণ তবপদে—
তার স্বরে ডাকে নাথ! বিপদ সময়,
রক্ষা কর তারে প্রভো! করি কৃপাদান,
সাক্ষী তার এজগতে প্রহ্লাদ রতন।
দুর্দ্দান্ত বিষম ক্রোধী হিরণ্যকশিপু
কৃষ্ণদ্বেষী দুরাচার বিষম পামর,
বধিতে সে-শিশু সুতে, জনক হইয়া—
কব কায় সে-দুঃখ বারতা, জানে জনে (জনে,)
পিতা হ'য়ে পুত্র বধে নাহি লজ্জা ভয়—
দয়া মায়া যত্ন স্নেহ দিয়া বিসর্জ্জন,
জনক-কুলের কালী, চণ্ডাল সমান।

৬

অথবা, সে, যে-চণ্ডাল মনুষ্য হননে
করেনাকো লজ্জাবোধ, নাহি ধর্ম্মভয়,
ব্যবসার মধ্যে গণে "জীবিকা কারণ"।
সে-জন পারেনা সুতে কদাচ বধিতে॥
চণ্ডাল অপেক্ষা নীচ হিরণ্য-কশিপু,
বধিতে হৃদয় রত্ন, প্রাণের সন্তানে—
বদ্ধ পরিকর ; হস্তীপদে, জলমগ্নে,
পাষাণ পীড়নে, অনলে গরলে—আর
হায় কি দুঃখের কথা ! শুনেনি কখন—
পিতা হ'য়ে পুত্রে বিষ দিল খাইবারে।
অমৃত পূরিত খাদ্য, দেব ভোগ্য যাহা,
যাহা সকলের ভাগ্যে ঘটেনা কখন,
এহেন সুখাদ্য দ্রব্য প্রাণের নন্দনে
দিয়া পিতা তুষ্ট নহে, মনোভাব এই—
এর চেয়ে আরো কিছু সুমিষ্ট অশন
নাহি কি এ ধরাতলে ? যাহা প্রাণধনে
ভক্ষণ করায়ে করি জীবন সার্থক।
এমন পুত্রের করে কালকুট বিষ ;
স্মরণেও ভয় হয়, ভক্ষণের কথা—
থাক্ দূরে ; বিষে কোথা কোন্ কালে কেবা
পাইয়াছে রক্ষা বল এ মহীমণ্ডলে।
হেন বিষ অনায়াসে সেই শিশু করে,
দিল তুলে মহাপাপী নারকী নচ্ছার।
কচি কচি দু-টি করে ; নূতন পল্লব,

অথবা প্রফুল্ল পদ্ম-পত্র মনোলোভা।
রুচি রুচি দুটি করে, অঞ্জলি করিয়া,
লইয়া সে কালকুট সভয় অন্তরে—
রোদন নীরত শিশু ঝরে অশ্রুজল।
শিশির নীরের বিন্দু শতদলে যথা॥
হায়, পরিশেষে বামেতর করতলে,
করিয়া সে কালকুট করুণ-বচনে,
ভাসাইয়া বক্ষস্থল দুটি নেত্র নীরে—
কাতরে তোমারে নাথ! ডেকেছিল শিশু।
"পূর্ণব্রহ্ম সনাতন নিত্য নিরঞ্জন,
বৈকুণ্ঠ নিবাসী হরি বিপদ-ভঞ্জন,
পরম-পুরুষ তুমি জ্যোতিঃরূপ, এক,
গুণাতীত, নিত্যবস্তু, চিদানন্দময়,
অখিল জগত পতি, বিশ্ব মূলাধার,
সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তি, বাঞ্ছাকল্পতরু,
ভক্তের জীবন নাথ! বিশ্বের পালক,
পাষণ্ড-দলনকারী, দুর্দ্দান্তের যম,
দয়াময়, দীননাথ দুর্গতি ভঞ্জন,
হরিহে অনাথবন্ধু পতিত পাবন।
জানো নাথ! প্রহ্লাদের হৃদয়ের ভাব,
নিবেদিত বস্তু ভিন্ন না ভুঞ্জি কখন।
পবিত্র হৃদয়ে ভক্ত মনোমত বস্তু
করি আহরণ, সচন্দনে পুষ্পদানে,
পূজি তব পদ, নৈবেদ্য প্রদান করি।

ভক্তিভাবে প্রণমি চরণে, দীন-নাথ !।
প্রসাদ ভক্ষণ করে কৃতার্থ হৃদয়ে।
আমি অভাজন বালক অক্ষম হায়!
কি আছে শকতি মম পিতৃ-প্রতিকূলে—
করি কার্য্য, দীননাথ! জান তা সকলি।
নাশিতে আমারে পিতা; কালকূট বিষ,
দিলেন ভক্ষণ হেতু; ওহে নারায়ণ!
কেমনে এ-বিষ আমি করি নিবেদন।
হরিহে অনাথ বন্ধু, ভক্ত-প্রাণ-ধন,
কেমনে এ বিষ আমি করি নিবেদন।
ফাটে বক্ষ কম্পে দেহ, আর্ত্ত আত্মামন,
কেমনে এ বিষ আমি করি নিবেদন।
হরিহে হরয়ে নমঃ বলি কোন্ প্রাণে,
প্রহ্লাদের মন তুমি জানহ আপনে।
অশ্রুজলে ভাসে বক্ষঃ না দেখি নয়নে
হরিহে হরয়ে নমঃ বলি কোন্ প্রাণে।
রাখিতে ভক্তের প্রাণ বাঞ্ছা কল্পতরু,
বালকের রূপ ধরি, প্রিয়বন্ধু ভাবে,
খাইয়া ছিলেহে বিষ, খাওয়াইয়া ছিলে।
তবস্পর্শে বিষসুধা; ওহে নারায়ণ,
বিষ ভক্ষি প্রহ্লাদের না হ'ল মরণ।
আহা কি সুমিষ্ট সুধা, মাতৃস্তন্যসম,
পান করি, ক্ষুধা হরি, হরিনামে ভক্ত
বিভোর প্রহ্লাদ শিশু ভাবেতে মগন।

ভক্ত বাক্য রক্ষা হেতু স্তম্ভে অধিষ্ঠান।
হয়েছিলে নারায়ণ, জানে সব জন॥
অগম্য অরণ্য মাঝে ভীষণ শ্বাপদ,
হায়! ঘোর দর্পে কম্পিত মেদিনী যার।
সেই বনমাঝে রাখিলে সে ধ্রুব শিশু;
মাতৃ অঙ্কে যথা থাকে হৃদয় নন্দন।
মনঃ প্রাণ সঁপেছিল তব পদে ব'লে।
ধন্য সেই ধ্রুব শিশু, ধন্য তার মন।
যারে দেখে বলে "পদ্ম পলাশ লোচন"।
নাটা পারা ব্যাঘ্র চক্ষু ঘোরে ঘন ঘন,
প্রাণ ভ'রে ডাকে "পদ্ম পলাশ লোচন"।
মহামুনি নারদেবে করি দরশন,
বলে এলে কিহে "পদ্ম পলাশ লোচন"।
সেই শিশু ধ্রুব প্রতি বিতরি করুণা,
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ তার ক'রেছ শ্রীহরি;
হরিহে হরিতে দুঃখ দ্রুপদ বালার,
না ক'রেছ কিবা নাথ বিপদ ভঞ্জন!
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুরাদি বিরাজিত যথা,
সেই সভাস্থলে পঞ্চস্বামী বিদ্যমানে,
এক বস্ত্র রজস্বলা দ্রুপদ বালার
না হ'তো দুর্গতি কিবা বল হরি তার,
বিবস্ত্রা করিত দুঃশাসন দুরাচার।
কুল শীল লজ্জা নাশ করিবার তরে,
কর্ণ দুর্য্যোধন চেষ্টা করেছে বিস্তর।

না দেখি উপায় সতী ; হেরি অন্ধকার,
ডেকে ছিল কোথা সখা লক্ষ্মীপতি হরি;
যায় সভাস্থলে লজ্জা, রাখ দয়া করি।
প্রাণ মন দিয়া সতী অতি সকাতরে,
ডেকেছিল "কোথা সখা লক্ষ্মীপতি হরি"
যায় লজ্জা রাখ হরি লজ্জা নিবারণ,
কোথা লক্ষ্মীপতি সখা বিপদ ভঞ্জন।
রাখিতে সে অবলারে লক্ষ্মী অঙ্কত্যজি
আবির্ভাব সভাস্থলে হ'য়ে ছিলে তুমি।
মনোমুগ্ধকর কারুকার্য্য সমন্বিত—
অসংখ্য বসন তারে দিয়াছিলে তুমি।
সেই তুমি সর্ব্বশক্তি এই আমি দাসী,
অভয় চরণে তব লইনু শরণ।
জানি না ডাকিতে হরি, কি বলে ডাকিব,
যবন-ভবনে রক্ষ শ্রীমধুসূদন।
কোথা ধর্ম্ম রক্ষ তব দুঃখিনী কন্যায়।
কোথা যম নাশ এই দুরাত্মা যবনে।
কোথা সর্প দংশ আসি এই দুরাত্মারে।
কোথা সাধু সদাশয় আসি এ ভবনে।
রক্ষা কর মোরে, আমি, আশ্রিত সবার॥

তারাপদ।

যত কেন করুণা করলো ধনী তুমি,
কিছুতেই ফিরিবে না প্রতিজ্ঞা আমার।

তোমা দিলে কুন্দ পাবো যারে ভালবাসী,
কুন্দ জ্ঞান, কুন্দ ধ্যান কুন্দ যে প্রেয়সী।
তুমিতো বলিয়াছিলে আসিবার কালে—
দেবো তোমা কুন্দ বালা, না হবে অন্যথা।
সে জন্য তোমারে আনি অন্ন বস্ত্রে পোষী ;
বিনিময়ে লভি আজি সে কুন্দ প্রেয়সী।

মুক্তকেশী।

ধিক্ তোরে কুলাঙ্গার আর্য্যকুলগ্লানি,
পুরুষ কুলের কালী, নির্লজ্জ পামর,
ধিক্ তোরে শত ধিক্, মুখে আপনার—
মাখিয়া কলঙ্ক কালী সমাজ ভিতরে,
কি ব'লে দেখাবি মুখ ভাবিয়া না পাই .
ছি! ছি! কি লজ্জার কথা তুমি পতি মম !!
কোন্ কালে কোথা কেবা পুরুষ হইয়া
ক'রেছে এ অভিনয় ? মরি যে লজ্জায়।
নরহত্যা কাটাকাটী ঘটে পত্নীহেতু,
রাখিতে সতীত্ব তার ; এ কি কাজ তোর্।
ছেড়ে দেহ মোরে যাই কানন ভিতর।
থাকিব না ক্ষণকাল পাপ সমাজেতে॥

তারাপদ।

কাচ দিয়া কাঞ্চন লভিতে মম আশা,
কোথা কুন্দ, প্রাণকুন্দ, মোর ভাল বাসা॥
এই আমি চলিলাম-কে রাখে তোমারে।
দেখো বন্ধো ! দিও কুন্দ প্রেয়সী আমার॥

মুক্তকেশী।

সাদৎ তোমার পদে করি নমস্কার।
পিতা তুমি, কন্যা আমি, রাখ ধর্ম্ম মম।
সকল পালক তুমি, যেহেতু ভূস্বামী,
কন্যা আমি মাতৃজ্ঞান করুন্ আমায়।
জননী তোমার আমি, তুমি পুত্র মম,
মাতা বলে ডাকি রাখ সম্মান আমার।

সাদৎ।

মধুপানে মত্ত মন মনোভববশ,
পারি না সহিতে আর যাতনা তাহার,
নানা অলঙ্কার দিব হীরক মণ্ডিত,
দেবো-রাজ্য রাখ কথা প্রেয়সী আমার।
এস তব মুখ সুধা আস্বাদি উল্লাসে।
বলিতে বলিতে দুষ্ট দুরাত্মা যবন
ব'লে ধরি যায় মুখ করিতে চুম্বন।

মুক্তকেশী।

ক্রোধে উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি আর্য্যকুলবালা,
ঝঙ্কারিয়া মহা ক্রোধে হইয়া উত্থিতা,
প্রবল হুঙ্কারে বক্ষে, দিল পদাঘাত,
পড়িল মাতাল দুষ্ট দুরাত্মা যবন।
ঝুটা মূলে পুনর্ঘাত লাগিল মস্তকে॥
চেতনা হরিল দুষ্ট পড়িল ভূতলে,
পুনর্মুখে পদা[illegible]কেশী;
যা ছিল না[illegible]ার সতী।

সম্মুখ দরজা রুদ্ধ অন্য দ্বার দিয়া—
হাসিতে হাসিতে সতী করিল গমন।

মুক্তকেশী এইরূপে যবন হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া গৃহে গমন করিল বটে কিন্তু আর প্রকৃতাবস্থায় থাকিল না। পতির দুর্ব্যবহারে প্রকৃত পাগলিনী হইয়া উঠিল। তারাপদ তাহাকে আর গৃহে রাখিতে সক্ষম হইল না। যখনই সুবিধা পাইত মুক্তকেশী তখনই রাজপথে বহির্গত হইয়া পতিকে অযথা গালি বর্ষণ করিত আর পতির সাক্ষাৎ পাইলে-তো রক্ষা থাকিত না। ক্রমে ক্রমে এই বৃত্তান্ত বিশ্বগ্রাম মধ্যে প্রচারিত হইল। সকলেই তারাপদকে নরপশু বলিয়া নিশ্চয় করিল। এবং মুক্তকে অস্পৃশ্যা যবনী মধ্যে সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়া দিল। লোকে সিদ্ধান্ত করুক কিন্তু মুক্তকেশীর ন্যায় রমণী জগতে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহার পর মুক্তকেশী যখনই স্বামীকে দেখিতে পাইত তখনই কহিত।—

পিশাচ পিশাচ তুই পাবকী নচ্ছার,
সাদৎ যবনে দিলি নারী আপনার।
ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ ধিক্‌রে জীবনে,
যাক্ তোর্ চৌদ্দ লোক নরক ভবনে।
অমূল্য সতীত্ব ধন ডালি দিলি কারে,
আর্য্যবংশ কুলাঙ্গার নরকেতে যাবে।
আমি নারী আর্য্যবালা কলঙ্কে কাতর।
তাই মোরে রক্ষা করিলেন হরিহর॥

ক্রমে ক্রমে এই ঘটনা "যবনান্ত দোষ" রূপে সমস্ত নগরে প্রচারিত হইয়া পড়িল। সকলেই তারাপদকে পরিত্যাগ করিল। সাদৎ

বিস্তব চেষ্টা পাইয়াও তাহাদিগকে সমাজভুক্ত করিতে না পারিয়া মহা বিরক্ত হইয়া উঠিল।

ষষ্ঠ—পরিচ্ছেদ।

বিজয়ের শয়ন-ভবন।

কুন্দবালা। কি ভাই শৈল! কি-এ, আজ যে, সেজে গুজে টিপটি কেটে পানটি খেয়ে লাল ঠোঁটটি আরও লাল ক'রে কি ভাবছ বল দেখি? পথ পানে চেয়ে কেন? দাদার ভাবনা ভাবছ না—কি?

শৈলবালা। এস! এস! কুন্দ এস! আমার প্রাণপতির প্রাণ জুড়ান ধন এস! আমি এই রাস্তার দিকে চেয়ে চেয়ে তোমার ভাবনাই ভাব্‌ছিলাম—"বলি আমার প্রাণ-কৃষ্ণের রাধারাণী এখনও এলেন না কেন"

কুন্দ। থাম ভাই চন্দ্রাবলী, আমার বিনোদবিহারী প্রাণনাথ কৃষ্ণচন্দ্রকে আর কি তুমি আমার নিজস্বরূপে রেখেছ। তোমার রূপের ছটা!! সময়ে সময়ে দেখ্‌য়ে দেখ্‌য়ে কল কৌশলে আমার অন্নে বিলক্ষণ রূপে ধূলো দিয়েছ। তাঁকে ঘরে না দেখতে পেয়ে, স্বয়ং চোর ধর্ত্তে তোমার ঘরে এসেছি।

শৈল। তবে এই আমার শোবার পালঙ্কে ঘোমটা দিয়ে চুপ্‌টি করে শুয়ে থাক, আর আমিও তোমার উপরোধে না হয় দু-হাত সরে দাঁড়াই। তার পর তোমার মন চোর ঘরে এলেই ধ'রে ফেলো। কিন্তু যদি ধরা ধরিতে উল্টা পাল্টা ঘটে যায়, তখন আমায় দোষ দিতে পারে না—সাবধান! যেন ভাতার ধর্ত্তে ভাই ধ'রনা। তা-হলেই আমার দফা রফা!!

কুন্দ। শৈল! ভাই ধরা তোমার কাজ, আমার নয়।

শৈল। তা-বদ্দিনির, তবে সেজে গুজে এমন সময় আমার ঘরে কি-জন্যে ?

কুন্দ। তোমাকে না দেখতে পেয়ে আমার প্রাণ পাখিটি ধড়্ ফড়্ কত্তে ছিল তাই তোমাকে দেখ্তে এলাম, ঐ লো শৈল। ঐ বিরজা আস্ছে।

বিরজা। বা—মেঘ না-চাইতে জল ; এই যে, দুটিতে একটি হ'য়ে ব'সে আছ, হঠাৎ দেখ্লে দুই সতীনের মেলা ব'লে বোধ হয়।

শৈল। বেস-ব'লেছ ভাই ! এখন তোমাকে নিয়ে তিনটি হ'ল।

বিরজা। আমার স্বামী হ'চ্চেন হরি, তা-এমন তিনটিতো তিনটি ষোল শ আট্‌টি হ'লেও পার পান না।

কুন্দ। বির ! তুমি একা এত গোপীর প্রতিনিধি, ধন্য ক্ষমতা !!

বিরজা। আপ্‌নারি বা কোন্ কম্ ? ঘরে বাইরে টানা পো'ড়েন ক'রে প্রতি দিন আশী যোড়া কাপড় বুন্‌চো—আর ভাতারকে জোলা বানিয়েচ।

ভাই ! ও-সব কথা রাখ—একটা সর্ব্বনেশে কথা শুনেছ, পোড়ার মুখো তারাপদ—তার মাগ্‌টার মাথা, আর্ খাওয়া করেচে।

বিরজা। শুনেচি ভাই—মাথা খেলে তো. সে, ভাতারের কোলে স্বর্গে যেতো। এর চেয়ে মরণ লক্ষ গুণে ভাল—আহা মুক্তর দুঃখ মনে করিলে বুক ফাটিয়া যায়। এমন পুরুষ ত' কেহ কখন দেখে নাই। ছি—কি লজ্জার কথা ! স্বামী হইয়া যবনের কোলে যুবতী-স্ত্রী কোন্ প্রাণে তুলিয়া দিল। পুরুষজাতি তোমরা কি পিশাচের অবতার ? দুরাচার তারাপদ ! তোমার জন্মে ধিক্ ! তোমার তুল্য নারকী জগতে অতি বিরল ;

কুন্দ। বির ! কেবল পাপিষ্ঠ তারাপদকে দোষ দাও কেন ভাই, মুক্তর মনে মনে ইচ্ছা না থাকিলে কা'র সাধ্য তাকে যবনের ঘরে নিয়ে যায়।

বিরজা। না—ভাই তাকে দোষ দিতে পার্‌বো না—আমি বড় দূর জানি তাতে বেস বল্‌তে পারি, ছুঁড়ীর কোন দোষ নাই বরং ছুঁড়ী খুব্ মেয়ে মানুষ; জোর ক'রে সাদতের মুখে তিন্‌টে বাঁ পায়ের নাথী মেরে, ঘর হ'তে পালয়ে এসেচে। যা-হোক্ সতীত্বটা আছে।

শৈল। ছাড় ভাই ওসব পাপ কথা ছাড়—আর ওকথা মুখে আনিও না। ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা কর সাদৎ আর তারাপদ শীঘ্র যমালয়ে যাক্ আর গ্রাম শীতল হ'ক। ঐ—লো কুন্দ ঐ, তোর প্রাণকৃষ্ণ আসিতেছেন, কুন্দবালা দর্শন করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন দূর্ পোড়ার মুখী ও যে দাদা আসিতেছেন—শৈলবালা; কহিলেন—বটে। তোমার দাদা!! আমি বলি তিনি—কত্তাটি—এই সময় কুন্দবালা কহিলেন—দাদা তোমার ঘরেই আসিতেছেন, আর না আমি পলায়ন করি এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন। বিজয় বাবু গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বিরজাকে দর্শন করত কহিলেন আজি আমার কপাল কি প্রসন্ন! কোন্ ঘাটে মুখ ধৌত করিয়াছিলাম; বলিতে পারি না; যাহার ফলে আজি আপনার দর্শন পাইলাম। শ্রীচরণে প্রণাম হই।

বিরজা। নাও আর আদরে কাজ নাই। আমার--অগণ্য প্রণাম গ্রহণ করিয়া আপনার প্রণাম আপনি ফিরিয়া লউন। আপনি আমাকে দেখিতে পারেন না, সেই জন্যই দেখিতে পান্ না। আমি কিন্তু আপনাকে সর্ব্বদাই দর্শন করিয়া থাকি। তবে মুখ ধোয়ার কথা যাহা বলিলেন তাহা বুঝি দিদী শৈলর বাঁদা ঘাটে ধুইয়া থাকিবেন।

বিজয়। মান্যে! আমি আপনাকে দেখিতে পারি না, আপনি এমন কথা মুখে আনিবেন না। যতদিন দেহে জীবন থাকিবে, ততদিন আমি আপনাদিগের এই মধুময় ভাব কখন বিস্মৃত হইব না। মরিলেও বুঝি সঙ্গে যাইবে এরূপ বোধ হয়। তবে আজি কয়েক

দিন কর্ম্ম না পাওয়াতেই এমন কথা বলিলাম। আপনি আমার ক্ষমা করিবেন। আপনি সতী পতিব্রতা আশীর্ব্বাদ করুন যেন চির দিন এই রূপ ভালবাসা থাকে।

বিরজা। আশীর্ব্বাদ ঈশ্বর করুক।

বিজয়। কি বলিয়া

বিরজা। যেন বিজয় বাবুর প্রাণ প্রেয়সীর যোলকলা চিরদিন সমান ভাবে থাকে।

বিজয়। তাহা হইলেই গেছি

বিরজা। কিসে?

বিজয়। ইহাতেই পায়ে ধরিতে ধরিতে প্রাণ গেল ইহার উপর আবার চিরযৌবনা হইলে হাতে কড়া পড়িয়া যাইবে।

শৈল। আমি আপনাকে কয়দিন পায়ে ধরাইয়াছি?

বিজয়। তাহা কি আমি জমা খরচ করিয়া রাখিয়াছি।

শৈল। আন্দাজে বলুন না—

বিজয়। গড়ে মাসে পনর দিন হইবে।

শৈল। বলেন কি! মাইরি! বিরো মনে করিবে বুঝি সত্যি।

বিজয়। উনি আপনার কথাই মনে করিয়া রাখিতে পারেন না, তাহাতে আবার তোমার কথা মনে করিবেন।

শৈল। শোন বিরো! কথা শোন, গরজে গোয়ালার ঢেলা বহার ন্যায় কখন কখন পায়ে ধরেন সত্য; কিন্তু সে কার দোষ, আমার না—ওঁর?

বিরজা। তোমাদের কাহারও নহে।

শৈল। তবে কাহার?

বিরজা। প্রণয়ের—একথায় সকলে হাসিলেন পরে শৈল কহিলেন—কর্ত্তা মহাশয়। একটি কথা শুনিয়াছেন?

বিজয়। না—বল—শুনি; বাহিরে কোন কথা শুনিবার আমার

আবশ্যক নাই। তুমি যখন একখানি সুন্দর সংবাদ পত্র আমার ঘরে আছ তখন অন্যত্র শুনিবার আবশ্যক কি?

শৈল। নাও—কথা বলিতে যাইলেই ঠাট্টা করেন। আমি যেন ওর ঘরের শালী।

বিজয়। আমার ঘরের শালী না হও তুমি শালার ঘরের শালী;

বিরজা। একথা যদি বিনোদ বাবু বলেন।

বিজয়। তখন ইহাঁকেই দেখাইয়া দিব।

শৈল। থাম বিবো আর ওর সঙ্গে কথা কহিও না, এই বলিয়া নীরব হইলেন। বিজয় হাসিতে হাসিতে শৈলবালার মুখ-পদ্ম ধরিয়া কহিতে লাগিলেন।

নব-বিকসিত নলিনী—সদৃশ
সরস আননে রাগের লেশ।
মরি কি শোভন, মানস মোহন,
মজিল বিজয় মজালে বেস॥

এই বলিয়া দাড়িটি নাড়িয়া দিয়া কহিলেন আমার দিব্য কি বলিবে বল।

শৈল। যাও আর আদর চাহি না। ও আদর নয়, সর্ব্বনেশে আদর, না জানি কবে তারাপদর দশা ঘটাইবে। পুরুষ না পিশাচ!

বিজয়। এই তোমার কথা!! আর বলিতে হইবে না, শুনিয়াছি। আমি তারাপদর তুল্য নারকীর মস্তকে বামপদ প্রদানেও ঘৃণা প্রকাশ করি—এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময়ে তথায় বিনোদ এবং হরিপদ বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আর হরিপদ বাবু কহিলেন—তাইত বলি, আজি বিজয়ের ঘরে এত আলো কেন, আমার ঘর অন্ধকার করিয়া এখানে আসিবা আলো করিয়া বসিয়া আছ?

বিরজা। আপনার অন্বেষণে আসিয়াছি।

হরিপদ। আমি ত এই শ্রীচরণেই বাঁধা আছি।

শৈল। পায়ে পড়া আপনাদিগের সাধা না কি।

হরিপদ। আপনারা যেরূপ শিক্ষা দিয়াছেন।

বিরজা। দিদীর কাছে—আমার অখ্যাতি আরম্ভ করিলেন?

হরিপদ। বটে বটে! এ অখ্যাতি ত আপনাদের কোন কালেই নাই—তা অন্যায় হইয়াছে, ক্ষমা করুন।

বিনোদ। বিজয় বাবু! আমার কুন্দ কোথায় এই সময় এই ঘরে একবার তাহাকে ডাকিলে ভাল হয় না?

শৈল। বসুন না, আমি ডাকিয়া আনি।

বিজয়। শৈল! ডাকিবার চেয়ে, প্রতিনিধি হইলে ভাল হয়।

শৈল।—তাহা হইলে আপনার সহিত আমার কি সম্বন্ধ হইল? এইরূপ এবং অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর, হরিপদ বিরজাকে লইয়া এবং বিনোদ কুন্দবালাকে লইয়া স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিলেন। বিজয় শৈলর গৃহে রহিয়া গেলেন।

মানব। যদি বিশুদ্ধ প্রণয়—শিক্ষা করিতে চাও, তবে একবার ইহাদের নিকটে আসিয়া বিশুদ্ধ প্রণয় শিক্ষা করতঃ পবিত্র হও।

সপ্তম-পরিচ্ছেদ।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি। উভয় পক্ষে প্রায় ন্যূনাধিক তিনশত মোকর্দ্দমা চলিতেছে। মোকর্দ্দমার বিরাম নাই। যখন মোকর্দ্দমা পরম্পরা উপস্থিত হইয়া ঘোর বিবাদ চলিতেছিল, তখন সাদৎ বল-পূর্ব্বক বিনোদ বাবুর আশ্রিত পাঁচ গোয়ালার গৃহে অগ্নিদিয়া ঘরদ্বার সকল পোড়াইয়া দিয়াছিল। বিনোদ বাবু আদালতে মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিলেন। মোকর্দ্দমা অতি ভয়ঙ্কর ভাবেই চলিতে লাগিল।

বিল্বগ্রাম বাসী দীনেশ বাবু এবং সুরেশ বাবু আর পাঠকের পরিচিত বিনোদ বাবু পাঁচু গোয়ালার হইয়া সাক্ষী প্রদান করিলেন। মোক-র্দ্দমা প্রায় সম্পূর্ণ প্রমাণ হইয়া আসিল।—এ-মোকর্দ্দমায় সাদৎকে আদালতে উপস্থিত করা হইয়াছিল। সাদতের মুখ খানি শুকাইয়া গেল। ভয়ে বক্ষঃস্থল কাঁপিতে লাগিল। চরণ যুগল অস্থির হইয়া অন্তরে অন্তরে কাঁপিতে লাগিল। এই সময় পুনর্ব্বার বক্তৃতা আরম্ভ হইল। সাদৎ পক্ষীয় আইনজ্ঞ মহাশয়গণ, বিনোদ বাবুর যোগে পাঁচু অনর্থক মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিয়াছে বলিয়া বিধিমতে প্রমাণ কর ইতে লাগিলেন। সত্য, মিথ্যা হইয়া গেল। মিথ্যা সত্যের মস্তকে আসন পাতিয়া জোর করিয়া বসিল। আদালতের সুবিচারের জয় হইল। বিচারপতি মহাশয়গণের প্রগাঢ় বিদ্যা প্রকাশ পাইল। মোকর্দ্দমা সম্পূর্ণ সন্দেহের কারণ বলিয়া ডিস্‌মিস্ হইয়া গেল। সাদ-তের মৃতদেহে জীবন সঞ্চার হইল। নবাব পক্ষে আনন্দ কোলাহল পড়িয়া গেল। বিনোদ পক্ষে ভয়ঙ্করী তামসী নিশা দেখা দিল। অব-শেষে যে যাহার আবাসে ফিরিল।

সাদৎ বাটীতে আসিয়া আপনার বৈঠকখানায় বসিল। তারা-পদ এবং হোসেন তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সাদৎ কহিল তারাপদ! বিনোদ, এবার আমায় বড়ই কষ্ট দিয়াছে। এক্ষণে তাহার কোন প্রতিবিধান না করিলে আর চলে না। সুরেশ ও দীনেশকে আমার একবার দেখা চাহি। পাঁচু গোয়ালা বেটার জান বাচ্ছা এক খাদ করিব। এ-সকল হইলে তবে আমার মনের দুঃখ নিবারণ হইবে। যতদিন আমি প্রতিশোধ লইতে না পারিতেছি ততদিন আমার আহার নিদ্রা নাই। মাতঙ্গ কখন ভেকের পদাঘাত সহ্য করিতে পারে না। উহাদের সর্ব্বনাশ করিতে যদি আমায় ধর্ম্মপথে জলাঞ্জলি দিতে হয়, তাহাতেও আমি কাতর হইব না।

তারাপদ কহিল মহাশয়! শত্রুকে বিনাশ করিতে আবার ধর্ম্মাধর্ম্ম

কি ; আর ভাবিয়া দেখুন, ধর্ম্ম বলিয়া একটা শব্দ আছে মাত্র, কিন্তু আমি কখন তাহার কার্য্য দেখিলাম না। স্বার্থ-সাধন-জন্য কে-বা কোন্ কাজ না করিয়াছে। আমাদের শাস্ত্রে রাজা যুধিষ্ঠিরকে পরম ধার্ম্মিক বলে, কিন্তু কার্য্য উদ্ধার করণ জন্য তিনি মিথ্যা কথা ব্যবহার করিয়া গুরুবধ, ব্রহ্মবধ করিয়াছেন। আমরা তো সামান্য মিথ্যা কথা কহি। আমাদের সঙ্গে তুলনা করিলে, তাঁহাকে ঘোর নারকী বলা যাইতে পারে। অতএব আমার মতে মিথ্যা কথায় পাপ নাই ; তবে সর্ব্বদা না কহিয়া আবশ্যক মত কহিতে হয় এইমাত্র বিশেষ ; যদি স্বার্থ সাধন জন্য নরহত্যা স্ত্রীহত্যা করিতে হয় তাহাতেও দোষ নাই। দেখুন যাঁহাদের রাজ্যাকাঙ্ক্ষা আছে, নরহত্যা তাহাদের অঙ্গের ভূষণ ; এ কাজ না করিলে পৃথিবীপতি হওয়া যায় না। আর স্ত্রী-হত্যা তো আবশ্যক হইলেই করিতে হয়। আমাদের পরশুরাম স্ত্রী-হত্যা তো স্ত্রীহত্যা, মাতৃহত্যা পর্য্যন্ত করিয়াছেন। আর আপনার মুসলমান শাস্ত্রে তো পাঁটীমারায় কোন দোষ নাই। পাঁটার গোস্ত অপেক্ষা পাঁটীর গোস্ত বড় ভাল জিনিস ; গো-হত্যাকেও পাপ বলিয়া ধরি না ; আর আপনি তো ধরিবেনই না। গোমাংসে উদর পূরণ জন্যই আপনি হিন্দু হইয়া নবাব নামে বিখ্যাত ; পরধন হরণ, ইহাকে যে পাপ বলে তাহার তুল্য বোকা জগতে অতি বিরল ; ছলে, বলে, শঠতায়, প্রবঞ্চনায় অধিক কি শক্তি সহায়ে, যে রূপেই হউক না, অর্থ উপায়ে দোষ নাই। কড়ি ফট্কা চিঁড়ে দই, কড়ি না হইলে কোন কার্য্যই হয় না। ব্রহ্মঘাতী মহাপাপীও ধনবলে ধন্য, মান্য এবং পুণ্যবান্ ; পরধন হরণে, কোন্ কালে কে কসুর করিয়াছেন। দুর্য্যোধন হেষ্টিংস্ প্রভৃতি বড় লোক কোথায় ঘোল খাইয়া গেল, আমরা বা কোন্ ছার ; জালপত্র তো প্রবঞ্চনার মধ্যেই নহে। শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ ; ক্লাইব সাহেবকে আমি শত শত সেলামের সহিত ধন্যবাদ দিই। গৃহদাহ ও বিষদানে বহুপুণ্য আছে। মুসলমান ও মহারাষ্ট্রীয় মহাত্মারা

এ বিষয়ে কিছু বাকী বকেয়া রাখেন নাই। আমাদের দুর্য্যোধনটিও, কম নহেন। ইঁহারা আমাদের মত পুরুষ সিংহগণের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল; পরদার গমন, ইহাকে যে পাপ বলে তাহার বাহান্ন পুরুষ বিশেষ নির্ব্বোধ; পৃথিবীতে যত প্রকার উত্তম বস্তু আছে, বারাঙ্গী তাহার মধ্যে এক অপূর্ব্ব পদার্থ; শাস্ত্রে বলে মদ্য মাংসং নরাঙ্গঞ্চ বারাঙ্গী ক্ষীর ভোজনং—আহাহা। এমন অমৃতময় মহাবাক্য বেদে কোরাণে কোথাও শুনিতে পাই না। নবীনা নিতম্বিনীর হাব ভাব কটাক্ষ, সেই সেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ; হৃদয় সরোবরের সেই সেই নবযৌবনোদ্ভবা পঙ্কজ কলিকা, আহা! মরি মরি! ঈশ্বরের কি অদ্ভুত নির্ম্মাণ কৌশল! সেই সেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ; নয়ন যুগলের কি অমৃত দর্শন নহে? এমন অপূর্ব্ব জিনিসে যাহার বিরক্তি হইল তাহার মৃত্যু অচিরাৎ; তাই বলি এমন পদার্থ প্রাপ্ত মাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কালং বিচারয়েৎ। তাহাতে সম্বন্ধ জ্ঞান; বাস্ত পক্ষে থাকিলেই পর্য্যাপ্ত হইল। শাস্ত্রে বলে ব্রহ্মা আপন কন্যাকে মনন করিয়াছিলেন। মরি! মরি! আমাদের হিন্দু শাস্ত্র রত্নাকর বিশেষ; ইহাতে না মেলে এমন দৃষ্টান্ত দেখি না। হোসেন ভায়া কি বল হে! আমি যাহা বলিলাম এ সকল কি তোমার মনে স্থান পায় না?

হোসেন কহিল, ভাই তারাপদ! তোমার ন্যায় সুপণ্ডিত বর্ত্তমান সময়ে আমি দেখিতে পাই না। তোমাদের হিন্দুতে যতগুলা ভট্-চাজ্জি আছে, সে-গুলোর কোন বোধ নাই। টিকী নাড়াদিয়ে বাই-ঠুকে কেবল ষাঁড়ের মতন গাঁ-গাঁ করিয়া চেঁচাইতে বিশেষ পটু; আজ তোমার মুখে ব্যাখ্যা শুনে আমার প্রাণটা ঠাণ্ডা হইয়া গেল। আমাদের মুসলমান শাস্ত্রের তো কোন দোষই নাই। যত কেন পাপ কর না একবার নমাজ ঠেলিতে পারিলেই, সব গোনা বহম হইয়া গেল। আরো এক কথা, কাফের মারিতে কোনই গোনা বা পাপ দেখি না। বিনোদ, বিজয়, হরিপদ, সুরেশ, ও দীনেশ বেদম

রূপের ; উহাদের আজ মারিতে পাইলে কালি চাহি না। উহাদের সাদি গুলাকে যেদিন নিকে করিব সেই দিন খোদায় সিন্নি দেবো। এই নবাব সাহেব যখন গোবিন্দপুরে গমন করেন, তখন ইহাকে আমি সদর রাস্তা হইতে, ঐ যে আমার গাঁয়ের সদর রাস্তা হইতে, আমার বাড়ী প্রথমে গোবিন্দপুরে ছিল, তাহা তোমাকে আমি এক-দিন বলিয়াছি। ঐ—গাঁয়ের সদর রাস্তা হইতে (একদিন আমি) যোগীন্দ্র বাবুর বোন্ বিরজাকে, এই নবাব সাহেবকে দেখাই। তখন বিরজার বয়েস খুব কম ছিল। সাদি বেয়া কিছু হয় নাই। দেখিতে বড়ই খাপসুরৎ ; যেন একখানি আর্ম্মাণি বিবির তস্বীর ; নবাব সাহেব বিরজাকে দেখিয়া সাদী করিতে চাহিয়া ছিলেন। কিন্তু যোগীন্দ্র নবাব সাহেবকে মুসলমান বলিয়া ঘৃণা করিয়া দিল না। কোথায় লুকাইয়া রাখিল। এই নবাব সাহেব সেই সময় কহিয়া আসিয়াছিলেন, একদিন আমি তোমার ভগিনীকে আমার বৈঠক-খানায় আনিব। তাহার পর খোদার কৃপায় বিনোদ বাবুর সঙ্গে বিরজার সাদী হইয়া সে-আমাদের বিল্বগ্রামেই আসিল। যোগীন্দ্র বড় অহঙ্কারী পুরুষ ; বাপের কিছু বিষয় আছে বলিয়া কাহাকেও মানে না। সর্ব্বদা সগর্ব্বে বুক ফুলাইয়া বেড়াইয়া বেড়ায় ; আমি তাহাকে মধ্যে একদিন কহিয়া ছিলাম, কেমন গো যোগীন্দ্র বাবু ; আপনি আপনার ভাগিনীকে কি বিল্বগ্রামে দেখিতে গিয়াছিলেন ? সেখানে সেই নবাব আছেন। কোন আপদ বিপদ ঘটিলে এখন তাহাকে কে রক্ষা করিবে ? আমায় সগর্ব্বে উত্তর দিল, হরিপদ ভিন্ন এমন লোক দেখিনা যে আমার ভগিনীর ছায়াস্পর্শ করে। সেই কথা আমার মনে আছে। কখন সুদিন পাইতো, তাহাকে দেখাইব, তাহার ভগিনী নবাবের গৃহে আসিল। একবার বিজয় এবং বিনোদ বাবুকে জব্দ করিতে পারিলেই হরিপদ বা বিরজা আর যায় কোথায়।

সাদৎ কহিল—প্রিয়তম হোসেন ! আমার সে-সকল কথা মনে

আছে! কিছুই ভুলি নাই। এক্ষণে তোমরা এক কাজ কর। যত সত্বর পার, সুরেশ এবং দীনেশ বাবুর বাটীতে রাত্রিযোগে আমার কতকগুলি বহুমূল্য দ্রব্য ফেলিয়া দিয়া আসিয়া আদালতে মোকর্দ্দমা উপস্থিত কর। বিনোদ বাবুকে উহাদের সাহায্যকারী বলিয়া উল্লেখ করত আমার বাহির বাটীর বৈঠক-খানার লুটতরাজির মোকর্দ্দমা আরম্ভ করিয়া দাও। দেখি উহারা কেমন করিয়া ইহাতে নিষ্কৃতি পায়! তিন জনে বসিয়া, এই পরামর্শ করিয়া, বিনোদ প্রভৃতির সর্ব্বনাশের পথ উদ্ভাবন করত যে যাহার কার্য্যে গমন করিল। এই অবসরে আমরা বলি, দুরাত্মন্ তারাপদ! তোমার তুল্য ব্যক্তি পৃথিবীর উৎপাত ধূমকেতু; পৃথিবী তোমার পাপভার বহনে অসমর্থা; তোমার তুল্য ঘোর নারকী জগতে অতি বিরল; তোমার মীমাংসা তোমাতেই থাকুক, অন্য কর্ণে যেন স্থান লাভ না করে। তোমার জন্মদাতা পিতা, নিশ্চয় ঘোর নারকী, তোমার জননী সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী দুষ্ক্রিয়া, তাহা না হইলে তোমার তুল্য সন্তান তাহাদের সংস্রবে উৎপন্ন হইবে কেন? দুরাত্মন্! বল দেখি পাপকর্ম্ম করিয়া কে কোন্ কালে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছে। তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে এরূপ আশা তুমি কখন করিও না। তবে তোমাদ্বারা সাধু সদাশয়গণের যে অশেষবিধ যন্ত্রণা হইতে চলিল, তাহাই দারুণ দুঃখের বিষয়; কর, যে কয়েকদিন পার করিয়া লাও; দণ্ডদাতা ঈশ্বর দণ্ডদানার্থ ভীষণ দণ্ড উত্তোলিত করিয়াছেন, এখনও সাবধান! নচেৎ রক্ষা নাই।

পূর্ব্বোক্তরূপে সাদতের মোকর্দ্দমা শেষ হইয়া যাইবার পর একদিন বিজয়াদি তিন জনে একত্র বসিয়া পরামর্শ করিতেছেন এমন সময় তথায় সুরেশ এবং দীনেশ বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাদিগকে দেখিয়া বিজয় কহিলেন এস এস ভাই সুরেশ এস; এস ভাই দীনেশ এস, এই স্থানে উপবেশন কর। আমি এই মনে করিতে

ছিলাম একবার আহ্বান করিব। সুরেশ বাবু কহিলেন মহাশয়! বড় ফাঁসই ফাঁসিয়া গেল। দুরাত্মা সাধন্ লাল যে এ-নিগড় ছিন্ন করিয়া বহির্গত হইবে এ-কথা আমি একদিন স্বপ্নেও ভাবি নাই। পৃথিবীতে কি ধর্ম্ম নাই। আহা! পাঁচু বেচারার সংসারটা অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া দিল, তথাচ তাহার দণ্ড হইল না। আহা! গরিবের দাঁড়াইবার গাছতলা নাই। বালক বালিকাগণ গৃহাভাবে লোকের দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছে। এ দৃশ্য কি দেখাযায়। এ-পাপস্থান পরিত্যাগ করাই ভাল। চলুন সকলে একদিকে এককালে প্রস্থান করি। উপস্থিত ব্যাপারে আমার বিলক্ষণ বোধ হইয়াছে পাপাত্মা শাসিত হইবে না। আমাদের দ্বারা তাহার কোন প্রতিবিধান হইবে না। দীনেশ বাবু কহিলেন বিজয় বাবু! বিনোদ বাবু! হরিপদ বাবু! আপনারা এক্ষণে কি বিবেচনা করেন, নরাধম শাসিত হইবে না? ভগবান্ কি প্রজাগণের নয়ন-নীর দর্শন করিবেন না? কি দুঃখের কথা! একজন সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বশাস্তা পরম পুরুষ শাসন কর্ত্তা থাকিতেও যখন প্রজার এ কষ্ট নিবারণ হইল না, তখন যে, আমাদিগের দ্বারা তাহার প্রতিকার হব এমন বোধ হয় না। এ-ছার পৃথিবীতে জন্ম-গ্রহণ করিয়া যদি আশ্রিত দুর্ব্বল ভ্রাতাগণকে রক্ষা করিতে না পারিলাম তবে এ-মনুষ্য জন্মে কি সৎকার্য্য করিলাম। দুরাত্মার নিদারুণ অত্যাচারে অসংখ্য নরনারীগণ নিয়ত হাহাকার রবে চীৎকার করিতেছে তথাচ কি ভগবানের কর্ণে এ শব্দ প্রবেশ করিল না। জানিলাম ঈশ্বর কখনই নাই। একটি কাল্পনিক নাম মাত্র; তাঁহার সত্তা থাকিলে কি তাঁহার প্রজাগণের এতাদৃশ যন্ত্রণা সমুপস্থিত হয়? কোন কোন মতে বলে যে জগৎ আপনাআপনিই উৎপন্ন হইয়াছে, ইহার কেহ প্রভু নাই। এ-সকল ঘটনা কি সেই মতের পোষকতা করিতেছে না? সে যাহাই হউক চলুন আমরা স্থানান্তরে প্রস্থান করি। শাস্ত্রে বলে স্থান ত্যাগেন দুর্জ্জনঃ সুরেশ বাবুর মতই আমার মত;

ইহাতে আপনাদিগের অভিপ্রায় কি তাহা জানিবার জন্যই অত্র স্থানে আগমন করিয়াছি। বিনোদ বাবু কহিলেন আপনারা যাহা কহিলেন তাহা যুক্তিযুক্ত বটে, তাহার আর সন্দেহ নাই। যখন আমাদের শক্তিতে কেহই রক্ষা পাইতেছে না, প্রত্যুত উপর্য্যুপরি বিপদ পরম্পরাতেই পতিত হইতেছি তখন স্থান ত্যাগ করাই উত্তম কল্প; কিন্তু যে জন্য আমরা এত কষ্ট ভোগ করিলাম এবং করিতেছি তাহার কি হইল? দুরাত্মা নবাব অক্ষত শরীরে থাকিবে আর আমরা কাপুরুষের ন্যায়, অধম শৃগালের ন্যায়, পরোচ্ছিষ্ট ভোজী কুকুরের ন্যায় অসার জীবন লইয়া পলায়ন করিব? লোক হাসাইয়া পলায়ন করিব? শত্রু হাসাইয়া পলায়ন করিব? তাহা কখন পারিবনা, জীবন থাকিতে তাহা কখন পারিব না। বহ্নি মুখে পতঙ্গবৎ নবাবের ক্রোধানলে এ-দেহকে আহুতি প্রদান করিব সেও ভাল তথাচ পলায়ন করিতে পারিব না ইহা স্থির সিদ্ধান্ত;

হরিপদ বাবু কহিলেন—ভগবান্ সূর্য্য পশ্চিম দিকে উদয়ই বা হউন; আর মক্ষিকাতে সুমেরু বহনইবা করুক, দ্বাদশ সূর্য্য উদয় হইয়া আমাদিগকে দগ্ধই বা করুক। তথাচ আমরা দুরাত্মার বিপক্ষে শত্রুতা করিতে ক্ষান্ত হইব না। আপনারা সকলে এইমতে একমত থাকিলে কাহার সাধ্য আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করে। উদ্দেশ্য সাধন-বিষয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হউন। জীবনকে তৃণবৎ জ্ঞান করুন। সকল ভ্রাতায় একত্র থাকুন। কার্য্য-সাধন জন্য যে যন্ত্রণা তাহাকে পুষ্পমালা জ্ঞানে হৃদয়ে ধারণ করুন। প্রিয়তমা যুবতী জায়া জ্ঞানে সপ্রেম আলিঙ্গন দিউন—বিপদে ধৈর্য্য ধরুন—ইহা হইলে কালে দেখিতে পাইবেন দুরাত্মা নবাবের শিরে বামপদ প্রদান করতঃ সকল কষ্ট সমুদ্রের পর পারে উত্তীর্ণ হইয়াছি। মনোমধ্যে কোন কষ্ট বোধ না করিয়া কর্ত্তব্য সাধনে গমন করুন।

সুরেশ বাবু কহিলেন--বিনোদ বাবু! ভগবানের জয় হউক;

আপনি আজি আমার মনোমত বাক্যই বলিয়া ফেলিয়াছেন। নরাধম নারকী অক্ষুণ্ণ থাকিবে আর আমরা পলায়ন করিব, ইহাপেক্ষা লজ্জার কথা আর কি আছে। এই আমি ভগবান ভাস্করকে সাক্ষী রাখিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যদি রমণী কুলের সতীত্ব রক্ষার জন্য আমার জীবন দান করিতে হয় তাহাতেও আমি কাতব হইব না। দুরাত্মাকে শাসন করিব, করিব, করিব। দীনেশ বাবু কহিলেন আমিও প্রতিজ্ঞা করিতেছি, পাপাত্মার দমনে যদি অন্য মন করি তবে যেন আমার নরকাধিক স্থানে গতি হয়। সকলে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া যে যাহার ভবনে গমন করিলেন।

সুরেশ বাবু বিল্বগ্রাম নিবাসী জনৈক ভদ্রলোক; বিদ্বান, তেজস্বী, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, পবোপকারী; দেখিতে শুনিতে পরম সুন্দর। অন্তঃকরণ অতীব পবিত্র; অদ্যাবধি ইহাঁর বিবাহ হয় নাই। বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশতির অধিক নহে। এই মহাত্মাব সহিত ধীরেন্দ্র বাবুর কন্যা মৃণালিনীর বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়া বহিয়াছে। মৃণালিনী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রমণী; অধিক কি, এই অজ্ঞাত যৌবনা বালা ঈশ্বরের আদরের সৃষ্টি; সিতাষ্টমীর শশি কলা, অতি যত্নের ধন;

বিল্বগ্রামের কিয়দ্দূরে অবস্থিত সুবর্ণগ্রামে ধীরেন্দ্র বাবুর বাসস্থান; ইনি সাধনলাল সিংহের একজন প্রধান কর্ম্মচারী, সর্ব্বদা প্রভুব নিকটে থাকিতে হয় বলিয়া স্ত্রী ও একটি মাত্র কন্যাকে লইয়া বিল্বগ্রামেই অবস্থান করেন। ইহাঁর পুত্র হয় নাই। স্ত্রীব নাম বিমলা; কন্যার নাম মৃণালিনী; সাধু সদাশয় প্রভু, অধীনের উন্নতি দেখিলে আপনাকে কৃত'কৃতার্থ বোধ করেন। অধীনের পরিবারবর্গ ধনে মানে সুখ স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিলে আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করা হইল মনে করেন, কিন্তু পাপাচাবী দুরাত্মা প্রভু ঠিক ইহাব বিপরীত কার্য্যের অভিনয় করে। অধীনকে আমরণ দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিতে পারিলে অপার আনন্দনীরে অবগাহন করে। অধীনের ধন সম্পত্তির উদয়

দেখিলে প্রভুর বক্ষঃস্থল ফাটিয়া যায়। সে মনে করে, আমারই সর্ব্ব-নাশ করিয়া ইহার এই উন্নতি হইয়াছে। ইহার সর্ব্বনাশ করিয়া যতক্ষণ না ইহার ধনসম্পত্তি আত্মসাৎ করিতে পারিতেছি, ততক্ষণ আমার স্বচ্ছন্দ নাই। এইরূপ চিন্তা করিয়া অধীনকে ছলে বলে কৌশলে এমনই সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করে যে, আর তাহার উঠিতে শক্তি থাকে না। মাখনলাল ধীরেন্দ্র বাবুকে এমনই কৌশলে আবদ্ধ রাখিয়াছে যে, ধীরেন্দ্র বাবুর নিশ্বাস ফেলিবার উপায় নাই। যথা সর্ব্বস্ব এক প্রকার গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে।

উপস্থিত ঘটনায় ধীরেন্দ্র বাবু কিসে নবাবের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন, তাহারই চিন্তাতে নিমগ্ন; দুরাচার প্রভুর কার্য্য করিতে আর ক্ষণকালও তাঁহার ইচ্ছা নাই। নিষ্কৃতি পাইবারও অনেকটা সুবিধা করিয়াছেন। অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে।

পূর্ব্বে এক দিন নবাব ধীরেন্দ্র বাবুকে আহ্বান করিয়া কহিয়াছিল দেখুন ধীরেন বাবু; আপনি আপনার কন্যার সহিত সুরেশের বিবাহ দিতে পারিবেন না। সে এক্ষণে আমার প্রধান শত্রু; কারণ, বিজয় প্রভৃতির পরম বন্ধু; আপনি অন্য পাত্রে কন্যা সমর্পণ করুন। আমার অমতে কার্য্য করিলে আমি আপনার সর্ব্বনাশ করিব।

ইহাতে ধীরেন্দ্র বাবু ভয় পাইয়া বিবাহ দিতে পারেন নাই। ভাবিয়াছিলেন, কালে এ সকল গোলযোগ চুকিয়া যাইলে, আর আপনিও বন্ধন মুক্ত হইলে বিবাহ দিবেন। তাহা হওয়া দূরে থাক্ ক্রমে ক্রমে বিবাদ বৃদ্ধি হইয়াই আসিল। এক্ষণে কিরূপ ব্যাপার দাঁড়াইয়াছে তাহা পাঠকের অবিদিত নাই। মৃণালিনী দেখিতে দেখিতে যৌবন সীমায় পদার্পণ করিলেন, তথাচ বিবাহ হইল না।

মৃণালিনীর এক্ষণে কিছু কিছু জ্ঞানের উদয় হইয়াছে। তিনি যে বাগ্দত্তা হইয়া রহিয়াছেন, তাহাও জানিতে পারিয়াছেন। সুধীর সুপণ্ডিত পরোপকারী সুরেশকে কয়েক বার দর্শনও করিয়াছেন।

মৃণালিনী, মৃণালিনী তুল্য ; সুরেশ সুর্য্যতে বিশেষ অনুরক্ত ; সুরেশের নামে, মুখে আর হাসি ধরে না। আহ্লাদ রাখিবার স্থান পান না। যেন লৌহ চুম্বকের সম্মিলন, মণি কাঞ্চনের সমাগম ; বিবাহ কি, পতি কিরূপ ধন, তাহাতে আবশ্যক কি, পতি পত্নীর কর্ত্তব্য কি, পরস্পরের রহস্য রক্ষার বন্ধনী কিরূপ ; বালিকা এ-সকলের কিছুই জানিতেন না বটে, কিন্তু সরল ভাবে সরল কথায় জনক জননীর নিকট লজ্জাশূন্য সরল মনে সুরেশ সম্বন্ধে যে সকল কথা কহিতেন, তাহাতেই তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারা যাইত না।

তিনি সুরেশকে দুই চারি দিন দেখিতে না পাইলে মহা দুঃখিত হইতেন। মুখ খানি ম্লান হইয়া যাইত; সর্ব্বদা মুখ ভারি করিয়া বসিয়া থাকিতেন। কথায় কথায় জননীর উপর রাগ করিতেন। জননী যদি জিজ্ঞাসা করিতেন মৃণা! আজ্ তুমি এমন করিতেছ কেন ? উত্তর দিতেন, সুরেশ আজ ক-দিন হইল আমাদের বাড়ীতে আইসে নাই তাহা কি তুমি দেখিতে পাওনাই। বাবাকে কেন একবার বলনা ; তাহাকে ডাকিয়া আনে। মাতা মৃদুমৃদু হাসিতে হাসিতে কহিতেন তুমি কেন তোমার পিতাকে বলনা। ঐ আসিতেছেন কি বলিবে বল। অমনি মৃণা ভুজ-লতায় পিতার গল দেশ বেষ্টন করিয়া সাদর বচনে কহিতেন বাবা! আজি আমাদের বাড়ীতে অনেক রকম ভাল ভাল খাবার হইয়াছে, সুরেশকে ডাকিয়া আনিয়া দু-জনে খাওনা। সে-আর আমাদের বাড়ীতে আসেনা কেন? তুমি কি তাহাকে কিছু বলিয়াছ? না বাবা তাকে কিছু বলিওনা। তুমি আমাকে ভাল বাস, মা-আমাকে ভাল বাসে, আর আমি তাহাকে ভাল বাসি, তবে তোমরা তাহাকে ভাল বাসিবে না কেন? পিতা হাসিতে হাসিতে কহিতেন, সে-পরের ছেলে, তাহাকে ভাল বাসিব কেন? মৃণালিনী উত্তর দিতেন —সে যদি পর হইল, তবে আমাকে পরের ঘরে কেমন করিয়া পাঠাইবে। পিতা লজ্জিত হইয়া কহিতেন

না-মা! আমি তোমাকে মিছা কথা কহিয়াছি। সুরেশ আসে এই ; এই বলিয়া সুরেশকে আনাইয়া আহারাদি করাইয়া বাটী পাঠাইয়া দিতেন। কিছু দিন হইল নবাব সাহেব ধীরেন্দ্র বাবুর বাটীতে সুরেশের গমনাগমন বন্ধ করিয়া দিয়াছে। বালিকা আর তাহাকে দেখিতে পায় না। মৃণালিনী সময়ে সকল কথা শুনিয়া মনোদুঃখে ম্রিয়মাণ হইলেন। কোমল কুসুমে অসময়ে কীট প্রবিষ্ট হইল। তবে বুঝি আর আমি সুরেশকে পাইলাম না বলিয়া বালিকা ম্রিয়মাণা হইলেন। জনক জননী সকল বুঝিতে ও জানিতে পারিলেন। কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যাইবা সুরেশকে লইয়া গিয়া কন্যার বিবাহ দিবেন স্থির করিলেন। কাশীতে ধীরেন্দ্র বাবুর শ্বশুর বাস করেন। ইনি বিলক্ষণ ধনী লোক ছিলেন। এক্ষণে বিমলাই ইঁহার একমাত্র অবলম্বন; অপর সন্তান সন্ততিগণ শমন ভবনের অতিথি হইয়াছেন।

এ দিকে দুরাত্মা নবাব আপন পূর্ব্ব মন্ত্রণানুসারে বহির্ব্বাটীর বৈঠকখানা শ্রীভ্রষ্ট করত উত্তমোত্তম বহু মূল্য দ্রব্যাদি লইয়া সুরেশ, দীনেশ এবং বিনোদ বাবুর বাটীতে রাখিয়া আসিয়া একটি ভয়ানক গোলযোগ বাধাইয়া আদালতে লুটতরাজির সংবাদ দিল। নগরমধ্যে হুলস্থুল ব্যাপার পড়িয়া গেল। দারোগা, পেয়াদা হাকিমে বিল্বগ্রাম পূর্ণ হইয়া গেল। আন্‌রে, নেরে, ধর্‌রে খোঁজ্‌রে প্রভৃতি ধ্বনিতে নগর শব্দায়মান হইতে লাগিল। মহাত্মা পুলিস হইতে প্রায় সকল উচ্চ কর্ম্মচারি পর্য্যন্ত, নবাবের প্রসাদাকাঙ্ক্ষী; সুতরাং তাহারই অনুকূলে কার্য্য হইতে লাগিল। নিতান্ত বেগতিক দেখিয়া দীনেশ বাবু কোথায় পলায়ন করিলেন। সুরেশ ও বিনোদ বাবু; ধৃত হইয়া মালের সহিত চালান গেলেন। বলাবাহুল্য যে, এই দিনে বিজয় এবং হরিপদ বাবু গৃহে ছিলেন না। এই ঘোর বিপদে কুন্দবালা বিজয় বাবুর বাটীতে আশ্রয় লইলেন। ক্রমে আদালতে মোকর্দ্দমার নিষ্পত্তি হইল। ধর্ম্মের জয়ডঙ্কা বাজিল; আদালতের সুযশে

দেস সুবাসিত হইল। পুলিসের যশঃসৌরভে ধার্ম্মিক হৃদয় পুলকিত হইল। বিনোদ বাবু এবং সুরেশ বাবু কারাবদ্ধ হইলেন। বিজয় এবং হরিপদ বাবু বিশেষ চেষ্টা করিয়াও তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিলেন না।

নবাব সাহেব, বাটীতে আসিয়া প্রধান চক্রী বিজয়ের সর্ব্বনাশ সাধন জন্য এক জাল মোকর্দ্দমা আরম্ভ করিল। সর্ব্বত্রই সাদতের জয় হইল। নিলামে বিজয়ের যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় হইয়া গেল। বিজয়, বিনোদের একটী ক্ষুদ্র বাটীতে আশ্রয় লইলেন। এই বাটী বিজয়ের অধিকারেই ছিল। ইহা বিজয়ের বাটীর সহিত সংলগ্ন; এক বাটী বলিয়া ভ্রম জন্মে।

নবাব এইরূপে বিজয়কে নিঃস্ব করিয়া অপার আনন্দে ভাসমান হইল। এবং দীনেশ বাবুকে ধরিবার জন্য গ্রেপ্তারি পরওয়ানা বাহির করিল। সম্প্রতি বিজয় এবং হরিপদ বাবু গৃহে নাই। সুরেশ এবং বিনোদ বাবুর কারামুক্তির জন্য উচ্চ আদালতে আপিল করিতে গিয়াছেন। গ্রামস্থ আত্মীয়বর্গ উভয়ের বাটী রক্ষা করিতেছে।

নবাব এই সুযোগ পাইয়া হরিপদ বাবুর সর্ব্বনাশের উপায় উদ্ভাবন করিল। বিরজাকে মনে পড়িল। যোগীন্দ্র বাবুর পূর্ব্ব দুর্ব্ব্যবহার হৃদয়মধ্যে আবির্ভূত হইল। অবিলম্বে হরিপদ বাবুর নামে মাজেষ্ট্রেটী আদালতে এই মর্ম্মে বে-নামিতে এক দরখাস্ত দিল যে, হরিপদ বাবু নবাব সাহেবকে জব্দ করিবার জন্য আপন স্ত্রীকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্রে আছেন, আপনারা প্রজার প্রাণ রক্ষা কর্ত্তা; অচিরাৎ ইহার কোন উপায় না করিলে স্ত্রী-হত্যা হইয়া যাইবে অতএব সত্বর উপায় বিধানে আজ্ঞা হয় নিবেদন ইতি।

কোন গুপ্ত সংবাদ দাতা।

যে দিন এই দরখাস্ত দেওয়া হয় তাহার পূর্ব্বেই ফৌজদারী

মোকর্দ্দমায় বিনোদ বাবুর কারারুদ্ধ হইয়া গিয়াছে ইহা পাঠকের অবিদিত নাই। সকলের মনোদুঃখের সীমা নাই। নগরে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। কুন্দর আত্মীয়বর্গ কুন্দকে এ-সংবাদ শোনায় নাই। এবং কোন রকমে শুনিতেও দেয় নাই। এই মোকর্দ্দমার আপিল-করণ জন্য বিজয় মহাব্যস্ত; হরিপদ বাবু তাঁহার অনুগামী, ইহাও পাঠক অবগত আছেন। দুরাত্মা সাদৎ এই সুযোগ পাইয়া, হরিপদ বাবুর সর্ব্বনাশ সাধন জন্য দরখাস্তর পরেই পরবর্ত্তী ভয়ঙ্কর কৌশল উদ্ভাবন করিল। দুরাচারের দুরাচার লোকের অভাব নাই। কয়েকজন ভয়ানক দস্যুকে কহিল, তোমরা অদ্য রজনীতে বিরজাকে অবশ্য চুরী করিয়া আমার বৈঠকখানায় আনিবে। চীৎকার করিলে মুখ বন্ধন করিতেও সঙ্কুচিত হইবে না। তাহারা যথাজ্ঞা বলিয়া প্রস্থান করিল। ক্রমে অন্ধকার রাত্রি আসিয়া উপস্থিত হইল। দস্যুগণ হরিপদ বাবুর খিড়কীর দ্বারের সন্নিকটস্থ বনে লুকাইয়া রহিল। সেইদিকে খিড়কীর পুষ্করিণী এবং বাগান আছে। কপাল যখন মন্দ হয় তখন সকলই কু-ঘটনা ঘটে; বিরজা সন্ধ্যার পর একাকিনী খিড়কীতে গাত্র-মার্জ্জনে চলিলেন। যেমন বাহিরে আসিলেন, অমনি দস্যুগণ, তাঁহার মুখ বন্ধন করতঃ অতিশয় গোপনে নবাবের বাটীতে উপস্থিত করিল। সাদতের আনন্দের সীমা নাই। বিরজাকে মৃত্তিকা-মধ্যস্থ এক গৃহে লুকাইয়া রাখিল। নবাব পত্নী বিরাজ-মোহিনী এই সম্বাদ পাইয়া আপনি সেই স্থানে আসিয়া বিরজার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়া কহিলেন ভগিনি! তোমার কোন ভয় নাই। আমি তোমাকে আমার দুরাচার স্বামীর হস্ত হইতে রক্ষা করিব। বিরজা চরণে ধরিয়া সতীত্ব ভিক্ষা চাহিলেন।

সাদৎ রাত্রিকালে বিরজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত দুই তিনবার উদ্যোগ করিল। কিন্তু বিরাজ-মোহিনী কৌশলক্রমে তাহার সে চেষ্টা সফল হইতে দিল না। তৎপরেও আর কোনদিন

কৃতকার্য্য হইতে দেয় নাই। ভগবান্-বিরাজ মোহিনীকে সুমতি দিয়া বিরজাকে রক্ষা করিয়া ছিলেন।

অষ্টম—পরিচ্ছেদ।

ধীরেন্দ্র বাবু।

পাঠক! অনেক দিন হইল ধীরেন্দ্র বাবুর কোন সংবাদ লয়েন নাই। একবার চলুন তাঁহার সংবাদ লইয়া আসি। সুরেশ বাবুর কারা-দণ্ডে ধীরেন্দ্র বাবুর দেহে আর কিছু নাই। ঐ-দেখুন করতলে কপোল বিন্যাস পূর্ব্বক প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন আছেন। ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া হা হুতাস রবে মনের দুঃখ নিবারণ করিতেছেন। নিকটে পতিব্রতা বিমলা নয়ন-জলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতেছেন। বালিকা মৃণালিনী অনন্য দৃষ্টিতে মুখ পানে চাহিয়া আছেন। কত-ক্ষণে ধীরেন্দ্র কহিলেন দেখ বিমল! তোমার কথাই আমার শিরো-ধার্য্য; আর কিছু দিন অপেক্ষা কর, নিশ্চয়ই পাপাত্মার কর্ম্ম পরি-ত্যাগ করিব। ধন-সম্পত্তিকে আমি তৃণবৎ জ্ঞান করি, দুরাত্মা যখন, আমার জীবনে আঘাত দিয়াছে, তখন আমি আর ঐশ্বর্য্যের লালসা রাখিনা। পাপিষ্ঠ আমার যথা সর্ব্বস্ব গ্রাসই করুক; বিজয়ের ন্যায় সর্ব্বস্ব অধর্ম্ম বলে নিলামই করিয়া লউক, যাহা ইচ্ছা তাহাই করুক, আর আমি কিছুতেই নবাধমের ভৃত্যত্ব স্বীকার করিব না। উপস্থিত ঘটনায় বিজয় বাবু আমাকে বড়ই অনুযোগ করিয়া সুরেশের কারামুক্তির জন্য সাহায্য করিতে অনুরোধ করিয়া-ছেন। ছি-কি লজ্জার কথা!! সুরেশকে মুক্ত করিবার জন্য অপরে আমাকে অনুরোধ করিল। আমার জীবনে ধিক্, আমার ন্যায় পাপা-ত্মার মরণই মঙ্গল; বিমল। তুমি স্ত্রীলোক, তোমাকে সকল কথা বলিতে সাহস হয় না। দুরাত্মা নবাব, হরিপদ বাবুর সর্ব্বনাশ সাধন জন্য, কোন ভয়ানক ষড়যন্ত্র করিতেছে। আজিও আমার উপর

তাহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। ইহাভিন্ন অনেক কার্য্যই আমাকে গোপন না করিয়া করিতেছে। সে জানে আমি তাহার সম্পূর্ণ বশীভূত, সুরেশকে কন্যা দিতে আমায় নিষেধ করিয়াছে। আমি তাহার কথা মতেই তাহাকে কন্যাদান করি নাই। বিমলে! আমি যে নিগড় বদ্ধ হইয়া ক্ষান্ত আছি, সে তাহা আজিও বুঝিতে পারে নাই। সুরেশ আমার জীবনাধিক; আমি ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি," মৃণার বিবাহ আর কাহারও সহিত প্রদান করিব না। বিজয় বাবু, আদালতে আপিল করিয়াছেন। আপিলে সুফল ফলিবার নিতান্ত সম্ভাবনা; ভগবান্ কি এমন দিন করিবেন যে, সুরেশ আমার কারামুক্ত হইয়া বাটী আসিবে। আর আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইবে। বিমল! আমি বড় বিষম সঙ্কটেই পতিত আছি। বিনোদ এবং সুরেশের সাত বৎসরের জন্য কারাদণ্ড হইয়াছে। যদি উপস্থিত আপিলে বিমুক্তিলাভ না করে, তবে আমার ধর্ম্ম প্রতিজ্ঞা কোথায় থাকিবে। মৃণাকে কি আর আমি অধিক দিন অবিবাহিত অবস্থায় রাখিতে পারিব; তখন কি যে করিব কিছুই ভাবিয়া পাইতেছি না। কি বলিতে কি বলিতেছি, নবাব হরিপদ বাবুর কি সর্ব্বনাশ জন্য পরামর্শ করিতেছে। যদি আমি তাঁহার এ বিপদ রক্ষা করিতে পারি, তবেই তাহার ভৃত্যত্ব কিছু দিন করিব। না পারি এই ঘটনাতেই কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বিজয় বাবুর আশ্রিত হইব।

এই সময় মৃণালিনী কহিলেন, বাবা! সুরেশ কি আর ঘরে ফিরিয়া আসিতে পাইবে না। বাবা! কত দিন হইল সুরেশ আমাদের বাড়ীতে আসে নাই। সে আমাদিগকে বড় ভাল বাসিত, নবাব তোমা[illegible] কি[illegible]লিল আর তুমি অমনি সুরেশকে ডাকিয়া আনিয়া আমাদ[illegible] আসিতে বারণ করিয়া দিলে, সেই অবধি সুরেশ আ[illegible] আসে নাই। বাবা! সুরেশ রাগ করিয়া, তোমার ক[illegible]রিয়া আমাদের বাড়ীতে আসে নাই। তাহা না হইলে

সে জেলে যাইবার সময় একবার আমাদের সঙ্গে দেখা করিয়া যাইত। বাবা! জেল কেমন, সেখানে কি আমরা যাইতে পারি না। সে কত দূর; তুমি মাকে আর আমাকে সঙ্গে লইয়া সেই খানে একদিন চল না কেন? বাবা! জেলের লোকেরা কি বড় দুষ্ট? কাহাকেও কি বাড়ীতে আসিতে দেয় না। সে কি কামরূপ না—কি? বাবা! আমরা যেমন সুরেশের জন্য ভাবিতেছি, সে কি আমাদের জন্য তেমনি ভাবিতেছে? সেখানে, তার মা নাই, বাপ নাই, কে তাকে যত্ন করিয়া খাইতে দিতেছে? সে বড় খাইতে ভাল বাসে, একদিন আমি খাইতেছি আর কহিতেছি, এ খাবারগুলি বড় মিষ্টি · সুরেশ আমার কিছুদূরে বসিয়া ছিল, আমার মুখপানে চাহিয়া কহিল মৃণা! কৈ কেমন মিষ্টি দেখি, বলিয়া আমার সঙ্গে খাইতে বসিল। সেখানে খিদে পাইলে কে তাহাকে খাইতে দিবে। বাবা। সুরেশ যদি সাত বৎসর ঘরে না আসে, তবে আমার তো আর সাত বছর বিয়ে হইবে না? সাত বছর বিয়ে না হোক্ সে বেস ভালোয় ভালোয় ঘরে আসিলে আমরা সত্য নারায়ণের কথা দেবো। বাবা! তুমি সে দিন পত্র পড়িতেছিলে দাদা মশাই আমাদিগকে কাশী যাইতে লিখিয়াছে, তা চল না আমরা কাশী যাই। কাশীর বিশ্বেশ্বর, খুব জাগন্ত দেবতা, তাঁহাকে পূজা দিলে কি সুরেশ আমাদের বাড়ীতে আসিতে পাইবে না? সুরেশ যে দিন হইতে জেখানে গেছে, সেই দিন হইতে আমারও খিদে গেছে। ভাল করিয়া ঘুমও আসে না। মনে কত ভাবনাই হইতেছে। বাবা! পরের ছেলের জন্যে এমন মন কেমন করে কেন বাবা? তাহার জন্য তাহার মা বাপের মন কত ধড়ফড় করিতেছে।

ধীরেন্দ্র বাবু—কন্যার মুখে এই সকল কথা শুনিয়া আর চক্ষের জল রাখিতে পারিলেন না। বিমল কুমারীও কাঁদিয়া উঠিলেন।

গৃহে এইরূপ অভিনয় হইতেছে, এমন সময় [illegible] সাহেবের এক জন লোক আসিয়া সংবাদ দিল মহাশয়। [illegible] শীঘ্র আসুন,

নবাব সাহেব আপনাকে ডাকিতেছেন। সংবাদ আসিয়াছে সুরেশ কারাগার হইতে কোথায় পলাইয়া গিয়াছে। পুলিশ আম্‌লা আসিয়াছে, তাহাকে ধরাইয়া দিবার জন্য আপনার সহিত পরামর্শ করিবেন। সংবাদ শ্রবণে ধীরেন্দ্র বাবু মনে মনে অতুল আনন্দে ভাসমান হইয়া নবাব বাটীতে গমন করিলেন। বিমলা গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলিপুটে দেবতায় ভিক্ষা করিলেন "সুরেশ যেন আর ধরা না পড়ে"। মৃণালিনী হাসিতে হাসিতে কহিলেন পলাইয়া আসিয়াছে বেস করিয়াছে, এইবার আমাদের ঘরে আসুক, আমরা তাঁহাকে ঘরের মধ্যে লুকাইয়া রাখিব। আর বাহিরে কোথাও যাইতে দিব না।

ধীরেন্দ্র বাবু নবাব বাটীতে গমন করিয়া সকল কথা শুনিলেন; বাহ্য ব্যাপারে সুরেশকে ধরাইয়া দিবার জন্য বন্দবস্ত করিয়া দিয়া স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। কার্য্যোপলক্ষে নবাব বাটীতে রাত্রি একটা বাজিয়া গেল। বাটী আসিবার উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময়ে বিরজা হরণের ব্যাপার শুনিতে পাইয়া নবাব সমীপে উপস্থিত হইলেন। সাধনলাল তাঁহাকে নিকটে বসাইয়া বিরজা সম্বন্ধে নানা কথা কহিতে লাগিল। তাহা শ্রবণ করিয়া ধীরেন্দ্র বাবু কহিলেন মহাশয়! আমার একটি ভিক্ষা আছে, তাহা এই আপনি বিরজাকে পরিত্যাগ করুন। কুলবধূ, কুলকন্যা, বিশেষ সম্ভ্রান্ত বংশীয়া, আপনি তাঁহাকে ত্যাগ করুন। আমার সানুনয় প্রার্থনা আপনি তাঁহাকে ত্যাগ করুন। আমার অনুরোধ রক্ষা করুন, বিরজাকে আপনি ত্যাগ করুন; বিরজার পিতা আমার প্রাণ রক্ষাকর্ত্তা; বাল্যকালে আমি কোন পর্ব্বোপলক্ষে গোবিন্দপুরে যাইয়া ভয়ানক রোগাক্রান্ত হই; সেই নিরাশ্রয় স্থানে তিনি আশ্রয় দিয়া চিকিৎসা করাইয়া আমার রক্ষা করিয়াছিলেন। আপনি আমার জীবন রক্ষাকর্ত্তার কন্যাকে অপমানিত করিবেন না। নবাব কহিল, যে আমার শত্রু সে কি আপনার শত্রু নহে? শত্রু শাসনে বাধা দেন কেন? বিরজার

ভ্রাতার বড অহঙ্কার, আমি তাহার দর্পচূর্ণ করিব। ধীরেন্দ্র,—এ কার্য্যে আমি আপনাকে বাধা দিব। তোমার বাধাতে আমার কি হইবে? কিছু না হউক আমি ধর্ম্মপথে পবিত্র থাকিব। এরূপ করিলে আমার নিকট তুমি কি অপরাধী হইবে না? সে অপরাধ ক্ষমার যোগ্য; যদি আমি ক্ষমা না করি; না করেন বুঝিব এতদিনে আপনি আমায ত্যাগ করিলেন। কোথায আশ্রয লইবে? যেখানে ধর্ম্ম আছে? নবাব ধীরেন্দ্র বাবুর সহসা এই অভাবিত ভাবান্তর দেখিয়া মনের ভাব গোপন করিয়া কহিলেন, ধীরেন বাবু আমি আপনার মন বুঝিতেছিলাম। যদি একান্তই ইচ্ছা হইয়া থাকে তবে বিরজাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার বাটীতে রাখিয়া আসুন। আর রাগ করিবেন না। আমি আপনার অমতে এ কাজ আর করিব না। তারাপদ বাবু কোথায হে, ধীরেন্দ্র বাবু বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। ইহাঁকে বিশ্রাম করিয়া লইয়া আইস। এই বলিয়া জোর করিয়া বিশ্রাম জন্য বহির্ব্বাটীতে পাঠাইয়া দিয়া, তারাপদর সহিত পরামর্শ করত খাদ্য দ্রব্যের সহিত ধীরেন্দ্র বাবুকে স্মৃতি ভ্রংশ কর পদার্থ (পাগ্লা গুঁড়া) খাওযাইল।

ধীরেন্দ্র বাবু নবাধম দত্ত বিষ পদার্থ ভক্ষণ করিয়া ক্রমশঃ কেমন এক প্রকার হইযা গেলেন। সে রাত্রিতে আর বাটী আসিতে পারিলেন না। প্রাতঃকালে যখন বাটী আসিলেন, তখন কেমন এক প্রকার হইয়া গিয়াছিলেন। তখনও যাহা স্মৃতি ছিল, তাহার বলেই আত্ম পরিবার বর্গকে বিরজা বৃত্তান্ত কহিয়া হরিপদ এবং বিজয় বাবুকে সংবাদ দিতে কহিয়াছিলেন। বালিকা মৃণালিনী; কুন্দবালা এবং শৈলবালাকে এ সংবাদ দিয়া আসিলেন। এ দিকে ধীরেন্দ্র বাবু ক্রমশঃ একটি প্রকৃত পাগল হইযা উঠিলেন। বিমল এবং মৃণালিনী তাঁহাকে আর গৃহে রাখিতে সক্ষম হইলেন না। ধীরেন্দ্র বাবু পথে পথে পাগ্‌লামি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে বিমলা সংবাদ

পাইলেম, নবাব তাঁহাদেব উপর বলপ্রকাশ করিবেন। এই কথা শ্রবণে মহাভীত হইয়া স্বামীর আশায় জলাঞ্জলি দিয়া কন্যা লইয়া পিতাব নিকট কাশী যাত্রা করিলেন। ইহার পিতার নাম শশি-শেখর।

নবম পরিচ্ছেদ।

হরিপদ বাবু।

এখানে হরিপদ বাবুব লোক জন বিবজাকে না পাইয়া সেই রাত্রেই হরিপদ বাবুকে সংবাদ দিল। হবিপদ বাবু আকাশ পাতাল ভাবিতে ভাবিতে গৃহাভিমুখে প্রস্থান কবিলেন। কিন্তু গৃহে আসিয়া স্ত্রীব কোন অনুসন্ধান কবিতে না পাবিয়া আদালতে সাদতেব নামে গুম-খুনীর দবখাস্ত দিয়া বিবজার ভ্রাতা যোগীন্দ্র বাবুকে এই সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন। সত্বব সাদতেব বাটী থানা তল্লাসী কবাইলেন। কিন্তু কোথাও বিরজাব কোন সন্ধান পাইলেন না। রাজ কর্ম্মচাবীগণ আদালতে অপ্রাপ্তি বিপোর্ট পাঠাইয়া বিবজাব অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

ইহাব মধ্যে তাবাপদ বিচাবপতিব নিকট এই বলিয়া দরখাস্ত কবিল যে, হবিপদ বাবু পলায়িত সুবেশ এবং দীনেশেব সাহায্যে আপনার স্ত্রীকে খুন কবিযাছে। আমি মৃত-দেহ দেখাইতে পাবি এবং এ কথা প্রমাণ কবিয়াও দিতে পাবি। শুনিয়া বিচারপতি স্বয়ং তদাবকে আসিলেন। তদাবকে হবিপদ বাবুর বাগান বাটীতে এক শব বাহিব কবিলেন। শব পচিয়া ভিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। এখন যাহা আছে তাহা বিরজার সহিত অনেক ঐক্য হইল। আদালতে মহাধুমধামে মোকর্দ্দমা চলিতে লাগিল। হরিপদ বাবু আপাততঃ

জামিনে থাকিলেন। এই সকল ঘটনার মধ্যেই আপিলে বিনোদ বাবু নির্দ্দোষী প্রমাণ হওয়ায় খালাস পাইয়া বাটী আসিয়া হরিপদ বাবুকে রক্ষা করিতে পারা যায় কি না, তাহার বিবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যথাকালে যোগীন্দ্র বাবু আসিয়া যোগ দিলেন।

একদিন হরিপদ বাবু নির্জ্জনে বসিয়া মনেমনে কত ভাবনাই ভাবিলেন। চিন্তা বিষে দেহ অবসন্ন হইয়া আসিল। অসহ্য যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়া বিধিমতে জ্বালাতন করিতে লাগিল। তখন তিনি কহিতে লাগিলেন প্রিয়ে বিরজে। আমিকি তোমাকে হত্যা করিয়াছি? স কি নানাবিধ যন্ত্রণায় অধীর হইয়া, দুরাত্মা নবাবের কুট মোকদ্দমায় নিপতিত হইয়া, শত্রু বিনাশের উপায়ান্তর না পাইয়া, আমি কি তোমাকে বিনাশ করিয়াছি! হায়! আমি জ্ঞান হারাইয়া অজ্ঞান বশতঃ নারীবধ মহাপাপে কি লিপ্ত হইয়াছি! আমি এখন যেরূপ জ্ঞান শূন্য; এইরূপ জ্ঞান শূন্য হইয়াই কি পতিব্রতা সরলা বালাকে বিনাশ করিয়াছি? আমিত তাহা স্মরণ করিবার জন্য বারম্বার চেষ্টা করিতেছি, কৈ কিছু তো মনে পড়িতেছে না। প্রিয়ে! তুমি কি এ পামরের হস্তে অমূল্য জীবন রত্ন হারাইয়া এ যন্ত্রণাময়ী পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গধামে গমন করিয়াছ? বিরজে। তুমি কি আমার, এ পাপ পৃথিবীতে আর নাই? উঃ হৃদয় দ্বিধা হও, আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না। যাঁহার বিরজা নাই তাহার আবার বাঁচিবার বাসনা কেন? প্রিয়তমে! আমি তোমার শব-দেহের যে অংশ দর্শন করিয়াছি; তোমার বিকৃত দেহের যে অংশ দর্শন করিয়াছি; তাহাতে যে, সে তুমি নহ, এ কথাইবা কেমন করিয়া বলিব। না প্রিয়ে! তোমার মৃত্যু আমার সহনীয় নহে; এ নিশ্চয় অন্যদীয় রমণীর শবদেহ, কিন্তু এত একাকৃতির কি বিদ্যমানতা সম্ভবে? অথবা বিদ্যমানতার অসম্ভবই বা কি? কুন্দবালা আর শৈলবালা কি ইহার প্রমাণ স্থল নহে? অহো দগ্ধহৃদয়! তুমিকি বিরজাকে হারাইয়াছ? প্রিয়ে। কে তোমাকে হত্যা করিয়া

আমায় দুঃখের সমুদ্রে ভাসাইল? আমি তোমাকে কেমন করিয়া বিস্মৃত হইব? না প্রিয়ে! তোমা শূন্য হইয়া আর আমি এ পৃথিবীতে থাকিতে চাহিনা। আমি ধর্ম্মাধিকরণে মুক্তকণ্ঠে কহিব, আমি তোমাকে যবন ভয়ে; পাছে দুরাত্মা যবন তোমার সতীত্ব নষ্ট করে, এই ভয়ে বিনাশ করিয়াছি। মহাত্মা বিচারপতিগণ রাজদণ্ডে আমায় দণ্ডিত করুন। ইহাতেও কি আমি মরিতে পাইব না। রাজদণ্ড, আমার প্রাণদণ্ড না করিয়া কি ছাড়িয়া দিবে? কখনই না; প্রিয়ে! প্রাণসমে! জীবনাধিকে। আর আমি বাঁচিতে চাহি না। যদি বল এরূপ করিলে নারীহন্তা মহাপাপী বলিয়া তোমায় সকলে [illegible] করিবে। ইতিহাসে তোমার কলঙ্ক জ্বলন্ত অক্ষরে দীপ্তিমান্ থাকিবে। পাপভয়ে, কেহই আর তোমার নামোল্লেখও করিবে না। বিরক্তে! আমি সে কলঙ্কে ভয় করি না। ভগবান্ আমার হৃদয় জানেন, আমি তাঁহার নিকটে কখনই দণ্ডার্হ হইব না। তবে এক ভয় প্রকারান্তরে আত্মঘাতী হইব। মহা নরকে অনন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু সরলে! তোমার বিরহে এক্ষণে আমার যে যন্ত্রণা ভোগ হই-তেছে ইহাপেক্ষা সে যন্ত্রণা গুরুতর হইবে না। হায়! আমার কি হইল। কোথায় যাইব; কোথায় গমন করিলে তোমার সেই প্রেমপূর্ণ হাসিমাখা মুখখানিকে দেখিতে পাইব। সকলে বলে আর আমি তোমাকে দেখিতে পাইব না, হায়! তোমার সে মুখখানি কেমনে ভুলিব। আমার এ পাষাণ হৃদয়ে তোমার যে সেই আনন্দময়ী মূর্ত্তি চির জীবনের জন্য অঙ্কিত রহিয়াছে। কিছুতেই যে তাহা অপনীত হইবার নহে। জলে বাতাসে আঘাতে প্রতিঘাতে কিছুতেই যে তাহা বিলয় পাইবার নহে। দেহ ভস্মসাৎ হইলেও বুঝি তাহা আত্মাতে অঙ্কিত থাকিবে। তোমার সেই হাসিমাখা মুখ খানি আত্মাতে অঙ্কিত থাকিবে। তোমার সেই সেই কার্য্য; কি প্রকাশে কি অপ্রকাশে, কি জনমধ্যে, কি নির্জ্জনে, তোমার সেই সেই কার্য্য, সেই সেই প্রেমময়

ভাব; সেই সেই প্রাণভরা ভালবাসা; সেই সেই বলিতে বলিতে এ দারুণ দুঃখের সময়েও হাস্যের উদয় হইতেছে আর সুখের সাগর উথলিয়া উঠিতেছে। তোমার সেই সেই প্রাণ-ভরা ভালবাসা; তোমার সেই সেই নির্জ্জন শিক্ষা, মানস-রাজহংসীর সেই সেই মনোমোহনী নির্জ্জন শিক্ষা, সেই নয়ন-ভঙ্গী; সেই আবেশময় ভাবাবলি, সেই কেমন একটু, যাহা ব্যক্ত করা যায় না, যাহা এ পাপ সংসারে কিছুতেই পাওয়া যায় না, জ্ঞানী জনে যাহাকে স্বর্গ সুখ বলে,

---

সেই সুখময়ভাব কেমনে ভুলিব। প্রিয়ে! আবার বলি তোমার সেই মুখখানি, কেমনে ভুলিব? যাহা আমার ধ্যান, যাহা আমার ধ্যেয়, আমি সেই মুখখানিকে কেমনে ভুলিব? আমি হাটে মাঠে ঘাটে গৃহে যেথানে যাইতেছি সেই খানেই যে তোমার সেই মুখখানি দেখিতে পাইতেছি। হায়! আমার চির-পরিচিত সাদরে

নামক" (হাস্যরসের সপ্ত সমুদ্র) একখানি বৃহৎ প্রহসন পাঠাইলাম। গ্রাহক হইলেই তৎক্ষণাৎ উপহার পাইবেন।

আজি কালি—বাজারে ঝুঁটার বিশেষ আদর, নভেল পাঠই সে পক্ষের চূড়ান্ত প্রমাণ; মহাকবি কবির কহিয়া গিয়াছেন কাল ধর্ম্মে লোকে———

সাঁচ্চা কো মারে লাঠা ঝুঁটা জগৎ পিতায়,
গোরস গলি গলি ফেরে সুরা বৈঠে বেকায়।
সতীকো না মিলে ধোতী গস্তান্ পহরে খাসা,
কহে কবির দেখো ভাই দুনিয়াকো তামাসা॥
"সত্যের মস্তকে লাঠী করিয়া প্রহার,
মিথ্যারে আদরে লোকে এ-কি-চমৎকার!!
গলি গলি ফেরে দুগ্ধ না বিকায় হায়!
এক স্থানে বসি সুরা কেমন বিকায়!
পতিব্রতা সতী নাহি পরিধেয় পায়।
বেশ্যা পরে বারাণসী কাল ধর্ম্ম হায়!!"

তাই—বলি—প্রিয় পাঠকমহাশয়। এক একখানি ধর্ম্মপুস্তক গ্রহণ করিয়া "নভেল পাঠ এবং ধর্ম্ম সঞ্চয়" এক শরে দুটি শিকার করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার প্রণয়-কাননের গ্রাহকবর্গ নিশ্চয়ই এ ধর্ম্মপুস্তক গ্রহণ করিবেন। অলমতি বিস্তরেণ।

আস্বাদিত, অমৃত পূরিত, আবার বলি আমার চির আস্বাদিত, সেই মুখ খানিকে কেমনে ভুলিব। সলিল পানে তৃষ্ণা নিবারিত হয়, কিন্তু তোমার অধর সুধাপানে আমার তৃষ্ণা নিবারিত না হইয়া যে দ্বিগুণ দ্বিগুণ বর্দ্ধিতই হইয়া আসিযাছে, সেই পুনঃ পুনঃ আস্বাদিত; প্রণয় ভরে পুনঃ পুনঃ আস্বাদিত তোমার সেই মুখ খানিকে, কেমনে ভুলিব? তুমি যে আমার চন্দ্রিকাময়ী নদী, দেহের চন্দন-রস, নয়নের রসাঞ্জন, হৃদয়ের হৃদয়, প্রাণের প্রাণ, আমি সে মুখখানিকে কেমনে ভুলিব। তুমি আমার হৃদয় সরসের হেম-নলিনী; আমি তোমাকে কেমনে ভুলিব। থাকিয়া থাকিয়া, রহিয়া রহিয়া তোমার সেই মুখ খানি মনে পড়িতেছে। জগতে যে সে মুখের তুলনা কোথাও খুঁজিয়া পাইতেছি না। সে মুখ কেমনে ভুলিব। ভুলিব বলিয়া যতই যত্ন করিতেছি ততই যে সে মুখ খানি মনে পড়িতেছে। হায়! বিজয় নানা কথায় ভুলাইতেছে, বিনোদ তো তোমার কথা উল্লেখ করিতেই দেয় না। কুন্দবালাও তোমার নাম ভুলিয়া যাইতে উপদেশ দেন। আমিও ভুলিব বলিয়া মনে মনে আলোচনা করি। সেই ভুলের ভাবনাতেই ভুলক্রমে ক্ষণে ক্ষণে তোমার মুখ খানি মনে পড়িয়া যায়। ভুলিব বলিলেও ভুল হয না। সেই মুখ খানি ভুলিব বলিলেও ভুল হয না। সখী শৈলবালার গুণের তুলনা নাই। তিনি তোমার কথা তুলিতেই নিষেধ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রিয়ে! তাঁহার সে নিষেধে কি তোমার সে মুখ ভুলিয়া যাওয়া যায়। তৃষ্ণাতুর কি জলের কথা ভুলিতে পারে? আতপতাপিত কি ছায়ার আশায় জলাঞ্জলি দিতে পারে? নারায়ণ কি লক্ষ্মী ছাড়িয়া থাকিতে পারেন? দরিদ্রের কি ধন চিন্তা অপনীত হয়? তবে বল দেখি আমি সে মুখ খানি কেমনে ভুলিব? আমার গৃহ যে শ্মশান ভূমি হইয়াছে। চারি দিকেই যে ভীষণ মূর্ত্তিসকল দর্শন করিতেছি। সকলেই যে আমাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। আশ্রয় যে কোথাও পাইতেছি না। চতুর্দ্দিক

যে শূন্য বলিয়া বোধ হইতেছে। আমার এ হৃদয় যে অন্ধকার হইয়াছে। কে আমার গৃহ-লক্ষ্মীকে এ হৃদয় ভবন হইতে অপহরণ করিল! আমি শক্তি শূন্য হইয়া ক-দিন বাঁচিব। উঃ হৃদয় দ্বিধা হও। আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না! একবার ভাবি; "আর ভাবিয়া কি হইবে।" পৃথিবী অসার; অসার পার্থিব প্রণয়ের অস্তিত্ব কোথায়। কেহ কাহার নহে। আমি যাহার জন্য জ্বলিয়া মরিতেছি, সে তো আমায় দেখা দেয় না। তবে আমি তাহার জন্য অস্থির হই কেন? আর তাহাকে মনেও করিব না। নিশ্চয় অটল অচলের ন্যায় স্থির হইব। আবার সেই মুখখানি; যেন এই দেখিলাম, আবার সেই মুখ খানি; বিদ্যুতের আলোকের ন্যায় কোথায় চলিয়া গেল, সেই মুখ খানি; আমার শূন্য হৃদয়ে আবার সেই মুখ খানি; শৈল! যাহাকে ভুলিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম, সেই মুখ খানি; শৈল! এ সময়ে আপনি কোথায় আছেন; আসিয়া দেখুন, আমার নয়ন পথে আবার সেই মুখ খানি; সেই পূর্ণ-যৌবনা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরীর সেই হাসি মাখা মুখ খানি; তাম্বূল-রাগ রঞ্জিত, অরাল-কেশীর সেই মুখ খানি, অনঙ্গ-স্মের-আকুল্য-ঘূর্ণায়মান, মদকল, মদিরাক্ষীর সেই মুখ খানি, বিজয়। আমি সেই পঙ্কজ কোরক-বিনিন্দিত কুচযুগলাঙ্কিতা বিরজার সেই মুখ খানি; কেমনে ভুলিব, সেই মুখ খানি। তোমরা আমাকে স্ত্রৈণই বল, আর পাগলই বা বল, তাহাতে ক্ষতি নাই, আমি কেমনে ভুলিব সে মুখ খানি, স্ত্রী বিয়োগ যে এতদূর ভয়ঙ্কর ব্যাপার তাহা আমি জানিতাম না। আজি জানিলাম স্বামীর পক্ষে এমন গুরুদণ্ড বুঝি জগতে আর নাই। আমি কায়মনোবাক্যে ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করি; যেন তোমাদের অঙ্ক-লক্ষ্মী অঙ্ক বিচ্যুতা না হন। স্ত্রী সংসারে অমৃতময়ী; তদভাবে সমস্ত বিষময়; আজি আমার সকল দিক্, ভয়ঙ্করী রাক্ষসী হইয়া গ্রাস করিতে আসিতেছে। আমার সুখ স্বচ্ছন্দ কোন্ সুদূর দেশে পলায়ন করিয়াছে। সংসার বিষময় বোধ হই-

তেছে। যন্ত্রণা জ্বালায় দেহ জ্বলিয়া যাইতেছে। কিছুতেই সুখ নাই। ধৈর্য্য প্রভৃতি আমায় পরিত্যাগ করিয়াছে। আমি যেন নিরাশ্রয় হইয়াছি। এজগতে যেন আমার কেহ আত্মীয় নাই বলিয়া বোধ হই-তেছে। বিজয়! আজি যেন তোমাদিগকেও বিষময় বলিয়া বোধ হইতেছে? আবার সেই মুখ খানি; ঐ আবার সেই মুখ খানি, যেন হাসিতে হাসিতে কহিছে প্রাণেশ্বর! এই যে তোমার বিরজা নিকটেই আছে। শ্রীচরণাশ্রিতা সেবিকা কি কখন প্রভুর কষ্ট সহ্য করিতে পারে? আসুন একবার বাহুবল্লী দ্বারা সেই রূপ করিয়া বেষ্টন করতঃ সেইরূপে বদন সুধাকরের সুধাস্বাদন করি। উঃ কি ভয়ানক ভাব! প্রাণ যে কেমন করে!! আবার সেই মুখখানি; ঐ আমার শয্যায় আসীনা সরোজ-বদনা; ঐ—ঐ—ঐ—সেই মুখখানি; ধরি ধরি মনে করিতেছি কিন্তু ধরিতে পারিতেছি না, ঐ সেই বিরজা-সুন্দরী; বন্ধো! ধর, ধর, ঐ সেই বিরজা সুন্দরী; ছায়াময়ী—ঐ সেই বিরজা-সুন্দরী; আমার হৃদয় সরসের সরোজিনী ঐ সেই বিরজা-সুন্দরী; প্রিয়ে! একবার নিকটে এস; সেইরূপ করিয়া একবার প্রণয়-সম্ভাষণে আমায় পরিতুষ্ট কর; শ্রীচরণে যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকি; স্বামী জ্ঞানে ক্ষমা কর; আমি উদ্দেশে তোমার চরণে ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করি-তেছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হও; তোমার ধরা পায়ে, আমার ধরা হাতে আবার ধরিতেছি আমায় ক্ষমা কর; পতিই সতীর পরম দেবতা; তুমি দেব বিমুখী হইয়া নিদয়া হইও না। তোমার প্রণয়, হাব, ভাব, ভাল বাসা, সেবা, শুশ্রূষা আজি যে আমাকে সপ্ত পাতালতলে নিক্ষেপ করিতেছে। উঃ প্রাণ যায়! চতুর্দ্দিক ঘুরিতেছে কেন? এই কথা বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাতলে পতিত হইলেন। এমন সময়ে বিজয় সহসা তথায় উপস্থিত হইয়া তৎকালোচিত সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন। ক্রমে এক দুই করিয়া হরিপদ বাবুর বিচারের দিন আসিয়া উপস্থিত হইল।

যথা কালে বিচারে হরিপদ বাবুর প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ প্রমাণ হইল। দুরাচার তারাপদ, আর নারকী সাদৎ এমনি প্রমাণ প্রয়োগ দেওয়াইল যে হরিপদ বাবুকে কোন রূপে রক্ষা করিতে পারিলেন না। বিজয়, বিনোদ এবং যোগীন বাবুর বুদ্ধি হত হইল।

বিরজা-বধ সম্বন্ধে সুরেশ এবং দীনেশের দুই তিন খানি ষড়যন্ত্র বিষয়কপত্র আদালতে দাখিল হইয়াছিল। "এক্ষণে তাহারা কোথায়" এই কথা লইয়া বিচারপতি মহাশয়গণ বিনোদ বাবুকে বিশেষ পীড়াপীড়ি করিলেন। কিন্তু কোন ফল পাইলেন না। বিচার পতিগণ, প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা-প্রদানে শক্তি-সম্পন্ন এমন সর্ব্বোচ্চ আদালতে হরিপদ বাবুকে অর্পণ করিলেন। সাদৎ এবং তারাপদ মহানন্দে গৃহে ফিরিয়া আসিল। হরিপদ বাবু উচ্চ আদালতে সমর্পিত হইলে, রাজানুচরগণ তাঁহার হস্ত বন্ধন করত তৎক্ষণাৎ কারাগারে লইয়া চলিল। যোগীন্দ্র, বিজয় এবং বিনোদ রোদন করিতে করিতে কিয়দ্দূর তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন এবং রক্ষীদিগকে কিছু টাকা দিয়া কিয়ৎক্ষণের জন্য তাঁহার সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। অসংখ্য ভদ্রলোক আসিয়া হরিপদ বাবুকে বেষ্টন করত অশ্রুজলে স্নান করিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। বিনোদ এবং বিজয় রোদন করিতে করিতে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিলেন। এই সময় হরিপদ বাবু কহিতে লাগিলেন, ভাই বিজয়! প্রাণসম বিনোদ! জীবনাধিক যোগীন্দ্র! আমার জন্য আর রোদন করিও না। যাহা আমার অদৃষ্টে ছিল তাহা ঘটিয়াছে। আমার আর বাঁচিয়া থাকিয়া ফল কি? যাহার বিরজা নাই তাহার আর বাঁচিয়া থাকিয়া ফল কি? আমার মরণই মঙ্গল, এ মরণে আমার সবই সুখ; কেবল এক দুঃখ এই যে, আমি স্ত্রীবধকারী দুরাত্মা বলিয়া পরিগণিত হইলাম। অতঃপর সাধু সদাশয়গণ আমার নাম গ্রহণেও ঘৃণা প্রকাশ করিবেন। নরাধম নারকী বলিয়া আমায় গালি দিবেন। রমণীমণ্ডলে আমার নাম

উঠিলে তাঁহারা ভয়ে শিহরিয়া উঠিবেন। ইতিহাস উজ্জ্বল অক্ষরে এ নারকীর কলঙ্ক ঘোষণা করিবে। ভাই বিনোদ! আমার পাপ-জীবন যে এরূপে নষ্ট হইবে, তাহা আমি স্বপ্নেও জানিতে পারি নাই। এ ঘটনায় যাহা হইয়াছে তাহা তোমাদেব অবিদিত নাই। দুবাত্মা যবন নিশ্চয়ই আমার বিরজা বিনাশী—ভাই বিজয়! ভাই যোগীন্! আর কি বলিব, ঘবে যাও, ধৈর্য্য ধর, কথা শুন,আব কাঁদিয়া কাঁদাইও না। বিনোদ! অনেকগুলি কর্ত্তব্য কর্ম্ম বাকী থাকিল। তোমরা রহিলে, সম্পূর্ণ করিবে। জীবিত থাকিতে উদ্দেশ্য বিষয়ে বিমুখ হইও না। কার্য্য সাধন কবিয়া হাসিতে হাসিতে আমাব তর্পণ করিও, আমি বন্ধু দও হাসিব সহিত সেই অমৃত বারি পান কবিয়া পবলোকে সুখে থাকিব। আব আমাব বিরজার যদি সেখানে দেখা পাই,তবে মনেব এই সকল দুঃখেব কথা শুনাইয়া সুখী হইব। ভাই! আর কেন আমাব মাযাত্যাগ কবিয়া কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে গমন কব, এই বলিয়া পবিত্যাগ করিলেন। বক্ষকেবা তাঁহাকে কাবাগাবে লইযা চলিল। বিজয় কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহাভিমুথ হইলেন আব বিনোদ বাবু, তাঁহাকে মুক্ত কবিবাব অভিপ্রায়ে সর্ব্বোচ্চ আদালতে গমন কবিলেন। এই সময যোগীন্দ্র বাবু কহিলেন বিনোদ বাবু! সমযে আমার সাক্ষাৎ পাইবেন, হবিপদর ভার আপনাব থাকিল, এই বলিযা যথেচ্ছ প্রদান করিলেন।

দশম—পরিচ্ছেদ।

শৈলবালা।

এক দিন বিজয়বল্লভ কোন আত্মীযেব গৃহে বসিযা গালে হাত দিয়া ভাবিতেছেন, এমন সময়ে একজন লোক আসিয়া সংবাদ দিল, বিজয় বাবু! আপনি স্ত্রী লইয়া পলায়ন করুন। নতুবা অদ্য

রাত্রিতে আপনার স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট হইবে। বলা বাহুল্য যে এই সময়ে বিজয়ের কিম্বা শৈলর কর্ত্তৃপক্ষ কেহই জীবিত নাই। বিজয় বাবু এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া একেবারে জ্ঞান শূন্য হইলেন কারণ তখন এমন পর্য্যাপ্ত সময় ছিলনা যে, কোন প্রতিবিধান করেন। কাজেই কি করিবেন, কি হইবে, কেমন করিয়া শৈলকে রক্ষা করিবেন তাহারই ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে গৃহে গমন করিলেন।

নরাধম নারকী দুরাত্মা সাদৎ পূর্ব্বোক্ত অগণ্য কূট মোকদ্দমার বলে বিজয়াদি তিনজনকে বিশেষরূপে বিপদগ্রস্থ অপমানিত এবং নির্ধন করিয়া অপার আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইল। আহ্লাদ আর দেহে ধরে না। তারাপদকে ডাকিয়া কহিল কেমন হে বন্ধুবর!—এখন ঠিক হইয়াছে কি না। আর কোন্ সময়, অদ্য উত্তম সুযোগের দিন, বিরজা তো হস্তগতই হইয়া আছে। আজি শৈলবালাকে আমার বৈঠক খানায় আনিলে কি তুমি সুখী হও না? আর তুমিও এই সময় কুন্দবালাকে হস্তগত কর। চাই জোরেই হউক আর প্রণয়েই হউক, তাহাতে আমার আপত্তি নাই। তারাপদ কহিল ইহাতো উত্তম কথা, তারামণিকে আহ্বান করিব নাকি? সাদৎ কহিল একবার তারামণিকে শৈলর নিকট পাঠাইয়া আমার ইচ্ছা জানাও—সহজে আসে ভালই, না আসে রজনীতে জোরে লইয়া আসিব। আর আমার প্রহরী সকলকে বিশেষ সাবধান করিয়া দাও, বিজয় পাজী, যেন শৈলকে আর কুন্দকে লইয়া পলাইয়া না যায়। ইহারা আমার হস্ত বহির্ভূত হইলে প্রহরীদিগের নিষ্কৃতি রাখিব না। তারাপদ আনন্দে আটখানা হইয়া আজ্ঞামত সকল কার্য্য সমাধা করিল। বিজয় যে সহজে পলাইবেন তাহার কোন উপায় রহিল না।

এই দিন বৈকালে তারামণি আহ্লাদে গদ গদ হইয়া বিজয়দত্ত পূর্ব্ব প্রহার স্মরণ করত সদর্পে শৈলবালার গৃহে প্রবিষ্ট হইল। গৃহে বিজয় বাবু নাই শুনিয়া আরও সাহস বাড়িল। তারামণির

পাছে কোন বিপদ ঘটে, এজন্য অনেক প্রহরী গুপ্তভাবে বিজয়ের বাটীর চারিদিকে অবস্থান করিতেছিল। তারামণি একেই প্রবলা; তাহার উপর এই সকল বল পাইয়া আরও প্রবলা হইয়া খিড়কীর দ্বার দিয়া শৈলবালার বাস ভবনে প্রবিষ্ট হইল।

শৈলবালা তারামণিকে দেখিয়াই অন্তরে অন্তরে শিহরিয়া উঠিলেন। নিশ্চয় বিপৎপাত হইল ভাবিয়া কতই আকুল হইলেন। এসময় বাটীতে বিজয় নাই দেখিয়া আরও শঙ্কিত হইলেন।

কিন্তু প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ব প্রভাবে মনের ভাব মনেই রাখিয়া হাস্যমুখে তারামণিকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন; কে--ও—দিদী তারামণি যে!! কি ভাগ্য! বহুকালের পর দর্শন পাইলাম। দুঃখিনী ভগিনী বলিয়া কি আমাকে এতদিন ভুলিয়াছিলে? আমার স্বামী বাটীতে নাই। এখন শীঘ্র আসিবেনও না, তোমার ভয় নাই এই আসনে উপবেশন কর, দুটো মনের কথা কহি।

এইখানে পাঠক মহাশয়ের অবগত হওয়া উচিত যে, তারামণি যে কিরূপ ভয়ঙ্করী মেয়ে মানুষ তাহা শৈলবালা প্রভৃতি সকলেই বিশেষ জানেন।

তারামণি আসন গ্রহণ করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, না—দিদি, আমি তোমাকে ভুলি নাই, তুমিই আমায় ভুলিয়া আছ। সময়ের কথা কিছুই বলা যায় না—আমি এখন তোমার অনুগ্রহের অধিনী হইলাম। তুমি বিখ্যাত সুন্দরী; রূপের শোভায় জগৎ মাতাইয়াছ। কিন্তু কি দুঃখের কথা; এ নব যৌবনে বসন ভূষণ বিহীনা; বিজয় বাবু লোক মন্দ ছিলেন না, কিন্তু নিজের দোষে সব নষ্ট করিলেন। দুবেলা দু-মুঠা অন্ন হইতে ছিল কাজের দোষে তাহাও গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে নবাব সাহেবের কোপে পড়িলেন। জলে বাস করিয়া কুমিরের সঙ্গে বাদ, বড় বিষম কথা!! তাই বলি বেখে ঢেকে আর থেমে থুমে চলিলেই ভাল হইত। তা এখনও তার সুযোগ যায়

নাই। আমি তাঁর মঙ্গলের জন্যই এসেছি। একটি কথা বলি, তুমি শুনিবে কি? যদি শোন তবে সুখের সীমা থাকিবে না। আর হা অন্ন হা অন্ন করিয়া বেড়াইতে হইবে না।

শৈলবালা শুনিয়া কহিল দিদি, তুমি একটু ব'স, আমি মধ্যদ্বার বন্ধ করিয়া উপর হইতে আসিয়া সকল কথা শুনিতেছি। বলিয়া সত্বর উত্থিত হইলেন। মধ্য দ্বার বন্ধ করিয়া উপরে উঠিলেন। সত্বর ঋতুমতীর সাজ সাজিয়া আসিয়া তারামণির নিকটে বসিলেন। বলা বাহুল্য পূর্ব্বেই দাসীগণকে সরাইয়া দিয়াছিলেন। এক্ষণে নিকটে বসিয়া কহিলেন কি বলিবে বল, তারামণি কহিলেন—অদ্য রজনীতে নবাব সাহেব তোমাকে তাঁহার নাচ ঘরে যাইতে আদেশ করিয়াছেন। তুমি তোমার স্বামীর মত করিয়া রাখিবে, আমি অদ্য সন্ধ্যাকালে আসিয়া তোমাকে লইয়া যাইব। অসম্মত হইও না, তাহা হইলে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া যাইবেন। আজি তোমাকে নবাব সাহেবের পত্নী হইতেই হইবে, ইহা নিশ্চয়; এ-সুযোগ কখন ছাড়িও না। তিনি কহিয়াছেন শৈল আমার আজ্ঞা মতে এখানে আসিলে সে যাহা চাহিবে আজি আমি তাহাকে তাহাই দিব। আরও তাহার স্বামীকে কোন কষ্ট দিব না। নচেৎ তাহার ভাগ্যে বিশেষ যন্ত্রণা আছে। আমি এই সংবাদ দিয়া তোমার মত জানিতে আসিয়াছি—এখন বল তোমার বাসনা কি? শৈল কহিলেন, দিদি। নবাব সাহেব আমাকে পছন্দ করিয়াছেন? ইহা আমার পরম ভাগ্য বলিতে হইবে। হাড়হাবাতে লক্ষ্মী ছাড়া স্বামীর হাতে পড়িয়া আমার এমন সোণার সময় বৃথায় যাইতেছে, না অন্ন, না বস্ত্র, না অলঙ্কার; আমি নিশ্চয়ই, ছি! বলিতে লজ্জা করে; নবাব সাহেবের পত্নী হইব। স্বামীর অমত হয় আমি স্বয়ংই যাইব। আমার অমন পোড়া—বলিতে লজ্জা করে—পোড়া কপালে পড়িতে আর কাজ নাই। ইহার আবার মতামত কি? নবাব সাহেবকে আমার

সেলাম দিয়া এই সকল কথা বলিয়া অদ্য হইতে তিনটি দিনের ভিক্ষা লইবে। আমি হত ভাগিনী অতি পোড়া কপালী,তা-না-হইলে আজিই স্ত্রী-ধর্ম্মিণী হইব কেন ? এই দ্যাথ্‌—এ অবস্থায় তিনি আমায় ছোঁবেন কেন ; এই বলিয়া রজস্বলার লক্ষণ দেখাইয়া কতই আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তারামণি দেখিয়া শুনিয়া হাসিতে হাসিতে নবাব-বাটীতে গিয়া সকল কহিয়া শৈলবালাকে পুনর্ব্বার তাহাই হইবে বলিয়া সংবাদ দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল। নবাব সাহেব শৈল-বালার প্রার্থনা মত তিন দিন সময় দিয়া তাহাকে অলক্ষিত নজর বন্দীতে রাখিলেন।

তারামণি প্রস্থান করিলে শৈলবালা দারুণ ভয়ে ভীত হইয়া রোদন করিতে করিতে,আর অনাথ-নাথ দীনবন্ধুর নাম লইতে লইতে শূন্যমনে উপরি তলে গমন করিয়া স্বামীর আগমন পথ নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন।

এ দিকে বিজয় বাবু ঘোর চিন্তায় চিন্তাকুল হইয়া নিজ ভবনে প্রবিষ্ট হওত মাথায় হাত দিয়া বাটীর রোয়াকে বসিয়া পড়িলেন। শৈলবালা স্বামীর তাদৃশ ভাব দর্শনে মনোদুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া ত্বরিত পদে নিকটে আগমন করত চরণ ধৌত জন্য আনীত সুস্নিগ্ধ জল হস্তে মুখে পদে প্রদান করিয়া শয়ন গৃহে লইয়া গিয়া তাঁহার তাদৃশ ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বিজয় বাবু কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। শৈলবালা অধিকতর কাতর হইয়া পুনঃ পুনঃ প্রশ্নঃ করিতে লাগিলেন এইবার বিজয় বাবুর চক্ষে জল আসিল। তাহা দেখিয়া শৈলবালা রোদন করিয়া ফেলিলেন। আর ব্যস্ততার সহিত পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। বিজয় বাবু এই বার বহু কষ্টে সকল কথাই বলিয়া কহিলেন আর আমি তোমায় রক্ষা করিতে পারিলাম না। সময় নাই রাত্রি আসিল। দুরাচার 'এইবার আমার গৃহ লক্ষ্মীকে লইয়া যাইবে। আর কাপুরুষ আমি দাঁড়াইয়া দেখিব।

তা আমার কপাল পুড়িল বটে কিন্তু তুমি সুখিনী হইবে। শুনিলাম তিনি তোমাকে নিজের নর্ত্তকী করিয়া নিকটে রাখিবেন। তোমার সুখ সম্পদের সীমা থাকিবে না। তা তোমার ভালতেই আমার ভাল, যেখানে থাকো, তুমি সুখে আছ শুনিলে আমি আনন্দে ভাসিব। কারণ আমি অতি হতভাগ্য, এক দিনের জন্যও তোমাকে সুখিনী করিতে পারি নাই। দেখো প্রিয়ে, স্বামী বলিয়া মনে রেখো, আমি এ জন্মের মতন তোমা ধনে বঞ্চিত হইলাম। হা জগদীশ। তোমার মনে এই ছিল, বলিয়া নীরব হইলেন।

শৈলবালা সকল শুনিয়া কহিলেন আঃ বাঁচিলাম; এই কথা; এর আবার ভাবনা কি? তারাপদ স্ত্রী দিয়া কেমন সুখে আছে, তুমিও দাও সুখে থাকিবে। আত্মার্থে মাগ্ দেওয়া যায়, ইহা শাস্ত্র সম্মত; অপরকথা, স্ত্রী তো রিপু চরিতার্থ জন্য, সে আবার কোন্ কাজে লাগে? একটা যাইলে এমন দশটা আনিতে পারিবে। তবে দুঃখ এই দুদিন গৃহকর্ম্ম কামাই, তা লোকের অভাব কি; এস শর্য্যার উপরে এস, আমার জন্য চিন্তা করিও না। শৈলবালা বিজয়কে কখন এস বলেন নাই। আজি বিপদে পড়িয়া এস বলিয়া ফেলিলেন।

বিজয় বল্লভ শৈলবালাকে নিতান্ত পতিপ্রাণা বলিয়া জানিতেন। উপস্থিত বিপদ্বার্ত্তায় তাঁহাকে ভীত হইতে না দেখিয়া মনে মনে কত কি ভাল মন্দ ভাবিতে লাগিলেন। আর কহিলেন শৈল। তুমি কি নিতান্তই আমায় পরিত্যাগ করিলে? শৈলবালা কহিলেন ক্ষমতা থাকে রক্ষা করুন। না থাকে আমি অন্যের হইব। ইহাতো ধরা কথা; স্ত্রী জাতিকে কি আপনি বিশ্বাস করেন? বিজয় কহিলেন, সতীকে বিশ্বাস করি। আমি সতী; আপনাকে এ-কথা কে বলিল? তুমি বলিয়াছ, আর তোমার ব্যবহার বলিয়াছে; দেখ শৈল। তুমি আমার রিপু চরিতার্থের বস্তু নহ। তুমি আমার বংশ পবিত্র কারিণী। আমি বংশ পবিত্র কারিণী কি বংশ প্রদায়িনী তাহাই অগ্রে ঠিক করুন। আমিই

তো আপনার বিপদের মূল; কলঙ্কের ডালি, বংশের কালী। শৈল আজি তুমি এত মুখরা হইয়াছ কেন? আপনার মন জানিবার জন্য; যে নিজ মুখে নিজ স্ত্রীকে পরের অঙ্কে দিবার কথা মুখে আনিতে পারে সে স্বামীকে এই রূপই উত্তর দেওয়া ভাল। নাথ! আমি কি এমনই কুলকলঙ্কিনী যে, যবনের অঙ্ক বাসিনী হইব? আমি আত্মরক্ষার উপায় করিয়াছি। এই শুনন, বলিয়া সকল কহিলেন। বিজয় বল্লভ শুনিয়া কতকটা আশ্বস্ত হইয়া মনে মনে শৈলবালার প্রত্যুৎপন্ন মতির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিলেন "তিন্ দিনে অনেক উপায় হইবে।"

শৈলবালা কহিলেন "ইহার মধ্যেও যদি কোন উপায় করিতে না পারেন তো তাহাতেও দুঃখিত হইবেন না। আমি শেষ উপায়ও নিশ্চয় করিয়া রাখিয়াছি।"

বিজয় কহিলেন আমি কি তাহা শুনিতে পাইব না?

শৈল। শুনিতে পাইবেন না, দেখিতে পাইবেন।

বিজয়। কৈ দেখাও।

শৈল। এই দেখুন। বলিয়া একগাছি দড়ী দেখাইলেন।

বিজয়। ইহাতে কি হইবে?

শৈল। উদ্বন্ধনে প্রাণ ত্যাগ করিয়া পবিত্র দেহে পরম পিতার পদতলে আশ্রয় লইব। তিনি অন্তর্যামী, আত্মঘাতিনী বলিয়া আমাকে অশ্রদ্ধা করিবেন না। সতীধর্ম্ম রক্ষা জন্য অবশ্য আদরে কোলে লইবেন। অপর; সুখের কথা এই, আপনি যখন আমাকে বহন করতঃ শ্মশান ভূমিতে লইয়া গিয়া এ দেহকে ভস্মীভূত করিয়া জলসিঞ্চন করিবেন, তখনই আমার অক্ষয় স্বর্গলাভ হইবে। আর যদি ভালবাসার ফাঁদে পড়িয়া দুই এক বিন্দু নয়ন-জল নিক্ষেপ করেন তবে তাহাই আমার পক্ষে সুধাসিঞ্চন হইবে। স্বামীর তর্পণ জলে পত্নীর তৃপ্তি লাভ পরম সৌভাগ্যের কথা।

বিজয়। শৈল! ভগবান তোমাকে রক্ষা করুন। কোন কালে যেন কোন অশুভ না ঘটে, কিন্তু একান্ত যদি এ কাজ করিতে হয় তবে আমিও তোমার সঙ্গী হইব, তোমা হারা হইয়া আমি কখনই পাপ পৃথিবীতে থাকিতে পারিব না। আমি অগ্রেই এ পাপ প্রাণ পরিত্যাগ করিব।

শৈল। পত্নী আগে যাওয়া ভাল? না—পতি আগে যাওয়া ভাল? আমাকে ও কথা বলিবেন না। আগে আমি যাই পশ্চাৎ আপনার যাহা কর্ত্তব্য তাহাই করিবেন। আর আপনিই বা যাবেন কেন? চরণ-সেবার জন্য এমন কত শৈল পাইবেন তাহার চিন্তা কি?

বিজয়। শৈল! একথা তুমি বলিলে বলিয়াই আমায় সইলো, অন্যে বলিলে এতক্ষণ কত ঝগড়া হইয়া যাইত। আর তুমি, ও কথা মুখে আনিও না। আমি যে রস তোমাতে ভোগ করিয়াছি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস পৃথিবীতে সে রস আর কোথাও কখন পাইব না।

শৈল। সে কি রস?

বিজয়। এই রস। বলিয়া আলিঙ্গন করিলেন।

শৈল। অনঙ্গ-শ্মের-তারলা ঘূর্ণায়মান-নয়ন-যুগলে কটাক্ষ-শর সন্ধান করিয়া কহিলেন এই রস!!

বিজয়। আরও আছে, বলিয়া শৈলকে কোলে লইয়া শয্যায় বসিলেন এবং সতৃষ্ণ নয়নে নববিকশিত-নলিনীর ন্যায় নূতন-রসে ঢল ঢল মুখ কমল দর্শন করিতে লাগিলেন।

শৈল। এ-বার এ-কি রস।

বিজয়। মনঃপ্রাণ বিমোহন আকর্ষণ রস। এই বলিয়া সবলে সুধাস্বাদন করিয়া কহিলেন· এই অমৃত রস। ইহা কি রত্নাকরে মিলে? মূর্খ দেবগণ তোমার বদন অন্বেষণ না করিয়া অনর্থক সমুদ্র মন্থন করিয়াছিলেন। পুনর্ব্বার সেই অভিনয়।

শৈল। প্রাণবল্লভ! শৈলকে যে আপনি হৃদয়ের সহিত ভাল-

বাসেন, শৈলর মন তাহা সবিশেষ জানে। তবে আপনার একটি বিশেষ দোষ আছে। বড় ধার করেন; ধার করিলেই তো শোধ দিতে হয়, না দেন আমি জোরে লইব। এই বলিয়া বাহুদ্বয়ে পতির গল দেশ বেষ্টন করতঃ আলোহিত অধরোষ্ঠে নিজ রসাল যুবাণ ফুলান আরক্তবর্ণ অধরোষ্ঠ মিলিত করিয়া পাঠক শৈলবালার ধৃষ্টতা দেখুন, নয়নের ভাবভঙ্গী দেখুন, ঘূর্ণায়মান অর্দ্ধ নিমিলিত নয়নের হাবভাব দেখুন, হয়ত আপনি শৈলবালার এই কার্য্য দেখিয়া মনে মনে কত রাগ করিতেছেন, কুলবধূর ধৃষ্টতা, ক্ষমার অযোগ্য বলিয়া কত কত তিরস্কার করিতেছেন। না পাঠক মহাশয়! আপনার রাগের বিষয় কিছুই নাই, নিজ নিজ ষোড়শী বা অষোড়শী প্রিয়তমাকে জিজ্ঞাসা করুন ইহাতে শৈলবালার কোন অপরাধ নাই। ঘরে কে আছে যে, শৈল তাহাকে লজ্জা করিবে? এ দোষ লেখনীর; ক্ষমার যোগ্য, ঐ দেখুন নিজ রসাল যুবাণ ফুলান আলোহিত অধরোষ্ঠ মিলিত করিয়া সবলে চুম্বন করিতেছেন।

বিজয়। শৈল। আর কেন তুমি আমাকে বিমোহিত কর। একবার ছাড়িয়া দাও, আমি দারোগা মহাশয়ের নিকট গমন করি। তিনি নবাগত ব্রাহ্মণ অবশ্য আমাদের কোন উপায় করিবেন। কল্য বিনোদ বাবুকে এ সংবাদ পাঠাইব। কিন্তু সে বহুদূর; সংবাদ যাইয়া সাহায্য আসিতে না আসিতে কার্য্য শেষ হইয়া যাইবে। দেখি দারোগা মহাশয় কোন উপায় করিয়া দেন তো ভাল, নচেৎ উভয়ে একবারে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিব। এইরূপ পরামর্শ স্থির হইলে, পরে—বিজয় দারোগার নিকটে গমন করিয়া তাঁহার হস্তে ধরিয়া সকল কথা কহিয়া মনোদুঃখে রোদন করিয়া ফেলিলেন। দারোগার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি কহিলেন—বিজয় বাবু —আপনার পলায়ন ভিন্ন অন্য উপায় নাই। এখানে থাকিলে আমি আপনাকে কোন রূপেই রক্ষা করিতে পারিব না। আমি

একখানি পাল্কী আনিয়া দিতেছি আপনি তাহাতে আপনার স্ত্রীকে লইয়া যথেচ্ছ প্রস্থান করুন। বিজয় কৃতার্থ হইলেন। রাত্রিযোগে ছদ্মবেশে উভয়ে দারোগার নিকটে আসিয়া দেখেন পাল্কী প্রস্তুত। শৈল তাহাতে আরোহণ করিলেন। পরে দারোগা বাহকদিগকে কহিয়া দিলেন যে, বিজয় বাবু ছাড়িয়া দিলে তবে তোমরা ফিরিবে নচেৎ কদাচ ফিরিবে না। তাহারা যথাজ্ঞা বলিয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিতে লাগিল। এই সময়-বিজয় কহিলেন—চন্দ্রমাধব বাবু—(দারোগার নাম চন্দ্রমাধব) আর এক প্রার্থনা আছে—আমার ভগিনী (বিনোদ বাবুর স্ত্রী) কুন্দবালা একাকিনী থাকিল, তাহার উপায় কি হইবে? যদি বলেন ত আমি তাহাকেও লইয়া আসি। এই সময় বাহকেরা কহিল মহাশয়—আমরা অতি অল্প বাহক আছি, এক পাল্কীতে দুইজন স্ত্রীলোককে লইয়া যাইতে পারিব না। এরূপ করিলে আপনার সবকাজ নষ্ট হইবে। শুনিয়া বিজয়ের মুখ শুখাইয়া গেল। পরে চন্দ্র বাবু কহিলেন বিজয় বাবু! আপনি যদি প্রথমে আমাকে এ-কথা বলিতেন তাহা হইলে, তাহার উপায় করিতে পারিতাম—এক্ষণে আর হয় না। আমি অনেক কষ্টে এই ক-জন বাহক সংগ্রহ করিয়াছি। আপনি এ-কাণ্ডের সবিশেষ কিছুই জানেন না, দুরাত্মা সাদৎ আপনার সকল দিক্ বন্ধ করিয়াছে। বিজয় কহিলেন তবে কুন্দর উপায় কি হইবে? চন্দ্রমাধব বাবু কহিলেন, আপনাদিগের প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত আমি কুন্দকে রক্ষা করিব, ধর্ম্মসাক্ষী কুন্দ আমার সহোদরা ভগিনী; আমি যেরূপে পারি তাঁহাকে আপনাদিগের আগমন কাল পর্য্যন্ত রক্ষা করিব। বিজয় ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া চন্দ্র বাবুকে অভিবাদন করত শৈলকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। আর ভাবিলেন সত্বর আগমন করিয়া কুন্দকে রক্ষা করিবেন। দুঃসময়ে এইরূপই ঘটে।

এদিকে দুরাত্মা সাদৎ পরদিন প্রাতেঃ তারামণির মুখে এ সংবাদ

শুনিয়া অনুসন্ধান করিল কিন্তু কোথাও সন্ধান না পাইয়া দারোগাকে আহ্বান করিল। চন্দ্র বাবু এখানে আসিবামাত্রই সাদৎ তাঁহাকে প্রচুর ধনদানে সন্তুষ্ট করিয়া স্বপক্ষে আনিয়াছিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে বিজয়াদির বিপক্ষে নানামত কথা কহিয়া তাহারাই যে অনর্থের মূল ইহা দারোগা মহাশয়কে একপ্রকার বুঝাইয়া দিয়াছিল। চন্দ্র বাবুও তাহাই বুঝিয়াছিলেন। একণে বিজয় বাবুর মুখে তাঁহাদের অবস্থার কথা শুনিয়া মন বিচলিত হইল। সত্যের অনুসন্ধান জন্য এবং বিজয়ের জন্য বিশেষ যত্নবান হইলেন। কিন্তু কি করিবেন দুর্দ্দান্ত সাদতের ভয়ে বিশেষ কোন কার্য্য করিতে না পারিয়া গোপনে গোপনে স্বকার্য্য সাধনের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। চন্দ্রমাধব বাবু সাদতের নিকট আগমন করিলে সাদৎ কহিল—চন্দ্র বাবু আপনি কি বলিতে পারেন—"বিজয় এবং শৈল কোথায় আছে।" "তাঁহারা একণে কোথায় আছেন তাহা আমি বলিতে পারি না।" আপনি ত আট ঘাট বন্ধ করিয়া স্বকার্য্য সাধন জন্য বিলক্ষণ যোগাড় করিয়াছিলেন—তবে তাহারা কোথায় পলায়ন করিল? আপনি কি তাহা জানেন না? আপনি আমাকে যে প্রচুর ধনদানে সন্তুষ্ট করিয়াছেন—তাহাতে আমাকে আপনার কোন সন্দেহ নাই, নির্ভয়ে যাহা করিবার তাহা করুন। কিন্তু আমার একটি প্রার্থনা আছে। বিনোদ বাবুর স্ত্রীকে কিছুই বলিবেন না।

সাদৎ কহিল—চন্দ্র বাবু, বোধ হয় বিজয় পলায়ন করিয়াছে। একণে শূন্য ঘর; কুন্দ নিরাশ্রয়া, একাকিনী; এখন তাহাকে হস্তগত না করিলে চলিবে কেন? আপনি যত টাকা চাহেন তাহাতে ক্ষতি নাই কিন্তু প্রতিজ্ঞা করুন এসকল বিষয়ে চোক্ কান দিবেন না। চন্দ্র বাবু কহিলেন আপনি এ বাসনা পরিত্যাগ করিয়া অন্য যাহা হয় তাহা করুন আমি চলিলাম। এই বলিয়া চন্দ্র বাবু কুন্দবালার গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

বিজয়ের প্রস্থানের পরেই চন্দ্র বাবু কুন্দর গৃহে কয়েকটি প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং আপনিও সেই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলেন।

সাদৎ আলি—দারোগার ব্যবহারে অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া তাহা-পদের সহিত পরামর্শ করত চন্দ্রমাধব বাবুকে মারিবার অথবা তাড়াই-বার মন্ত্রণা করিতে লাগিল। পূর্ব্বেই বিজয়কে ধরিবার জন্য চারি-দিকে অশ্বারোহী সৈন্য এবং অন্যান্য লোক জন পাঠাইয়া দিয়াছিল। সাদতের অশ্বারোহীগণ বিজয় বাবুকে পথিমধ্যে কিরূপে ধরিয়াছে তাহা পাঠক মহাশয়ের অবিদিত নাই।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

কুন্দবালা।

পৃথিবী পাপে পরিপূর্ণ, ইহাতে সুখের লেশমাত্রও নাই। যে ইহাতে সুখের আশা করে, সে অতি নির্ব্বোধ; যিনি ঈশ্বরভক্ত পরম ধার্ম্মিক এবং চতুর তিনিই ইহাতে অবস্থান করিয়া ধর্ম্মমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করত কথঞ্চিৎ সুখ লাভ করিয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন সকলেই দুঃখের অধিকারী আত্মবিস্মৃত এবং পাপ পথের পথিক; ভগবান্ আমাদিগকে পৃথিবীতে পাঠাইয়া ভাল মন্দ পরীক্ষা করিয়া থাকেন। এখানে আসিয়া সে কথা আমাদের মনে থাকে না। ঈশ্বর আমাদিগকে ধর্ম্মাধর্ম্ম দুইই করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন। মন্দ গুলিকে দমনে রাখি-বার জন্য ভাল গুলির প্রয়োজনীয়তা; মনুষ্য এই উভয়.বিধ বৃত্তির অধিকারী; যিনি চতুর তিনি সহজেই উভয়ের আবশ্যকতা বুঝিয়া লয়েন, আর যে নির্ব্বোধ সে ইহার কিছুই বোঝে না। আপাত মধুর পরিণাম বিষ সুখ পরম্পরায় নির্ব্বোধেরা নিতান্তই বিমোহিত হয়। ক্ষণমাত্রও পরিণাম চিন্তা করে না। এমন কি নিজ মনোবাসনা

চরিতার্থ করাকেই প্রধান কার্য্য বলিয়া গণনা করিয়া থাকে। আর পৃথিবীতে থাকিয়া একবারেই অমর হইয়া বসে। স্বকার্য্য সাধন জন্য ধর্মের মস্তকে নিরন্তর আঘাত করিতে থাকে। সময় বুঝিয়া পাপ-রূপিণী কুপ্রবৃত্তি সকল তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলে। পরপীড়ন, পরধন হরণ পরদার গমন, সতীত্বনাশন, প্রভৃতি তাহার নিত্যব্রত হইয়া উঠে। সর্ব্বতশ্চক্ষুও সেই দুরাত্মার দুষ্কার্য্য সকল দর্শন করিয়া তাহার দণ্ডদানার্থে দণ্ড ধারণ করিতে আর ক্ষণ বিলম্ব করেন না। বৃক্ষ ফলবান্ হইলে তদধিকারী তাহার ভোগ কর্ত্তা; ইহা নিশ্চয়; তোমার কৃত কার্য্যের ফল ভোগ অন্যে করিবে না ইহা স্থির সিদ্ধান্ত; তথাচ পাপী-মানব-মন বুঝে না। দণ্ডে দণ্ডে ক্ষণে ক্ষণে কত অসংখ্য নরনারী নিজ নিজ পাপের ফল ভোগ করিতেছে, ইহা দেখিয়াও আমাদের চৈতন্য হয় না। পাপ চক্ষু পুণ্যের দিকে যায় না। পাপ রসনা, রোগ নাশক তিক্ত দ্রব্য খায় না। কিন্তু রোগ-বর্দ্ধক বস্তু ভোগ জন্য লালায়িত; শ্রবণ হরিকথা শ্রবণে নিরুৎসাহী কিন্তু পাপ কথা শ্রবণ জন্য সতত সমুৎসুক; এ কি বিড়ম্বনা। এ কি ভয়ানক দুর্বিপাক: কালের এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়াই, কোন জ্ঞানি কহিয়া গিয়াছেন যে, "মানব, চক্ষু থাকিতেও যে দেখিতে পায় না। আর জ্ঞান থাকিতেও যে হিতাহিত বাছিয়া লইতে পারে না, এইটিই দারুণ দুঃখের কথা"। মানব! অতপর সাবধান হও; যদি তোমারা অভক্ষ্য ভক্ষণ করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা কর, তাহা হইলে কদাচ অভুক্ত থাকিবে না, দয়াময় ঈশ্বর অবশ্যই সুভক্ষ্য মিলাইবেন। তিনি সাধুজনের বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে নিয়ত ব্যতিব্যস্ত; প্রিয়তম নরনারিগণ! আর স্বর্ণমাক্ষিক পাইয়া স্বর্ণে অনাদর করিও না। আর কাচ খণ্ড পাইয়া হীরককে দূরে নিক্ষেপ করিয়া ঠকিয়া যাইও না। ঈশ্বর সাধুর দ্বারের দ্বারী, সাধুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে ভগবানের কর্য্যের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। এজন্য ঈশ্বর আমাদিগকে আপাত-

মনোহর খেল্না দিয়া সন্তুষ্ট করত আপনি দূরে অবস্থান করেন যে মূর্খ সে খেল্না পাইয়া ভুলিয়া যায়। যে সেয়ানা, সে খেল্নায় ভুলে না। যে তাঁহাকে চায়, ঈশ্বর প্রথমে তাহাকে ধমক দেন, পরে ভয় দেখান, তৎপরে যন্ত্রণা দেন, ইহাতেও না ছাড়িলে অবশেষে প্রহার করেন। যে ঈশ্বরের প্রহার পাইয়াও তাঁহাকে ছাড়ে না— সে জিতিয়া যায়। তখন দয়াময় ঈশ্বর তাহাকে অভয় কোলে লইয়া মুখ চুম্বন করতঃ নানাসুখ প্রদান করেন। তদনন্তর পবিত্র স্বর্গীয় আবাসে লইয়া গিয়া প্রিয় পুত্রদিগের মধ্যে রাখিয়া অনন্ত সুখ প্রদান করত নিয়ত পরিচর্য্যা করিতে থাকেন। তখন ঈশ্বরে আর তাহাতে প্রভেদ থাকে না।" তাই বলি মানব! দুরাত্মা তারাপদ এবং সাদ-তের ন্যায় ঠকিয়া যাইও না। সৎপথে থাকিলে নিয়তই কষ্ট ভোগ করিতে হয়। বিজয়, বিনোদ এবং হরিপদ বাবুর অবস্থা দর্শন করিয়া ধৈর্য্য ধরিয়া সংসারসমুদ্রে দেহ-তরণী ভাসাও, কসিয়া সত্যরূপ হাইল ধর, বিবেক বলে বলবান্ হইয়া ছয় জন দাঁড়ীর জোরে ছয় দাঁড় চালাও, সমুদ্রে যতই তুফান তরঙ্গ উঠুক না কেন, সকল বিঘ্ন কাটাইয়া অনায়াসে পর্ পারে উঠিতে পারিবে। তখন আর তোমাকে পায় কে।

দুর্বাচার সাদৎ উপস্থিত সময়ে যে সকল সর্ব্বনাশ করিয়াছে, কুন্দ-বালা সে সকল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত হইয়াছিলেন। আজি বিপদ সমুদ্রে ভাসমানা হইয়া এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন—বিরজা বিরজা! আমার প্রাণ সখি বিরজা! তোমার অদৃষ্টে কি এই লেখা ছিল! দুরাত্মা যবন তোমারে কি কলঙ্কিত করিয়াছে? তোমার পবিত্র দেহে কি পাপস্পর্শ হইয়াছে? সখি! তুমি পবিত্র অবস্থায় আত্মঘাতিনী হইয়া, যদি, ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়া থাকো, তবে পরম পিতার পবিত্র দেহে লয় পাইয়াছ। সতী পতিব্রতা সতীত্ব রক্ষা জন্য আত্মঘাতিনী হইলে তাহাকে আত্মহত্যা পাপিনী হইতে

হবে না। সখি! যদি তুমি পবিত্র অবস্থায় মরিয়া থাকো—তোমার এ মরণেও আমি সুখিনী হইব। আমার এ চক্ষের জল তোমার মৃত দেহে অমৃত সিঞ্চন তুল্য হইবে, অন্যথা এ চক্ষের জলে তুমি বলিতে হৃদয় ফাটিয়া যায় তুমি অনলের উপর জ্বলিলে। বিরো! তোমার স্বামী যে তোমাকে প্রাণ অপেক্ষাও ভাল বাসিতেন। আর তিনি তোমার যে একমাত্র আরাধ্য দেবতা ছিলেন। তোমাদের মন পবিত্র, দেহ পবিত্র, কার্য্য পবিত্র, আমি কখন তোমাদের পাপ কার্য্যের লেশ মাত্রও দর্শন করি নাই। সখি! তুমি যে আমার নির্ম্মল পবিত্র গঙ্গার জল; নব বিকশিত শ্বেত পদ্মের পবিত্র জ্যোতি, তুমি যে আমার সারদীয় নির্ম্মল চন্দ্রিকা? তোমার স্বামী যে সাক্ষাৎ ধর্ম্মের অবতার, তোমাদের একলঙ্ক কেন হইল। চীৎকার করিয়া যে কাঁদিব তাহারও উপায় নাই। পোড়া মন্দলোকে কত কি কথা বলিতেছে। অমৃতে বিষের হাঁড়ী ঢালিয়া দিতেছে। উঃ শ্রবণ বধির হও; হৃদয় বিদীর্ণ হও। আর দুর্ব্বাক্য শুনিতে পারি না। সখি বিরজে! তুমি কি তোমার স্বামীর—সেই পবিত্রাত্মা হরিপদ বাবুর—বিনাশের কারণ হইলে? সখি! তুমি কি আমার প্রিয়বন্ধু হরিপদ বাবুর কালসর্পিনী হইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছিলে। লোকে বলে সেই পরম-ধার্ম্মিক তোমাকে বিনাশ করিয়াছে। ইহাও কি কখন বিশ্বাস হয়? ইহাও কি কখন পাপ জিহ্বার উচ্চারণ করা যায়? যে জিহ্বা হরিপদবাবুর এ-কলঙ্ক ঘোষণা করে, আজিও সেই নারকীর সেই পাপজিহ্বা খসিয়া পড়িতেছে না কেন? বলে বিচারালয়—ধর্ম্মালয়; ধর্ম্ম কি সে স্থানে আছে! এরূপ বোধ হয় না। বিচারপতিরা নিশ্চয় ঘোর মূর্খ, ঘোর অবিবেচক এবং ঘোর অধার্ম্মিক, তাহা না হইলে সাদতের—দুরাচার যবনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন কেন? তাঁহাদিগকে কে শান্তি রক্ষক বলে?—অশান্তির প্রধান স্থান, তাহা না হইলে কি বিশ্বগ্রামের এ-দশা ঘটে? দুরাচার যবনের হৃদয় বিদারক অত্যাচারের কথায় তাঁহাদের

কর্ণ বধির কেন? হা ধর্ম্ম! তুমি এরূপ লোক্‌দিগকে কেন এরূপ কর্ত্তৃত্বভার প্রদান করিয়াছ। সখি বিবক্তে! বলিতে কথা সরে না। ভয়ে বিস্ময়ে হৃদয় শুকাইয়া যায়। মস্তক ঘূর্ণিত হইতে থাকে। দৃষ্টি শক্তি রোধ হইয়া দশদিক্ শূন্যময় দর্শন করি। সখি। তুমি—মরিয়াছ;—কি—কবিব, কালচক্রের পেষনে মরিয়াছ—দুঃখের হইলেও দুঃখ করিতাম না যদি তুমি স্বামি-ধনের কোলে মরিয়া তাঁহার দত্ত পবিত্র আগুণে পুড়িতে পারিতে। তোমার অপমৃত্যু—আবার সে অপবাদ—তোমারই হৃদয়েশ্বরের উপর, তোমার জীবনের বিনিময়ে তাহার জীবননাশ। প্রাণদণ্ডাজ্ঞা। ফাঁসীর হুকুম।! তোমা হইতে তাঁহার কি এই উপকার হইল? তিনি যে তোমাকে হৃদয় সরোবরের হেম-নলিনী করিয়া রাখিয়াছিলেন। শয়নে স্বপ্নে ভ্রমণে আলাপে, বন্ধু-গৃহে সকল স্থানে সকল অবস্থাতেই যে তিনি তোমার গুণ কীর্ত্তন করিতেন। তুমি যে তাঁহার প্রণয়ের একমাত্র পাত্রী ছিলে। তোমার নামে যে তাঁহার আনন্দ সমুদ্র উথলিয়া উঠিত, অধরে যে হাসি ধরিত না। তোমার গুণগান করাই যে তাহার একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম মধ্যে গণ্য ছিল। তোমা হইতে সেই হৃদয়ের হৃদয়, প্রাণের প্রাণ, অমূল্য নিধির এই দশা হইল। যদিই তিনি তোমার হত্যাকারী হয়েন—এ কথা বলিতে জিহ্বা শুষ্ক হয়, হৃদয় ভয়ে কম্পিত হইয়া উঠে, যদিই তিনি তোমার হত্যাকারী হয়েন, সে-তো তোমার সৌভাগ্য; যাহার প্রাণ তিনি লইলেন ইহাপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি আছে। কিন্তু তুমি হতভাগিনী তাঁহার বিনাশের হেতু হইলে কেন? হা পাপীয়সি! পাপকারিণী! যদি তুমি পৃথিবীতে না আসিতে তাহা হইলে বোধ হয় আমরা এমন অমূল্য বান্ধব হারাইতাম না। সখি। প্রিয়তমে! প্রাণসমে! এইবার আমি তোমাকে পরীক্ষা করিব—যদি তুমি সতী হও, পতিপদে যদি তোমার ভক্তি থাকে, যদি তুমি পবিত্র প্রেমে পতিপদে জীবন যৌবন সমর্পণ করিয়া থাকো, যদি বিশুদ্ধ-

ভাবে পতি সনে প্রেমালিঙ্গন করিয়া থাকো তবে তোমার স্বামী অবশ্যই এই ঘোর স্ত্রীবধ কলঙ্ক হইতে মুক্ত হইয়া প্রাণ দান পাইবেন। আমার প্রাণনাথ তাঁহার মুক্তির জন্য উচ্চ আদালতে আপিল করিতে গিয়াছেন। যেন তোমার সতীত্ব বলে তিনি কৃতকার্য্য হয়েন।

বিবজে! কোথায় আছ একবার এথায় আসিয়া দর্শন কর আমি বিপদ সমুদ্রে ভাসমান; সতীত্ব ভঙ্গ-ভয়ে দাদা শৈলকে লইয়া কোথায় প্রস্থান করিয়াছেন। আমি একাকিনী শত্রুমণ্ডলিতে বাস করিতেছি। তা আমার কপালে যাহা ঘটিবার তাহা ঘটুক তাহাতে আমি ভীত নহি। ইহা বলিয়া আমি কখন যবন-কর-গত হইব না। সঙ্গে এই রমণীবন্ধু শাণিত ছুরিকা আছে। বিপদের আভাস পাইবামাত্রই হৃদয়ে বসাইয়া দিব, ভয় কি, আমি মরিতে কাতর নহি। শৈলর আমার সতীত্ব রক্ষা হউক; দাদার আমার মুখ রক্ষা হউক; হে ভগবান্। প্রার্থনা এই যেন দুরাত্মা যবন দাদার সন্ধান না পায়, শুনিতেছি পাপাত্মা, দাদাকে আর শৈলকে ধরিতে চারিদিকে লোক পাঠাইয়াছে। প্রার্থনা এই, শৈল যেন পাপাত্মাদের চক্ষে না পড়ে। তাহার যেন অমূল্য সতীত্ব ধন নারকী যবন অপহরণ করিতে না পারে। পলায়িত সুরেশ এবং দীনেশ বাবুর মঙ্গল হউক। কাশীবাসিনী মৃণালিনী সুখিনী হউক।

কুন্দ নীরবে বসিয়া এই সকল ভাবিতেছেন আর চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসাইতেছেন। এমন সময়ে চন্দ্রমাধব বাবু কুন্দর অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে রোদন পরায়ণা দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। কুন্দবালাও চন্দ্রবাবুকে দেখিয়া প্রাণভয়ে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। এই সময় চন্দ্রমাধব বাবু কহিলেন কুন্দ; আমি এই স্থানের দারোগা, আমার নাম চন্দ্রমাধব মুখোপাধ্যায়, আমাকে দেখিয়া আপনি ভয় পাইবেন না। ধর্ম্ম সাক্ষী, ঈশ্বর সাক্ষী। আর এই চন্দ্র দিবাকর সাক্ষী আমি আপনার শত্রু নহি। অদ্য হইতে আপনি আমার

জ্যেষ্ঠা সহোদরা ভগিনী হইলেন। আপনাকে রক্ষা করিতে যদি আমার জীবন যায় তাহাও আমার শ্লাঘনীয়; সত্য-সত্য পুনঃ সত্য অদ্য হইতে আপনি আমার ভগিনী হইলেন। আমাকে শঙ্কা বা লজ্জা করিবেন না। বিনোদ বাবু এখানে নাই। বিজয় বাবু তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া কোথায় প্রস্থান করিয়াছেন। যেজন্য গিয়াছেন আমি সে সকল জানি। আপনি একাকিনী—ভীষণ শত্রু মণ্ডলিতে অবস্থিত; এজন্য আমি উপযাচক হইয়া আপনাকে রক্ষা করিতে আসিয়াছি। চন্দ্রবাবু বিজয় সম্বন্ধে এইমাত্র পরিচয় দিলেন। পাছে প্রকাশ পায় এই আশঙ্কায় প্রকৃত কথা প্রকাশ করিলেন না। কুন্দবালা, চন্দ্র বাবুর—এই দৈববাণী শ্রবণ করিয়া বিমোহিত হইলেন। ভগবান্ বিপদের বন্ধু বলিয়া মনে মনে তাঁহাকে অসংখ্য প্রণাম করিলেন। আর মৃদু মধুর স্বরে কহিলেন আপনি কি দেবরাজ ইন্দ্র, অথবা সাক্ষাৎ লক্ষ্মীপতি ভগবান্ চক্রপাণি, কিম্বা শবীরধারী ভবানীপতি আশুতোষ ব্যোমকেশ—আপনি নরলোকে মানবরূপে কে—মহাশয়। আমি ধর্ম্ম সাক্ষী রাখিয়া কহিতেছি—অদ্য হইতে আপনাকে জ্যেষ্ঠ সহোদর জ্ঞানে ভাল বাসিব। ভক্তিভাবে পূজা করিব। আপনি আমার সেই বিজয় দাদা; আর আমি আপনাকে শঙ্কা বা লজ্জা করিব না। দাদা। আমরা বড় বিপদ সমুদ্রে ভাসমান; আমাদের কষ্টের কথা শুনিলে আপনার কোমল হৃদয় নিশ্চয় গলিয়া যাইবে।

চন্দ্র বাবু কহিলেন—দিদি কুন্দ! আমি পুলিস কর্ম্মচারী; পুলিস অতি দুরাচার, অধার্ম্মিক, শঠ, প্রবঞ্চক, ইহারা না করিতে পারে এমন কাজ নাই। স্ত্রীলোকে আমাদিগকে দেখিলে শমন দর্শন জ্ঞান করে। জ্ঞানী লোকে আমাদিগকে ঘৃণা করে। ধার্ম্মিকেরা নিকটে বসিতে স্থান দেন না। স্ত্রীহত্যায়, ব্রহ্মহত্যায় এবং গোহত্যায় আমাদের ভয় নাই। আমরা ঘোর পাপী সত্য; আর আমিও সেই

পুলিস দলভুক্ত একজন কর্ম্মচারী সত্য, কিন্তু আপনি আমাকে এতদূর নিচাশয় বোধ করিবেন না। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি—আপনাদিগের এই গোলযোগ শেষ পর্য্যন্ত এ কার্য্য করিব, তৎপরে আর ক্ষণকালও এ অধম কার্য্যে থাকিব না। প্রার্থনা এই আপনি আমাকে নরাধম বলিয়া ঘৃণা করিবেন না।

কুন্দ কহিলেন দাদা! আপনি আমায় ক্ষমা করিবেন। নিকটে যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকি—দুঃখিনী ভগিনী জ্ঞানে ক্ষমা করিবেন। চন্দ্র বাবু কহিলেন দিদি কুন্দ! বেলা হইয়াছে স্নানাহারের উদ্যোগ করুন আমি চলিলাম, আপনার কোন ভয় নাই। এই বলিয়া চলিয়া গেলেন। কুন্দর বাটীর বহির্দ্বারে কয়েক জন পুলিস কর্ম্মচারী রহিয়া গেল।

এদিকে দুরাচার তারাপদ সুযোগ পাইয়া আপনার চিরসঞ্চিত আশালতাকে ফলবতী করিবার এক অদ্ভুত উপায় আবিষ্কার করিল। তারাপদ পূর্ব্বে, কোন কৌশলে শৈলবালার একখানি হস্তাক্ষর পত্র সংগ্রহ করিয়াছিল। দুরাচার জাল করিতে দক্ষ, এক্ষণে নারকী আপনার কামরিপুকে চরিতার্থ করিবার জন্য শৈলর জবানি একখানি পত্র লিখিয়া তারামণির হস্তে দিয়া কহিয়াছিল, তোমার বিশ্বাসী এবং কুন্দবালার অপরিচিতা কোন স্ত্রীলোকদ্বারা তাহাকে এই পত্র খানি প্রদান কর। আর কহিয়া দিও, যেন সেই রমণী পত্র দিবামাত্র কুন্দর নিকট হইতে চলিয়া আইসে। পরে আপনার মনের সকল কথা কহিয়া তারামণিকে বিদায় দিল। তারাপদর সেই পত্র দ্বারা কুন্দর কিরূপ বিপদ ঘটিয়াছিল, পাঠক মহাশয় তাহা অবগত আছেন। যদি স্মরণ না হয় তবে একবার সেই বনগ্রাম গোস্বামীর ভগ্ন গৃহ স্মরণ করুন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

অশ্বারোহী মহাপুরুষ।

এদিকে অশ্বারোহী মহাপুরুষ দেখিতে দেখিতে আপনার তাঁবুতে আসিয়া উপস্থিত হইবামাত্র উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন—"মদীয় প্রিয়তম অশ্বারোহীগণ! তোমরা শতাধিক সংখ্যক প্রস্তুত হইয়া শীঘ্র আমার অনুগামী হও।" এই বলিয়া আবার পূর্ব্ব পথে ফিরিলেন। শ্রবণমাত্র দেখিতে দেখিতে শতাধিক অশ্বারোহী সৈন্য প্রস্তুত হইয়া তাঁহার অনুগামী হইল। অশ্বারোহীরা বায়ুবেগে ছুটিতে লাগিল। অশ্বগণের পদধূলিতে গমনপথ অন্ধকারময় হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে মহাপুরুষ অর্দ্ধক্রোশ ব্যবধানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নবাবের অশ্বারোহী সকল বেগতিক বুঝিয়া পলায়ন করিল। বিজয় বন্ধন দশায় ভূমিতলে পড়িয়া রহিলেন। পাল্কী স্থির হইল। তখন মহাপুরুষ পাল্কীর নিকট গমন করিয়া শৈলবালাকে কহিলেন মা! আমি আসিয়াছি আর আপনার কোন ভয় নাই, এই বলিয়া স্বহস্তে বিজয় বল্লভের বন্ধন মোচন করিলেন। তাঁহারা উভয়ে এই ঘোরতর বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইয়া ভগবানকে অসংখ্য প্রণাম করিয়া জয়শব্দে মহাপুরুষের সম্মান বর্দ্ধন করিলেন। এই সময় শৈলবালা কহিলেন পিতঃ আজি আপনার অনুগ্রহে আমার জাতিকুল রক্ষা পাইল। পিতঃ আমি শরণাগতা দুহিতা, বলুন আপনি কোন বংশ পবিত্র করিয়াছেন—দয়া করিয়া পরিচয় দিলে কৃতার্থ হই। মহাপুরুষ কহিলেন মা! আমার নাম মাতাবসিংহ, উপাধি রাজা; লোকে আমাকে রাজা বলিয়া আহ্বান করে, রামগড় আমার রাজধানী, শ্রবণ মাত্র বিজয় এবং শৈল গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি

খুঁটে কহিতে লাগিলেন পিতঃ আমাদের অপরাধ ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হয়। মহারাজ কহিলেন—"বিজয়! আপনার মঙ্গল হউক; শৈল আমার সতীপতিব্রতা; তাহা না হইলে ভগবান্ আমাকে এখানে পাঠাইবেন কেন?" এই বলিয়া সৈন্যগণকে কহিলেন—"তোমরা কয়েকজন তাঁবুতে গমন করিয়া কহ, সম্ভব সকলে যেন এই সরোবরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহারা 'যথাজ্ঞা' বলিয়া প্রস্থান করিল। ক্রমশঃ লোকজন, তাম্বু, অশ্ব, হস্তি, খাদ্য প্রভৃতি আসিয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে সরোবরের চারি দিক্ লোকারণ্য হইয়া গেল। ক্রমে রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল। মহারাজ শৈল প্রভৃতিকে আহার করাইয়া পরে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের দুঃখবিমোচনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন!

পরদিন সূর্য্যোদয়ের পর বিজয় বল্লভ কহিলেন—"মহারাজ! কুন্দবালার অদৃষ্টে যে কি ঘটিল তাহা আমি জানি না। যদি অনুমতি করেন তবে তথায় গমন করি।" মহারাজ কহিলেন "বিজয়। কল্য বড় কষ্ট গিয়াছে, আহারাদি করিয়া দুই এক জন অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া অশ্বারোহণে প্রস্থান কর। আমি আপাততঃ রাজধানীতেই চলিলাম।" বিজয় 'যথাজ্ঞা' বলিয়া আজ্ঞামত কার্য্য করিয়া বেলা দশটার পর প্রস্থান করিলেন। শৈলবালা মহারাজের সহিত গমন করিলেন। সময়ে এই ব্যাপার সম্বন্ধে—নবাবের নামে মোকর্দ্দমা হইল কিন্তু কোন ফল হইল না। দুই একজন অশ্বারোহীর দণ্ড হইল এইমাত্র; নবাব প্রমাণ করাইয়া দিল, সৈন্যগণ তাহার অজ্ঞাতে এ কার্য্য করিয়াছে, তিনি ইহার কিছুই জানেন না। মহারাজ মাতারসিংহ দারুণ ক্রুদ্ধ হইলেন। আর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যেরূপে পারি আমি তোমাকে উৎসন্ন করিব।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

কুন্দবালা।

এদিকে—কুন্দবালা—বীরপুরুষের অনুগ্রহে উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়া সভয়মনে বাটীর দিকে গমন করিলেন। কিন্তু সত্বর যাইতে পারিলেন না। পদে পদে পদস্খলন হইতে লাগিল এবং দারুণ ভয়ে বক্ষস্থল কাঁপিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে চিন্তা, বীরপুরুষ-কে? কি জন্য আমায় রক্ষা করিলেন ইত্যাদি বিষয় লইয়া তাঁহার মনে নানা সন্দেহ উপস্থিত হইতে লাগিল, ভাবিয়া চিন্তিয়া আকুল, চরণ আর চলে না, ইত্যাদি নানা কারণে বিলম্ব হইতে লাগিল। বীরপুরুষ অলক্ষিতভাবে তাঁহার অনুগামী হইলেন। রঘুরামের এই ভগ্ন গৃহে, তারামণি— আসিয়াছিল। সে অন্তঃরালে লুক্কায়িত থাকিয়া এই ব্যাপার আদ্যোপান্ত দর্শন করিল। পরে- তারামণি—নবাবকে এই সংবাদ প্রদান জন্য ভয়বিহ্বলচিত্তে-কিয়দ্দূর গমন করিয়া একজন রক্ষী অশ্বারোহীর দ্বারা সাদৎকে সংবাদ দিল। শুনিয়া সাদৎ তৎক্ষণাৎ সেই দিকে অনেক লোক পাঠাইয়া দিয়া কহিল—"যে, পথে কুন্দবালার দেখা পাইলে তাহাকে ধরিয়া লইয়া সেই অকুস্থানে উপস্থিত রাখিবে, আমি দারো- গাকে লইয়া যাইতেছি। রাত্রিকালে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সাদ- তের লোক সকল আসিতে আসিতে পথিমধ্যে কুন্দবালার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কুন্দ আর আত্মরক্ষার উপায় নাই দেখিয়া পথ প্রান্তস্থ এক বৈষ্ণবীর কুটীরে আশ্রয় লইলেন। ক্ষণবিলম্বে তথায় এক সন্ন্যাসী আসিয়া আশ্রয় লইলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে কুন্দবালা, ধরা পড়িলেন। নবাবের লোক সকল তাঁহাকে পাইয়া রুদ্ধ করত অকুস্থানে লইয়া চলিল। তারামণি তাঁহার অনুগামিনী হইল। আপাততঃ

চারিদিকে হুলস্থুল দেখিয়া তারাপদর বিনাশকারী বীরপুরুষ—অন্তর্দ্ধান হইলেন।

সাদৎ-আলি দারোগা বাবুকে বিনোদ বাবুর টান্ টানিতে দেখিয়া পূর্ব্ব হইতেই মহা বিরক্ত হইয়াছিলেন এক্ষণে এই সকল বিষয়ের তদারক জন্য উচ্চ আদালতে অন্য লোকের প্রার্থনা করায় তথা হইতে ঘটনা ক্রমে গোবিন্দলাল বাবু তদারকে আসিলেন। আসিবার অগ্রেই সাদৎআলি তাঁহাকে বিলক্ষণ রূপে সন্তুষ্ট করিয়াছিল। এদিকে নবাব সাহেব চন্দ্রবাবুকে সঙ্গে লইয়া অকুস্থানে উপস্থিত হইল। লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। পুলিস্ আম্‌লাগণ চারিদিকে বুক ফুলাইয়া বেড়াইতে লাগিল। এই অদ্ভুত ঘটনায় বিল্বগ্রামের ভদ্রলোকমাত্রেই তথায় উপস্থিত হইলেন। নবাব, কুন্দবালাকে দারোগার নিকট আনাইল। ক্রমে এজাহার গ্রহণ আরম্ভ হইল। এই কালে তথায় গোবিন্দ লাল বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।—

যখন অকুস্থানে সকলে উপস্থিত হইয়াছে তখন তারাপদ বাবুর-স্ত্রী—পাগলিনীর বেশে——

ওগো নগরবাসিনী তোরা দেখবি যদি আয়
আমি পতি খেয়ে, যাচ্চি কেঁদে কালী মেখে গায়॥
হারায়ে অমূল রতন।
হারায়ে অমূল রতন, মনের মতন,
অবলার ধন!
আমি পাতকিনী, পাগলিনী, হয়নাযে মরণ॥
ছুঁওনা কুলবালা!
ছুঁওনা কুলবালা, পাপের জ্বালা,
লাগবে তোদের গায়।

আমায় যতন কেন দেনা ছেড়ে ?
ধরি তোদের পায়।
যাবো যে দেখতে পতি।
যাবো যে দেখতে পতি, নারীর গতি,
মরণ কথা শুনি।
কেবা নিল হবে, বিষম যোরে,
ফণীর মাথার মণি ॥
উহুঃ হৃদয় ফাটে,
উহুঃ হৃদয় ফাটে, ভবের হাটে,
এ-কি বিষম জ্বালা।
এবে লাভের তরে, মূল হারায়ে,
হ'লেম আলা ভোলা ॥

পাঠক। ঐযে রমণী পাগলিনী হইয়া প্রবল বেগে আগমন করিতেছে ? ও কে, আপনি কি, কিছু অনুভব করিতে পারিয়াছেন ? ও সেই মুক্তকেশী, তারাপদ বাবুর স্ত্রী, স্বামীর মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে কাতর হইয়া পতিদর্শনে আগমন করিতেছে। ঐ দেখুন দেখিতে দেখিতে প্রবল স্রোতস্বিনীর ন্যায় সাগরে আসিয়া মিলিত হইল। আবার ঐ—কি—কহিতেছে শ্রবণ করুন।

উহুঃ মরি প্রাণ যায় হেরিয়ে এ-দশা,
কে করিল প্রাণনাথ। নিধন তোমারে,
তবু পতি তুমি, ছিলে বিদ্যমান, নাথ।
সধবা ছিনু যে আমি। কব দুঃখ কায়,
পাগলিনী অনাথিনী হ'নু কর্ম্মদোষে।

যদিচ এ দেহ-বনে ঘোর দাবানল
দিয়াছিলে জ্বেলে নাথ! বারুণীর বশে!
অকথ্য অশ্রাব্য তাহা অতি ঘৃণাকর—
স্মরণেও মহাপাপ সঞ্চরে শরীরে।
সতীত্ব অমূল্য নিধি "শত কহিনুর"
নহে যার পণ যোগ্য; স্বামীর গৌরব।
হেন ধনে অনায়াসে যবন করলে
দিলে নাথ! রাহুমুখে পূর্ণশশী যথা।
কলঙ্কে পূরিল দেশ, সাধু-সাধ্বী হৃদে
পড়িল অশনি শত ঘোর হুহুঙ্কারে।
ছি! কি লজ্জার কথা!! ফাটে বক্ষস্থল।
মনে হ'লে সেই দিন সেই পাপ যবণ
কোটী কালকূট বিষে কি আছে যাতনা!
ততোধিক দহে দেহ, তবু মুখ-শশি
দরশন আশে নাথ! ছিলাম বাঁচিয়া
ভেবেছিনু মনে মনে, পূজি তব পদ
পাপক্ষয় করি প্রাণ করিব বাহির।
সুখ দুঃখ ভোগাভোগ ধর্ম্মাধর্ম্ম বলে।
বুঝি জন্মান্তরে রমণীর পতিধন,
ছলে বা কৌশলে করিয়াছিলাম দূর,
করমের ভাবিফল না ভাবি অন্তরে
সেই কর্ম্ম ফলে আজি আমার এদশা॥
উঠ নাথ! ডাকে দাসী দেহ বাক্যদান।
কে আছে আমার আর এ-পাপ সংসারে।

রুধিরে ভাসিছে দেহ খণ্ডিত মস্তক।
বিবর্ণ বিকৃত-ভাব দেখে লাগে ভয়।
সতী পতিব্রতা বালা কুন্দবালা ধনী,
জানি তোমা ; পাপলেশ বর্জ্জিত শরীর ;
তোমার যৌবন-ভোগ করিবার আশে,
চিরদিন লালায়িত ছিল মম-পতি,
পূর্ণিতে সে পাপ ইচ্ছা, সহায়ের তরে,
আমি বদ্ধ হই এই যবনের হাতে,
রাবণের পাপে যথা রাণী মন্দোদরী।
আরো সাক্ষী তার, যথা সমুদ্র-বন্ধন।
রে সাদৎ মহাপাপী সতীত্ব নাশক।
আর্য্যকুল-কুলাঙ্গার গো-কুল ভক্ষক!
হইল কি! করিলি কি! খেলি পতি মম!!
এই কি উচিত তোর হ'ল দুরাচার!!
যদি আমি কায মনে পূজে থাকি পতি,
অপমৃত্যু হবে তোর্ হবে রাজ্যনাশ,
তোর দারাগণে হবে আমার অধম।
তা-সবার সতীত্ব খাইবে নানা জনে,
চন্দ্র সূর্য্য, সাক্ষী তার হইবে নিশ্চয়।

ওরে দুষ্ট যবন! তোর্ দোষেই আমার স্বামীর এই দশা; তুইই পরামর্শ দিয়া কুন্দবালাকে কলে কৌশলে ভুলাইয়া এই স্থানে আনিয়াছিস্! তোর্ অসাধ্য কার্য্য জগতে নাই। পাপী নরাধম! আজি আমি এই বাঁ পায়ের নাথিতে পূর্ব্ববৎ তোর্ মুখ ভাঙ্গিয়া দিয়া মনের দুঃখাগ্নিতে জল সিঞ্চন করিব। ওমা! আমি

কোথায় যাইব। কুন্দবালাকে আবার বন্ধন করিয়াছ। সতী পতিব্রতাকে আবার বন্ধন করিয়াছ। কুন্দকে আবার কষ্ট দিয়া কাঁদাইতেছ। সতীর চক্ষের জলে যে তোর্ বংশ জ্বলিযা যাইবে। ছাড়্, ছাড়্ দুষ্টবেটা ছাড়্; সতীকে আর কষ্ট প্রদান করিস্ না। এস দিদি কুন্দ, আমি তোমার বন্ধন মোচন করিয়া দিই। তুমি যে আমাদের সতীত্বের শ্বেত পদ্ম; তুমি যে ধরাধামে নারায়ণী; আমার স্বামীকে এই যবনই নিপাত করিয়াছে।

তুমি আমার পতি ঘাতিনী নহ। আমি তোমার স্বভাব জানি। তুমি এ সংসারে সাবিত্রী; দিদি! তোমাকে কে এ কষ্ট দিয়াছে? আমার পতি ঘোর নারকী, সেই পাপে আজি আমি বিধবা, দিদি কুন্দ। সেই পাপে আজি আমি বিধবা; আমি তোমার পাতকিনী বিধবা ভগিনী, ভগবান্ লক্ষ্মীপতি তোমার মঙ্গল করুন। এস আমরা ঘরে যাই। ওগো পুলিস আম্লারা! তোমরা এই গুয়োটা যবনকে ফাঁসী দাওগে, কুন্দকে ছেড়ে দাও। আমি ইহাকে গৃহে রাখিয়া আসি। কুন্দর পরিবর্ত্তে, আমাকে মারিয়া ফেল। এই তারাপদর সঙ্গে আমাকে পোড়াইয়া ফেল। না-না আমি যবন স্পৃষ্টা, এই সাদৎ জোর করিয়া উহার পাপগৃহে সেই সতীত্বহানা বৈঠকখানাতে, যেখানে প্রতিরাত্রেই কোন না কোন রমণী অমূল্য সতীত্বধনে বঞ্চিত হইতেছে, সেই সতীত্বহা বৈঠক খানাতে, জোর করিয়া অঙ্গস্পর্শ করিয়াছে। আমি অর্দ্ধ যবনী, আমার পতিদেহ দেবদেহ, তাঁর সঙ্গে সহমরণে যাইয়া পতির পবিত্র দেহকে অপবিত্র করিয়া প্রিয়পতিকে নিরয়গামী করিব না। আমি দিন কয়েক পথে পথে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ধর্ম্মের জয় স্বচক্ষে দেখিয়া; সাদতের দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দেখিয়া তবে আমি এ পাপ সংসার হইতে, এ পুরুষ পিশাচের আবাস ভূমি হইতে, এ নরাধম নর-রাক্ষসগণের আবাস ভূমি হইতে প্রস্থান করিব। আমার প্রেতাত্মাও নিয়ত এ পিশাচগণের

গুণ কীর্ত্তন করিবে। হাটে, মাঠে ঘাটে, দিবাতে রজনীতে আমার প্রেতাত্মা—নিয়তই এই কথা বলিয়া গান করিবে—

পুরুষ পিশাচ অতি নারকী মচ্ছার।
কামে মত্ত নাহি করে সম্বন্ধ বিচার॥
সাবধান কুলবালা পিশাচের কাছে।
এ হেন চতুর শঠ আর নাকি আছে॥

যখন নিস্তব্ধ গম্ভীর নিশীথ সময়ে কুলবালাগণ পিশাচগণের কোলে বসিয়া সরলমনে আমোদ করিবে তখনই আমার প্রেতাত্মা গাইবে—

"সাবধান! কুলবালা পিশাচের কাছে।"

যখন নবীনা বালা নর রাক্ষসের আপাত মধুর মনোহর বাক্যে বিমোহিত হইয়া আপন হৃদয়-দ্বার উদ্ঘাটন করিতে যাইবে তখনই আমার প্রেতাত্মা গাইবে—

"সাবধান কুলবালা পিশাচের কাছে।"

যখন কোন কুলকন্যা কোন নরাধমের শঠতা জালে বিমুগ্ধ হইয়া অপথে পদার্পণ করিতে যাইবে তখনই আমার প্রেতাত্মা গাইবে—

"সাবধান কুলবালা পিশাচের কাছে।"

যখন কোন সরলা সতী নিজ প্রাণ পতির মধুর বাক্যে বিমোহিত হইয়া তাহার সমভিব্যাহারে কোন নিভৃত স্থানে গমন করিবে তখনই —আমার প্রেতাত্মা গাইবে—

"সাবধান কুলবালা পিশাচের কাছে।"

যখন কোন দুর্ভাগ্যবতী আপনার ভাগ্য উন্নয়নের জন্য ভালবাসা প্রাণ বল্লভের উপর সরল বিশ্বাস স্থাপন করিতে যাইবে, তখনই আমার প্রেতাত্মা গাইবে—

"সাবধান কুলবালা পিশাচের কাছে।"

যখন কোন কামিনী নিজ প্রিয়তমের হস্ত ধরিয়া মনের আনন্দে কোথাও গমন করিবে তখনই আমার প্রেতাত্মা গাইবে—

"সাবধান কুলবালা পিশাচের কাছে।"

যখন কোন সবলা বালা বেশবিন্যাস করিয়া ভ্রমণ জন্য অথবা নিমন্ত্রণ রক্ষা জন্য কোন স্থানে গমন করিবে তখনই আমার প্রেতাত্মা গাইবে—

"সাবধান কুলবালা পিশাচের কাছে।"

যখন কোন কুলবালা আর্য্যধর্ম্ম পালন জন্য কোন যজ্ঞস্থানে, ব্রতস্থানে, কিম্বা উৎসব স্থানে অথবা কোন নির্জ্জন গৃহস্থ নর-পিশাচ সম্মুখে গমন করিবে তখনই আমার প্রেতাত্মা গাইবে—

"সাবধান কুলবালা পিশাচের কাছে।"

যখন কোন কুলবালা বিদেশ গমনোদ্যত পতির পদ-যুগল ধারণ করিয়া প্রেমের কান্না কাঁদিবে তখনই আমার প্রেতাত্মা গাইবে—

"সাবধান কুলবালা পিশাচের কাছে।"

সন্ধ্যার সান্ধ্যসমীরণে, প্রত্যুষের শীতল বায়ুতে, সুর মিলাইয়া আমার প্রেতাত্মা সতত গাইবে

"সাবধান কুলবালা পিশাচের কাছে।

দিদি কুন্দ! এখন চলো আমরা—গৃহে যাই—এই বলিয়া যেমন বন্ধন উন্মোচন করিতে যাইবে। অমনি—সাদৎ, তাহাকে পাগলী বলিয়া বন্ধন করত গৃহে পাঠাইয়া দিল। মুক্তকেশী অজস্র গালিবর্ষণ করিতে করিতে গমন করিল।

মুক্তকেশী প্রস্থান করিলে কুন্দবালাকে নিকটে আনয়ন করা হইল! কুন্দবালার দুই হস্ত বদ্ধ ছিল। এ অবস্থায় সর্ব্বসমক্ষে

অধিকক্ষণ দাঁড়াইতে পারিলেন না। কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িয়া গেলেন। নয়ন যুগল হইতে অনর্গল অশ্রুজল বিগলিত হইতে লাগিল। কাতর কটাক্ষে ঘন ঘন চন্দ্রবাবুর মুখ পানে চাহিতে লাগিলেন। চন্দ্রবাবু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, সত্বর উত্থিত হইয়া হস্তের বন্ধন মুক্ত করিয়া মুখে জল দান করত বাতাস দিয়া কথঞ্চিৎ শীতল করিলেন। এই সময় গোবিন্দ বাবু কহিলেন—চন্দ্রবাবু! খুনী আসামীর বন্ধন-মোচন আইন বিরুদ্ধ কার্য্য, আপনি সরকারী কর্ম্মচারী ; আপনার এ কার্য্য অতি অন্যায় ; চন্দ্রবাবু কহিলেন—গোবিন্দ বাবু!—অগ্রে খুন করাই প্রমাণ হউক—পশ্চাৎ বন্ধন করিবেন। সাদৎ কহিল—আর প্রমাণের বাকী কি? বেশ্যাকে এত অনুগ্রহ কেন ?

শুনিয়া কুন্দবালা মৃতবৎ হইয়া কর্ণে হস্ত দিলেন। চন্দ্রমাধব বাবু কহিলেন, মহাশয়! আপনার জিহ্বাকে আপনি শাসন করুন। শুনিয়া সাদৎ ক্রোধে জ্বলিয়া গেল। এই সময় গোবিন্দলাল এজাহার লইতে আরম্ভ করিলেন। গোবিন্দলাল চন্দ্রবাবুর উপরিতন কর্ম্মচারী, সুতরাং চন্দ্রবাবু নীরবে বসিয়া থাকিলেন।

গোবিন্দলাল নাম ধামাদি জিজ্ঞাসার পর কহিলেন—কুন্দ! তুমি তারাপদকে খুন করিলে কেন ?

কুন্দ। আমি খুন করি নাই।

গো। কে করিল ?

কুন্দ। এক অপরিচিত মহাপুরুষ, তিনি যে—কে—তাহা—আমি জানি না। আর তিনি খুন করিয়া যে কোথায় চলিয়া গেলেন তাহাও আমি বলিতে পারি না।

গো। যখন খুন করে তখন তুমি এই ঘরে ছিলে ?

কুন্দ। ছিলাম।

গো। তুমি গৃহস্থের বৌ হইয়া রাত্রিকালে এ-ভয়ানক স্থানে

আসিয়াছিলে কেন ? তারাপদ বাবুর সহিত কি কোনরূপ ভাল বাসা ছিল ?

কুন্দ। হা ভগবান্! হায় কি কলঙ্কের কথা!! ইহা অপেক্ষা আমার মৃত্যু সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর ছিল। প্রকাশ্যে কহিলেন—আমি শৈল-বালার অনুসন্ধানে আসিয়াছিলাম; তারাপদর সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। তবে আমার চক্ষে সে পুত্র, আমি মাতা।

সাদৎ। গোবিন্দবাবু, এ বেটী পাকা বেশ্যা। বিপদ দেখলেই পেটের ছেলে, তাহা না হইলেই প্রিয়তম প্রাণ-বল্লভ, বেশ্যা ছাগলের জাতি।

চন্দ্র। মহাশয়! আপনি বড় বাড়াবাড়ি করিতেছেন ইহার পর এরূপ ব্যবহার করিলে আমি আইনমত কার্য্য করিতে বাধ্য হইব।

সাদৎ। তোমার মত শত শত দারোগার মস্তকে আমি এই বাম পদ প্রদান করি।

গো। আপনারা বিবাদ করেন কেন, থামুন না, আমি সকল কথা বাহির করিয়া লইতেছি। ভাল কুন্দ! শৈল তোমার কে ? এবং কি জন্যই বা তুমি এখানে তাহাকে খুঁজিতে আসিয়াছিলে ? কুন্দবালা আমূল সমস্ত বর্ণন করিবা সেই পত্রখানি পরিধৃত বস্ত্র হইতে বাহির করিয়া গোবিন্দবাবুকে দিয়া কহিলেন আমি এখানে আসিয়া শৈলর পরিবর্ত্তে যখন তারাপদকে দেখিলাম, তখনই ভাবিলাম এই পামর আমার ধর্ম্ম নষ্ট করিবার জন্য কৌশলে আমাকে এখানে আনিয়াছে, এই বলিয়া পরবর্ত্তী ঘটনা সকল কহিলেন।

সাদৎ। গোবিন্দ বাবু! স্ত্রীলোক কি চতুর জাতি, ধরি মাচ না ছুঁই পানি; কেমন কৌশলে পত্র খানি প্রস্তুত করাইয়াছে! বাহোবা বুদ্ধি! সবদিক রক্ষে, আপনিও বাঁচিলে আর ভাবের লোকও বাঁচিবে। যাহা হউক আমি কাঁচা লোক নহি, আর কেন, সাক্ষী লউন।

প্রথম সাক্ষী তারামণি; গোবিন্দলাল নাম ধাম জিজ্ঞাসার পর কহিল তারামণি তুমি এবিষয়ের কি জান?

তারামণি। আজ্ঞা—আপনি ধর্ম্মবতার, সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, আমি কখনই আপনার কাছে মিথ্যা কথা কহিব না। চৌদ্দপুরুষ নরকে যাইবে। আমি এমন ভদ্রলোকের মেয়ে নহি—এই শুনুন্ আমি অভাগী; কিন্তু আমার মা—বড় সতী ছিল, আমি সতী কন্যে; তবে কপালের গেরোতে কখন কখন কাহার সঙ্গে কাহারও ভাব করিয়া দিয়া থাকি। এই বৃন্দর সঙ্গে তারাপদ বাবুর ও ঘটনা আমিই করিয়া দিই। ইহাঁদের অনেক দিন অবধি প্রণয় ছিল। গেরোস্তের বৌ হইলে হয় কি, কুন্দ এ—সব কাজে বড় পাকা। কুন্দ সময় পাইলেই স্বামীকে ফাঁকি দিয়া তারাপদ বাবুর কাছে আসিত; জায়গার এমন কিছু নিরূপণ ছিল না, যখন যেখানে সুবিধা হইত তখন সেই খানেই দেখাদেখি হইত। মধ্যে ইহাদের বিচ্ছেদ ঘটে; সে বিচ্ছেদের কারণও আমি জানি; কুন্দর ঘরে পাঁচকড়ি গোয়ালা দুধ দেয়, সে বেস মোটা সোটা লম্বাচৌড়া মুস্ক মদ্দ; কুন্দ তাহারই সঙ্গে ভাব করে। কাজেই তারাপদ বাবুকে বড় ভাল বাসিত না। না বাসিবারই কথা—মধ্যে নানান রকম মোকর্দ্দমায় তারাপদ বাবুর সঙ্গে বিনোদ বাবুর বেশ মনান্তর ঘটে। ধন কড়ি সব যায়। অবশেষে কুন্দর গায়ের গহনাও বিক্রয় হইয়া যায়। কুন্দ আমাকে দিয়া কতবার তারাপদ বাবুকে ক্ষান্ত হইতে বলে। আমিও এ কথা তারাপদ বাবুকে বলি। পরে তারাপদ বাবু আমাকে বলেন যে কুন্দ যদি আমার সঙ্গে ভাব রাখে, তবে আমি থামিতে পারি। এ কথা কুন্দকে বলিলে কুন্দ বলে তবে অমুক দিন তারাপদকে (এইস্থানে) আসিতে বলিস্। আমি সেইখানে তাঁহাকে খসী করিয়া ক্ষান্ত করিব। আবাগীর মনে যে এত ছিল, তা কে জানে। তা হইলে কি আমি তারাপদ বাবুকে আসিতে দিই—

সাদৎ। শুনিলেন মহাশয়! শুনিলেন, কুন্দ কেমন সতী!!

তারামণি। তাহার পর যখন রাত্রিকালে তারাপদ বাবু এখানে আসেন তখন আমাকে বলেন তারা! তুমি "আমার সঙ্গে এস; কাজেই আসিলাম। ইঁহারা দুইজনে এই ঘরে ঢুকিয়া বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন, আমি বাহিরে বসিয়া রহিলাম। খানিক পরে দেখি সেই পাঁচু গোয়ালা একখান কাতান্ নিয়ে এই ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। ভয়ে আমার গা কাঁপিতে লাগিল। ঐ পাশটায় লুকাইয়া কাটাকাটি দেখিতে লাগিলাম। কথা কহিতে পারিলাম না, পাছে আমায় কাটিয়া ফেলে। তাহার পর বাবু বলিব কি দুই জনে (তারাপদ এবং পাঁচুতে) ঝটাপটী লাগিয়া গেল। হুম হাম দুমদামে মেজে কাঁপিতে লাগিল। পরে দেখি তারাপদ বাবুকে ফেলাইয়া পাঁচু তাহার বুকের উপর চড়িয়া বসিয়াছে। কুন্দ তারাপদ বাবুর মাথার চুলগুলা ধরিয়া টানিয়া আছে। তাহার পর পাঁচু ডান হাতে হেতের ধরিয়া এক কোপে মাথাটা দুখান করিয়া ফেলিল। আমি দেখিয়া শুনিয়া পলায়ন করিলাম। নবাব সাহেবকে সংবাদ দিলাম। নবাব সাহেব লোকজন পাঠাইয়া দিলেন। পাশে নগরের ধারে এই বৈষ্ণবীর কুটীরে কুন্দকে পাইলাম। পাঁচুকে পাইলাম না। বৈষ্ণবীও সাক্ষ্য দিল কুন্দ তাহার কুটীরে আশ্রয় লইয়াছিল। আরও কহিল আমি জানি কুন্দ পরমা সতী; তৃতীয় সাক্ষী পিরুসেখকে গোবিন্দ কহিল "পিরু তুমি কি জান?

পিরু। এজ্ঞে এই আমি চালির ব্যবসা করি, চা'ল আনতে বাহিরে গ্যাইয়্যানু; আস্‌তে অনেক আত্তির হ'ল, মাট দে বাড়ী আস্‌তে লেগেচি, গোনের মদ্দে এনার সঙ্গে দেখা হ'ল। কাপড়ে লৌ দেখে মুই চম্‌কে গেলাম। আর কইতে লাগ্‌লাম, হেঁ গা, তুমি ভদ্দর লোকের মেয়ে, এত আত্তিরে কোথা গেচ্যালে? তোম্‌গার পৈঁদনের কাপড়ে এত লৌ কেন? আমাকে কিছু বল্লে না। এমন

সময় চারদিকে সব্ গোল্ উট্‌লো। ইনি পেল্‌কে সে বোষ্টোম ঠাকুরুণের কুঁড়ে ঢুক্‌লেন। খানিক পরে নব্যুবের লোক এসে এনাকে ধরলে।

চতুর্থ সাক্ষী হোসেন মির্জ্জা—

গোবিন্দ। হোসেন মিয়া আপনি কি জানেন?

হোসেন। গোবিন্দ বাবু! তারাপদ বাবু যে গত রাত্রে এই খানে আসিবেন, তাহা আমি জানি, কুন্দ তারাপদকে যে পত্র লিখিয়াছিল, তাহা তারাপদ বাবু আমাকে দেখাইয়াছিলেন, সে পত্র খানি আমার নিকটে আছে এই পাঠ করুন, বলিয়া একখানি পত্র গোবিন্দলালকে দিল। গোবিন্দলাল পাঠ করিতে লাগিল।

"প্রাণনাথ, প্রাণবল্লভ তারাপদ; আর আমি তোমার বিরহ সহ্য করিতে পারিব না, অদ্য বড় সুযোগের দিন, ঘরে কেহ নাই। কেবল, পুলিসের পাহারা আছে। দারোগা চন্দ্রমাধব বড় নির্ব্বোধ, সে যাহাই হউক আমি তোমার জন্য প্রান্তবস্থ রঘুরাম শর্ম্মার ভগ্ন বাসভবনে অদ্য রাত্রি দশটার পর উপস্থিত থাকিব, তুমি সেই খানে উপস্থিত হইবে।

তোমার প্রিয় সেবিকা প্রণয়িনী

শ্রীমতী কুন্দবালা দেবী।

পত্র পাঠ করিয়া গোবিন্দলাল কুন্দকে লিখিতে বলিল। কুন্দ লেখা পড়া জানিতেন। লিখিলেন। কুন্দর হস্তাক্ষরের সহিত পত্রের হস্তাক্ষরের সম্পূর্ণ ঐক্য হইল। দেখিয়া শুনিয়া চন্দ্রমাধবের মন কেমন হইয়া উঠিল। কুন্দর স্বভাবের উপর কতকটা সন্দেহ আসিয়া পড়িল। নানাবিধ কারণে মুখখানি শুখাইয়া গেল। এই সময় কুন্দবালা বলিলেন আপনারা আমাকে নিপাতে দিউন তাহাতে কিছুমাত্র দুঃখ নাই কিন্তু আমার নির্ম্মল চরিত্রে কলঙ্কার্পণ করিয়া আমার স্বামীর পবিত্র হৃদয়ে হলাহল ঢালিয়া দিবেন না। যিনি

আমাকে যতদূর বিশ্বাস করিতে হয় তাহা করেন তাঁহার সেই পবিত্র হৃদয়ে হলাহল ঢালিয়া দিবেন না।” সাদৎ হাসিয়া কহিল—“আরে আমার বস্তাসতী; পরপুরুষ কেমন তাহা জানেন না। গোবিন্দ বাবু! পাঁচু গোয়ালা বেটাকে ধরিতে লোক পাঠাইয়া দেন। গোবিন্দলাল পাঁচুকে ধরিতে লোক পাঠাইলেন।” পাচু সাদতের ফৌজদারী মোকদ্দমার বিপক্ষে সাক্ষী দিয়া তাঁর ঘরে বিশেষ কষ্ট দিয়াছিল বলিয়া আজি তাহার এই প্রাণদণ্ডের কি যোগ, ইহা পাঠকের অবগত হওয়া আবশ্যক। কিয়ৎক্ষণ পরে সাদৎ কহিল গোবিন্দ বাবু! এক্ষণে আসামীকে হাতকড়ি দিয়া লাসের সহিত চালান দেন। গোবিন্দ কহিল—ইহার আর অন্যথা নাই। এই সময় পুলিসের লোক আসিয়া সংবাদ দিল পাঁচু কোথায় পলায়ন করিয়াছে। আর কোন বিষয়ে সন্দেহ রহিল না। গোবিন্দ কুন্দর হাতে হাতকড়ি দিতে আদেশ করিলেন। চন্দ্রবাবু কহিলেন—তাহা কদাচ হইবে না। এ সকল প্রমাণ নিয়ত সন্দেহপূর্ণ; আপনারা ইহাকে সসম্মানে আদালতে লইয়া চলুন, পরে সেই খানে যাহা আজ্ঞা হইবে সেইমত করা যাইবে। সাদৎ কহিল “তুই কে যে তোর্ কথা শুনিতে হইবে। চন্দ্রবাবু কহিলেন—আমি তোমার যম। হোসেন মির্জ্জা কহিল—খুনীকে বাঁধিতে আবার বিলম্ব কেন, দাও আমাকে দাও, আমি বাঁধিতেছি। চন্দ্রমাধব কহিলেন—সাবধান মূঢ়; সতী পতিব্রতার পবিত্র অঙ্গে হস্তার্পণ করিস্ না। হোসেন কহিল—পাজী পামর আমি তোকে ভয় করি না এই বলিয়া কুন্দকে বাঁধিবার জন্য বলপূর্ব্বক দুর্ব্বাক্য বলিয়া যেমন কুন্দর হস্ত ধারণ করিল অমনি পূর্ব্বাগত এক সন্ন্যাসী সবলে আগমন করিয়া এক আঘাতেই হোসেনের মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া ভীমরূপ ধারণ করিয়া সগর্ব্বে কহিতে লাগিলেন রে নরাধম সাদৎ! আমি তোর্ সাক্ষাৎ শমন! এতক্ষণ অদূরে দাঁড়াইয়া তোদের ব্যবহার দর্শন করিতেছিলাম—আমার এ শূল নয়, তোর্ বিনাশের অস্ত্র

ভাণ্ডার!! আজিই আমি তোকে এই অস্ত্রাঘাতে দ্বিখণ্ড করিয়া প্রতিজ্ঞা পূরণ করিতাম কিন্তু ভাবিয়া দেখিলাম, তুই অস্ত্রাঘাতের অতীত মহাপাতকী, ইহা অপেক্ষাও গুরুতর যন্ত্রণা দিয়া আমি তোকে নিপাত করিব। ধর্ম্মসাক্ষী আর এই ভগবান্ ভাস্কর সাক্ষী আমি, যদি না, আমার কথিত প্রতিজ্ঞা পূরণ বি, তবে যেন আমার চৌদ্দ পুরুষ নরকস্থ হয়। তুই যেপথে বিব কে দিয়াছিস্, যে পথে হরিপদ বাবুকে পাঠাইতে প্রস্তুত আছিস্ মি তোকে গুরুতর যন্ত্রণা দিয়া সেই পথে পাঠাইব। যদি অক্ষম তবে যেন আমার নরকাপেক্ষাও কোন ঘৃণ্য স্থান আমার বাসযোগ হয়। চন্দ্রবাবু আপনিই সাধু পুরুষ; আপনার তুল্য মহাত্মাগণের পুণ্যবলেই, আজিও এই পাপ সংসারের স্থায়িত্ব আছে। দিদি কুন্দ! তুমি আমার পার্শ্বে দাঁড়াও। দেখি কোন্ দুরাত্মা, আমি জীবিত থাকিতে, তোমার পবিত্র অঙ্গ স্পর্শ করিতে সাহসী হয়।

দর্শকবৃন্দ এই সকল অদ্ভুত লোমহর্ষণ ঘটনা দেখিয়া যে, যে দিক পাইল, সে সেই দিকেই প্রস্থান করিল। কেবল সাদতের অনুচরবর্গ এবং পুলিস আমলাগণ স্থিরচক্ষে সন্ন্যাসীর মুখপানে চাহিয়া থাকিল। পরে সাদতের বহুসংখ্যক ডাকাত লোক আসিয়া সন্ন্যাসীকে বদ্ধ করিয়া কুন্দর সহিত চালান দিল। বহু পীড়নেও সন্ন্যাসী নিজ পরিচয় প্রদান করিলেন না।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসী।

গোবিন্দলাল, চন্দ্রমাধব এবং পুলিস আমলাগণ অপরাহ্ণ সময়ে দুইটি লাশ, এবং কুন্দবালা ও সন্ন্যাসীকে লইয়া আদালত অভিমুখে যাত্রা করিল। কুন্দবালা কখন এতপথ হাঁটেন নাই, কুলবধূ কুল-

কষ্ট। তাঁহার এ কষ্টে সাধু হৃদয় মাত্রেই ব্যথিত হয়। চন্দ্রমাধব বাবু যখন দেখিলেন কুন্দ আর হাঁটিতে পারেন না, তখন কহিলেন গোবিন্দ বাবু আপনি বলেন তো কুন্দকে আমার পাল্কী দিয়া আমি হাঁটিয়া যাই। এখানে ত দুরাত্মা সাদৎআলি নাই, কে একথা আদালতে বলিবে। মহাশয়! আপনিত সকল বুঝিতে পারেন কুন্দবালা বড় ঘরের মেয়ে আর বড় ঘরের বধূ, গোবিন্দলাল অনেকক্ষণ কি ভাবিয়া কহিলেন ক্ষতি কি; শ্রবণ মাত্রে চন্দ্রবাবু আপনার পাল্কীতে কুন্দকে আরোহণ করাইয়া আপনি হাঁটিয়া চলিলেন। পথে রাত্রি হইল। এই সময় সন্ন্যাসী কহিলেন আমার বড় পেটের অসুখ করিতেছে শৌচে যাইব, এই বলিয়া পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কে বা তাঁহার কথায় কর্ণপাত করে। সন্ন্যাসী বেগতিক দেখিয়া নিজ বস্ত্রে এক ঝোড়া বিষ্টা ত্যাগ করিলেন। কাজেই এখন তাঁহার বদ্ধ হস্ত খুলিয়া না দিলে উপায় নাই। রক্ষকেরা প্রহার করিয়া হাত খুলিয়া দিয়া নিকটস্থ এক সরোবরে লইয়া চলিল। সন্ন্যাসী তথায় বস্ত্র কাচিলেন তীরে উঠিলেন নিকটে কতকগুলি মোহর ছিল, দুঃখ করিতে করিতে সেগুলি মাটীতে ছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, আর আমার মোহরে কাজ নাই। আমি ত মরিয়াছি, তোমরা লহ। একজন একটি কুড়াইয়া নিকটে আলো ছিল তাহাতে দেখিয়া কহিল সত্যই মোহর, এই বলিয়া কুড়াইতে লাগিল। আর আর সকলেও সেই কাজে লাগিয়া গেল, কে আর সন্ন্যাসীকে ধরে। সন্ন্যাসী সুযোগ পাইয়া প্রবল বেগে ধাবমান হইল। ধর্ ধর্ শব্দে চারিদিকে গোলমাল পড়িয়া গেল। রাত্রি অন্ধকার, দেখিতে দেখিতে সন্ন্যাসী অন্ধকারে মিশিয়া গেলেন। চন্দ্রমাধব বাবু মনে মনে হাসিতে লাগিলেন। গোবিন্দলালের মুখখানি শুকাইয়া গেল। কি করে, অগত্যা কুন্দবালাকে লইয়াই বিচারালয়ে উপস্থিত করিয়া দিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

বিজয় বল্লভ।

এ দিকে বিজয়বল্লভ বাটী আসিয়া কুন্দবালা বৃত্তান্ত শ্রবণে জ্ঞান ও ধৈর্য্য হারাইয়া আপনার বিবেচনার নিন্দা করিতে করিতে আর ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া এই সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ করত অশ্বারোহী-দ্বয়ের হস্তে দিয়া কহিলেন, বাপ সকল। এই পত্র মহারাজকে আর এই পত্রখানি, শৈলবালাকে প্রদান করিও। আমি যত সত্বর পারি গিয়া মহারাজের দর্শন লাভে কৃতার্থ হইব। এই বলিয়া সেইক্ষণে আদালতে গমন করিলেন। সেখানে বিনোদের সহিত মিলিত হইয়া চন্দ্রমাধব বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। চন্দ্রবাবু যথা কর্ত্তব্য উপ-দেশ দিয়া কহিলেন, বিনোদ বাবু! বিজয় বাবু। কুন্দবালা আমার ধর্ম্ম ভগিনী, আমি তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টাই পাই-তেছি। কিন্তু কি করিব বলুন,—এই উপলক্ষে দুইটি খুন হইয়া গিয়াছে। প্রথম খুনী কে, তাহার কোন উদ্দেশ নাই। সেই কলঙ্ক কুন্দবালার এবং পাঁচু গোয়ালার উপর অতি অপবিত্র ভাবেই আরো-পিত হইয়াছে। ইহা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা, নবাবের কৌশল মাত্র তাহার আর সন্দেহ নাই। আমার বোধ হয়, কোন আর্য্যধর্ম্মাবলম্বী, জিতে-ন্দ্রিয়, মহাতেজস্বী মহাপুরুষ, ঘটনাক্রমে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া কুন্দবালাকে রক্ষা করিয়াছেন, ইহা নিশ্চয়, দ্বিতীয় খুনী জনৈক সন্ন্যাসী; সাক্ষাৎ তেজোরাশি স্বরূপ, তিনিও পলায়িত, তজ্জন্য আমরাও বিপদগ্রস্ত, আমাদের বিপদ যাহাই হউক ভগবান্ তাঁহা-দিগকে নিরাপদ করুন। আপনারা উপস্থিত বিষয়ে বিশেষ চিন্তিত হইবেন না। বিশেষ তদ্বির করুন, কুন্দ নিস্কৃতি পাইবেন। আমি

একণে বিল্বগ্রামে চলিলাম।—কুন্দবালা অবরুদ্ধ আছেন। তাঁহাকে তথা হইতে শীঘ্র শীঘ্র বাহির করিবার চেষ্টা দেখুন। কারারক্ষক মহাদেব রায় বড় ভদ্রলোক নহেন। অতি অধার্ম্মিক এবং নীচপ্রকৃতি সরকারী ডাক্তার প্রভৃতি অনেকগুলি লোক তাঁহার নিতান্ত বাধ্য, তাহার নিম্নস্থ কর্ম্মচারীরা তাহার নিতান্ত আজ্ঞাবহ; ইহার উপর আবার নবাব সাহেব শুনিলাম গোপনভাবে আসিয়া মহাদেব রায়ের সহিত কি পরামর্শ করিয়া গিয়াছে আপনারা সত্বর সাবধান হউন। এই উপদেশ দিয়া চন্দ্রনাথ বাবু বিল্বগ্রামে গমন করিলেন।

বিজয় এবং বিনোদ বাবু, কুন্দবালাকে বাহির করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা দেখিয়াও কোন মতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অবশেষে কুন্দর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য মহাদেব রায়কে বিস্তর তোষামোদ করা হইল। প্রচুর অর্থ দিবারও কথা হইল। পাপিষ্ঠ কিছুতেই সম্মত হইল না। কারাগৃহ সম্বন্ধে তাহার প্রভূত ক্ষমতা, কাজেই আর কোন উপায় হইল না। অবশেষে বিজয় বাবু দুঃখে এবং ক্রোধে কেমন একপ্রকার হইয়া কহিলেন, রক্ষক মহাশয়! ইহা আপনার ভদ্রোচিত কার্য্য হইল না। আপনি সাবধান থাকিয়া কুন্দকে সম্মানের সহিত রক্ষা করিবেন। পশ্চাৎ তাহার মুখে আপনার কোন দুর্ব্যবহারের কথা শুনিতে পাইলে আপনার নিষ্কৃতি থাকিবে না।

মহাদেব শুনিয়া কহিলেন—যে বেশ্যা; নরবধকারিণী, পাপীয়সী তাহার আবার সম্মান কিসের? সেই দুশ্চারিণীকে রক্ষার জন্য আপনারা আমাকে জীবনের ভয় দেখাইতেছেন কেন? আপনাদিগকে ধিক্! অতঃপর আপনারা যদি আমার সহিত দুর্ব্যবহার করেন তাহা হইলে আমি ইহার বিশেষ প্রতিবিধান করিব। মানসম্ভ্রমের ভয় থাকে তো এস্থান হইতে প্রস্থান করুন।

বিনোদবাবু শ্রবণ করিয়া কহিলেন, দুরাত্মন্! যত বড়মুখ, তত-

বড় কথা!! ঐ দ্যাখ্ বিল্বগ্রামবাসী শত শত ব্যক্তি যাহার মুক্তি কামনা করিয়া অজস্র অশ্রু জল বিসর্জ্জন করিতেছেন, আজি তুই যে সেই সতী পতিব্রতা উপর এতাদৃশ দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়া এখনও জীবিত আছিস্, ইহাকি আমার পক্ষে কলঙ্ক নহে? আমার প্রাণা-ধিক বন্ধু হরিপদ বাবু যদি করবদ্ধ না থাকিতেন তবে এতক্ষণ এই বাম পদাঘাতে তোর্ মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিতাম।

বিজয় বাবু কহিলেন নরাধম। তুই এতাদৃশ কটুবাক্য কহিয়া, যে এতক্ষণ জীবিত আছিস্ ইহাপেক্ষা আমার পক্ষে কলঙ্কের কথা আর কি আছে। বিনোদ। তুমি হরিপদ বাবুকে উদ্ধার করিও। আমি এই নারকীকে নিপাত করিয়া মনের দুঃখ নিবারণ করি। এই বলিয়া মারিতে উদ্যত হইলেন। উভয় পক্ষে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। মহাদেব রায় সশস্ত্র জেল রক্ষকগণের সাহায্যে উভয়কে রুদ্ধ করত, "বল-পূর্ব্বক আসামী লইয়া প্রস্থান করিবার অভিপ্রায়ে আমার জীবননাশে উদ্যত হইয়াছে," বলিয়া আদালতে চালান দিল। আবার এক নূতন মোকদ্দমার পত্তন হইল। বিজয় ও বিনোদ জামিন দিয়া বহুকষ্টে নিষ্কৃতি পাইলেন। বিচারের দিন নির্দ্দিষ্ট হইল।

এ দিকে শৈলবালা কুন্দবালার বিপদবার্ত্তা পাইয়া নিতান্ত অধীর হইয়া মহারাজের নিকট ক্রন্দন করিতে করিতে কুন্দবালার এবং হরি-পদ বাবুর মুক্তি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। মহারাজ মাতাবসিংহ, শৈলবালাকে পবিত্র স্নেহ চক্ষে দেখিয়াছিলেন। তাঁহার ক্রন্দন তাঁহার সহ্য হইল না। কহিলেন মা! তুমি রোদনে ক্ষান্ত হও। আর আমি নিশ্চিন্ত থাকিব না। শুনিয়া শৈলবালা রোদনে ক্ষান্ত হইলেন।

মহারাজ মাতাব সিংহ সামন্তরাজা; তাঁহার উপর একজন রাজ-রাজেশ্বর আছেন। রাজ্য সম্বন্ধে সমস্ত কার্য্যই সেই রাজরাজেশ্বর সম্পন্ন করিয়া থাকেন। মহারাজ মাতাব সিংহের এ সকল করিবার

কোন ক্ষমতা নাই। তবে কোন কোন বিষয়ের জন্য তিনি অনুরোধ করিলে আর তাহা ন্যায্য হইলে প্রতিপালিত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন তাঁহার দুই একটি বিশেষ ক্ষমতাও আছে। রাজরাজেশ্বর স্বয়ং সকল বিচার কার্য্য দেখেন না। তাঁহার নিযুক্ত সর্ব্বশাসক প্রতিনিধিই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। তাঁহার অধীনে অসংখ্য শাসন কর্ত্তা আছেন।

মহারাজ মাতাব সিংহ হরিপদ বাবুকে রক্ষা করিবার জন্য বিচারপতিকে সুবিচার জন্য পত্র লিখিয়া সর্ব্ব শাসককেও এই বিষয় বিস্তারিত রূপে অবগত করাইলেন। আর বিচার কালে আমরা সকলে উপস্থিত থাকিয়া বিচারকার্য্য দর্শন করিব এমনও অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। এইরূপে হরিপদ বাবুর বিষয়ে বন্দোবস্ত করিয়া কুন্দবালাকে স্বগৃহে আনিবার জন্য আদালতে প্রস্থানোপযোগী আয়োজনে ব্যস্ত আছেন, এমন সময় বিজয় বল্লভ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মুখে মহাদেব রায়ের দুর্ব্যবহারের কথা শুনিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া গেলেন। আর ক্ষণবিলম্ব করিলেন না। তৎক্ষণাৎ বিজয়কে লইয়া বিচারালয় অভিমুখে গমন করিলেন। আসিয়া শুনিলেন কুন্দবালা অবরোধ গৃহে নাই কোথায় পলায়ন করিয়াছেন। মহাদেবরায়, বিজয় ও বিনোদের উপর এই দোষ চাপাইয়া আদালতে রিপোর্ট করিয়াছে। আর বাহিরেও এইরূপ প্রচার যে তাঁহারাই কুন্দবালাকে বাহির করিয়া কোথায় লইয়া গিয়াছেন। মহারাজ এ সম্বন্ধে বিজয়কে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বিজয় যথাযথ সকল নিবেদন করিয়া মহাদেবরায়ই যে কুন্দকে কোথায় সরাইয়াছে ইহা বলিয়া নয়ন-নীর বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

মহারাজ মাতাব সিংহ এ রহস্যের কিছুই মর্ম্মভেদ করিতে না পারিয়া মহাদেব রায়কে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাদেব

রাজ সাক্ষাৎ শমন সদৃশ মহারাজকে দর্শন করিয়া অন্তরে অন্তরে কাঁপিতে লাগিল। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা কি, তাহার কোন কথাই প্রকাশ করিল না। অগত্যা মহারাজ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। চারিদিকে কুন্দবালার অনুসন্ধান হইতে লাগিল।

বিজয় বিল্বগ্রামে আসাতে নবাব উপস্থিত ঘটনা সকল জানিতে-পারিল। মাতাবসিংহ তাঁহাদের সহায় হইয়াছে জানিয়া মনে মনে শঙ্কিত হইল। কিন্তু তাদৃশ ভয় পাইল না। ধনে মানে তেজস্বি-তায় উভয়ের কেহ নূতন নহে। তবে মহারাজ মাতাব সিংহের কয়েকটি বিশেষ ক্ষমতা আছে এই মাত্র বিশেষ; সম্প্রতি তারাপদ এবং হোসেনের মৃত্যু হওয়াতে নবাব কিঞ্চিৎ সাহসহীন হইয়া ছিলেন। কিন্তু এক্ষণে সেই কার্য্যে চিনিবাস রায় এবং রাম বাম সিং নিযুক্ত হওয়ায় কতকটা আশ্বস্ত হইলেন। ইহারা একত্রক জন বিখ্যাত চতুর, দক্ষ, এবং বিশেষ কার্য্যক্ষম ব্যক্তি, আরও এক কথা, কেবল ইহারা নহে, নবাব সংসারে ইহাদের তুল্য সুদক্ষ কর্ম্মচারীর অভাব নাই।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

হরিপদ-বাবু।

ক্রমে হরিপদ বাবুর বিচারের দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। বিচারকেরা বিচারে বসিলেন। উভয়পক্ষের ব্যারিষ্টার, উকীল এবং ভদ্রলোকে আদালত পূর্ণ হইয়া গেল। অদ্য কয়েক দিন হইল, যোগীন্দ্র বাবুও আসিয়া তদ্বির করিতেছেন। বিজয়, বিনোদ এবং যোগীন্দ্র বাবু সভয় মনে এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিলেন। অন্য পার্শ্বে নবাবসাহেব স্বগণসহ উপবিষ্ট হইলেন। হরিপদ বাবুকে

বিচারকগণের সম্মুখে উপস্থিত করা হইল। এই সময়ে তথায় মহারাজ মাতাব সিংহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলে সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া বসিতে আসন প্রদান করিলেন। বিচার কার্য্য আরম্ভ হইল। এ বিচারে কোন কার্য্যবশতঃ সর্ব্বশাসক উপস্থিত হইতে পারেন নাই। আদেশ আসিল, সকলবিচারপতিগণ একত্র হইয়া মহারাজ মাতাব সিংহের সমক্ষে বিচার করেন। কার্য্য তদনুরূপেই চলিতে লাগিল। দুই তিন শত সম্ভ্রান্ত লোক নিস্তব্ধে শ্রবণ করিতে লাগিলেন। আর ভাবিতে লাগিলেন, না জানি হরিপদ বাবুর অদৃষ্টে আজি কি ঘটে। ক্রমশঃ কাগজ পত্র পঠিত হইল। পশ্চাৎ বাদ প্রতিবাদ এবং বক্তৃতার স্রোতঃ চলিতে লাগিল। বেলাও অবসন্ন হইয়া আসিল। তৎপরে বিচারপতিগণ নিজ নিজ মতামত প্রকাশে মনোযোগী হইলেন। সকলের মত প্রায় এক হইয়া গেল। পরে প্রধান বিচারপতি কহিলেন "হরিপদ! তুমি নরহত্যা অপরাধে অপরাধী; সুরেশ এবং দীনেশকে সহায় করিয়া যে বিরজাকে বিনাশ করিয়াছ তাহার আর সন্দেহ নাই। তুমি তাহার বিনাশকর্ত্তা, আর তাহারা তোমার সাহায্যকারী; আমরা যতদূর দেখিলাম তাহাতে তুমি মুক্তি পাইবার অযোগ্য; একারণ রাজবিধি অনুসারে হুকুম হইল যে তোমার প্রাণ দণ্ড হইবে। তুমি বিরজার জীবনবিনিময়ে নিজ জীবন দিয়া নিজকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর।" আর তোমার সাহায্যকারীদ্বয়ের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হওয়া উচিত"। তাহাদের নামে গ্রেপ্তারি পরওয়ানা বাহির হয়।—বিচারান্তে কার্য্য হইবে। শ্রবণ মাত্র হরিপদ বাবু ভূমিতলে পতিত হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। সকলে হাহাকার করিয়া উঠিলেন। বিশেষ যত্নে হরিপদ বাবুর চৈতন্য সম্পাদন করা হইল। এই সময় মহারাজ মাতাব সিংহ প্রধান বিচারপতিকে কহিলেন, আমার প্রতি রাজদত্ত সম্মান রক্ষা করিয়া পূর্ব্বদত্ত ক্ষমতা রক্ষার্থ আপাততঃ কিছুদিন

ইহাঁকে জীবিত রাখা হয়। পশ্চাৎ সর্ব্ব-শাসক মহাশয়ের আদেশ আসিলে যাহা রাজাজ্ঞা তাহা পালন করিবেন। ইহাঁকে পরমযত্নে বন্ধন-গৃহে আবদ্ধ রাখিয়া আমায় কৃতার্থ করেন।

প্রধান-বিচারপতি এই বিষয় সর্ব্ব-শাসক মহাশয়কে তৎক্ষণাৎ রিপোর্ট করিয়া, হরিপদ বাবুকে সেইরূপেই রাখিয়া দিলেন। নবাব সাহেব মহানন্দে স্ব-গৃহে গমন করিল। অপরাপর সকলে মহারাজ মাতাবসিংহকে ধন্যবাদ প্রদান করিল। পরে বিচারপতিগণের সুবিচারের প্রশংসা, আটমুখে করিতে করিতে প্রস্থান করিল। আমিও বলি, ধন্য আদালত? ধন্য বিচার! ধন্য প্রগাঢ় বিদ্যায়!! বিজয় এবং বিনোদ বাবু যোগীন্দ্র বাবুকে লইয়া নিম্ন আদালতে গমন করিলেন। সময়ে মহাদেব রায়ের দরখাস্তি মোকদ্দমায় বিজয় বিনোদের অর্থদণ্ড হইয়া গেল। আর আদেশ হইল কুন্দবালাকে ইহাঁরা স্থানান্তরিত করিয়াছেন কি না পুলিস তাহার বিশেষ তদন্ত করে।

বিজয় ও বিনোদ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন; যোগীন্দ্রবাবু স্বগৃহে গমন করিলেন। যোগীন্দ্র বাবুর বাস গোবিন্দপুরে, বিল্বগ্রাম হইতে বহুদূর, ইহা পাঠক মহাশয়, বিশেষ অবগত আছেন। আজি নবাবের আনন্দের সীমা নাই। হরিপদ কারাগারে প্রাণদণ্ডার্থে আবদ্ধ; কুন্দবালা; ঘোর বিপদে পতিতা; বিজয়, সর্ব্বস্বান্ত; বিনোদ, আত্মহারা; বিরজা করকবলিতা। সুরেশ দীনেশ ও পাঁচু গোয়ালা, গ্রেপ্তারি পরওয়ানায় আবদ্ধ এবং পলায়িত; ধীরেন্দ্র পাগল। যোগীন্দ্র —অপমানিত; সকল আপদ চুকিয়া গেল। ভাবিলেন—এখন একবার সকলকে স্ববশে আনিয়া বিজয় বিনোদকে বিল্বগ্রাম হইতে দূর করিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হই। বিরজা পরমাসুন্দরী; একবার হরিপদ বাবুর প্রাণদণ্ড হইয়া যাইলেই তাহাকে গৃহে আনিয়া নিকটে রাখিব। এ-সুখের সময়ে তারাপদ কোথায়? কে—তাহার কুন্দকে

হইবে ? ইত্যাদি চিন্তা করিতে করিতে স্বকার্য্যে গমন করিল। কিন্তু কয়েকের জন্ত বিশ্বগ্রাম শান্তভাব অবলম্বন করিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

বিনোদ বাবু।

পাঠক! আপনিত আমার সঙ্গে সংসারের অনেক কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া আসিলেন। এখন বলুন দেখি সংসারের ধর্ম্মাধর্ম্ম কিরূপ? যদি দু-কথায় ইহার উপসংহার করেন তবে জানিব, আপনি নিতান্তই অদূরদর্শী; আর যদি ইহার অন্তস্তল পর্য্যন্ত আলোচনায় সমুৎসুক হইয়া তদনুযায়ী অনুষ্ঠানে অভিলাষ প্রকাশ করেন, তবেত আপনি এ-সংসারে যথার্থ সূক্ষ্মদর্শী, সুধীর এবং সুবিবেচক; ধর্ম্ম অতি বিশুদ্ধ পদার্থ; ইহার গতি অতীব সূক্ষ্ম; যিনি পরমজ্ঞানী, তিনিই কথঞ্চিৎ ইহার গতিবিধি অবধারণে সমর্থ; আপনি আজি অধর্ম্মের জয়, এবং ধর্ম্মের পরাজয় দেখিয়া হয়ত মনে মনে মহাদুঃখিত হইতেছেন।

আমাদেরও মনে ঐ রূপ দুঃখ সমুৎপন্ন হইতেছে সত্য কিন্তু কে বলিতে পারে ইহার পরিণাম কি হইবে। যতক্ষণ না কালবশে প্রকাশ্যভাবে কার্য্য হইয়া যাইতেছে ততক্ষণ মানবীয় বুদ্ধি তাহার কি অবধারণ করিবে? তবে পাপের ফল দুঃখ ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত ও মীমাংসিত; ঐ দেখুন বিনোদ বাবু করতলে কপোল বিন্যাস পূর্ব্বক প্রগাঢ় চিন্তায়-নিমগ্ন হইয়া পৃথিবীর আদি, মধ্য, অন্ত, উৎপত্তি, স্থিতি, লয়, জীব, শ্রেণী, বিভাগ, স্বভাব, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, কার্য্য, অকার্য্য, সুখ, দুঃখ, ঐশ্বর্য্য, রাজ্য, ভোগবিলাস, স্বার্থপরতা, বিষয়ের বিষময়ভাব, ঐশ্বর্য্যের অসারতা, দেহের ক্ষণ ভঙ্গুরতা, আত্মার অনিত্যতা, মানসম্ভ্রমের চঞ্চলতা, পাপের ভীষণ দণ্ড, নরকের অসহ্য যন্ত্রণা, অত্যা-

চারীর আত্ম-উন্নতি প্রভৃতি বিবিধ-বিষয়ের ঘোর চিন্তায় কেমন নিরত আছেন। ক্ষণে ক্ষণে আরক্তিম বদনমণ্ডল কেমন বিবিধ-ভঙ্গিধারণ করিতেছে। চক্ষু সময়ে সময়ে সঙ্কুচিত ও বিস্ফারিত হইয়া যেন জগতের অন্তস্তল পর্য্যন্ত দর্শন করিতেছে। আশঙ্কুচিত কপাল ফলকে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মবারির আবির্ভাব হইয়া প্রগাঢ় চিন্তার পরিচয় প্রদান করিতেছে। পূর্ব্বোক্ত চিন্তা সকলের সঙ্গে সঙ্গে আবার কুন্দবালার চিন্তা; সেই সতী পতিব্রতার বর্ত্তমান অবস্থা, অবস্থান, অদৃষ্টে কি ঘটিল, কোথায় গেলেন, কে লইয়া গেল, সদাশ্রয় পাইলেন কিনা; যদি না পাইয়া থাকেন, তবে তাঁহার অদৃষ্টে কি ঘটিল; অঙ্গে পাপ-মসী স্পর্শ হইল কি না। হয় ত সতীত্ব-রক্ষা-জন্য জীবন-বিসর্জ্জন্ দিয়াছেন। আর আমি তাঁহার দর্শন পাইব না। হায়! আর কি আমার অঙ্কলক্ষ্মী আমার গৃহ আলো করিবেন না? হা—কুন্দবালা! তুমি কোথায় আছ? তুমি আমার হৃদয়সরোবরের হেম-নলিনী; নয়নের রসাঞ্জন, তুমি আমার জীবন, তুমি আমার হৃদয়ের হৃদয়; দেহের অমৃতরস; প্রিয়ে। আমি তোমাকে কখন পাইব। এ হতভাগ্য অযোগ্য স্বামীর হস্তে পড়িয়া না জানি কত কষ্টই পাইতেছ? আমি অবিবেচনার দোষে তোমাকে হারাইলাম। ভাই বিজয়! কেন তোমার বুদ্ধির ভ্রম ঘটিল; কেন তুমি কুন্দকে না লইয়া পলায়ন করিয়াছিলে? যদি বা গমন করিলে তাহার রক্ষণাবেক্ষণের কোন সুব্যবস্থা করিলে না কেন? যদি বা ব্যবস্থা কর নাই। আমার সংবাদ দিলে না কেন? অথবা আমি তোমাকে দোষ দিতে পারি না; যখন পূর্ণ-ব্রহ্ম রামচন্দ্র, স্বর্ণ-মৃগে প্রতারিত হইয়াছিলেন তখন যে অদৃষ্ট দোষে সামান্য মনুষ্য বিপদে পড়িবে না, এ কথাই বা কেমন করিয়া স্বীকার করিব। এ সকলই আমার ভাগ্য বিপ্লব বলিতে হইবে। উঃ ধর্ম্ম কি কেবল কথা মাত্রে পর্য্যবসিত? ধর্ম্ম আছে বলিয়া ত বোধ হয় না। এ সকল ঘটনায় আর কে বা ধর্ম্মে বিশ্বাস

করিবে। বলিতে হৃদয় ফাটিয়া যায়, হরিপদ বাবুর প্রাণ-দণ্ড!! মিথ্যাপবাদে প্রাণ-দণ্ড! বিবজার সেই শোচনীয় পরিণাম!! হায়! হায়! এ সকল ভাবিয়া দেখিলে ধর্ম্মে ঘৃণা জন্মে; বিচারালয়! বলে ধর্ম্মালয়। এই কি ধর্ম্মগৃহের কার্য্য!! এই কি সাধু-মহাশয়গণের বিচার! ইহাতেও কি প্রজাকুলের ধন প্রাণ মান রক্ষা পায়! মনুষ্য স্বভাব অতি ঘৃণ্য, যখন ধনী মানীর দিকে, অত্যাচারী ঘোর অধার্ম্মিকের দিকে স্বতঃই হেলিয়া পড়ে, তখন মনুষ্য স্বভাব অতি ঘৃণ্য; পরম ধার্ম্মিক ধন মানহীন অপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি ব্রহ্মঘাতী দুরাচার ধনার নিকটে কখনই পূজ্য নহেন। অথবা মিথ্যার নিকট সত্য স্বতঃই দুর্ব্বল, তাহা না হইলে সত্যের এত অনাদর বা অপ্রতিপত্তি কেন? ইত্যাদি নানা চিন্তায় বিশেষ নিমগ্ন আছেন। অবস্থান স্থল জনপ্রাণী শূন্য, সময় নিঃশব্দে, চুপে চুপে গমন করিতেছে। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। পবন দেব বিনোদ-বাবুর অসহ্য কষ্টে নিতান্ত দুঃখিত হওত মৃদু মন্দ প্রবাহে বহমান হইয়া তাহার মস্তক শীতল করিতে লাগিল। চক্রবাক দম্পতী বিনোদ বাবুর দুঃখে দুঃখিত হইয়া যেন পরস্পরে বিযুক্ত হইয়া সমদুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। কোকিল বধূ কুহু-হু, কু-উহু শব্দে কষ্টের অংশ বিভাগ করিয়া লইল। সরোবরে কমলিনী, পাছে কুন্দবালার ন্যায় প্রিয় বিযুক্ত হয়, এই ভয়েই যেন ভ্রমরকে হৃদয় ভবনে শয়ন করাইয়া প্রণয় বন্ধনে আবদ্ধ করিল। কুমুদিনী প্রিয় ভগিনীর ভাবী ভয় দর্শনে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না। জলচর পক্ষীগণে কলরব দ্বারা এ ভয হাসির মীমাংসা করিতে করিতে পদ্মিনীর পর প্রেম প্রিয়তার নিন্দা করিয়া যে যাহার গন্তব্যস্থলে গমন করিল। বহু পত্নীর পতি হইলে পত্নীর অকথ্য অত্যাচারে পতির বিনাশ অবশ্যম্ভাবী; এই মহাবাক্য রক্ষণ জন্যই যেন প্রতীচীর ক্রোড়ে সূর্য্য অস্ত প্রাপ্ত হইলেন। প্রতীচী সতী স্বামীর সহ অনুমৃতা হইবার অভি-

প্রায়ে রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া চিতাগ্নিকে আরো রক্তবর্ণ করিয়া তুলিলেন। প্রাচীসতী শোক প্রকাশ জন্য তমোময় বাস পরিধান করিলেন। গো মেষ মহিষাদি গ্রাম্য জন্তুগণ পালে পালে গ্রামাভিমুখে প্রস্থানপর হইল। রক্ত মাংসাশী জীবগণ গৃহে ও বনে বিশেষ উৎপাত আরম্ভ করিল। গৃহে গৃহে শঙ্খধ্বনি, বালক বালিকার রোদন ধ্বনি, দুহ্যমান ধেনুগণের দুগ্ধধারা ধ্বনি, মুনি ঋষি যোগীগণের যোগধ্বনি, সন্তপ্তের শোকধ্বনি, নানাবিধ জীবগণের অব্যক্ত কোলাহলধ্বনি; বিবিধ ধ্বনিতে ধরণী প্রতিধ্বনি পূর্ণা হইল। ক্রমে রাত্রি আসিয়া উপস্থিত হইল। সুরবালাগণ গগন প্রাঙ্গনে অসংখ্য দীপ প্রজ্জ্বলিত করিলেন। যামিনী সতী বাসক সজ্জা হইয়া প্রিয় পতির আগমন পথ চাহিয়া থাকিলেন। ভগবানচন্দ্র, স্ত্রী সহবাসে গমন বাসনায় সজ্জিত হইয়া দাদা দিনমণি বিশ্রামার্থ গমন করিলেন কি না তাহা দেখিবার নিমিত্তই যেন পূর্ব্বাচলের অন্তরাল হইতে উকি মারিতে লাগিলেন। কুমুদিনী প্রিয় পতির ভাব দর্শনে হাসিতে হাসিতে হৃদয় বসন উদ্ঘাটিত করিয়া সুধাকর করে মনোহারিণী হইল। উভয়ের ভাব দেখিয়া কমলিনী লজ্জায় সঙ্কুচিত হইল। পর হৃদয়শায়ী ষট্‌পদ মহাশয়, সূর্য্য ভ্রাতা চন্দ্র দর্শনে নিঃশব্দে পদ্মিনীর হৃদয় শয়নে শয়ন করিয়া রহিলেন। যামিনী সপত্নীর সৌভাগ্য দর্শনে মরমে মরিয়া চুপে চুপে গমন করিতে লাগিল। স্থলে কুসুমের হাস্য, জলে কুমুদিনীর হাস্য, আকাশে চন্দ্রের হাস্য, গৃহে যুবতীর হাস্য, বিবিধ হাস্যে ধরা হাস্যময়ী হইল। মলয় পবন, যুবক যুবতীর অঙ্গস্থিত বিলাস দ্রব্যের গন্ধ, বিকশিত স্থলজ জলজ কুসুমের গন্ধ, আকাশ বিহারী দেবাঙ্গনাগণের সু অঙ্গের সুন্দর গন্ধ, বিবিধ গন্ধে সুগন্ধিত হইয়া শ্রমশীল জীবগণের বিবিধ শ্রম হরণ করিতে লাগিল। "বৌ-কথা-ক" পাখী সাদরে সাগ্রহে সুমধুর স্বরে "বৌ-কথা-ক" "বৌ-কথা ক" বলিয়া মানিনীর মান ভঙ্গ করিয়া চলিয়া গেল। "চ'-কু-কোল"

পাখী "চ'-ক্-গেল চ'-ক্ গেল" বলিয়া সপত্নী পীড়িতা কুলবালাকে সপত্নীর সৌভাগ্য অসহমানা কবতঃ, বিচরণ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বাত্রি অনেক টুকু হইয়া আসিল। শৃগালগণ সজোরে হোক্কা হোয়া, অহো কা-হুয়া এই ভয়ানক শব্দে চীৎকার করিয়া বিনোদ বাবুর ধ্যান ভঙ্গ কবিয়া দিল। তাঁহাব চমক হইল; কর্ণে বাজিল "অহো! কা-হুয়া" কহিলেন কুচ নেই হুয়া; শক্রর যেমন প্রতাপ তেমনি আছে কুচ্ নেই হুযা; শৃগাল কহিল ক্যাঁ-ক্যাঁ-ক্যাঁ কেন? কেন? কেন? পেচকেবা প্রতিবাদ কবিল কোবোর্ কোরোর নিম্, কেমনে কবিবেন,কেমনে কবিবেন সংসার নিম্ অর্থাৎ বিষময়; ভবনস্থ টিক্‌টিকী কহিল ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্; কুন্দবালার পোষিত সাবিকা এই সময় পাঠ কবিল "মন্ত্রেব সাধন কিম্বা শরীর পতন;" বিনোদবাবু এই বাব আশ্বস্ত হইলেন। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ধৈর্য্য ধবিলেন। আব গভীব স্বরে কহিলেন—"শবীব পতন কিম্বা মন্ত্রেব সাধন; বলিযা বিজযেব বাটীতে গমন করিলেন।

ক্রমে বাত্রি অধিক হইয়া আসিল। স্বভাব এক গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়া গম্ গম করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিক কলববশূন্য; নৈশ নীলা-কাশে নক্ষত্র সকল নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপেব ন্যায় অতি স্থিবভাবে জ্বলিতে লাগিল। মৃদু-মন্দ মধুব-পবন, বহমান হইয়া নৈশশ্রমের প্রতিকাব কবিতে লাগিল। স্রোতস্বিনী তবঙ্গিণী সকল সুধাকর-করে স্নেহময়ী হইয়া জলজ-সন্তান গুলিকে বক্ষে ধাবণ করতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তবঙ্গমালা বিস্তার কবিয়া হেলিতে দুলিতে, হেলিতে দুলিতে, নাচিয়া নাচিয়া তব তর থব থব শব্দে প্রিয়পতি পারাবার দর্শনে পরমানন্দে গমন কবিতে লাগিল। রস-বাজ সমুদ্র মহাশয় ভাবী প্রিয়াসমা-গমসুখে আনন্দিত হইযা উত্তাল তবঙ্গ বাহু উত্তোলিত করত আলি-ঙ্গনদানে উৎসুখ হইয়া বহিলেন। মহীরুহ সকল মহা মহিমার্ণবের মহিমানুধ্যানে আসক্ত হইয়া নবপল্লবরূপ হীবক খচিত চারু আসন

প্রসারণ করিয়া যেন ভক্তিভাবে ডাকিতেছে "কোথায় হে আমার হৃদয়ের ধন পতিত পাবন কোথায় হে! একবার হৃদয় মাঝে দেখা দাও, প্রভু কোথায় হে!" আর পত্ররূপ চক্ষু দিয়া শিশির বিন্দুরূপ প্রেমাশ্রুজল অনর্গল বিগলিত হইতেছে। এবং পরম পিতার পরম প্রেমে অচল হইয়া আপনার পরম প্রেমের পরিচয় প্রদান করিতেছে। মধ্যে মধ্যে দূর হইতে এক এক বার সুগভীর ভয়-জনক শব্দ কর্ণ পথে উপস্থিত হইয়া অন্তরাত্মাকে কাঁপাইয়া তুলি-তেছে। নিশীথ কালীন প্রান্তরের গভীরভাব যে-কিরূপ ভয় অথচ আনন্দপ্রদ যিনি তাহা দর্শন করিয়াছেন, তিনিই তাহা অনুভব করিতে সমর্থ; অন্যে নহে। পাঠক! একবার লোকালয়ে প্রবেশ করুন, ঐ দেখুন বিদ্যুদ্বর্ণা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী যুবতী প্রিয়তমের বিরোচিত অঙ্কে উপবেশন করিয়া, তাঁহার রসাল অধরোষ্ঠে নিজআলোহিত অধরোষ্ঠ মিলিত করিয়া, কমনীয় কোমল বাহু-বল্লরীদ্বারা গলদেশ বেষ্টন করিয়া, মদ-বিহ্বল নয়ন যুগল বিঘূর্ণিত করত, প্রেমালাপে স্বতঃ প্রকাশিত সুমধুর হাস্য প্রভায়, ঐ দেখুন, দেখুন, ভবনস্থ দীপাবলি-কেও হীন-প্রভ করিয়া তুলিতেছেন। আবার ঐ—দর্শন করুন নবীনা বালা মানভরে নীল বসনে বদনমণ্ডল আবৃত করিয়া রাহু-গ্রস্ত শশধরকে লজ্জা দিতেছেন। কোমল নয়নে অশ্রুবিন্দু দেখিয়া কে বলিবে এ কমল দলে শিশির বিন্দু নহে। ঐ-দেখুন "প্রিয়-পতি, প্রিয়-তমার গুরুমানে উপায়ান্তর না দেখিয়া কেমন চরণে ধরিয়া মান-ভিক্ষা করিতেছেন। পাঠক! পবিত্র প্রণয়ীর এ পবিত্র-ভাব কি আপনার হৃদয়-গ্রাহী নহে। অন্য গৃহে ঐ-দর্শন করুন, সুচতুর-প্রাণ-বল্লভ; কেমন অপূর্ণা যৌবনা প্রাণবল্লভার বরনুগল ধারণ করিয়া বিবিধ প্রিয়বচনে পরিতুষ্ট করত যুবতীজনোচিত স্থানে স্থাপন করি-তেছেন। আবার ঐ দর্শন করুন—সরলা সতী পতি-পদে কেমন প্রণয় পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া প্রাণ-মন জীবন যৌবন দক্ষিণাস্ব

করিয়া সরলা নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন। আর বাম অন্তগৃহে ঐ দেখুন--নবীন দম্পতী কেমন স্বরেস্বর মিলাইয়া মধুর স্বর লহরীতে যামিনীকে মধুময়ী কবিয়া তুলিছেন! পাঠক এ-সকল তো নবীন দম্পতীর কার্য্য দেখিলেন—একবার ঐ—গলিত যৌবনা প্রৌঢাব প্রণয়-পূর্ণ-পতি-সেবা দেখিয়া বলুন দেখি, ইহার কাছে নবীনাদিগের এখনও অনেক শিক্ষা করিতে বাকী আছে কি না। যদি এ সকল দেখিলেন তবে একবাব বৃদ্ধ বৃদ্ধার একত্র অবস্থান ও ঈশ্বরোপাসনা দর্শন, পারিবারিক মঙ্গল চিন্তন্ শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে নমস্কাব কবত চলুন আমরা স্থানান্তরে গমন করি। পাঠক আপনি কি বিরহিণীর নয়ন জল দর্শন কবিতে ভাল বাসেন? তবে ঐ দর্শন করুন প্রোষিত ভর্ত্তৃকা. আহা! ভাল বসন নাই, ভূষণ নাই, কেশ বন্ধন নাই, গৃহ সজ্জা নাই, শয়নাগারে যথাযোগ্য আলোক নাই, শয্যার পারিপাট্য নাই, কেমনএকরূপ অবস্থায় অবস্থিত হইয়া পতির মনোমোহিনী মূর্ত্তি. সেই ভাব. সেই সেই প্রণয়ালাপ পরিচিন্তন করত, নেত্রনীরে (উপবেশনে—বক্ষস্থল আর শযনে উপাধান) প্লাবিত করিয়া কোনরূপে যামিনী অতিবাহিত করিতেছেন। পাঠক! প্রিয়-পাঠিকা! এ-ভাব, দুঃখেব হইলেও কি সুখের নহে? যে-রমণী, পতি-পদ চিন্তা করিয়া সতীত্ব বক্ষা কবেন, তাঁহার চরণধূলি, আমাদের আদরের বস্তু; তাঁহার দর্শন, দেবী-দর্শন অপেক্ষাও পুণ্য-ফলদ; পাঠক! আর কি বিধবার গৃহদর্শনে আপনার প্রবৃত্তি হয়? তথায় শোক, দুঃখ, অনুতাপ, ক্রন্দন, হাহুতাস, শিবস্তাড়ন. বক্ষে করঘাতন, অদৃষ্ট-নিন্দন, ভয়, অবস্থাচিন্তন, গতি, মুক্তি অবস্থান, ভাবনা, মৃত্যু—কামনা, প্রভৃতি দর্শন ও শ্রবণ করিয়া আপনি সুখী হইতে পারিবেন না। তাই বলি আর বিধবাব গৃহ দর্শনে আবশ্যক নাই। প্রিয় পবিত্র পাঠক! পাপ সঙ্কুল বেশ্যা মন্দিরেব কিম্বা পর পত্নী-গামী দুরাচারগণের কোন কার্য্যই আপনাদিগকে দেখাইয়া লজ্জিত করিব

না। যদি দেখিতে চাহেন, তবে মৎপ্রণীত সরোজ-নালিনী পাঠ করুন। তথায় পাপের ভীষণ-দণ্ড দেখিতে পাইবেন। এক্ষণে চলুন-স্বকার্য্যে গমন করি।

ক্রমে নিশা অবসান হইয়া আসিল, সরোবরে চতুরাপদ্মিনী, স্বামী দর্শনে সুখের হাসি হাসিয়া পুরুষ হৃদয়কে, স্বামী সূর্য্য হৃদয়কে সুখেসাগরে ডুবাইল। দিনকর-কর-প্রসারণ দর্শনে, দুষ্ট ভ্রমর কমলিনীর হৃদয় বাসর পরিত্যাগ করিল। কুমুদিনী—ভানুর ভাব দর্শনে বদন ঢাকিল। জলচর পক্ষীগণে কলরব করিয়া সুখ সরোবরে গমন করিল। গৃহে গৃহে বালক বালিকাগণ শয্যা ত্যাগ করিয়া আহার জন্য জননীকে ব্যস্ত করিতে লাগিল। কাক সকল কা-কা শব্দে দয়িত বাহুলতানুবদ্ধা অবলাগণকে সূর্য্যোদয় বার্ত্তা নিবেদন করিয়া নিজ নিজ চতুরতার পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল। বিগলিত কবরীভারা, বসন ভূষণ ভ্রংশা সন্দাষ্টাধরপল্লবা, নখক্ষত মণ্ডন কুচ-যুগলা বালা নিদ্রাভঙ্গে লজ্জাভয়ে চকিতনয়না হইয়া চতুর্দ্দিক বিলোকন পূর্ব্বক প্রিয় মুখ চুম্বন করত অন্তরে অন্তরে হাসিতে হাসিতে গৃহ ভিত্তি সংযুক্ত দর্পণতলে নিজ মুখ খানি দর্শন করত স্থানান্তরে পলায়ন করিল। বসন ভূষণ ভ্রষ্টা নববধূগণ শয্যাতলে বিদ্যুল্লতার ন্যায় পতিত থাকিয়া স্বামীর নিদ্রা ভঙ্গের অপেক্ষা করিতে লাগিল। কারণ এ সময় স্বামী না উঠাইলে আর কে তাঁহাদিগকে উঠাইবেন। বর্ষীয়সী রমণীগণ প্রাতঃস্নানে গমন করিলেন। জলে স্থলে অরণ্যে, যে, যেখানে ছিল স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইল।

পাঠক! আপনি গতরজনীতে বিরহিণীগণের গৃহ দর্শন করিয়াছেন। তন্মধ্যে দীনেশ বাবুর সহধর্ম্মিণী হেমবালার শয়ন ভবনও আপনার পবিত্র চক্ষে পতিত হইয়াছে। ঐ দেখুন হেমবালার মনোহারিণী যৌবন কান্তিতে কে যেন বিষময়ী বিষণ্ণতা ঢালিয়া

গিয়াছে। আমার গ্রন্থ বর্ণিতা পবিত্রা নায়িকাগণ সকলেই স্বামী-পরায়ণা। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী আমি এক এক করিয়া সে সকলের রূপের পরিচয় প্রদানে অশক্ত; পাঠক যেমন রূপ ভালবাসেন সেইরূপ রূপে অলঙ্কৃত করিয়া ইহাদিগকে দর্শন করুন। আর আমিও সঙ্গে সঙ্গে গুণের পরিচয় প্রদান করিতে থাকি।

হেম বালা শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া প্রাতঃকার্য্য সারিয়া স্বামীর চিন্তায় নিমগ্ন আছেন এমন সময়ে এক জন পত্রবাহক একখানি পত্র তদীয় দাসী হস্তে প্রদান করিয়া প্রস্থান করিল। দাসী পত্রখানি হেমবালার হস্তে প্রদান করিল। বহুদিনের পর হেমবালা স্বামীর হস্তাক্ষর পত্র পাইয়া অপার আনন্দনীরে ভাসিলেন। আজি কোন্ দেবতার নাম করিয়া গাত্রোত্থান করিয়াছিলাম বলিয়া গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলিপুটে ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করত পত্রিকা উন্মুক্ত করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন—

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

হেমবালা।

প্রাণেশ্বরি! প্রিয়তমে! আমার হৃদয়-সরস-সরোজিনি, হেমবালা! আমার প্রণয়-পুত্তলি হেমবালা! আমার নয়ন-যুগলের কৌমুদী হেমবালা! তুমি আমার বিরহে বাঁচিয়া আছ, কি না তাহা আমি জানি না। কিন্তু শুনিতে পাইতেছি তুমি বাঁচিয়া আছ। জীবন্মৃতা হইয়া, আমার অভাবে মণিহারা ফণিনীর ন্যায় জীবন্মৃতা হইয়া বাঁচিয়া আছ। আমি অনেক দিন তোমার কোন সংবাদ লই নাই। প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে। ইচ্ছা হইতেছে গিয়া দর্শন করি, আমাকে রাজ-দণ্ড পাইতে হয় সেও ভাল একবার এ-জনমের মত তোমার মুখশশী দর্শন করি। প্রিয়ে! তুমি যে আমার হৃদয়ের হৃদয়; শক্তি-শূন্য দেহের কি গতিমুক্তি আছে। আজি আমরা

বিনাপরাধে রাজদণ্ডে দণ্ডিত; তোমার সহবাসে বঞ্চিত; কিন্তু প্রিয়ে! আমার দৃঢ়-বিশ্বাস; ধর্ম্মে ভয় নাই, মৃত্যু নাই, ক্লেশ নাই। ধর্ম্মের সর্ব্বত্র জয়; কালে তুমি আমাকে পাইবে। বিনোদ বাবু প্রাণ দান পাইবেন। বিরজা পরমাসতী; তাঁহার আশীর্ব্বাদে আমরা সকল বিপদে নিষ্কৃতি পাইব। কুন্দবালা ব্যাপার কতক কতক অবগত হইয়াছি। বিরজার কোন সন্ধান হইয়াছে কি? কুন্দবালা কোথায় আছেন? বিনোদ বাবু তাহার কোন সন্ধান পাইয়াছেন কি? সেই সতী পতিব্রতা দ্বয়ের অদৃষ্টে কি এই লেখা ছিল? প্রিয়ে! দুরাত্মা নবাব, অতি নরাধম নারকী; তুমি বিজয় ও বিনোদ বাবুর মত করিয়া সাবধানে পিত্রালয়ে গমন করিও। মনে কোনরূপ দুঃখ করিও না। পরোপকার জন্য দুষ্ট দমনে প্রবৃত্ত হইয়া যদি আমার প্রাণদণ্ড হয়, সেও শ্লাঘনীয়; তুমি আমার ধর্ম্মপত্নী, আদরের ধন; অমূল্য রত্ন; দেখো আমার গৌরব তোমার সতীত্ব, তাহা পবিত্র রাখিতে সতত যত্নবতী থাকিও। সেই সতীত্ব তোমার পরম ধর্ম্ম; ভব-সমুদ্রের তরণী; মুক্তির প্রধান উপায়। তুমি বালিকা, সংসার তরঙ্গের কিছুই অবগত নহ। তোমার কোমল দেহ-প্রাণে কষ্ট দিতে ইচ্ছা করি না। নতুবা লিখিতাম তুমি আমার সঙ্গিনী হও। না প্রিয়ে! ভ্রাতৃ ভবনে গমন করিয়া তদধীনে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ কর। তুমি পবিত্র অবস্থায় সুখে আছ শুনিলে আমি আনন্দে ভাসিব। তোমার বিরহ আমায় বিশেষ যন্ত্রণা প্রদান করিতে পারিতেছে না। কারণ আমি নিদ্রিত হইলেই তোমাকে পাইয়া থাকি। এজন্য মরিতে বাসনা হয় না। আরও এক কথা দুরাত্মা নবাব না মরিলে আমরা মরিতেছি না। তোমরা কেমন আছ আমাকে পত্র লিখিও। বৃন্দাবনে হরেকৃষ্ণ গোস্বামীর আখড়ায় পত্র দিও। বাহিরে আমার নাম লিখিও না, গোস্বামীর নাম দিও, তিনি পত্র পাইলে আমি পাইব। পাচুঁর পরিবার সকলের সংবাদ দিও।

হরিপদ বাবু কেমন আছেন লিখিও। বিজয় ও বিনোদ বাবুকে নমস্কার আশীর্ব্বাদ কহিও, রণে ভঙ্গ দেওয়া কাপুরুষের লক্ষণ; সর্ব্বাঙ্গের প্রতি প্রাণপণ দৃষ্টি রাখিবেন। আমরা সময়ে সাহায্য করিলেও করিতে পারিব। বৃন্দাবন পবিত্র স্থান দর্শন করিতে বাসনা কর কি? এ সকল সংবাদ বিজয় বিনোদ ভিন্ন অন্য কাহাকেও প্রকাশ করিও না। "তোমার চিরপদানত স্বামী"

দীনেশ—চন্দ্র।

হেমবালা—সজল নয়নে শেষাংশ পাঠ করিলেন তোমার চির—প—দা—ন; চক্ষে জল আসিল বসনাঞ্চলে মুছিয়া তোমার চির—প—দা—ন—আবার জল আসিল। হৃদয় কেমন করিয়া উঠিল। আবার মুখ মুছিলেন। দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। হু হু শব্দে মুখ বিবর দিয়া উদরস্থ বায়ু রাশির কিয়দংশ স-বাষ্পকণ্ঠে ঊর্দ্ধাভিমুখে বাহির হইয়া গেল। ঊর্দ্ধদিকে নয়নপাত করিয়া চক্ষের জল চক্ষে মারিয়া আবার পাঠ করিতে লাগিলেন তোমার চিরপদা—ন—ত—স্বা—মী—শ্রী—দীনেশচন্দ্র।

সহসা ভূমিতলে পতিত হইলেন। চৈতন্য কোথায় পলায়ন করিল। শোক দুঃখ অনুতাপাদি দেহ ছাড়িল। শরীর আনন্দময় হইল। সম্মুখে যেন দীনেশবাবু আসিয়া আলিঙ্গন দিয়া মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন—ছি-প্রিয়ে। নারীজাতি-সুলভ কাতরতায় নিমগ্ন হইয়া, আমার পত্নী বলিয়া পরিচয় দিতে কি—তোমার লজ্জা বোধ হইবে না? শনৈঃ শনৈঃ মোহাপগত হইল। প্রথমে চাহিলেন। পরে বসিলেন। তৎপরে ধৈর্য্য ধরিয়া সাহস করিয়া উঠিলেন। কাগজ কলম কালী আনিয়া পত্র যোগে এক এক করিয়া সকল কথার উত্তর লিখিলেন। পরে দাসীদ্বারা বিজয় বিনোদকে গোপনে আহ্বান করিয়া পত্র দুইখানি প্রদান করিলেন। তাঁহারা সতীর যথাযোগ্য পূজা বন্দনাদি করিয়া পত্র দুইখানি পাঠ করত, সুখে দুঃখে আনন্দে

ক্ষোভে ক্ষণে ক্ষণে কেমন একপ্রকার মুখভঙ্গি করিলেন। পরে বিরজা কহিলেন সতীকুল গৌরব পালিকে! আমি আজিই অধিকন্তে আপনার পত্রখানি স্বয়ং মনোমত স্থানে প্রদান করিয়া আসিব। প্রকাশের কোন ভয় নাই। কিন্তু ভিক্ষা এই আমাদিগকে চরণ-চ্যুত করিবেন না।

আপনার ন্যায় রমণীগণ আমাদের পক্ষে সাক্ষাৎ শরীর ধারিণী গুরুদত্ত আরাধ্যা দেবী; জননী কন্যা; মাদৃশ হতভাগ্য জনগণ রক্ষিণী, পতিব্রতে! আপনাদিগের চরণ ধূলিতেই ধরা পবিত্রা; হরিবাবুকে রক্ষা করিতে, পাঁচুকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতেই দীনেশবাবু বিপদগ্রস্ত; সঙ্গে সঙ্গে আপনিও পতিবঞ্চিত; এ—সকল ঘটনা আমাদিগের হইতেই উদ্ভূত; পতিব্রতে! ভিক্ষা এই, সকল ক্ষোভ সকল দুঃখ ত্যাগ করিয়া এই আশীর্ব্বাদ করুন, যেন হরিপদ বাবু প্রাণ দান প্রাপ্ত হয়েন। বিরজা গৃহে ফিরিয়া আসেন। কুন্দবালার কোন অনিষ্ট না ঘটে! আপনি আশীর্ব্বাদ করিলেই আমরা পূর্ণ মনোরথ হইব।

হেমবালা, কহিলেন পতিবন্ধো! আমার আরাধ্য দেব! হেমবালার মস্তক মণি! আপনারা জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী, পরোপকারী, পরম ধার্ম্মিক; আপনাদের ন্যায় স্বামীলাভ; পতিব্রতা রমণীর বহু পুণ্যের ফল; আপনারা তরু আমরা লতা; আপনারা রক্ষাকর্ত্তা আমরা রক্ষণীয়া; আপনাদের বলেই আমাদের বল; স্বামী সেবাই সতীর মূল-শক্তি; স্বামী, পত্নী পক্ষে নররূপে সাক্ষাৎ ভগবান্ হরি; তাঁহার আলিঙ্গন স্বর্গ; সহবাস মোক্ষ; সেবা—তপস্যা, তাঁহার প্রসাদ—স্বর্গীয় সুধা; তাঁহার চরণোদক—পবিত্র গঙ্গাবারি; তাঁহার দর্শন—বিমল আনন্দ; যে রমণী এহেন ধনে অনাদর অভক্তি, অপূজা, অসেবা করে তাহার নরকেও স্থান নাই। তদপেক্ষা কোন অদৃষ্ট অশ্রুত-পূর্ব্ব ঘোর রৌরব তাহার আবাস ভূমি হয়। সধবার ভাগ,

যজ্ঞ, ব্রত, দান, ধ্যান, উপবাসে কোন অধিকার নাই। মুনি ঋষি যোগীগণ যে চরণে লীন হইবার মানসে অনশনে পর্ণাশনে অবশেষে বায়ু ভক্ষণে শতকতপা করিয়াও লীন হইতে পারেন না, আমরা একপতি সেবা বলেই তাহার দেহে লীন হইয়া যাই। আপনারা সেই নিত্য স্বর্গ-মোক্ষ-দাতা পতিব্রহ্ম; যে রমণী এহেন বস্তুকে চিনিতে পারে না, সে নিশ্চয় নয়ন-বিহীনা; ঘোর পাপীয়সী; তাহার নাম কীর্ত্তনে প্রভূত পাপরাশি সঞ্চিত হয়। আপনারা, সকল দুঃখ ত্যাগ করুন। বিরজা-দিদী সাক্ষাৎ শরীর ধারিণী সাবিত্রী; কুন্দবালা লক্ষ্মী স্বরূপিণী; তাঁহাদের অমঙ্গল মনেও চিন্তা করিবেন না। তাঁহাদের পবিত্র-অঙ্গ পবিত্র-অবস্থায় ধরাধামেই বিরাজমান আছে। আবার আপনারা তাঁহাদিগকে দেখিবেন। হরিপদ বাবু জীবনদান পাইবেন। আপনারা অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি; নির্ধন হইয়াছেন, দুঃখ করিবেন না। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি আবার ধনে মানে পরিপূর্ণ হইয়া জীবনকাল কাটাইবেন।

স্বামী-শূন্য জীবনে আমার প্রয়োজন কি? আমার আর এ কষ্ট সহ্য হয় না। পতিদর্শনে নিতান্ত বাসনা হইয়াছে। আজ্ঞা করুন, এখন আমি কোন্ কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করি। আমি তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘনে অশক্ত; যে স্ত্রী পতিআজ্ঞা লঙ্ঘন করে সে, নরকগামিনী হয়।

বিজয় এবং বিনোদ, হেমবালার শ্রীমুখের বচনাবলি শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল নিস্পন্দ এবং নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন পশ্চাৎ বিনোদ কহিলেন পূজ্যাতমে। আপনার বাক্য সফল হউক। আপনার আশীর্ব্বাদ অমোঘ হউক; দেবি! যদি আপনার কথিত বাক্যই সফল হয়, তবে এত আয়াস কি জন্য? আমরা ত কালে দীনেশ বাবুর দর্শন পাইব। হেমবালা কহিলেন মানুষের মন সকল সময় সমান থাকে না। পাছে আমার অভাবে তিনি নিজ জীবনে উপেক্ষা করিয়া আমাকে কাম-

মিনতী করেন, আমি এই জন্যেই কাতরা; আপাততঃ আপনাদিগের আজ্ঞা পালন জন্য আমি গৃহেই থাকিলাম। আপনারা কর্ত্তব্য কর্ম্মে গমন করুন। বিজয় বিনোদ চরণ ধূলি লইয়া প্রস্থান করিলেন।

যথাকালে দীনেশবাবুর হস্তে হেমবালার পত্রখানি পতিত হইল। হস্তাক্ষর দেখিয়াই চিনিলেন। বদন-সুধাকরে ঈষদ্ধাস্যের আবির্ভাব হইল। কহিলেন—পত্রিকে! পত্রিকে! তুমি আমার প্রাণ-কান্তার লিখিত; আমার আদরের ধন; এস বক্ষে রাখিয়া প্রিয়ার বিরহদুঃখ কথঞ্চিৎ নিবারণ করি। এস—সপ্রেমে, সাদরে, সানুরাগে চুম্বন করিয়া কৃতার্থ হই। তুমি কি আমায় শুভ সংবাদ প্রদান করিবে? এই বলিয়া পত্রখানি উন্মুক্ত করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন—

প্রাণেশ্বর! প্রাণবল্লভ। হেমবালার মস্তকমণি! সুখ মোক্ষ দাতা, হৃদয়েশ্বর! আমার প্রাণবল্লভ! আপনার পত্র; আমার প্রাণ রক্ষা করিল। সময়ে এ বারি বর্ষণ না হইলে আপনার হেমবল্লরী শুষ্ক হইয়া যাইত। আপনি ভাল আছেন শুনিয়া আমি ভাল থাকিলাম। আপনার মঙ্গলেই আমার মঙ্গল; আপনাদিগের চির নির্ব্বাসন আজ্ঞা ঘোষিত—হইয়াছে। পুলিস প্রহরী আপনাদিগের অনুসন্ধান করিতেছে। সাবধানে আত্ম রক্ষা করিবেন। যেন কোন মতে জানিতে না পারেন। বিরজার কোন সন্ধান হয় নাই। কুন্দবালা কারাগার হইতে কোথায় পলায়ন করিয়াছেন। যদি ইহাঁদের কোন অনুসন্ধান করিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা এককালে সকলেই রক্ষা পাই। যোগীন্দ্র বাবু জানি না কিজন্য দেশত্যাগী হইয়াছেন। ভগিনী এবং ভগিনীপতিই বোধ হয় ইহার মূল কারণ; পাপিষ্ঠ তারাপদ ধ্বংসকারীর, কোন অনুসন্ধান হয় নাই। বিনোদ বাবু পত্নী শোকে পাগল; বিজয় বাবু বুদ্ধিহারা; নকারের সর্ব্বত্র জয়; জানিনা—পাপের বৃদ্ধি কতদূর আছে। পাঁচু গোয়ালার পারিবারিক সমস্ত মঙ্গল; তাহার সন্তান সন্ততিরা কুশলে আছে। আপনি আমাদের জন্য কোন

চিন্তা করিবেন না। সাবধানে সময়ের অপেক্ষা করিবেন। অতঃপর আমি আপনাকে যাহা লিখিব, অনুগত পত্নীজ্ঞানে, ভালবাসা দাসী বোধে আমায় ক্ষমা করিবেন। শাসিকা বলিয়া আমায় ঘৃণা করিবেন না। নির্দ্দয় হইয়া চরণে ঠেলিবেন না। আমার মাথা খাউন, ক্রোধ করিবেন না। ক্রোধ করিয়া পত্রখানি ছিঁড়িয়া ফেলিবেন না। লিখিয়াছেন, আপনি আমার জন্য অতিশয় কাতর হইয়াছেন, একবার দেখা করিয়া যদি দ্বীপান্তরিত হইতে হয় সেও ভাল, এই বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহা আপনার তুল্য মহাত্মার উচিত নহে। যিনি এতদূর স্ত্রৈণ, তিনি কেমন করিয়া উদ্দেশ্য সাধন করিবেন। আপনাদিগের ঘোর শত্রু জীবিত; আপনি কেমন করিয়া আত্মাকে বিপদগ্রস্ত করিতে চাহিতেছেন। যিনি রমণীর জন্য এতদূর কর্ত্তব্য জ্ঞান শূন্য তিনি কি কাপুরুষ পদবাচ্য নহেন? ইহাতে কি আমাকে রক্ষা করা হইবে? না আরো বিপদ সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হইবে? আমি পত্নী হইয়া, আপনার বিপদ কারিণী হইব না কি? আপনি কুশলে থাকিলে আমাপেক্ষা পরমাসুন্দরী কত কত সেবিকা পাইবেন। যৌবন, অল্প সময় স্থায়ী, আপাত মধুর, পরিণাম ঘৃণা; কামি-জন-মান্য; এহেন অপদার্থে এত আগ্রহ কেন? আর এককথা, আমায় পবিত্র অবস্থায় থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন, আপনি পরমগুরু; আপনার উপদেশ আমার শিরোধার্য্য; আমার সতীত্বধন; আমার বাপের বাড়ীর আদরের ধন, আপনার আত্মার অহঙ্কার স্বরূপ আমার সতীত্বধন; স্ত্রীর গুণপরিচয়ের স্থল আমার সতীত্বধন, বিশুদ্ধ অবস্থায় আছে। এবং চিরকাল, যতদিন বাঁচিব ততকাল এই ভাবেই থাকিবে। যখন প্রমাণ চাহিবেন তখনই প্রমাণ করিয়া দিব যে আপনার গৌরবের ধনকে আমি অপবিত্র করি নাই। প্রাণনাথ! প্রাণবল্লভ! আপনার সেবা, আর আমার এই সতীত্ব; এই দুই পদার্থ আমাকে সেই পূর্ণ ব্রহ্মের পদতলে স্থানদান করিবে। প্রাণপতি! আপনি আমার মন

জানেন, কার্য্য জানেন, ব্যবহার জানেন, তথাচ এ আশঙ্কা করিয়াছেন কেন? জানিলাম পুরুষ হৃদয় বড় সন্দিগ্ধ; নাথ! আমাকে এ সন্দেহ করিবেন না। দাসী ঐ শ্রীচরণ ভিন্ন অন্য কিছুই জানে না। আমি ইন্দ্রিয় বশীভূতা নহি। কাম রিপু চরিতার্থ করা কিছু প্রধানতম কার্য্য নহে। যে রমণী পতি পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যপুরুষ হস্তে অমূল্য সতীত্বরত্ন সমর্পণ করে, সে রমণী, রমণী-পদ বাচ্য নহে। সে, পতিপক্ষে সাক্ষাৎ কালরাত্রি, বংশের কলঙ্ক, আত্মবন্ধুর চক্ষুশূল; কন্যা পুত্রের হৃদয় ব্যথা, সতীনারীর ঘোর যন্ত্রণা; পিতা ভ্রাতার দর্পহারিণী, দেবরগণের দুঃখাগ্নি; শ্বশুর দেবের মুখ চন্দ্রের চূর্ণকালী; সমাজের হৃদয় শেল; নাথ! আমি কোন্ প্রাণে সেই ধন বিসর্জ্জন দিয়া স-শরীরে দাবানলে প্রবেশ করিব। যে রমণীর সতীত্ব গিয়াছে, তাহার যাইতে আর কি বাকী আছে? তাহাকে দেখিলে রমণী মণ্ডলী টিপি টিপি হাস্য করে। পরস্পরে টেপাটিপি করিয়া কেমন একরূপ বিষপূর্ণ মুখে হাস্যালাপ করে। যে, সেই ব্যবহার সহ্য করিতে সক্ষম, তত্তুল্য কালভুজঙ্গিনী আর কে আছে। প্রাণ বল্লভ। হেমবালা কি আপনার সেই রমণী? আমি স-সাগরা ধরার অধিকারিণী হইলেও তদ্বিনিময়ে এ-ধন প্রদান করিতে পারি না। নাথ! আমি যখন সতীত্বের সহিত তুলনা করি, তখন স্তূপাকার হীরা, চুনি, মণি, পান্নাকে, পদরেণুর যোগ্যও বিবেচনা করি না। মনুষ্যের কথাদূরে থাক্, ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণও-আমার এ-সতীত্ব হরণে পারগ নহেন! আমি নিতান্ত সহায়হীনা নহি। এক্ষণে ভবদ্দত্ত সেই ছুরিকা, যাহা আপনি লেখনী কর্ত্তন জন্য আমায় দিয়া ছিলেন সেই ছুরিকা, একগাছি সুদৃঢ়রজ্জু, আর সংগৃহীত কিঞ্চিৎ কালকূট; আমার রক্ষক রক্ষিকা হইয়াছে। ভয় কি, দুঃসময়ে ইহারা আমাকে রক্ষা করিবে। আমার জন্য আপনি কোন চিন্তা করিবেন না। পিতৃ ভবনে যাইতে আদেশ করিয়াছেন, সেখানে আমার সুখ কি? "পতিরের গুরুঃস্ত্রীণাম্ ধর্ম্মার্থ

মোক্ষদায়কঃ" পিতা জন্মদাতা সত্য; কিন্তু অন্ন এবং মুক্তি দাতা নহেন। ভ্রাতা, ভগিনীকে অন্ন দিতে কাতর নহেন তাহা আমি জানি; কিন্তু ভ্রাতৃপত্নী সে-দয়া করিবেন কেন? আপনি ভাবিয়া দেখুন পতি ভিন্ন পত্নীর গতিমুক্তি নাই। যেখানেই থাকি লজ্জার এবং কলঙ্কের নানা কারণ আছে। কিন্তু আপনার নিকটে তাহার কিছুই নাই। এজন্য নিতান্ত ইচ্ছা বৃন্দাবনধামে আমার বৃন্দাবন-চন্দ্রকে দর্শন করি। আমার সংসারে আর কি আছে——

পতিহাতধরি সতী যেখানে মানস.
যাইবারে পারে নাথ! কে রোধে তাহারে।
শ্বশুর ভাশুর আদি গুরু জন পূর্ণ,
আর যথা অসংখ্য মানব সমাগত—
হেন যজ্ঞস্থলে সতী পতিহাতধরি,
গিয়া যজ্ঞভূমি, বসি তাঁর বামে, নাথ!
মনোসাধে পারে সতী অর্চ্চিতে দেবতা।
পিতামাতা ভ্রাতা আদি, অথবা সন্ততি,
থাকিলে নিকটে নাথ! তবু পতি কাছে;
যাইবারে লজ্জা নাহি করে কোন সতী।
লজ্জা নিবারণ পতি শাস্ত্রে হেন কয়।
সুধা ধবলিত গৃহ বিচিত্র নির্ম্মাণ,
নানা বিধ দ্রব্যে পূর্ণ অতি মনোহর,
সুবর্ণ পালঙ্গোপরি, পরিহীর মতি,
বারাণসী সাটীসহ অতি পরিপাটী,
পতিবামে সতী শোভে যেমন প্রকার।

পরিধান জীর্ণ বস্ত্র অতীব মলিন,
শত গ্রন্থি সমাকুল; ভূষণ বিহীন,
তরুমূল বাস গৃহ, খাদ্য বৃক্ষ ফল,
পতিবামে সতী শোভে তেমনই প্রকার।
পতিমানে পত্নীমান বিদিত সংসারে,
ভিখারিণী, সন্ন্যাসিনী, রাজ রাজেশ্বরী;
ভিখারী সন্ন্যাসী পতি রাজ রাজেশ্বর।
কিবা পথে কিবা মাঠে কিবা দেবালয়ে,
কিবা বনে, কি ভবনে, কিবা গিরিপরে,
কিবা নদীকূলে নাথ! কি দিবা রজনী,
সতী পাবে পতিসহ ভ্রমিতে অবাধে।
এজন্য বড়ই সাধ, এ পাপ সংসারে,
থাকিব না ক্ষণ আর যাব তব কাছে।
রাখিবে যেমন নাথ থাকিব তেমনি,
যাহা খাবে, খাবো আমি, প্রদত্ত প্রসাদ।
হব সন্ন্যাসিনী, চাহিনা বিচিত্র বাস,
অমূল্য ভূষণ; ধরি তব হাত নাথ!
মাগিয়া খাইব, ভিক্ষা করি ঘরে ঘরে।
নানা স্থান নানা তীর্থ নানা দেব দেবী,
ছদ্মবেশে দুইজনে করিব দর্শন,
কুল বালাগণে দিব শিক্ষা পতিব্রত।
গৃহী গৃহে যবে যাবো হ'য়ে উল্লাসিত।
কুল বালাগণে দিব শিক্ষা পতিব্রত॥

পা'র গান প্রেমভবে হ'য়ে উল্লাসিত।
কুল বালাগণে শিক্ষা দেবো পতিব্রত॥
স্বামী পরে কোন জনে দেখিলে ক্রোধিত।
সেইক্ষণে তারে শিক্ষা দিব পতিব্রত॥
মানিনী কামিনী নেত্রে হইলে পতিত।
সেই ক্ষণে তারে শিক্ষা দেবো পতিব্রত॥
ভূষণ কারণে যদি দেখি ক্রোধান্বিত।
সেইক্ষণে তারে শিক্ষা দিব পতিব্রত॥
যৌবনে প্রমত্ত যেই পতিতে বিরত।
সেইক্ষণে তারে শিক্ষা দেবো পতিব্রত॥
যাবো নাথ! তব কাছে এমম মিনতি।
ক্ষমা ক'রো অপরাধ অবলার প্রতি॥

আপনার শ্রীচরণাশ্রিতা

হেমবালা

সাকিম—বিল্বগ্রাম।

দীনেশ বাবু পত্র পাঠে অধৈর্য্য হইলেন। আর ভাবিতে লাগিলেন, পাছে আমার জন্য গৃহ বহির্গত হইয়া প্রিয়তমা আমার কোন কষ্ট পান। হায়! আমি কি করিলাম। অথবা ভাবিয়া চিন্তিয়া আর কি হইবে, যাহাতে হেমবালা নির্ব্বিঘ্নে আমার নিকটে আগমন করিতে পারেন তাহার উপায় বিধান করিগে, এই বলিয়া যথেচ্ছ প্রস্থান করিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

যোগীন্দ্র বাবু।

যোগীন্দ্র বাবু গোবিন্দপুরে আগমন করিয়া তাঁহার গৃহলক্ষ্মী সরোজিনীকে আমূল সমস্ত বৃত্তান্ত কহিয়া মনোদুঃখে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বসিয়া পড়িলেন। সরোজিনী পূর্ব্বেই বিষন্ন বদন দর্শন করিয়া না জানি কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে বলিয়া নিরাশ হইয়াছিলেন। এক্ষণে বজ্রপাত সদৃশ বিপদবার্ত্তা শ্রবণে খ্রীয়মাণ হইয়া আয়তনয়নে অজস্র অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। মুখকমল শুকাইয়া গেল। কহিলেন নাথ! আমি কেমন করিয়া হরিপদ বাবুর সেই মোহনীমূর্ত্তি বিস্মৃত হইব। সেই সদাশয় পরম ধার্ম্মিকের অদৃষ্টে কি এই লেখা ছিল? ধর্ম্ম কি পৃথিবীতে নাই? বিচারালয় কি পাপালয়; না জানি তিনি সেই দুরাত্মা বিচারপতিগণের বজ্রপাত সম প্রাণদণ্ড বাক্য শ্রবণে কতই কাতর হইয়াছেন। আর আমি এ জীবনে কাহাকেও দেখিতে পাইব না বলিয়া কতই অস্থির হইয়াছেন। আপনারা কেমন করিয়া তাঁহাকে বিসর্জ্জন দিয়া গৃহে আসিলেন? আসিবার কালে তিনি আমাদিগকে কি বলিয়া দিলেন? তাঁহার সেই কথা গুলিই যে আমাদের এ জীবনের এক মাত্র আলোচনার বিষয়; লোকে সেই দুঃখময়ী বিজয়া দশমীতে দেবীমূর্ত্তি বিসর্জ্জন দিয়া দুঃখিত হয় বটে কিন্তু আবার বৎসরান্তে দর্শনের আশা থাকে। আমাদের যে, সে আশা নাই। এইরূপ ঘটিবে বলিয়াই কি বিগত বারে, দর্শন দিয়া আমায় এই কথা বলিয়া গিয়াছিলেন,—সরোজ! তোমার বিরজা আমার কাছে থাকিল, তাহাকে মনে রাখিও। সে তোমাকে বড় ভালবাসে, 'সরোজাস্ত জীবন'; যদিও আমার নিকটে তাহার কোন কষ্ট নাই সত্য, তথাচ জানিও সে তোমা-

সেরূই ধন; আমি নামে মাত্র অবলম্বন, কখন আছি, কখন নাই। দুরাত্মা নবাব-শাসনে এ দেহপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছি। আহা, হা! সেই কথাই কি কাল-বাক্য হইল? নাথ! এ দুঃখ মরণেও যাইবে না। দগ্ধ চিতায় প্রভূত-জল সিঞ্চন হইলেও এ জ্বালা নিবারণ হইবে না। যখনই বিরজার সে মুখখানি, হরিপদ বাবুর সে মূর্ত্তিখানি, মনে আসিতেছে তখনই যে প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে। হা ভগিনি! হা সরলে! হা বিরজে! তোমাদের অদৃষ্টে কি এই লেখা ছিল। আর যে আমি ধৈর্য্য ধরিতে পারি না। যদি আমি স্ত্রীলোক না হইতাম, যদি কুলবধূ না হইতাম, যদি আমি অন্তঃপুর-বদ্ধা না হইতাম, তাহা হইলে আজি অনন্তসুখের হইত। পতির বাহুবল হইতে পারিতাম। প্রাণনাথের উচ্চ-কুল গৌরব-রক্ষা জন্য বদ্ধ পরিকর হইতাম। নাথের ভগিনী সিংহের ভগিনী; আজি যবন-কর-কবলিতা! ইহাও কি প্রাণে সহ্য হয়? ইচ্ছা হইতেছে ভগবতী যেরূপ চামুণ্ডা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অসুর-কুলক্ষয় করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ, রণ-সাগরে অবগাহন করিয়া নবাবের বংশ ধ্বংস করি। বিশ্ব-গ্রাম রুধিরে-প্লাবিত করি। দুরাত্মার গৃহে অগ্নি দিয়া জীবতাবস্থাতেই পোড়াইয়া ফেলি। উঃ কি কষ্ট!! কি যন্ত্রণা! কি উদ্বেগ! কি ঘোর নৈরাশ! আজি হৃদয় শূন্য, বলশূন্য, মান-শূন্য এবং উৎসাহ শূন্য, আর এছারখভাবতে থাকিতে ইচ্ছা হয় না। যে দেশ এইরূপ পাপ-সঙ্কুল, যে দেশের পুরুষগণ এইরূপ নর-পিশাচ, সে দেশে রমণীর জন্ম কেন? এই বলিয়া নীরব হইলেন।

যোগীন্দ্র বাবু প্রিয়তমার বচনাবলি শ্রবণ করিয়া কহিলেন সরোজ! তুমি যথার্থই বীর পত্নী; আমি বহুপুণ্যফলে তোমাকে লাভ করিয়াছি। তোমা হইতেই আমার মনোবাসনা পূর্ণ হইবে। ধৈর্য্য ধর; আমি নিশ্চয়ই ইহার প্রতীকার করিব। যদি পুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়া ইহার প্রতিশোধ না লইতে পারিলাম তবে এ অসার মনুষ্য

জন্য কেন ?. এ অসার দেহপ্রাণ কেন ? তুমি কখনই আমার অবাধ্য নহ। তোমাকে আমার অবিশ্বাস নাই। তুমি আত্মরক্ষার বিলক্ষণ বলশালিনী ; একটী প্রার্থনা এই, তুমি কিছু দিনের জন্য পিত্রালয়ে গমন কর। আমি তীর্থ যাত্রায় প্রস্থান করিলাম আর গৃহে থাকিব না। যদি কখন শুনিতে পাই নবাব নিপাত হইয়াছে তবেই প্রত্যাবর্ত্তন করিব, নচেৎ নহে। যেখানে থাকিব তোমাকে পত্র লিখিব। পরে সময়ে গৃহে আসিব। সময় না হয় আসিব না। তোমাকে লইয়া যাইব। আর আমার কোন প্রার্থনা নাই। শুনিয়া সরোজের মুখকমল শুকাইয়া গেল।

যোগীন্দ্র বাবু বহুক্ষণ ধরিয়া চুপিচুপি কি বলিলেন। সরোজ আরও চকিত হইয়া নীরবে নয়ন নীর ফেলিতে লাগিলেন। পশ্চাৎ কহিলেন যাহা বিধাতার মনে আছে, তাহা কে লঙ্ঘন করিতে পারে। যে দিন বিরজার সর্ব্বনাশ হইয়াছে সেই দিনই জানিয়াছি আমার আর মঙ্গল নাই। পরে যোগীন্দ্র বাবু সময়ানুসারে সরোজকে পিতৃভবনে প্রেরণ করিয়া, আপনার বহু সম্পত্তির বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া তীর্থ যাত্রায় গমন করিলেন। যাইবার সময় কহিয়া গেলেন উইল থাকিল, যদি ফিরিয়া আসিতে না পারি, আমার সমস্ত সম্পত্তি সাধারণের উপকার জন্য সাধারণের মতানুসারে ব্যয়িত হইবে। এই বলিয়া শ্রীদুর্গা বলিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। যোগীন্দ্র বাবু যে মধ্যে মধ্যে তীর্থ দর্শনে গমন করিয়া থাকেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। এবারও সকলে তাহাই মনে করিলেন।

এদিকে সুরেশ এবং দীনেশ বাবু দণ্ডভয়ে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া ছদ্মবেশে নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। আকার বেশ জাতি এবং নামের পরিবর্ত্তন হইল। বিবিধ বেশে সময়ে সময়ে বিভূষিত হইতে লাগিলেন। কখন সন্ন্যাসী, কখন যোগী, কখন মোল্লা, কখন ফকির, কখন স্ত্রী কখন পুরুষ কাহার সাধ্য এ রহস্য ভেদ

করে। পাঁচু গোয়ালাও আত্ম রক্ষার্থে বিশেষ সাবধান ; এক দিবস প্রয়াগক্ষেত্রে ভ্রমণ করিতে করিতে দীনেশের সহিত সুরেশের সাক্ষাৎ হয়। চোরে, চোর-চিনিয়া লয়েন। তদবধি তাঁহারা দুইজনে আলাপ পরিচয়ে কথঞ্চিত সুখে সময় অতিবাহিত করিতে থাকেন। ঘটনা ক্রমে কিছু দিন পরে, একদল বন্য অসভ্য লোকের মধ্য হইতে পাঁচুকে পাইয়া সঙ্গী করিয়া লইলেন। সংখ্যায় অধিক হওয়ায় এক নিভৃত প্রদেশে "বাসস্থান" নির্দ্দিষ্ট করিলেন। পাঁচু তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া অল্পদিনের মধ্যেই একটী সুচতুর লোক হইয়া উঠিল। বিশেষ জীবনভয়, তাহাকে শীঘ্র শীঘ্র সকল কাজে বিজ্ঞ করিয়া তুলিল। পাঁচু প্রায় কোথাও বাহির হয় না। সুরেশ এবং দীনেশ বাবুই বিশেষ বিশেষ স্থানে অকুতোভয়ে ভ্রমণ করিয়া নানা বিষয়ের বিবিধ অনুসন্ধান করিয়া বেড়ান। উভয়ে নানা ভাষায় সুপণ্ডিত, কাজেই আবশ্যক মত নানা ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন। দুইজনে কখন একত্র ভ্রমণ করেন না। এবং পাঁচুকেও সঙ্গে লইয়া আসেন না। বাস স্থান সম্বন্ধে কোন সন্দেহ উপস্থিত হইলে তাহা তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করেন। এ দিকে ক্রমশঃ পুলিস আমলাগণের অনুসন্ধানেরও শৈথিল্য জন্মে ; সময়ে সময়ে দুই জনে কোন দূরদেশে চলিয়া যান, আবার আবশ্যক মত নির্দ্দিষ্ট দিনে নির্দ্দিষ্ট স্থানে মিলিত হইয়া থাকেন। যোগীন্দ্র বাবু ও অবিকল সুরেশ এবং দীনেশ বাবুর অবস্থায় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কালে তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। যে জন্য তীর্থযাত্রা তাহা সফল হইল। সুরেশ এবং দীনেশকে ধরিয়া ফেলিলেন। পাঁচু গোয়ালার সন্ধান পাইলেন। দুঃখিত অন্তঃকরণ কথঞ্চিৎ আনন্দিত হইল। পরস্পরে কি পরামর্শ করিয়া কিছু দিনের জন্য কে কোথায় গমন করিলেন।

যোগীন্দ্র বাবু, কার্য্যদক্ষ, সুচতুর, সময়জ্ঞ, সাহসী, অকুতোভয়, এবং বীর পুরুষ, স্বকার্য্য সাধন জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ; ইনি সময়ে সময়ে

এমন সকল কার্য্য করিতে পারেন; যাহা শ্রবণ বা দর্শন করিলে বিস্ময়ার্ণবে নিমগ্ন হইতে হয়। পাঠকগণ ক্রমশঃ তাহার পরিচয় পাইবেন। চলুন এখন একবার কুন্দবালার অনুসন্ধান করিয়া আসি।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

কুন্দবালা।

ঐ দেখুন পতিব্রতা—কুন্দবালা করতলে কপোল বিন্যাস পূর্ব্বক প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন আছেন। অনর্গল অশ্রু জল বিগলিত হইয়া গণ্ডস্থল প্লাবিত করিতেছে। আর সে বর্ণ, সে প্রফুল্লতা, কিছুই নাই। সর্ব্ব শরীর বিষাদ বিষে জর্জ্জরিত, দেহ শীর্ণ, বর্ণ বিবর্ণ; মুখ শুষ্ক, নিশ্বাস উষ্ণ; হৃদয় কম্পিত; কুন্দ—বিপদ সমুদ্রে ভাসমানা হইয়া চতুর্দ্দিক শূন্যময় নিরীক্ষণ করিতেছেন। এ বিপদে নিকটে কেহ আপনার লোক নাই যে প্রবোধ দিয়া সান্ত্বনা করিবে। রাত্রিকাল, গৃহে নামেমাত্র একটী ক্ষীণালোক জ্বলিতেছে। ভীষণ কারাগার! অপরিচিত দুষ্ট লোকে পরিপূর্ণ; নিজে পূর্ণাযুবতী; যে সে যুবতী নহেন; স্বয়ং কুন্দবালা! ঈশ্বরের সুনিপুণ সৃষ্টি; মুনিজন মনো লোভা; কি-যে হইবে কিছুই জানিনা। হা জগদীশ, এবিপদে কুন্দবালাকে আপনি রক্ষা করুন।

পাঠক! মহাদেব রায়ের সহিত আপনার একবার পরিচয় হইয়াছে। মহাদেব, প্রশান্ত হ্রদমধ্যস্থ ভয়ানক কুম্ভীর, অমৃত পূরিত খাদ্য মধ্যস্থ মারাত্মক কালকূট; পাশ মধ্যস্থিত লোভনীয় খাদ্য; কুসুম মধ্যগত—ভীষণ তক্ষক; বিশাল প্রান্তরস্থ ফলজল বিশিষ্ট ভণ্ড তপস্বী; ইহার অসাধ্য কিছুই নাই। কুন্দবালাকে দর্শন করিয়া মহাদেবের আর মনুষ্যত্ব ছিল না। তারাপদর ন্যায় কুন্দ-চরণে মনে

মনে সকল সমর্পণ করিল। পরে অপূর্ব্ব বেশ ভূষায় সজ্জিত হইয়া কুন্দবালার গৃহে প্রবিষ্ট হইল। কুন্দবালা মহাদেবকে দর্শন করিয়া অন্তরে অন্তরে শিহরিয়া উঠিলেন। মহাদেব গৃহে প্রবেশ করিয়া কহিল, কুন্দ! তোমার কোন কষ্ট হয় নাই ত? ভাল খাদ্য দ্রব্য পাইয়াছ? শয়ন জন্য উত্তম শয্যা দিয়াছে? চুপ করিয়া রহিলে কেন? আমাকে লজ্জা করিও না। বিজয় বিনোদ আমার বন্ধু; আমার নিকটে তোমার কোন ভয় নাই। যাহাতে তোমার মঙ্গল হয়, আমি সে চেষ্টা প্রাণপণে করিব। তুমি আমাকে কোন কথা বলিতে সঙ্কোচ করিও না। কুন্দবালা পূর্ব্বে চন্দ্রমাধব বাবুর ব্যবহারে পরম প্রীত হইয়াছিলেন। এ-বারও তাহাই ভাবিয়া অতি ক্ষীণ স্বরে কহিলেন। আপনি আমার পিতৃ-কল্প; এ-বিপদে আমায় রক্ষা করুন। মহাদেব কহিল তুমি আমার বন্ধুর ভগিনী, আমায় পিতৃ-সম্বোধন করিও না। কুন্দ কহিলেন তবে আপনি আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা; আমি আপনার জ্যেষ্ঠা ভগিনী, জননী তুল্যা; মহাদেব মনে মনে বিরক্ত হইয়া কহিল তুমি আমার সন্তানের জননী; প্রকাশ্যে—তোমায় দিদি বলিতে আমার লজ্জা বোধ হইবে। কুন্দ কহিলেন তবে আমি আপনার কনিষ্ঠা ভগিনী; কন্যা তুল্যা; মহাদেব মনে মনে কহিল তুমি আমার শ্বশুরের কন্যা; প্রকাশ্যে—কুন্দ! নির্ব্বোধ শাস্ত্র কর্ত্তাদিগের কথা ছাড়িয়া দাও; ভগিনীকে কন্যা জ্ঞান করিতে নাই। তবে দাদা বলিয়া (মনে মনে গোড়ায় একটী ঠাকুর শব্দ যোগ করিয়া) আমায় ডাকিও। পরে কহিল—কুন্দ! তুমি স্ত্রী-লোক; তোমাকে বলিতে যা তাহা দিতে বিশ্বাস হয় না। যদি স্বীকার কর "আমি কাতর হইব না" তবে একখানি পত্র তোমাকে প্রদান করি। কুন্দ কহিলেন কাহার? বিজয় দাদার। কৈ—দেন—আমি দেখি; কাতর হইবে না? না। তবে এই নাও, বলিয়া প্রদান করিল। কুন্দ আলোক নিকটে গেলেন। পত্র খানির

উপরি ভাগ দেখিলেন; পরে খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন—ভগিনি কুন্দ! তোমার অদৃষ্টে যে এত যন্ত্রণা ছিল তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। সে যাহাই হউক, এই মহাদেব আমার পরম বন্ধু; ইনি তোমাকে মুক্ত করিবেন। তুমি মুক্ত হইয়া বৃন্দাবনে গমন করিও। সেখানে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। আমি অসার সংসার সুখে জলাঞ্জলি দিয়া বৃন্দাবনে চলিলাম। দুঃখের কথা আর কত লিখিব। হরিপদ বাবুর ফাঁসী হইয়া গিয়াছে। বিনোদ বাবু, বিরজার প্রাণ-নাশকারী হরিপদ বাবুর সাহায্যকারী বলিয়া যাবজ্জীবনের জন্য দ্বীপান্তরিত হইয়াছেন। শৈলবালাকে রক্ষা করিতে পারি নাই। বিরজার যে গতি হইয়াছে তাহা তোমার অবিদিত নাই। এই সকল কারণে আমি বিল্বগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনধামে চলিলাম, তুমি আসিয়া আমার সহিত মিলিত হইও। তোমার প্রিয়ভ্রাতা বিজয় বল্লভ। যদিও পত্রস্থ অক্ষর সকল বিজয়ের না হউক কিন্তু স্বাক্ষর বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিল না।

পত্র পাঠ করিয়া কুন্দবালার যে বুদ্ধি শক্তি টুকু ছিল, তাহা এই বার লোপ পাইল। চতুর্দ্দিক শূন্যময় নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। নয়নযুগল অনর্গল অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। দেহে আর কিছু থাকিল না। এই সময় মহাদেবরাও কহিল। কুন্দ! রোদন ত্যাগ কর. আজি আমি তোমাকে কারাগার হইতে বাহির করিয়া দিয়া লোকদ্বারা বৃন্দাবন পাঠাইয়া দিব। তুমি কোন চিন্তা করিও না। অবাধে আমার লোকের সঙ্গে গমন করিবে। কুন্দ এই বাক্যে আকাশের চন্দ্র হাতে পাইয়া মহাদেব রায়কে কতই অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। যথাকালে মহাদেব, কুন্দবালাকে সঙ্গে লইয়া কারাগারের গুপ্ত দ্বার দিয়া বাহির করিয়া, যান যোগে নিজ অভিমত স্থানে পাঠাইয়া দিল। সরলা বালা বৃন্দাবন মনে করিয়া পামরের নির্দ্দিষ্ট স্থান এলাহাবাদ নগরে উপস্থিত হইয়া এক গোপনীয় গৃহে

অবরুদ্ধ থাকিলেন। দ্বারে শমন-সদৃশ প্রহরী থাকায়, বাহির হইবার উপায় থাকিল না। বাহিরে প্রচার পূর্ব্ব-দেশীয় এক সম্ভ্রান্ত পরিবার তীর্থ দর্শনে আসিয়াছেন।

এ-দিকে কুন্দর পলায়ন দিবস হইতে তাঁহার অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। এক দিবস বিনোদ বাবু গৃহ সম্মুখে স-চিন্তিতভাবে পদ-চারণা করিতেছেন এমন সময়ে ডাকযোগে একখানি পত্র পাইলেন। কুন্দবালার হস্তাক্ষর দেখিয়া চকিতভাবে উন্মুক্ত করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন।

"প্রাণবল্লভ বিনোদ বাবু, আমি ঘোর সঙ্কটে পড়িয়া সতীত্ব ভঙ্গভয়ে কারাগার হইতে কোনরূপে পলাইয়া আসিয়া, পুনর্ব্বার ধৃত হইবার ভয়ে, এক জন সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে কাত্যায়নী তীর্থে আগমন করিয়া গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছি। যদি শীঘ্র আগমন না করেন তবে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না নিবেদন ইতি শ্রীচরণাশ্রিতা দাসী কুন্দবালা দেবী"।

পত্র পাঠ করিয়া বিনোদ বাবুর প্রাণ কেমন করিয়া উঠিল। সত্বর কাত্যায়নী তীর্থে গমন করিলেন। বিজয় বাবু হরিপদ বাবুর পীড়ার কথা শুনিয়া তাহাকে দেখিতে গিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাওয়া ঘটিল না। বিনোদ বাবু কাত্যায়নী তীর্থে গমন করিয়া সত্য সত্যই শুনিলেন কুন্দবালা নামে একটি অল্প বয়স্কা স্ত্রীলোক, পীড়িত হইয়া অদ্য কয়েক দিন এইখানে পড়িয়াছিল, অদ্য দুই দিন হইল পরলোকে গমন করিয়াছেন। জীবিতাবস্থায় পুলিস তাহার বিশেষ তদন্ত করিয়া গিয়াছে। শ্রবণ করিয়া বিনোদ বাবু পুলিসে চলিলেন। বাসনা সেখানে যদি কোন বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হয়েন। তথায় গিয়া যাহা চাহিতে ছিলেন তাহাই পাইলেন। তদন্ত পুস্তকে লেখা আছে আমার নাম কুন্দবালা, বাস বিল্বগ্রামে আমার স্বামীর নাম বিনোদ বাবু; ভ্রাতার নাম বিজয়বল্লভ

আমি বিনাপরাধে রুদ্র রামপুরের কারাগারে বদ্ধছিলাম। সতীত্ব ভঙ্গভয়ে পলাইয়া আসিয়া পীড়াগ্রস্থ হইয়াছি। আমাকে কেহ কারাগার হইতে বাহির করিয়া আনে নাই। তবে আমার স্বামী আমাকে এক দিন কোন লোকের দ্বারা সংবাদ পাঠাইয়া ছিলেন বটে, যে পলাইয়া আসিতে পারিলে ভাল হয়। আপনারা আমার স্বামীকে সংবাদ পাঠাইয়া দেন। বোধ হয় আমি আর বাঁচিব না। আমি মরিলে এই অলঙ্কারগুলি আর এই বস্ত্রখানি আমার স্বামীকে দিবেন।”

রিপোর্ট পাঠ করিবা বিনোদ বাবু ধৈর্য্য হারাইলেন। দুই চক্ষু দিয়া দর দরিত ধারা বহিতে লাগিল। দেখিয়া শুনিয়া প্রধান পুলিস কর্ম্মচারি মহাশয় তদন্ত লইল এবং তাঁহাকে বিনোদ বাবু বলিয়া জানিতে পারিয়া রুদ্ররামপুরের কাছারিতে পাঠাইয়া দিল। পুলিস রিপোর্ট গেল। সেখানে একটী বিচার হইল। বিচারে বিনোদ কোন রূপে নিষ্কৃতি পাইয়া কুন্দবালার কয়েক খানি অলঙ্কার এবং একখানি বস্ত্র পাইলেন। আর সেই গুলি যে তদ্দত্ত এবং কুন্দবালার তাহা চিনিতে বাকী থাকিল না। অন্তঃকরণে শোকের স্রোতঃ বহিতে লাগিল। এবার সঙ্গে বিজয় ছিলেন, কত মতে প্রবোধ দিয়া কোন মতে বাটী লইয়া আসিলেন। বিনোদ বাবু এইরূপে কুন্দবালার জীবনলীলা শেষ হইল দেখিয়া জীবন্মৃত হইয়া রহিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিমলা এবং মৃণালিনী।

পাঠক ঐ দেখুন বিমলা দেখিতে দেখিতে মৃণালিনীকে লইয়া কাশীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পীড়িত বৃদ্ধ পিতা কন্যাকে দর্শন করিয়া অপার আনন্দে ভাসিলেন। মরিবার সময়ে মৃণালিনীর

দেখা পাইয়া কতই আমকাক্ষ বিসর্জন করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুক্ষণ গত হইয়া গেল। পরে বৃদ্ধ কথঞ্চিৎ শান্ত হইলেন বটে কিন্তু রোগের যন্ত্রণা ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। বিমলা দেখিয়া ভীত হইলেন। এইরূপে দুই দিবস গত হইল। তৃতীয় দিবসে বৃদ্ধ অনেক গুলি অর্থ এবং সেই সুন্দর বাস-ভবনটী কন্যাকে প্রদান করিয়া পর লোকে প্রস্থান করিলেন। বিমলা ধৈর্য্য ধরিয়া সাহস বাঁধিয়া পিতার ঔর্দ্ধ দেহিক কার্য্যাদি করিলেন। কিছু দিন পরে মৃণালিনীর অদৃষ্ট দোষে বিমলা পীড়িত হইলেন। দেখিতে দেখিতে পীড়া অতি কঠিন হইয়া আসিল। ক্রমশঃ জ্ঞান লোপ হইবার উপক্রম হইল। বিমলা গতিক মন্দ দেখিয়া মৃণালিনীর অদৃষ্টে কি হইবে, এই ভাবনাতে অস্থির হইলেন। স্বামী পাগল; সংবাদ দিলে কোন ফল ফলিবে না। আপনার এই অবস্থা; হা ভগবান! কন্যার অদৃষ্টে কি হইবে, ইত্যাকার ভাবনাই তাঁহার মৃত্যু যাতনা রূপে পরিণত হইল। তখন তিনি নিজ পিতৃ দত্ত ভবন, অর্থ, তদ্ভিন্ন নিজের সম্পত্তি এবং বালিকা কন্যা মৃণালিনীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার প্রভৃতি বিজয় বাবুর উপর লেখা পড়া করিয়া সেই পত্রখানি ডাক যোগে বিজয়ের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। মৃণালিনী দিন যামিনী মাতার মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া নয়ন নীর বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিক শূন্য, কেহ সহায় নাই। কাঁদিয়া কহিলেন মা! মা! তুমি কেমন আছ? অমন করিতেছ কেন? মা! একটু জল খাইবে? মা! তুমি মরিলে আমার উপায় কি হইবে। তুমি আমাকে কাহার হস্তে দিয়া যাইবে? মা! আমার যে কেহ নাই। পিতা পাগল; সুরেশ, দেশত্যাগী-সন্ন্যাসী; মা! আমার যে আর কেহ নাই। মা! তুমি আমাকে সঙ্গে লইয়া চল। তোমার রোগ আমাকে ধরুক্। মা! আগে আমি মরি, তবে তুমি মরিও। মা! তুমি অমন করিতেছ কেন? হায় আমি কোথায় যাইব। ওগো ক্ষেত্রা দিদি! মাকে বাতাস কর।

এই ক্ষেত্রমণি বিমলার পিতার বৃদ্ধা পরিচারিণী; ক্ষেত্রমণি বাতাস করিতে লাগিল। বিমলা শয্যাতলে পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিলেন। ক্রমে শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল। দেখিতে দেখিতে মৃণালিনীকে অকুল সমুদ্রে ভাষাইয়া বিমলা ইহ লোক ত্যাগ করিলেন। মৃণালিনী বক্ষে করাঘাত করিয়া হাহাকাররবে চীৎকার করিতে লাগিলেন। বালিকার করুণ বিলাপে পাষাণ ও বিগলিত হইল।

কিয়ৎক্ষণ পরে ক্ষেত্রমণি লোক সংগ্রহ করিয়া মৃণালিনীকে সঙ্গে লইয়া দাহার্থে গঙ্গাতটে গমন করিল। যথাকালে চিতা প্রস্তুত হইল। মৃণালিনী স্নেহময়ী জননীকে সেই অন্তিম শয্যায় শয়ন করাইয়া প্রজ্বলিত মন্ত্রপূত অগ্নি হস্তে কহিতে লাগিলেন, মা! মা! মাগো! আমি কেমন করিয়া তোমার এই মুখে, যে মুখে আমাকে অমৃতপূর্ণ বচন পরম্পরায় নিরত আনন্দিত করিতেন, ক্রোধ হইলে মন ভুলান মিষ্ট কথায় সান্ত্বনা করিতেন, ক্ষুধা হইলে সাদরে কত কথা বলিয়া খাওয়াইতেন, সময়ে সময়ে অপূর্ব্ব ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন, কত রকমের কত উপাখ্যান শোনাইতেন, বিবাহের কথা উত্থাপন করতঃ আমায় অনন্তমের আনন্দপারাবারে নিক্ষেপ করিয়া মদীয় আনন্দপূর্ণ-মুখ দর্শন করতঃ কতই মৃদু মৃদু হাস্য করিতেন, যে মুখে সন্তুষ্টকে সন্তুষ্ট করিতেন, যাচককে সাদরে মিষ্ট কথায় দান করিতেন, জগতকে মধুর বাক্যে বিমোহিত করিতেন, বিবিধ-স্তববাক্যে দেবতাগণের আরাধনা করিতেন, আমি কেমন করিয়া সেই মুখে অগ্নিপ্রদান করিব! শাস্ত্রের কি ভীষণ শাসন!! অগ্নিদেব! মৃণা, তোমার চরণকমলে অতি কাতর বাক্যে এই প্রার্থনা করিতেছে যে আপনি আমার মাতার পবিত্র অঙ্গ ভক্ষণ করিয়া ইহাঁকে বৈকুণ্ঠধামে প্রেরণ করুন। আর ইহাঁকে ভগবানের পবিত্র চরণে আশ্রয় প্রদান করুন। এই বলিয়া বহু কষ্টে অগ্নি প্রদান করিলেন। দেখিতে দেখিতে সর্ব্বভুক প্রবল জ্বালা বিকিরণ করিয়া সতীর পবিত্র অঙ্গ ভক্ষণ করিতে লাগিলেন।

অল্প সময়ের মধ্যে সে আনন্দময়ী মূর্ত্তি কোথায় চলিয়া গেল ?—এত দিনে মৃণালিনীর জগৎ শূন্য হইল। যতক্ষণ চিতা জ্বলিতেছিল, মৃণালিনী ততক্ষণ অনন্যমনে বসিয়া বসিয়া দেখিতেছিলেন। আর কাঁদিতেছিলেন। নিজের দশায় কি হইবে বলিয়া কতই ভাবিতে-ছিলেন। মৃণালিনীর সেই রতি বিনিন্দি রূপের শোভা দেখিবার নিমিত্ত গঙ্গাতটে শশ্মানভূমিতে কত লোক তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। মৃণালিনীকে যে দেখে সেই বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে দর্শন করিতে থাকে। পুরুষের কথা দূরে থাক মৃণালিনীর সে-রূপে সুন্দরী রমণীগণও বিস্মিত হইতে লাগিল। যুবকগণের মধ্যে তাঁহাকে যে দর্শন করিল, সেই জলন্ত-শ্মশান বৈরাগ্য ত্যাগ করিয়া মৃণালিনী লাভ লালসায় মনে মনে ব্যাকুল হইতে লাগিল। অনেকে অনেক কষ্টে সে-স্থান ত্যাগ করিল। ক্রমে শ্মশান নিবিল। জলন্ত চিতায় গাঙ্গতোয় ঢালাতে শ্মশান নিবিল। মৃণালিনী স্নান করিয়া প্রেত-তর্পণ করত কূলে উঠিলেন। ক্ষেত্রমণি পার্শ্বে দাঁড়াইল। শবদাহ-কারী বৈষ্ণব মহাশয়গণ, যে যাহার গম্যস্থলে গমন করিল। এখন রাত্রি আটটা; ঘোর অন্ধকার।

মৃণালিনী ঘাটে উঠিয়া পথ পানে চাহিয়া আছেন, পার্শ্বে ক্ষেত্র-মণি দাঁড়াইয়া আছে, এমন সময়ে একজন গাড়োয়ান একখানি গাড়ী আনিয়া কহিল, ভাড়া করিবে। ক্ষেত্রমণি কহিল করিব। কত ভাড়া নেবে বল। আমরা বাঙ্গালিটোলায় যাইব!

"দুই টাকা।"

"এত নহে।"

"কত দিবে ?"

"দেড় টাকা।"

"আচ্ছা আইস।"

উভয়ে সেই গাড়ীতে চড়িলেন। গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল।

কতক্ষণ কতদূরই চলিল। চালক দুইজন। তন্মধ্যে একজন যেন ভদ্র ভদ্র; তখন বৃদ্ধার চমক হইল, কহিল এখনও কি আমরা বাঙ্গালি টোলায় আসি নাই। তোমরা কোথায় লইয়া যাইতেছ?

চালক কহিল, বুঝি বা রাস্তা ভুল হইয়াছে। এই বাঙ্গালিটোলা মা। নামিয়া দেখ দেখি; গাড়ী থামিল। বৃদ্ধা যেমন গাড়ী হইতে নামিল অমনি একজন গাড়ীর মধ্যে উঠিল। গাড়ী বায়ুবেগে গমন করিল। বৃদ্ধা চীৎকার করিয়া উঠিতে না উঠিতে গাড়ী দৃষ্টিপথ ছাড়াইয়া কোথায় চলিয়া গেলে। বৃদ্ধা হাহাকাররবে ক্রন্দন করিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে দুই চারি জন লোক জড় হইয়া সকল শুনিল। বে-গতিক দেখিয়া যে যাহার কার্য্যে চলিয়া গেল। বৃদ্ধা কাঁদিতে লাগিল। একটী অনাথা স্ত্রী তাহার ক্রন্দনে কাতর হইয়া কহিল, তোমার বাড়ী কোথা?

"বাঙ্গালিটোলা; মা! দয়া করিয়া তুমি আমাকে তথায় লইয়া চল। আমি তোমাকে বিলক্ষণ পুরস্কার দিব। অনাথা একখানি গাড়ীতে করিয়া তাহাকে তাহার মুনিবের গৃহে পাঠাইয়া দিল। ক্ষেত্রমণি বাটী আসিয়া গৃহে যে যে ছিল তাহাদিগকে এই সকল কহিয়া মৃণালিনীর অনুসন্ধান করিতে কহিল। কেহই সে রাত্রে এ কার্য্যে অগ্রসর হইল না।

পাঠক! আপনি কি সময়কে বিশ্বাস করেন? না; করিবেন না। সময়কে বিশ্বাস নাই। সময়ে না ঘটিতেছে এমন কাজ নাই। আজি যিনি রাজ-সিংহাসনে আসীন, কালি তিনি পথের ভিখারি। আজি যিনি ভিক্ষুক, কালি তিনি রাজা; যেস্থান মানব সমাগম-শূন্য সময়ে তথায় মনোহারিণী মহানগরী; যে স্থান ধন-জন পরিপূর্ণ, সময়ে তাহা মরুভূমি সদৃশ বা প্রকৃত মরুভূমি; সময়ে না হইতেছে এমন কাজ নাই। একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জীবে ভিন্ন ভিন্ন ফলভাগী হইতেছে। সময় অদৃষ্টের দাস, কি অদৃষ্ট সময়ের দাস, তাহা নির্ণয় করা যায় না।

পাঠক! আপনি কি অদৃষ্ট মানিয়া থাকেন? আত্মকৃত কর্ম্মাকর্ম্মের ফলাফলভোগই অদৃষ্ট লিখন; সুতরাং অদৃষ্ট মানিতে হইবে। আপনি যেরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন; অদৃষ্টে তাহারই বিবরণ অঙ্কিত; এজন্য বলিতেছি সময়ে সাবধান হওয়া আবশ্যক করে। নচেৎ যন্ত্রণা অবশ্য প্রাপণীয়; আহা, বালিকা মৃণালিনীর বর্ত্তমান অবস্থা কি পাঠকমহাশয়কে বিচলিত করিতেছে না?

ঐ দেখুন মৃণালিনী অকস্মাৎ এই বিপৎপাত দেখিয়া ভয়ে রোদন করিবার উপক্রমকরিবা মাত্র দুরাত্মা গাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া বস্ত্র দ্বারা বালিকার কেমন মুখ বন্ধন করিল। মৃণালিনী এইবার গত চেতনা! শান্তির সুখময় অঙ্কে শযানা; দুরাত্মা মৃণালিনীকে মূর্চ্ছা যাইতে দেখিয়া কহিল পাখা আছে?

চালক কহিল হুজুর আছে।

দাও।

নেন।

আমি বাতাস করি, তুমি সত্বর চিত্ততোষিণীতে গাড়ী চালাও। যত শীঘ্র পার লইয়া চল।

আজ্ঞা মাত্র চালক অশ্বকে বারম্বার কশাঘাত করিতে লাগিল। গাড়ী দেখিতে দেখিতে চিত্ততোষিণীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। মৃণালিনীকে দ্বিতলস্থ এক সুরম্য গৃহের সুরম্য শয্যায় শয়ন করাইয়া মুখের বন্ধন মুক্ত করিল। তখনও বালিকা অজ্ঞান; একটী স্ত্রীলোক জল আনিয়া মুখে দিল। অপহরণ কারী সসম্ভ্রমে বাতাস করিতে লাগিল। এ দিকে বহির্দ্বার বন্ধ করিয়া গাড়ী খানি কোথায় চলিয়া গেল। উদ্যান নির্জ্জন নিস্তব্ধ, কেবল মাত্র এক পার্শ্বে এক গৃহে কয়েকটী পরিচারক অবস্থান করিতেছে। এই মাত্র বিশেষ।

অদ্য দিবা ভাগের শেষাংশে কোথা হইতে দুই জন সন্ন্যাসী আসিয়া বাগানের একাংশে আশ্রয় লইয়াছে। উদ্যানটী নানা-বিধ ছোট বড় বৃক্ষেতে পরিপূর্ণ; দিবাভাগেও অন্ধকার বোধ হয়। রাত্রি কালে একাকী প্রবেশ করিতে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে। নিকটে জন মানবের সম্পর্ক নাই, কারণ উদ্যানটি সহরের নিতান্ত বাহিরে অবস্থিত; সম্মুখ দিয়া একটি অপ্রশস্ত রাজ-পথ বক্রাকারে বাগানটিকে অর্দ্ধ বেষ্টন করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। উদ্যানের চতুর্দ্দিক অত্যুচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত; কাহার সাধ্য সহসা প্রবেশ করে। উদ্যান মধ্যে কয়েকটি লোক আছে, ইহা পাঠক মহাশয় অবগত আছেন। ইহারাই সন্ন্যাসী দ্বয়ের প্রার্থনায় এবং তেজস্বিতায় বিমুগ্ধ হইয়া কেবল অদ্য রাত্রিতে অবস্থান জন্য স্থান দিয়াছে। তাহাও রামশরণ সিংহের অমতে; মৃণালিনীর অপহারকের নাম রামশরণ সিংহ; এই ব্যক্তিই এই উদ্যানের অধিকারি; কাশীস্থ একজন দুষ্ট লোক, কাজেই বিশেষ দুর্দ্দান্ত, নবীন যুবা, লেখা পড়া ভাল জানে না; ধর্ম্মাধর্ম্ম বড় একটা বোধ নাই, সুতরাং ইন্দ্রিয় পরায়ণ; রামশরণ সন্ধ্যাকালীন বায়ু সেবনার্থ গঙ্গাতীরে গমন করিয়া, মৃণালিনীকে অপহরণ করিয়া আনিয়াছে। ইহার দুর্দ্দান্ত প্রতাপে কাশীবাসী ভদ্রলোক নিয়ত কম্পিত; সকলের সর্ব্বদা এই প্রার্থনা, কবে এ যমালয়ে গমন করিবে, আর কাশীধাম নিরাপদ হইবে। রামশরণের শয়নগৃহের পার্শ্বভাগে, দুই অতি বৃহৎ বৃক্ষ আছে। তাহার দুই একটি শাখা প্রায় বাস-গৃহের ছাদে সংলগ্ন হইয়া আছে। তাহারই তলভাগে সন্ন্যাসী দ্বয় শয়ান আছেন। ইহাঁরা নীরব নিস্তব্ধ হইয়াইছিলেন, এক্ষণে অতি সাবধানে পরস্পরে পরস্পরের কর্ণের নিকটে নিকটে কথা বার্ত্তা আরম্ভ করিলেন।

১ম সন্ন্যাসী। ভাই! অদ্য সমস্তদিন আমার অন্তঃকরণ যেরূপ বিকল হইয়াছিল, এখন পর্য্যন্তও তাহার নিবৃত্তি হইল না। আমি

নিয়তই কাতর বাক্যে তোমাকে মনের যাতনা জানাইয়া আসিতেছি, আর তুমিও বিধিমতে সান্ত্বনা করিতে ত্রুটি কর নাই, তথাচ কোন প্রতিবিধান হইল না কেন? বরং এক্ষণে যে, সেই যন্ত্রণা, নবীভাবাপন্ন হইয়া আসিল। প্রাণ যে পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় ধড় ফড় করিতেছে। হৃদয় যেন সুমেরু দিয়া দলিত হইতেছে। মন এত হু হু করিতেছে কেন? সর্ব্বাঙ্গ এত কম্পিত হইতেছে কেন? মস্তক যেন ঘূর্ণিত হইতেছে। দেহে যেন বল নাই। চক্ষে যেন দেখিতেপাইতেছিনা। সকলই শূন্য, সকলই অসার, সকলই ঘোর বিভীষিকাপূর্ণ; স্বভাব যেন আমাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে কেন? নক্ষত্রপুঞ্জ যেন পুঞ্জ পুঞ্জ হইয়া মস্তকোপরি পড়িতেছে পড়িতেছে কেন? ঐ দেখ আকাশে কত শত ধূমকেতুর উদয় হইয়াছে, ঐ দেখ অতি ভীষণতম অশনি যেন আমার মস্তকে পড়িবার জন্য ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতেছে। শূন্যে এত ভয়ানক দাবানল কেন? উঃ কি ভীষণ অগ্নি সমুদ্র!! শূন্য মণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল!! ঐ দেখ দেখ দিঙমণ্ডলও আবৃত হইল। সখে! ও কি ও!! অলৌকিক রূপলাবণ্য-সম্পন্না এক অপূর্ব্বা যুবতী, অগ্নিমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইতেছে কেন? আবার ঐ কাতর কটাক্ষ!! সে কটাক্ষ আমারই দিকে; ঐ সেই কাতর কটাক্ষ আমারই দিকে; প্রাণ যায়, আর ধৈর্য্য ধরিতে পারি না; আবার অশ্রুপূর্ণ রতির কটাক্ষ; সখে! কি করি, রক্ষা জন্য যে আমাকেই আহ্বান করিতেছে। এ যে আমার পরিচিত কটাক্ষ; কে তুমি? মৃণালিনী!! সখে! রক্ষা কর, রক্ষা কর, তোমার বন্ধু পত্নীকে রক্ষা কর। এই বলিয়া কাতর ভাবে বন্ধু ক্রোড়ে শয়ন করিলেন।

২য় সন্ন্যাসী। ভাই! তুমি এত কাতর হইলে কেন? আর যে আমি তোমার কষ্ট দেখিতে পারি না। আমি ত সেই সন্ধ্যাকালেই কহিয়া ছিলাম, সখে! তোমার প্রণয়িনী কাশীতে অবস্থান করিতেছেন, চল আমরা তাঁহার অনুসন্ধান লইয়া আসি। তুমিই ত

কহিলে অদ্য বেলা শেষ হইয়া আসিল; এখনও অনেক দূর যাইতে হইবে, কল্য যাইব। এখন যদি এত কাতর হও, তবে চল, আমরা তথায় গমন করি।

১ম সঃ। ভাই! ভগবান্ আমার মৃণালিনীকে রক্ষা করিবেন বলিয়াই বুঝি আমাদিগকে এখানে আনিয়াছেন। ভাই! দীনেশ! এই যে দুরাত্মা, শকটযোগে একটী স্ত্রীলোককে লইয়া আসিল; এ নিশ্চয়ই আমার মৃণালিনী; কাশী অতি ভয়ানক স্থান; ইহারা অল্পদিন মাত্র এখানে আসিযাছেন; কিছুই জানেন না। নিশ্চয়! নিশ্চয়! এই বিপদে পতিতা রমণী নিশ্চয় আমার—প্রাণবল্লভা,

দীনেশ। ভাই! ইহাই যদি হয়, তবে তাহার চিন্তা কি? চল অনুসন্ধান লইয়া আসি। যদি মৃণালিনীই হয়েন, পদাঘাতে শত্রু মস্তক বিচূর্ণিত করত, তাঁহাকে উদ্ধার করিব। মৃণাকে উদ্ধার করিতে যদি প্রাণ যায় সেও শ্লাঘনীয়,

পাঠক মহাশয়! এক্ষণে আপনি কি সন্ন্যাসীদ্বয়ের পরিচয় পাই-লেন? দেখুন ধর্ম্মের কেমন সূক্ষ্ম বিচার; ঈশ্বরের কেমন আশ্চর্য্য কার্য্য। শরণাগত-রক্ষকের কেমন অসীম অনুগ্রহ; পবিত্র ধর্ম্ম পথে থাকিলে কেহ কোন কালে কোন কষ্ট পায় না ইহা স্থিরনিশ্চয়; উভয়ে এইরূপ পরামর্শ করিয়া প্রকৃত ঘটনা কি, জানিবার নিমিত্ত, গাত্রোত্থান করিলেন। নিঃশব্দ-পদ-সঞ্চারে অতি সাবধানে গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। দ্বার সকল উন্মুক্ত, বাগানবাটীতে অনেক গুলি কুটারি আছে। সকল গৃহে আলোক নাই। রাত্রি অন্ধকারময়ী; লোক-জনের নিতান্ত বিরল প্রচার; এই সকল কারণে সন্ন্যাসী দ্বয়ের বিশেষ সুবিধা হইল। সাবধানপদে, রাম শরণ-সিংহের গৃহ পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া ব্যাপার কি দর্শন করিতে লাগিলেন। অকুতোসাহস; শরীরে অপরিমিত বল, ভয়ের লেশ মাত্রও নাই। একজন কহিতেছেন, রামশরণ! সাবধান! সাবধান!

তোমার শমন সুযোগ উপস্থিত; সাবধান! বুঝিবা এতদিনে তোমার পাপ-পাদপ ফলবান্ হইল।

পূর্ব্বোক্তরূপ শুশ্রূষার বহুক্ষণের পর মৃণালিনী চেতিত হইলেন। উঠিয়া বসিলেন। দেখিলেন এক সু-সজ্জিত গৃহের সুকোমল শয্যায় উপবিষ্ট আছেন। গৃহে নানাবিধ আহার্য্য দ্রব্য সারি সারি সাজান আছে। বিবিধ বিলাস দ্রব্যের অভাব নাই। সম্মুখে সেই দুরাত্মা অপহারক দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছে। মৃণালিনী কহিলেন মহাশয়! আপনি কে? কেন আমাকে এরূপে এখানে আনিলেন? এই বলিয়া উত্থিত হইবার উপক্রম করিলেন। সুরেশ দেখিয়াই কহিলেন-সখে। দেখ দেখ আমার মৃণাকে দেখ; এ-বিপদ না ঘটিলে কি আমার প্রাণ এমন করে?

অপহারক। তুমি কোথায় যাইবে?

মৃণা। বাটী যাইব, আমাকে ছাড়িয়া দাও।

অপ। আমি কি তোমাকে ছাড়িয়া দিবার জন্য এখানে আনিয়াছি?

মৃণা। কি জন্য আনিয়াছ?

অপ। তোমাকে, সে-কথা আর কিছু বিলম্বে বলিব। এখন জিজ্ঞাসা করি তোমার কি বিবাহ হইয়াছে?

মৃণা। যদিও আমার মন্ত্র পড়িয়া বিবাহ হয় নাই সত্য; কিন্তু আমার বিবাহ হইতে বাকী নাই।

অপ। তবে কি তুমি বেশ্যা কন্যা?

সুরেশ। বাহির হইতে মনে মনে কহিলেন, সাবধান্ দুরাচার সাবধান্!

দীনেশ। পিপীড়ার পালক উঠিতেছে।

মৃণা। আমাকে অমন কথা কহিও না, মাতা আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, আমি হতভাগিনী তাঁহাকে হারাইয়াছি। ও মা! আমি

করিয়াছি কি! শুনিয়াছি মাতৃহীনাকে শয্যায় বসিতে নাই। ভূমিতে উপবেশন করি; এই বলিয়া মেজায় বসিলেন। পলাইবার ইচ্ছা; দ্বারাম্বা রামশরণ সিংহ, দ্বার আগুলিয়া আছে।

অপ। তোমার নাম কি?

মৃণা। স্ত্রীলোকের কি নাম বলিতে আছে। বিশেষ আমি কুলবালা।

অপ। আমার নিকট বলিতে আছে। স্বামীর নিকটে নাম বলিতে কোন দোষ নাই।

মৃণা। আমার স্বামী-সুরেশচন্দ্র, তুমি অমন কথা মুখে আনিও না। আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি বাটী গমন করি। তোমাকে ভদ্র বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু ভদ্রেবন্যায কথা নহে। শুনিযাছি কোন কুলকন্যা বিপদে পড়িলে ভদ্র লোকে তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকেন; তবে তুমি আমাকে এমন কথা বলিতেছ কেন? তুমি কি আমার জাতি কুল খাইবার জন্য আমাকে ধরিয়া আনিয়াছ?

অপ। হাঁ আমি তোমাকে আমার পত্নী করিবার জন্য আনিয়াছি। আজি হইতে তুমি আমার স্ত্রী হইলে। তোমাকে ভাল বাসিব, যখন যাহা চাহিবে তখন তাহা আনিয়া দিব। মনের মত বস্ত্রালঙ্কার দিব। আর তোমাকে লইয়া ঘরকন্না করিব।

মৃণা। আমি তোমার বস্ত্র অলঙ্কার চাহি না। ভালবাসা চাহি না। আর ঘরও করিব না। এ-সকল কথায় আমার বড় লজ্জা করিতেছে। তুমি আমার দাদা, আর ও কথা মুখে আনিও না।

অপ। তোমার রূপে আমার মন মগ্ন হইয়াছে। দেহ মন কেমন করিতেছে। আর আমি ধৈর্য্য ধরিতে পারিতেছি না। এস আলিঙ্গন করি। তোমার এ-অঙ্গ কি ধরাসনে থাকিবার যোগ্য? এই বলিয়া অঙ্কে করিবার উদ্যোগ করিল। ক্রোধে সন্ন্যাসী দ্বয়ের চারি চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। সুরেশ দীনেশকে কহিলেন আর না; হস্তস্থিত

এই ছুরিকাঘাতে দুরাচারকে নিপাত করি। দীনেশ কহিলেন, আমি দণ্ড প্রদান করিব, তুমি ক্ষণকাল অপেক্ষা কর। এই সময় বৃদ্ধাদাসী মালতী কহিল, তুমি কেমন মেয়ে গা, দেখিতেছি বয়স তো হইয়াছে, কোন বোধ নাই কেন? এ-রসে কি একবারে বঞ্চিত। এমন পতি বা উপপতি অনেক ভাগ্যে পাওয়া যায়, আমার কথা শোন, বাবুর সহিত আমোদ কর; তোমার মঙ্গল হইবে। বলি বাবু মহাশয়! ইহাকে নিতান্ত নূতন বলিয়া বোধ হয়, আমি এখান হইতে আমার ঘরে আহার জন্য চলিলাম, আপনি একটু জোর জার করিয়া নিজবশে আনুন, এই বলিয়া গমন করিল। দুরাচার রামশরণ, বলপূর্ব্বক মৃণালিনীর অঙ্গে হস্ত প্রদান করিবার উপক্রম করিল।

এইবার মৃণালিনীর ভয় হইল। কাতর বাক্যে কহিলেন; তুমি আমাকে স্পর্শ করিও না। তোমার পায়ে পড়ি; আমাকে আর মন্দকথা বলিও না। আমার মা নাই। আমি জননীহীনা, এই আমি তাঁহাকে পোড়াইয়া আসিতেছি। এখনও চক্ষে দেখিতেছি যেন শ্মশান জ্বলিতেছে। আমার মা নাই। আমার বাপ পাগল; আমার পতি কোথায় চলিয়া গিয়াছে। আমার প্রাণবল্লভ সুরেশ আমাকে পথের ভিখারিণী করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। জানি না আর আমি তাহার দেখা পাইব কি না? আমাকে না বলিয়া; যে আমাকে ভাল বাসিত আর আমি যাহাকে ভাল বাসি সেই সুরেশ আমাকে না বলিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। আমার মুখ চাহিতে এ পৃথিবীতে আর কেহ নাই। এখন আমি তোমাদের দয়ার পাত্রী; আমাকে রক্ষা কর। জাতি কুল খাইও না। তোমার পায়ে পড়ি আমার জাতি কুল খাইও না। মা! আগে আমি কেন মরিলাম না। যদি মরণ না হইল তবে তোমার চিতায় কেন পুড়িয়া মরিলাম না। আমার এ কাল সময় কাল্ বয়স্ কাল্ যৌবন, কাল্ রূপ কি আমার সর্ব্বনাশের জন্যই হইয়াছিল। আমি কেন কুৎশিতা হই

নাই। আমি কেন হইয়া মরিয়া যাই নাই। আমি হতভাগিনী সকল খাইলাম। সকল হারাইলাম। ওগো! তোমার পায়ে পড়ি, আমার হাত ধরিও না। গায়ে হাত দিও না। মাগো! তুমি কোথায় আছ, এখানে আসিয়া দেখ তোমার মৃণালিনী, কি ঘোর বিপদে পড়িয়াছে।

সুরেশ। ভাই দীনেশ! শুনিলেত, আমার প্রাণপ্রিয়ার মা আজি মরিয়াছেন। দুরাত্মা গঙ্গাতীর হইতে মৃণাকে ধরিয়া আনিয়াছে। দয়াময় ঈশ্বর! আমরা তোমাকে প্রণাম করি; বড় সু-সময়ে আমাদিগকে এখানে আনিয়াছ।

অপ। তবে না তুমি নাম বলিবে না? মৃণা। তোমার পায়ে ধরি, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর, আমি তোমার চিরদিনের কেনা ভৃত্য হইলাম।

মৃণা। তবে আমি তোমার মা ঠাকুরুণ হইলাম। আমাকে রক্ষা কর ভগবান তোমার মঙ্গল করিবেন।

অপ। মৃণা! তুমি এ রসে বঞ্চিত; আজি আমি তোমাকে যুবতী জনোচিত চতুরতা শিখাইব। এই বলিয়া মুখচুম্বনে উদ্যত হইল।

মৃণা। ভগবান্ আমার এ-কি হইতে চলিল। তুমি আমাকে এখনই নাও। হা ভগবান্! হে পরমেশ্বর! হা-অনাথনাথ! তুমি কোথায়, মা বলিতেন তুমি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বতশ্চক্ষু, দুঃখহারক, জগৎ-পালক, পাপীর যম; ধার্ম্মিকের বন্ধু; অনাথার শরণ, আর দুর্ব্বলের বল; তোমার মৃণা; এ বয়সে জন্মিল; জাতিকুল হারাইল; এই ঘোর ভয়ঙ্কর স্থানে জাতিকুল হারাইল, আসিয়া রক্ষা কর। দয়াময়! আমায় দয়া কর। পিতা দুহিতাকে রক্ষা কর। বাপ! তোমার চক্ষের অগ্রে তোমার অনাথা কন্যা সতীত্বধনে বঞ্চিত হয় একবার দৃষ্টিপাত কর। সুরেশ! আমার প্রাণনাথ সুরেশ! তুমি কোথায়

রহিলে? আসিয়া দেখ তোমার স্ত্রী; তোমার ভালবাসা স্ত্রী; তোমার মৃণালিনী আজি চির জীবনের জন্য অপবিত্র হয়। আসিয়া রক্ষা কর। আমি স্ত্রী তুমি স্বামী, আমাকে রক্ষা কর। সুরেশ! মনে বড় সাধ ছিল তোমার কোলে শয়ন করিয়া মনের অনেক কথা কহিব, আর তাহা হইল না। হায়! হায়! আমি কেমন করিয়া সকলকে এ পাপমুখ দেখাইব। যদি কখন সুরেশের সহিত সাক্ষাৎ হয় তবে কেমন করিয়া কোন্ প্রাণে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিব। দুরাচার! তুই কি সত্য সত্যই আমার জাতিকুল খাইবি? এখনও সর্ নতুবা এই বাম পদাঘাতে তোর্ মুখ ভাঙ্গিয়া দিব।

অপ। অগ্রে আমার পত্নী হও, পশ্চাৎ মুখ ভাঙ্গিও। এই বলিয়া যেমন সবলে জড়াইয়া ধরিবে অমনি দীনেশ বাবু, পূর্ব্বকৃত একগাছি দড়ীর ফাঁস হস্তে, এক লম্ফে নিকটে উপস্থিত হইয়া রাম-শরণের গলদেশে প্রদান করত ভয়ানক জোরে কসিয়া ধরিয়া ঘরের মেজায় চিৎপাত করিয়া ফেলিলেন। সুরেশ বুকে চড়িয়া বসিলেন। মৃণালিনী সভয়ে সরিয়া দাঁড়াইলেন। পরে সুরেশ কটীদেশ হইতে সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিয়া দুই চক্ষের পুত্তলিকা বিদ্ধ করত গৃহ-মধ্যস্থ খাদ্যাধারে স্থিত লবণ এবং লেবুর রস প্রদান করিলেন। পুনঃ পুনঃ তিনবার দিলেন। চক্ষু দুটি এ জন্মের মত অন্ধ হইয়া গেল। পশ্চাৎ বক্ষঃ হইতে উত্থিত হইয়া কহিলেন, মৃণা! আমার নয়ন কৌমুদি মণা! ভয় কি, এই যে আমি তোমার নিকটেই আছি।

মৃণালিনী—বহুদিনের পর সুরেশকে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। দুই চক্ষে অবিরলধারা বহিতে লাগিল। এই সময় দীনেশ বাবু কহিলেন আর বিলম্ব করা উচিত নহে। চল আমরা প্রস্থান করি, বলিয়া রামশরণের গলরজ্জু মোচন করত, নিজ নিজ সাজ সজ্জা লইয়া বাটীর মুক্ত করত পলায়ন করিলেন। সে রাত্রি তাঁহারা কাশীর প্রান্তরস্থ এক উদ্যানে অবস্থান করিলেন। সুরেশের সঙ্গে মৃণালিনীর

পরম সুখেই যামিনী অতিবাহিত হইল। সঙ্গে দীনেশ বাবু থাকায় সুখের সীমা নাই। মৃণালিনী এক এক করিয়া পতির মুখে সকল কথাই শ্রবণ করিলেন।

প্রভাত হইবার পূর্ব্বে সুরেশ কহিলেন মৃণা! এখন কোথায় যাইবে বল।

মৃণা। তুমি যেখানে লইয়া যাইবে সেই খানেই যাইব। কিন্তু আমাকে সাবধানে লইয়া চল; যেন আমার জন্য তোমার বিপদ না ঘটে।

সুরেশ। প্রিয়ে! আমাকে সাবধান করা তোমার করণীয় কার্য্য বটে কিন্তু আমরা এ সকল বিষয়ে বিশেষ সাবধান। প্রিয়তমে। পতি পত্নীকে বিবিধ বস্ত্রালঙ্কারে সাজাইয়াও মনের মত হইল না বলিয়া কত দুঃখ করেন, আমায় যে আজি তাহার বিপরীত কার্য্য করিতে হইল। এ অবস্থায় তুমি আমাদের সঙ্গে যাইলে সহজেই সকল রহস্য প্রকাশ হইবে। এস প্রিয়ে! তোমাকে সন্ন্যাসিনীর বেশে সাজাইয়া সকল দিক রক্ষা করি। এই বলিয়া বস্ত্রাদি সকল বাহির করিয়া সাজাইতে বসিলেন। বর্ত্তমান অবস্থায় এই বিবিধ বেশই, সুরেশকে সকল সঙ্কট হইতে রক্ষা করিয়া থাকে।

মৃণালিনী সন্ন্যাসিনীর বেশে সুসজ্জিতা হইলেন। পরিধান আরক্ত গৈরিক বস্ত্র, রুদ্রাক্ষের মালা সকল, মনিবন্ধ, প্রকোষ্ঠ, গলদেশ, কর্ণ প্রভৃতি ভূষণ স্থান অধিকার করিল। নব নীরদ-সদৃশ অরাল কেশাবলিতে ভস্মরাশি অবিকার বিস্তার করিল। সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম লেপন করিলেন। বাম করে ভিক্ষার ঝুলি এবং দক্ষিণ করে জপমালা বিরাজিত হইল।

নবযৌবন-ভূষিতা মৃণালিনী আপনার সন্ন্যাসিনীর বেশ দর্শনে অল্প অল্প হাসিতে হাসিতে ভগবান ভাস্করকে প্রণাম করিয়া, দীনেশের অনুমতি লইয়া একগাছি রুদ্রাক্ষের মালা, সুরেশের গলদেশে পরা-

ইয়া দিলেন। সুরেশও নিজ গলদেশ হইতে রুদ্রাক্ষমালা উন্মুক্ত করিয়া মৃণালিনীর গলদেশে পরাইয়া দিলেন। সতী পতিব্রতা আপনাকে কৃত কৃতার্থ বোধ করিয়া পতিপদে প্রণাম করিলেন। সুরেশ বাবু প্রিয়তমাকে সাদরে উঠাইয়া হস্তে হস্ত প্রদান করিয়া কহিলেন, মৃণা! আজি হইতে সুরেশ তোমার কৃতদাস হইল। মৃণালিনী কহিলেন এ দাসীপ্রতি যেন চিরকাল এইরূপ অনুগ্রহ থাকে। এই কথা বলিয়া দীনেশের চরণে প্রণাম করিলেন। দীনেশ বাবু আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া কহিলেন মৃণা। আমি ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে নিয়ত এই প্রার্থনা করি, তোমরা চিরসুখী হও, কোন কালে কোন অশুভ যেন তোমাদিগের পবিত্র অঙ্গ স্পর্শ করিতে না পারে। এই বলিয়া সকলে উদ্দেশ্য স্থানে গমন করিলেন। অর্থাৎ সুরেশ মৃণালিনীকে লইয়া বৃন্দাবনধামে এবং দীনেশ বাবু কাশী ধামে গমন করিলেন।

কয়েক দিনের পর বিজয় বাবু বিমলার পত্র পাইয়া সত্বর কাশী-ধামে আগমন করিলেন। ঘটনাক্রমে সেই দিন যোগীন্দ্র বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। উভয়ে শশিশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইয়া ক্ষেত্রমণির মুখে সকল কথা শুনিয়া ম্রিয়মাণ হইলেন। পরে বিজয় বাবু এবং যোগীন্দ্র বাবু কিংকর্ত্তব্য বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন এমন সময় এক সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হই-লেন। উভয়ে তাঁহার যথাযোগ্য সম্মান রক্ষা করিয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিবামাত্র সন্ন্যাসী হাসিয়া কাণে কাণে কি কহি-লেন। উভয়ে চকিত হইয়া সন্ন্যাসীর মুখপানে চাহিয়া থাকিলেন। পরক্ষণেই কহিলেন জয় ঈশ্বরের জয়!! সন্ন্যাসী সে দিন তথায় থাকিয়া পরদিন যথেচ্ছ প্রস্থান করিলেন। বিজয় বাবু যোগীন্দ্র বাবুকে কহিলেন ভাই যোগীন্। তুমি এই বাটীতে থাকিয়া যাহা কর্ত্তব্য তাহা কর। আমি বাটী চলিলাম। কারণ বিনোদ পাগলের মত হইয়াছে।

যোগীন্দ্র বাবু কহিলেন, ভাল তুমি গমন কর; সময়ে সাক্ষাৎ করিব। বিজয় বাবু গৃহে গমন করিলেন।

যোগীন্দ্র বাবু কিছু দিন কাশীতে থাকিয়া; সরোজিনীকে তথায় আনাইলেন। সরোজ স্বামীর নিকটে আসিয়া মনের সুখে বাস করিতে লাগিলেন। যথা সময়ে এক সন্ন্যাসিনী আসিয়া সরোজের সঙ্গিনী হইলেন। যোগীন্দ্র বাবু বাসগৃহ রক্ষার্থ কতিপয় দ্বারপাল নিযুক্ত করিলেন। পুলিস প্রহরিগণকে প্রচুর ধন-দানে সন্তুষ্ট করিয়া কহিলেন আবশ্যক হইলে আপনারা সাহায্য করিবেন। তাহারা সেলাম দিয়া প্রস্থান করিল। তৎপরে প্রতিবেশীগণকে বিবিধ বিষয়ে বিশেষ সাহায্য দিয়া বিশেষ রূপে আয়ত্ত করিলেন। নবীন সন্ন্যাসিনী নিজভবনে সরোজের সহিত পরম সুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ক্ষেত্রমণি পূর্ব্ববৎ পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিল।

পাঠক মহাশয়! এখন আপনি বোধ হয় সেই সন্ন্যাসীকে—দীনেশবাবু আর সন্ন্যাসিনীকে মৃণালিনী বলিয়া চিনিতে পারিয়াছেন। মৃণালিনী কেমন করিয়া যে নিষ্কৃতি পাইলেন অন্য কাহারও নিকট তাহার মূল কথা প্রকাশ করিলেন না। আর এক কথা এ মিলনে সুরেশ বাবু এবং পাচু গোয়ালাও বঞ্চিত হয় নাই। সকলেই সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া লইলেন। কেবল বিরজা কুন্দবালা এবং বিনোদ বাবু এ সুখে বঞ্চিত থাকিলেন। ইঁহারা এইরূপে পরস্পর সাক্ষাৎ করিয়া যে যাহার কার্য্যে গমন করিলেন। কাশীতে কেবল সরোজ, মৃণালিনী এবং ক্ষেত্রমণি রহিয়া গেলেন। ক্ষেত্রমণি যোগীন্দ্রের শাসনে কোথাও (যাহা জানে) কোন কথা প্রকাশ করিল না।

ও দিকে দুরাত্মা রামশরণ দস্যু চেতন পাইয়া প্রাণে বাঁচিল বটে কিন্তু চির দিনের জন্য অন্ধ হইয়া গেল। চক্ষু অন্ধকারী শত্রু দ্বয়ের এবং মৃণালিনীর গোপনে গোপনে অনেক অনুসন্ধান লইল কিন্তু কোথাও কোন সন্ধান পাইল না। অপরাপর লোক সকল

তাহাকে অন্ধ হইতে দেখিয়া অপার আনন্দে ভাসিল। রামশরণ জীবন্তে মরিয়া জীবন কাল কাটাইতে লাগিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

সময়।

কালক্রমে মহারাজ মাতাব সিংহ সদয় হইয়া বিজয়াদির বিশেষ সাহায্য করিতে লাগিলেন। ক্রমে নবাবের নামে দুই একটী করিয়া অনেকগুলি মোকদ্দমা আরম্ভ হইল। যাহার যাহা কাড়িয়া লইয়াছিলেন, তাহারা তাহার দুই একটী করিয়া উদ্ধার করিতে লাগিল। কয়েকটি ধর্ম্মভ্রষ্টা ইতরজাতীয় স্ত্রীলোক নবাবের অত্যাচারের কথা উল্লেখ করিয়া অভিযোগ করত নিজ নিজ ভরণ পোষণের উপায় করিয়া লইল। এত দিনে আদালতে সাধনলালের গুণাগুণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। বিচারপতিগণের মনে দারুণ অশ্রদ্ধা জন্মাইতে লাগিল। পাঠক মহাশয়! সাধনের এ সকল দর্প চূর্ণের কারণ সেই মহারাজ মাতাব সিংহ;

মহারাজ এত দিন নিজের কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় বিল্বগ্রামে মনঃসংযোগ করিবার অবকাশ প্রাপ্ত হয়েন নাই। এক্ষণে বিশেষরূপে মনোযোগী হইলেন। নানা দিক্ হইতে বিরজা এবং কুন্দবালার সম্বন্ধে নানা সংবাদ পাইতে লাগিলেন। তাহারই সত্যাসত্য মীমাংসা করিয়া কিং কর্ত্তব্য অবধারণ করিতে লাগিলেন। মহারাণী ভুবনেশ্বরী শৈলবালাকে কন্যার অধিক ভাল বাসিয়া প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। শোকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। নানাবিধ আশা ভরসা প্রদান করিতে লাগিলেন। কালে তোমাকে বিল্বগ্রামের অধী-

খরী করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। শৈলবালা মহামায়ীর প্রবোধ বচনে কথঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধরিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

পাঠক! আপনি কি সময়কে বিশ্বাস করেন? সময়ে না ঘটে এমন কাজ নাই। যিনি সময়ের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে না পারেন, তাঁহাকে সময়ে পরিতাপ সমুদ্রে নিমগ্ন হইতে হয়। সময় কাহারও অনুরোধ রক্ষা করে না। নিরন্তর স্ব-কার্য্য সাধনে তৎপর আছে। যিনি বিজ্ঞ বহুদর্শী তিনিই ইহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া থাকেন; তদ্ভিন্ন কেহই ইহার হস্ত বহির্ভূত হইতে পারেন না। অনেকেই সময়-ধর্ম্মে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া আপনার সুখ-তরু-মূলে আপনিই কুঠারাঘাত করে। আপনার গমন পথে স্ব হস্তে কণ্টক রোপণ করে। বুদ্ধি থাকিতে হিতাহিত বুঝিতে পারে না। চক্ষু থাকিতেও দেখিতে পায় না। যে ব্যক্তি সময়ের অনুগ্রহে উন্নত-পদে অধিরোহণ করিয়া মনের সাধে অত্যাচার আরম্ভ করে, পর-ধন ও পর-পত্নী হরণ করে, অধর্ম্মাচরণ দ্বারা পর-সম্পত্তি উদরসাৎ করে, পরের মান-সম্ভ্রম নষ্ট করিতে থাকে, অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া পদে পদে আত্মপর সকলকে পদ-দলিত করে, পরমাত্মীয়কে শত্রু করিয়া তুলে, অনর্থক দণ্ডে দণ্ডে পর হৃদয়ে মসী-প্রদান করে, অধীনস্থ জনগণকে মনুষ্য-মধ্যে গণ্য করে না, অপরাপর সকলকে যথাযোগ্য সম্মান বিতরণ করে না। নিশ্চয় জানিবে সে ব্যক্তি আপনার সর্ব্বনাশ আপনিই করিয়া থাকে। গৃহের অচলালক্ষ্মীকে চঞ্চলা করিয়া তুলে। নিজের সু-সময়কে অনায়াসে দুঃসময়ে পরিণত করে। ঈশ্বর! সাধারণের পিতা, পালনকর্ত্তা এবং দণ্ড-দাতা; এজন্য অত্যাচার করিয়া কেহ কখন নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন না। সেই পরম পিতা; পাপীর দণ্ড-দানার্থ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করত ভয়ানক দণ্ড ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া আছেন। শুম্ভ, নিশুম্ভ, তারক, রাবণ প্রভৃতি আত্ম-বিস্মৃত অত্যাচারিগণ তাঁহার কঠোরশাসনেই নিপাতিত, অন্যের

কথা দূরে থাক্, ভগবান নিজকৃত কর্ম্মের ফলভোগ, নিজেই করিয়া থাকেন। তিনি যখন আপনার দর্প, আপনার অহঙ্কার, আপনিই রাখেন নাই, তখন অন্যের কথা উল্লেখের অযোগ্য ;

এই সময়ে মহারাণী কতকগুলি দাস দাসী এবং সৈন্য দিয়া শৈলবালাকে বিল্বগ্রামে পাঠাইয়া দিলেন। শৈলবালা মহা সমারোহে নিজ ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন। নগরে আনন্দ কোলাহল পড়িয়া গেল। অসংখ্য কুলকামিনী শৈলকে দেখিতে আসিতে লাগিলেন। শৈল সে সকলের যথাযোগ্য সম্মান রক্ষা করিতে লাগিলেন। ভদ্রলোক মাত্রেই বিজয় এবং বিনোদ বাবুদিগকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

এ দিকে লক্ষ্মী এবং গ্রামগুলি দিনে দিনে সাবনলাল সিংহ মহাশয়কে ত্যাগ করিতে লাগিলেন। তিনি যে উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন তাহাই নিষ্ফল হইতে লাগিল। ধন ক্ষয় এবং মান ক্ষয় ভিন্ন অন্য কথা নাই। ক্রমশঃ অতিগুরুতর ঘৃণার্য্য সকলের নিগূঢ় রহস্যসকল, বাহির হইতে লাগিল। ধনী জনগণের নিকটে সিংহ মহাশয়ের কলঙ্কচয় প্রকাশ হইতে লাগিল। বিচারক মহাশয়গণও তাহা অবগত হইতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে সিংহ মহাশয়ের বন্ধুগণ তাঁহাকে ত্যাগ করিল, কেবল যাহারা নিতান্ত নারকী, তাহারাই অনুগত হইয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া দুর্দ্দান্ত নবাবের নিদ্রাভঙ্গ হইল। চতুর্দ্দিক্ বিভীষিকাময়ী দেখিতে লাগিলেন। ভয়ে সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। হৃদয় ভয়ানকরূপে নিষ্পিষ্ট হইতে লাগিল। এক এক করিয়া নিজকৃত দুষ্কর্ম্ম সকল যতই মনে পড়িতে লাগিল ততই উন্মাদবৎ হইতে লাগিলেন। আর নিষ্কৃতি নাই ভাবিয়া দুঃখে, ক্ষোভে, ক্রোধে, নানা প্রকার মুখভঙ্গী ধারণ করিতে লাগিলেন। ভয়ানকরবে চিনিবাস এবং রঘুরাম সিংকে আহ্বান করিলেন। তাহারা দ্রুতপদে, সিংহ

গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিল নবাব কেমন এক প্রকার হইয়া গিয়াছেন। দেখিয়া কহিল, এ কি মহাশয়! আপনি এমন হইলেন কেন? নবাব কহিলেন, রঘুরাম! চিনিবাস! আর আমার রক্ষা নাই। আমি বিজয়কে শাসন করিতে পারিলাম না। ঈশ্বর তাঁহার সহায় হইয়াছেন। আমার মান সম্ভ্রম সকল যাইতে বসিয়াছে। আমি যাহা কখন স্বপ্নেও চিন্তা করি নাই তাহাই হইয়া যাইতেছে। আমি নারকী না করিয়াছি কি? সে জন্যই আজি আমি এতাদৃশ অপমানিত; আজি আমি আত্ম হত্যা করিয়া নিজকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব; আমার একমাত্র নাবালকপুত্র আর এই সম্পত্তি লইয়া তোমরা যাহা হয় করিও। না হয় আমাকে বল, আমি বিজয় বাবুকে আনাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করি; তাঁহাদের বিরজা এবং কুন্দবালাকে ফিরাইয়া দিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করি, তাঁহাদের ধন মান তাঁহাদিগকে দিয়া আমার ধন মান ফিরাইয়া লই। বিরজার জন্য যদি আমায় কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয় সেও ভাল, তথাচ আর এ যাতনা সহ্য হয় না।

রঘুরাম সিংহ কহিল আপনি করেন কি? স্থির হউন, এরূপ অসাবধান হইলে সর্ব্বনাশ হইয়া যাইবে। বিরজাকে ফিরাইয়া দিয়া যদি নিষ্কৃতি পাইতেন, তবে, দিলেকিছু ক্ষতি ছিল না। এ তাহা নহে। যাহার জন্য এক জনের প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে তাহাকে পাইলে অনেক গুলিরই প্রাণ দণ্ড হইবে। আপনার অর্থের অভাব কি, আপনি স্থির হইয়া বসিয়া থাকুন, আমরা সকল কার্য্য করিতেছি। দেখুন না একবারে সবকাজ শেষকরিয়াফেলি। সকলকে কারাগারে দিয়া শত্রুশাসন করি, শত্রু শাসন নিশ্চয়ই হইবে। অধিক কি বিরজাকে আপনার নর্ত্তকী করিয়া দিয়া মনের দুঃখ নিবারণ করিব। আপনি এত চঞ্চল হইবেন না। বিজয় আপনার পরম শত্রু; তাহাকে শাসন না করিলে যে, আপনার নবাব নামে কলঙ্ক হইবে। আপনি সিংহ হইয়া শৃগাল

হইবেন না। স্থির হউন। এই সকল প্রবোধ বচনে সিংহ মহাশয় কতকটা আশ্বস্ত হইলেন এবং কিংকর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া তৎকালোচিত কার্য্যে গমন করিলেন।

ত্রয়োবিংশ-পরিচ্ছেদ।

কুন্দবালা।

কুন্দবালা এলাহাবাদে আগমন করিয়া একটি ভবনে অবরুদ্ধ হইলেন। বাটীতে, সেবার জন্য নিকটে দুইটি পরিচারিণী অবস্থান করিতে লাগিল। বহির্দ্বার সর্ব্বদা রুদ্ধ; ভিতরে যমদূত সদৃশ দুই জন এবং বাহিরে দুইজন প্রহরী; বাহির হইবার উপায় নাই। আবশ্যক দ্রব্যাদি সকল দাসীগণ আনিয়া থাকে; মহাদেব নিযুক্ত একজন কর্ম্মচারী এলাহাবাদের মধ্যে, কোন একটী বাটীতে থাকিয়া সর্ব্বদা কুন্দবালার তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে। কুন্দবালার সহিত পূর্ব্বোক্ত দুইটি পরিচারিণী ভিন্ন অন্য কাহারও দেখা সাক্ষাৎ হয় না। এইরূপে দুই এক মাস কাটিয়া গেল। কুন্দ বুদ্ধিমতী এবং বিলক্ষণ চতুরা, তিনি যে এরূপ অবস্থায় কেন আছেন, কে রাখিয়াছে, কি জন্য রাখিয়াছে, কি হইবে, সেই সকল এক প্রকার নিশ্চয় করিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন। মহাদেব বাও যে ভদ্র লোক নহেন, তাহা তিনি কারাগৃহেই সন্দেহ করিয়াছিলেন। এক্ষণে আর জানিতে কিছুই বাকী রহিল না। কাজেই কুন্দ পরিচারিণী দ্বয়ের সহিত বিশেষরূপে মিলিয়া গেলেন।

এক দিন কুন্দ প্রথমা দাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি বলিতে পার, আর কত দিন আমি এ অবস্থায় একাকিনী থাকিব? মহাদেব দাদা, আমার দাদার সহিত, আমার দেখা করাইয়া দিবেন

বলিয়াছিলেন, কবে আমি দাদাকে দেখিতে পাইব? এ কাশীধাম; চলনা, এক দিন বিশ্বেশ্বর দর্শন করিয়া আসি। তোমরা আমাকে এবাটী হইতে বাহিরে যাইতে দিতেছ না কেন? কুন্দবালার এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া সঙ্গিনীরা নীরবে থাকিল। কেহ কোন উত্তর প্রদান করিল না। কতক্ষণের পর প্রথমা কহিল, কুন্দ! সে সকল অনেক কথা; যেমন আছ তেমনি থাকো। শুনিয়া কুন্দ নীরব হইলেন। কিন্তু মনোমধ্যে নানা সন্দেহ উপস্থিত হইতে লাগিল। এক সময়ে কুন্দবালা প্রথমাপরিচারিণী—কুসুমকে নির্জ্জনে পাইয়া কহিলেন কুসুম! এ যম ভবনে আর আমার কেহ নাই। তুমিই আমার অবলম্বন; তোমার পায়ে পড়ি, আমার মাথা খাও। সত্য কহ, এ হতভাগিনীর পরিণাম কি? কুসুম কহিল কুন্দ! ভগবান্ তোমাকে রক্ষা করুন। এখানে তোমার দাদা কোথায়? এ যে এলাহাবাদ। বলিতে ভয় করি, তুমি আর কি কাহাকেও দেখিতে পাইবে; মহাদেব রায় যে তোমার ধর্ম্ম হানি করিতে তোমাকে এখানে আনিয়াছেন। তাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ! কাহার সাধ্য তাহার অমতে কাজ করে। তিনি তোমাকে নিজ পত্নী করিয়া রাখিবেন। আর তোমার পলাইবার উপায় নাই। তোমাকে বাটীর বাহির করিতে আদেশ নাই। সর্ব্বদা দ্বার রুদ্ধ আছে। তাহার উপর প্রহরী; শুনিতে পাইতেছি তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া সত্বর তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। তুমি কি করিবে বল, আর কোন দুঃখ করিও না। মহাদেব রায় তোমাকে রাজরাণীর অবস্থায় রাখিবেন। তাঁহার ধনের শেষ নাই। তোমার কোন কষ্ট হইবে না। এক কষ্ট আত্ম বন্ধুকে দেখিতে পাইবে না। তা স্ত্রী লোকের প্রিয়তমই সকল বন্ধুর সার বন্ধু। কুন্দবালা এই সকল শ্রবণ করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। চতুর্দ্দিক শূন্যময় নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সে দিন এই ভাবে অতিবাহিত হইয়া গেল।

কুন্দবালা যে গৃহে শয়ন করিয়া থাকিতেন, সে গৃহে কেবল কুসুম শয়ন করিয়া থাকিত। গৃহটী ত্রিতল; ছাদে উঠিলে অনায়াসে গঙ্গা যমুনা দর্শন হইত অথচ বাহির হইতে কেহ দেখিতে পাইত না। সিঁড়ির চাবি কুসুমের নিকটই থাকিত। ইচ্ছা হইলে চাবি খুলিয়া কুন্দ সকলের সঙ্গে ছাদে যাইতেন। একাকী যাইতে পাইতেন না। কালক্রমে কুন্দ, কুসুমকে আয়ত্ত করিয়া চাবিটি নিকটে রাখিয়াছিলেন। যখন ইচ্ছা হইত, তখনই বায়ু-সেবন বা গঙ্গা দর্শনার্থে ছাদে উঠিতেন। আজিও দিবা ভাগে ছাদে উঠিলেন। দারুণ দুশ্চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া শূন্য নয়নে অনেকক্ষণ ধরিয়া চারিদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া কি দেখিয়া নীচে নামিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। দেখিতে দেখিতে রাত্রি অধিক হইল। সঙ্গিনীরা আহারাদি করিয়া যে যাহার স্থানে শয়ন করিল। কুসুম, কুন্দবালার গৃহে শয়ন করিয়াছিল, দেখিতে দেখিতে প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইল। কুন্দবালার নিদ্রা নাই: নীরবে শয্যাতলে পড়িয়াছিলেন। এক্ষণে উত্থিত হইলেন। গৃহের আলোক নির্ব্বাণ করিলেন। চুপি চুপি বাহিরে আসিলেন। স্ত্রীপুর হইতে বাহির হইবার জন্য বহির্বাটীর দ্বারে গেলেন, কবাট ধরিয়া টান্ দিলেন, খুলিল না; কারণ তাহা বহির্দ্দিকে বন্ধ আছে। যেমন পূর্ব্বে পূর্ব্বে থাকিত আজিও সেইরূপে বন্ধ আছে।

তথা হইতে ফিরিলেন, সিঁড়ির দরজা উন্মুক্ত করিয়া ছাদে উঠিলেন। এখন রাত্রি অধিক হইয়াছে, চতুর্দ্দিক প্রায় নিস্তব্ধ, রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী; তাহাও প্রায়, যায় যায় হইয়াছে। কারণ শশধর অস্তাচলচূড়াবলম্বী; সম্মুখে গঙ্গাযমুনা একত্রিত হইয়া নীরবে গমন করিতেছেন। তাহা, দূরহইতে পৃথিবী দেবীর বসনা কলাপের ন্যায় বোধ হইতেছে। পবনদেব গঙ্গাতোয়ে সুশীতল হইয়া মৃদুমন্দ প্রবাহে বহমান হইতেছেন। নৈশাকাশে নক্ষত্র সকল হীরকখণ্ডের ন্যায় শীতল প্রভা

ঝিঁবিবণ করিতেছে। স্বভাব এক গম্ভীব ভাব ধাবণ কবিযা ভয এবং আনন্দপ্রদ হইযাছে। কুন্দবালা কিয়ৎক্ষণ অস্থির মনে এ দিক ওদিক ভ্রমণ করিয়া স্থিব হইলেন। পরে শূন্য নযনে আকাশ মার্গে দৃষ্টিপাত কবিয়া কত কি ভাবিতে লাগিলেন। অন্তঃকবণে অধিকক্ষণ তাহাও ভাল লাগিল না। জাহ্নবী নীবে নযন-নিক্ষেপ কবিলেন। জানিনা কি জন্য যুগল নযনে দবদবিত ধাবা বহিতে লাগিল। হৃদয় ব্যাকুল হইল। চবণ-দ্বয কাঁপিতে লাগিল। আব দাড়াইতে পাবিলেন না। বসিযা পড়িলেন। ঘাটের উপব বসিয়া পড়িলেন। ভাবনা বাবিধি উচ্ছ্বসিত হইল। আব নীববে থাকিতে পাবিলেন না। অনুচ্চৈঃস্ববে বোদন কবিযা কহিতে লাগিলেন—হা ভগবান্! হা দীননাথ। জগদেক বন্ধো! বিপত্তাবণ! পতিতপাবন! আব আমি কত দিন এ যন্ত্রণা ভোগ কবিব। আমায সংহার কবিযা বক্ষা করুন। এখন আমি মবিলে বাঁচিযা যাই। আব কেন? আমাব সুখেব দিন শেষ হইযা গিযাছে। যাহাব আত্ম নাই, বন্ধু নাই পিতা নাই, মাতা নাই, ভ্রাতা নাই, তাহার জীবনে প্রয়োজন কি? আপনি আমায সকল সুখে সুখিনী কবিয়াছিলেন। আমাব নাছিল কি, হা দেব হরিপদ বাবু! আপনাব তুল্য মহাপুরুষকে কি আব আমি বন্ধুরূপে প্রাপ্ত হইব না? আপনার অদৃষ্টে যে এরূপ লেখা ছিল তাহা স্বপ্নের অগোচব, স্ত্রীবধরূপ ঘোব কলঙ্কে আপনার জীবন নাশ। ইহা মনে হইলে হৃদয় ফাটিয়া যায়। হায়! হায়! এদুঃখ বাখিতে স্থান্ নাই।

বিনতে! তুমি কোথায় আছ, আসিয়া দর্শন কব, আমাদেব কি শোচনীয অবস্থা ঘটিয়াছে। তোমাব স্বামীব প্রাণ দণ্ড; তোমার নিমিত্ত প্রাণ দণ্ড!! সুবেশ দীনেশ চিবনির্ব্বাসিত, শৈলবালা জাতিচ্যুত; বিনোদ দাদা দেশত্যাগী; আমাব প্রাণকান্ত, উন্মত্ত, আত্মহারা, সন্ন্যাসী বা উদাসী; তিনি জীবন বাখিয়াছেন কি না তাহা ভগবান্ জানেন। আমাদেব আব সে-সুখসম্পত্তি নাই। কোন্ অলক্ষ্য

অদৃশ্য পথে পলায়ন করিয়াছে। আমি পাতকিনী কেবল এই সকল দেখিবার ও শুনিবার জন্য বাঁচিয়া আছি। দাদা! দাদা! আমার বিজয় দাদা। তুমি কি শৈলবালাকে হারাইয়াছ? সাক্ষাৎ লক্ষ্মী স্বরূপা শৈলবালাকে হারাইয়াছ? হা-সখি শৈলবালে। তুমি কি সতীত্বধনে বঞ্চিত হইয়াছ? তোমার নির্ম্মল শরীরে কি কালী পড়িয়াছে? তুমি যে কখন পাপ কেমন তাহা জান না। তুমি যে সতীত্বের শ্বেতপদ্ম; কে তোমাকে পাপময়ী ভূষিতা করিল? দুরাত্মা নবাব কি তোমার পবিত্র অঙ্গস্পর্শ করিয়াছে? আমি বোধ করি তুমি এ যন্ত্রণায় বাঁচিয়া নাই। নিশ্চয় আত্মঘাতিনী হইয়াছ। দাদা, এ-সার দুঃখ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া নিশ্চয়ই দেশত্যাগী হইয়াছেন। তবে আর আমি বাঁচিয়া কেন? এ শত্রু ভবনে আর আমি বাঁচিয়া কেন? প্রাণের মায়া কি এতই হইল। রে কঠিন প্রাণ। তুই আমার দেহ হইতে চলিয়া যা; যদি সহজে নির্গত না হও, তবে বলপূর্ব্বক বাহির করিব। এই বলিয়া স-জোরে বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিলেন। ঘন ঘন শির-স্তাড়ন, করাঘাতে কপাল ফলক ক্ষত হইয়া রুধির ধারা বহিতে লাগিল। আলুলায়িত কেশ পাশ চতুর্দ্দিকে বিশীর্ণ হইয়া পড়িল। অঙ্গের বসন স্ব-স্থান চ্যুত হইল। আবরার কহিলেন প্রাণনাথ। প্রাণ-বল্লভ। দেব বিনোদ বাবু। আমার জীবিত নাথ। বিনোদ বাবু। এখানে আসিয়া দর্শন করুন। আপনার কুন্দবালা, সাধের কুন্দ-বালা, বড় আদরের কুন্দবালা, কি ঘোর বিপদে পতিত; জাতি যায়, কুল যায, মান যায়; তোমার আদরের ধন আমার সতীত্ব, তাহাও শত্রুকরে কলঙ্কিত হয়।

প্রাণনাথ! আমার মনে অনেক সাধ ছিল, তাহা আর পূর্ণ হইল না। আর সে রাঙ্গাচরণ দেখিতে পাইলাম না। আর আপনার সে ভাব, সে বাক্য, সে আহ্লাদ, সে পরিহাস, সে হাস্য মুখ কমল, সেই সেই প্রিয় বচন দেখিতে শুনিতে পাইব না। আর আমি

আমার এই এই (প্রদত্ত) বস্তু দিয়া আপনার অর্চ্চনা করিতে পাইব না। নাথ! আমার এমন কি শক্তি আছে, যদ্দ্বারা শত্রু শাসন করি, আমি অবলা কাজেই আপনার গচ্ছিত বস্তু সকল রক্ষা করিতে পারিলাম না। আপনি আমাকে অনন্ত বিশ্বাস করেন, আমি বিশ্বাস-ঘাতিনী হইব না। আপনার ধন অক্ষুণ্ণ রাখিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিব। আমি মরিতে কাতর নহি। কেবল মিলন বাসনাই আমাকে এত দিন জীবিত রাখিয়াছে। এখনও আসিয়া উদ্ধার করুন, নচেৎ আর অধিক সময় নাই। আমি যখন শুনিব কিম্বা দেখিব, দুরাত্মা মহাদেব রায় এই ভবনে প্রবেশ করিল, তখনই উদ্বন্ধনে, না হয় এই সৌধাগারের ছাদ হইতে ভূ-পতনে প্রাণকে দেহ হইতে বাহির করিব। মহাদেবের আগমন পর্য্যন্তই আমার জীবন; দুরাত্মা কখন্ যে আসিবে তাহার স্থিরতা নাই। আমারও জীবনের স্থিরতা নাই। অর্থাৎ কখন আছি কখন নাই। প্রাণবল্লভ! প্রাণনাথ! আমি সেই কালেই বলিয়াছিলাম যে, নবাব ঘোর নারকী এবং ধনেশ্বর! তাঁহার সহিত বিবাদে আবশ্যক নাই। দেশ ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃকল্প, যদি দয়া করিয়া দাসীর সে উপদেশ শ্রবণ করিতেন, তবে আজি আমাদের এ ঘোর যন্ত্রণা হইত না। দাদা গেল, আপনি গেলেন, বিরজা গেল, হরিপদ বাবুও গেলেন। সাহায্যকারী সকলেরই সর্ব্বনাশ হইল। নবাব যেমন তেমনি অক্ষুণ্ণ রহিয়া গেল। বরঞ্চ তাহার পাপের স্রোতঃ দ্বিগুণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইল। আমাদের মানস কিছুই পূর্ণ হইল না।

উর্দ্ধদিগে চাহিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, হা দেব জগৎপতি! কুন্দবালা সতীত্ব ধনে বঞ্চিত হয়, আসিয়া রক্ষা করুন। আমি জানি, আপনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বতশ্চক্ষু, অনাথনাথ, বিপদভঞ্জন, লোকে বলে আপনি দয়াময়; তবে কেন আমি রক্ষা পাইব না। তবে কেন আমি আপনার সেই অপার দয়া হইতে বঞ্চিত হইব। আপনি অন্তর্যামী, আমার অন্তর দেখিয়া রক্ষা করুন। আপনি পিতা, আমি কন্যা;

আপনি রক্ষক, আমি রক্ষণীয়া; আপনি রাজা আমি রাজ-কন্যা; পিতঃ তবে কেন আমি রক্ষা পাইব না? হা—সাধু সদাশয়গণ! আপনারা কোথায় আছেন, একবার এই ভীষণভবনে আগমন করিয়া আমায় রক্ষা করুন। আমার ন্যায় রমণীগণ নিয়তই আপনাদিগের আশ্রিত, শরণাগত, এবং রক্ষণীয়া; তবে কেন আপনারা আমায় রক্ষা করিবেন না। এই সুরবালা গঙ্গা যমুনা হৃদয়ে আমার সতীত্ব যায়, জননী যুগলের বক্ষস্থলে থাকিয়াও আমার সতীত্ব যায়, আসিয়া রক্ষা করুন।

দুরাত্মা সাধন সিংহ। তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। শত্রু সকল জীবনে মরিল। তুমি এক্ষণে নিরাপদে জীবন যাপন কর। আর আমি তোমাকে কি অভিশাপ প্রদান করিব। তুমি স্ত্রীবধ, ব্রহ্মবধ গো-বধ-কারী; তোমার অসাধ্য কার্য্য জগতে কিছুই নাই। তোমার অনন্ত নরকের যেন অবসান না হয়।—

এদিকে কুসুমের নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায়, চাহিয়া দেখে, ঘর অন্ধকার; আলোক জ্বালিল। গৃহে কুন্দবালাকে দেখিতে না পাইয়া ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে করিতে ছাদে আসিয়া দেখে কুন্দবালা করুণ বিলাপে পাষাণকেও বিগলিত করিতেছেন। সত্বর নিকটে আসিয়া হায়! কি করিয়াছ বলিয়া সাদরে শয়ন-গৃহে লইয়া গেল। রক্তাক্ত কলেবর দেখিয়া রোদন করিতে করিতে মুখে জল দান করিয়া বাতাস করিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে কুন্দবালা কথঞ্চিৎ শান্তভাবাবলম্বন করিলেন। এবং তৎপরেই কহিলেন কুসুম। আমি কি আর এ কারা-গার হইতে নিষ্কৃতি পাইব না? তুমি আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী, আমার সতীত্ব ভিক্ষা দিয়া, আমায় রক্ষা কর। আমি অতি হতভাগিনী, আমার সকল থাকিয়াও কেহ নাই। আমায় ছাড়িয়া দাও। আমি সন্ন্যাসিনীবেশে দেশে দেশে তীর্থ দর্শনে পবিত্রাবস্থায় আয়ুক্ষয় করি।

কুসুম কহিল দিদি! আমার নিতান্ত মানস তোমার কষ্ট নিবারণ

করি; কিন্তু বাহির হইবার যে উপায় নাই। আমা হইতে স্থানান্তর করণ ভিন্ন, আর যাহা বলিবে, আমি তাহাই করিব। ইহাতে মহাদেব রায় যদি আমায় অকথ্য যন্ত্রণা দেয়, তাহাও আমার উপেক্ষার যোগ্য; সতীত্ব, নারীর পরম ধন, যে, এ ধন রক্ষা জন্য সাহায্য করে, ভগবান্ তাহাকে চরমে পরমগতি দেন। কুন্দ কহিলেন দিদি! জানিলাম আমার পরিত্রাণের উপায়, এজগতে কোথাও নাই, এই বলিয়া নীরব হইলেন। এইরূপে তথায় কুন্দবালার কতক দিন অতিবাহিত হইয়া গেল।

চতুর্ব্বিংশ-পরিচ্ছেদ।

হেমবালা।

পাঠক! অনেক দিন হইল আপনি দীনেশ বাবুর স্ত্রী হেমবালার কোন অনুসন্ধান ন্যান্ নাই। চলুন, একবার তাঁহার তত্ত্বাবধান করিয়া আসি। ঐ দেখুন, হেমবালা বিল্বগ্রামের পূর্ণ দুরবস্থাদর্শনে গৃহসুখে জলাঞ্জলি দিয়া সন্ন্যাসিনীবেশে পতিপাশে গমন করিতেছেন। হরিপদ বাবুর ফাঁসীর কথা শুনিয়া, বিজয় বিনোদের দুর্দ্দশা দেখিয়া, শৈলবালা, কুন্দবালারবিপদবার্ত্তা পাইয়া, আর গৃহে থাকিতে ইচ্ছা না করিয়া পতি-পাশে কেমন ছদ্মবেশে গমন করিতেছেন। স্বকীয় অতুল রূপ রাশিকে যদিও রক্তবস্ত্রে এবং ভস্ম রাশিতে আবৃত করিয়াছেন সত্য তথাচ কি মেঘাবৃতচন্দ্রিকাবন্যায় মনঃ প্রাণ বিমোহিনী নহে? দেখুন! দেখুন! রুদ্রাক্ষাদির মালাবলি ইহাঁর মনোহারিণীযৌবনকান্তিকে অপহরণ করিতে কোন মতেই শক্তি সম্পন্ন হইতেছে না। মরি! মরি! কি সুন্দর শোভাই হইয়াছে। যেন ভগবতী, আশুতোষপ্রেমে বিহ্বলা হইয়া সন্ন্যাসিনীর বেশে দেশে দেশে ভিখারী দিগবাসের অনুসন্ধান করি-

তেছেন। অথবা কমলা গৌরাঙ্গ বৈরাগ্য-রঙ্গে রঙ্গিণী হইয়া সন্ন্যাসিনী ভিখারিণীর বেশে হরিগুণ কীর্ত্তন কামনায় অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এ-অবস্থায় ইহাঁকে দেখিলে নিশ্চয়ই এই বোধ হয় যেন ইনি বিষয় প্রমত্তব্যক্তিগণকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান-বাসনায় সংসার সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছেন। যে ব্যক্তি ইহাঁকে দর্শন করিল, সেই নয়নাশ্রু বিসর্জ্জন করত কহিল, মা। আপনি কোন্ হতভাগোর গৃহলক্ষ্মী? হতভাগ্যকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসিনী হইয়াছেন? এ-সোণার অঙ্গে ভস্ম মাখাইলেন কেন? কাহার দুর্ব্যবহারে সংসার পরিত্যাগ করিয়াছেন? কোন্ ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়া রত্নমালা অগাধ সলিলে নিক্ষেপ করিয়াছে? হা ভগবন্! তোমার অসাধ্য কার্য্য কিছুই নাই। তুমি মনে করিলে মক্ষিকাদ্বারা সুমেরু বহন করাইতে পার। তোমার আজ্ঞা পাইলে পিপীলিকাও মহাসমুদ্র পারে যাইতে সক্ষম হয়। মা! তোমার নাম কি? হেমবালা কহিলেন নবীন তপস্বিনী, তিনি এইরূপে পরিচয় প্রদান করিয়া নিজ-উদ্দেশ্য পথে প্রবল তরঙ্গিণীবন্যায় ধাবিত হইতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে বহুতর গ্রাম, নগর, বন, উপবন, নদ, নদী, অতিক্রম করিলেন। কোনরূপ কষ্ট অনুভব করিতে পারিলেন না।

এক দিন গমন করিতে করিতে এক প্রকাণ্ড প্রান্তরে পতিত হইলেন। একাকিনী; সঙ্গে কেহ নাই। চতুর্দ্দিক ধূ! ধূ! করিতেছে। কদাচ দুই একটি লোক বহুদূরে দূরে গমনাগমন করিতেছে। স্থানে স্থানে দুই একটি গো-অশ্ব আহার অন্বেষণ করিতেছে। প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড, প্রখর কিরণ জালে জগৎ দগ্ধ করিতেছে। তৃষ্ণাতুর চাতক কাতর হইয়া ঊর্দ্ধমুখে "ফটিকজল" প্রার্থনা করিতেছে। হেমবালা এই সকল দেখিয়া দেখিয়া গমন করিতেছেন। গত পূর্ব্বদিনে আহার হয় নাই। কাজেই ক্রমশঃ ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইলেন। চরণ আর চলে না। অগত্যা সভয়মনে যথাসাধ্য চলিতে লাগিলেন। ক্রমে

হৃদয় শুষ্ক; জিহ্বা শুষ্ক এবং মুখ শুষ্ক হইয়া আসিল। বারি-পান-জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। চতুর্দ্দিকে চাহিতেছেন আর গমন করিতে-ছেন। এইরূপে যাইতে যাইতে দূর হইতে কয়েকটি বৃক্ষ এবং একটি কুটীর দেখিয়া জীবন-রক্ষা-কামনায় তদ্দিকে গমন করিতে লাগিলেন। বহু-কষ্টে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখেন, জন-প্রাণী নাই। কেবল একটি কূপের চতুর্দ্দিকে ঐ-সকল পাদপাবলি শোভা পাইতেছে। তাহার অদূরে পূর্ব্বোক্ত কুটীরটি "বিশ্রাম গৃহ" এই নামে অঙ্কিত হইয়া বিরাজিত আছে। দেখিয়া আনন্দের সীমা নাই। কূপ-নিকটে গমন করিয়া রজ্জু এবং কলসী দেখিয়া আনন্দের উপর আন-ন্দিত হইলেন। মনের সুখে সলিল তুলিয়া স্নান পানাদি করিয়া এক বট বৃক্ষ-মূলে উপবিষ্ট হইয়া সেই স্থানের মনোহারিণী শোভা এবং দিগ্‌বলয়ের সেই সেই ভয়ঙ্কর ভাব একবারেই অনুভব করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ চিন্তাদেবী হৃদয় মধ্যে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে ঘোর চিন্তায় নিমগ্ন করিলেন। হেমবালা ও ভাবিতে লাগিলেন—

হে-ভগবান! সর্ব্বাশ্রয়! সর্ব্বশক্তিমান্! আপনিই জীবের গতি-মুক্তি; আপনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী বিরাট পুরুষ, আমি পতি-বদনে আপনার মাহাত্ম্য ও কার্য্যাদির বর্ণন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ শ্রবণ করিয়াছি। আপনি বিরাট পুরুষ, আমি আপনাকে নমস্কার করি। এই হ্রদ, নদ নদী, সিন্ধু, নগ, বন, উপবন, প্রান্তর, নগর, লোকালয় সম্বলিত সমস্ত পৃথিবী আপনারই মূর্ত্তি, আমি আপনাকে নমস্কার করি। আপ-নিই ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ম্মাকর্ম্ম, যাগ যজ্ঞ, তপজপ, দানধ্যান প্রভৃতির ইচ্ছা-দাতা, আমি আপনাকে নমস্কার করি। আপনি সর্ব্বভূত হৃদয়ভূত; আমি আপনাকে নমস্কার করি। এই অনন্ত জগৎ আপনা হইতেই উৎপন্ন; কালে আপনাতেই লয়প্রাপ্ত হইবে, আমি আপনাকে নম-স্কার করি। (আপনার) চক্ষু না থাকিলেও আপনি সর্ব্বদর্শী, কর্ণ না থাকিলেও সর্ব্বশ্রাবী, পদ না থাকিলেও সর্ব্বত্র-গামী, হস্ত না থাকি-

হে ও জগদ্ধাত্রী, আমি আপনাকে নমস্কার করি। আপনি ইচ্ছাময়; জগতের পরিত্রাতা, দুষ্টের শাসনকর্ত্তা, অধার্ম্মিকের সাক্ষাৎ শমন ধার্ম্মিকের পরমবন্ধু, সতের জীবন, সতীর সর্ব্বস্বধন; আমি আপনাকে নমস্কার করি। আপনি বিষ্ণু, আপনি ব্রহ্মা, আপনি শিব; আপনি পুরুষ, আপনি প্রকৃতি, আপনি স্থূল, আপনি সূক্ষ্ম, আমি আপনাকে নমস্কার করি। আপনি মীন, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য; আমি আপনাকে নমস্কার করি। আপনি বেদ, আপনি বেত্তি, আপনি ব্রাহ্মণ, আপনি ব্রহ্ম, আপনি ঋষি, আপনি মুনি, আপনি কর্ত্তা, আপনি কর্ম্ম; আমি আপনাকে নমস্কার করি। হে নাথ! হে অনাথ বান্ধব! এই যে পরিদৃশ্যমান প্রকাণ্ড জগৎ; যাহাতে অনন্ত জাতি উদ্ভিদ, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ প্রভৃতি অনন্ত জীব নিয়ত পরম সুখে বিচরণ করিতেছে ইহা কি আপনার অপরিসীম জ্ঞানের পরিণাম নহে? কি স্থাবর, কি জঙ্গম, সকলেই আপনার সৃষ্ট; কালে আপনাতেই লয় প্রাপ্ত হইবে; আপনি সর্ব্ব মূলাধার আমি আপনাকে নমস্কার করি। আপনি জীব মাত্রেরই অনুবর্ত্তী থাকিয়া তাহার প্রত্যেক কার্য্য বিশদরূপে দর্শন করিয়া থাকেন। কেহই আপনাকে অলক্ষ্যে রাখিয়া কোন কার্য্য করিতে পারেন না। নাথ! দয়াময় নাথ! হেমবালার মস্তক মণি দয়াময় নাথ! আমি আপনার আশ্রিতা। আমার হৃদয়ের ভাব জানিতে আপনার কিছুই বাকী নাই, নাথ! তবে কেন আপনার হেমবালা এ বয়সে এ কষ্টে নিপতিত হয়? শ্রীচরণে যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকি কন্যা-জ্ঞানে আমার অপরাধ ক্ষমা করুন, আমি আপনাকে নমস্কার করি।

প্রভো! আপনি আমাকে এ পৃথিবীতে আনিয়াছেন। আপনিই অধীনীকে মনোমত স্বামী প্রদান করিয়াছিলেন। দয়াময়! যাহা দিয়াছিলে; তাহা আবার আমার কি দোষ দেখিয়া কাড়িয়া

লইলেন। পিতঃ আমি অবলা, জ্ঞানহীনা, আপনাকে কি বলিয়া ডাকিতে হয় তাহা জানি না, জানি কেবল রোদন করিতে, জানি কেবল সরল মনে সরলভাবে সরলস্বরে পিতা পিতা বলিয়া ডাকিতে; জানি কেবল অভাব জানাইতে; জানি কেবল আপনার দান গ্রহণ করিতে; আর জানি কেবল সর্ব্ব সময়ে আপনাকে ভুলিতে, নাথ এমন যে অজ্ঞানা, অসাবধানা, অবলা, তাঁহার উপর আপনার রাগ কেন? পিতঃ কোথায় সেই মনোহর সুসজ্জিত অট্টালিকা আর কোথায় এই ভয়াবহ প্রান্তর মধ্যস্থ তরুমূল; কোথায় সেই সেই মনোনয়নের প্রীতিপ্রদ বসন ভূষণ; আর কোথায় এই রক্ত বস্ত্র রুদ্রাক্ষ মালা; কোথায় সেই সুকোমল শয্যা, আর কোথায় এই শুষ্কতরুপত্রাসন; কোথায় সেই সেই সুস্বাদু খাদ্য পানীয়; আর কোথায় এই বিস্বাদু ফলমূল এবং গলিতপত্র কষায়িত পল্বলবারি; কোথায় সেই নানাপুষ্পে অলঙ্কৃত তালবৃন্তজাত গৃহ মধ্যস্থ সুশীতল সমীরণ, আর কোথায় এই ভয়ঙ্করী মরুভূমি-বাহিত শুষ্ক উত্তপ্ত বায়ু, এত যে পরিবর্ত্তন; ইহা কি আপনার বিরাগের কারণ নহে? নাথ! সর্ব্ব সাক্ষিন্। আপনি সব দেখেন, সব জানেন, কই আমি ত কখন মন জ্ঞানে আপনার কাছে কোন অপরাধ করি নাই, তবে কোন আমার আজি এ অবস্থা ঘ'টে? এই ভয়াবহ প্রান্তর, বিদেশ, সহায়-হীন, আপনার বলিতে কেহ নাই, এখানে আমাকে আপনি রক্ষা না করিলে আর কে রক্ষা করিবে?

হে নাথ! মেঘ হৃদয়স্থ বিদ্যুল্লেখার ন্যায় মনুষ্যের ভোগ বাসনা ক্ষণস্থায়ী; এই আছে এই নাই। উত্তপ্ত লৌহ-পাত্রস্থ জলবিন্দুর ন্যায় মনুষ্যজীবন দেখিতে দেখিতে কোথায় চলিয়া যায়। জ্যোতিরিঙ্গণের আলোকের ন্যায় মনুষ্যের উদয় পরিদৃশ্যমান এবং অদৃশ্যমান। বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, জরা প্রভৃতি দশা সকল মানবদেহকে প্রতি নিয়তই বিভিন্ন অবস্থায় অবস্থাপিত করিতেছে। আজি যাহাকে

বালিকা দেখিলাম, কালি সে যুবতী, মনোহর যৌবন কান্তিতে যুবজন মনোলোভা, তৎপরেই সে—শ্রীভ্রষ্টা, কুৎসিৎ দর্শনা, দেখিতে দেখিতে বর্ষীয়সী দোদুল্যমানস্তনা, অবনত শিরা, পলিত দেহা, আসন্নমরণা; এ জগতে সকলই অনিত্য; কেবল আপনিই নিত্য, এক এবং অবিনশ্বর; আমি আপনাকে নমস্কার করি।

প্রভো! আপনার মহিমা অপার; আপনি কি ভাবে কোন্ কার্য্য সম্পন্ন করেন, তাহা আমরা বুঝিতে অসমর্থ; এই দেহে এমন কতকগুলি বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন যে, আমরা তাহাদের বশে থাকিয়া আপনাকে ভুলিয়া আছি। আমি সংসারবাসিনী, সুখাভিলাষিণী রমণী, আমার কথা দূরে থাক্, কত কত মুনিঋষি যোগী তপস্বী সেই সকল বৃত্তির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হয়েন না। আশ্রম চতুষ্টয়ের মধ্যে আপনি গার্হস্থাশ্রমকেই প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। তাহাতে মুক্তির বিবিধ পথ এবং বিবিধ উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে। আমরা গৃহরমণী; পতি-সেবাই আমাদের পরম ধর্ম্ম। নাথ! আমি হতভাগিনী সে সুখে বঞ্চিত; কাল চক্রের পেষণে সে সুখে বঞ্চিত; পতি বিপদগ্রস্ত বিনা দোষে বিপদ গ্রস্ত; রাজদণ্ডে দণ্ডিত; চিরনির্ব্বাসিত; আমার আশ্রয় তরু চিরনির্ব্বাসিত; হা নাথ দীনেশ চন্দ্র! আমার হৃদয়াকাশ অন্ধকার করিয়া আপনি কোথায় আছেন, একবার এই সময়ে আসিয়া এই বিপদ সঙ্কুল স্থানে দর্শন দেন। আপনার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা হেম-বালা আপনার চরণ দর্শনার্থে আজি পথের ভিখারিণী এবং উন্মাদিনী; আমি কি আপনার চরণ দর্শন পাইব না? আমি আপনার আজ্ঞাক্রমে মাতা পিতা ভ্রাতা ভগিনী আত্মীয় বন্ধু বান্ধব সকলকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। অগ্রে আপনাকে এ সংবাদ পাঠাইয়া দিয়াছি। পথিমধ্যে কি আপনার দর্শন পাইব না? দাসীকে আশ্রয় দান জন্য কি অগ্রগামী হইবেন না? জীবনহীন পদ্মিনী কদিন বাঁচিবে? ভূপতিতা

ধূলায় ধূসরিতা, প্রখর কিরণ-বিদগ্ধা-বল্লরী কদিন জীবন ধারণ করিতে পারে? জলপূর্ণা তরঙ্গিণী মরুভূমিতে পতিত হইলে সে কি আর সাগর-সঙ্গমে যাইতে পারে? কুসুম কলিকা কীটদষ্ট হইলে, সে কি আর বিকসিত হয়? নাথ! হৃদয়েশ্বর! আপনি বিশেষ জানেন, হেমবালার আপনিই সহায়, আপনিই সম্পত্তি, গতি, মুক্তি, বল, বুদ্ধি ভরসা; আপনার অভাবে যে, আমার কিছুই নাই। আমি বাঁচিয়া আছি কি মরিয়া আছি তাহা আমি জানি না।

হৃদয়বল্লভ! পতিই নারীর পরমবস্তু, উৎকৃষ্ট ভূষণ, মান সম্ভ্রম; পতি না থাকিলে লোকে অনাথা বলে। পতিহীন যৌবনে কি সুখোদয়? পতিহীন বেশভূষায় কি মাহাত্ম্য আছে? পতিহীন গৃহে কি মাধুর্য্য আছে? আমি কি দেখিয়া সংসারে থাকিব? অনেক বস্তু দেখিবার চেষ্টা করি বটে, কিন্তু আমার নয়ন যে কিছুই দেখিতে পায় না। যখন উৎকৃষ্ট ভোজ্য বস্তু সকল আমার ভোজন জন্য উপস্থিত হয়, তখন যে আপনাকে প্রবলরূপে মনে পড়িয়া যায়। হস্ত কহে ইহা দীনেশ বাবুর মুখে না দিয়া তোমার মুখে দিব না। জিহ্বা আস্বাদ লইতে চাহে না। দন্ত চর্ব্বণ করিতে প্রস্তুত নহে; মন তাহা উদরে দিতে অনিচ্ছুক, উদর তাহা উদরস্থ করিতে চাহে না। আমি আহারাভাবে ক্ষীর্ণা শীর্ণা; কঙ্কালবশেষা; এরূপে আর কদিন বাঁচিব? লোকে কহে, তুমি এমন হইলে কেন? ভয় কি, দীনেশ বাবু গৃহে আসিবেন। মন কহে বিশ্বাস করিও না। প্রাণ কহে—একথা প্রাণে লাগে না।

নাথ! এই যে বন্য কপোত দম্পতী মুখে মুখ দিয়া দুটিতে একটি হইয়া কেমন বিশ্রাম সুখ সেবায় সময়াতিপাত করিতেছে, আহা! ইহারা কি সুখী! লোকালয়ের কোন তরঙ্গই ইহাদিগকে আকুল করে না। পাপ সংসারের শঠতা, প্রবঞ্চনা, ধূর্ত্ততা, পরশ্রী-কাতরতা, দ্বেষহিংসা, কিছুই জানে না। এই কপোত পর স্ত্রী স্পর্শ-পাংশুল

নহে। এই কপোতী কামুকী পুংশ্চলী নহে। কেমন প্রসন্ন-চিত্তে পরমেশ্বরের পবিত্র নিয়ম পালন করিতেছে। এই নানা জাতি বিহঙ্গমগণ কেমন মধুর কলরবে পরস্পরের মনের ভাব ব্যক্ত করত পরমানন্দে সময় যাপন করিতেছে। নাথ! আসিয়া শ্রবণ করুন ইহাদের মধুর সঙ্গীতে সন্তাপীরও সন্তপ্তহৃদয় সুশীতল হয়। এই সকলের উপর আবার কোকিল কুলের স্বরলহরী; প্রাণ যে কেমন করিয়া উঠিল। আজি যে আপনার সহিত আবার ঈশ্বর সঙ্গীত গান করিতে আমার প্রবল ইচ্ছা হইল। আর কি-সেদিন হইবে? আর কি দুজনে একাসনে বসিয়া আনন্দে আনন অর্পণ পূর্ব্বক মনের সাধে—

ভজ—জগদীশ্বরে অনাদি কারণে,
সকলের পিতা তিনি পূজা করে সর্ব্ব জনে।
ভজ—নিত্য নিরঞ্জনে ভজ পতিতপাবনে॥

এই বলিয়া গান করিতে পাইব। আর যে আমার সুখ সৌভাগ্য পুনরাগত হইবে এমন বোধ হয় না। বিল্বগ্রাম সুখের স্থান ছিল। নবাবরূপঘোর অনলে তাহা এত দিনে ছার খার হইল। হেমবালা বসিয়া বসিয়া নীরবে এইরূপ ভাবিতেছেন এমন সময়ে তথায় কয়েকটি উদাসিনী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রধানার নাম নারায়ণী; তিনি কথায় কথায় সমস্ত অবগত হইয়া হেমবালাকে সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

নারায়ণীর এত দূর কষ্ট স্বীকার করিবার কারণ এই যে, ইনি বৃন্দাবনধামে গমন করিয়া একবার গুরুতর পীড়ায় পতিত হইয়া হরে-কৃষ্ণ গোস্বামীর আশ্রয় লইয়াছিলেন, তথায় গোস্বামী এবং তাঁহার পরিচিত কয়েকটি উদাসীন, নারায়ণীর চিকিৎসা এবং শুশ্রূষা করিয়া আরোগ্য করেন। তন্মধ্যে দুইটি উদাসীনকে নবীন এবং ছদ্মবেশী

গৃহী বলিয়া নারায়ণীর সন্দেহ জন্মে; এক্ষণে সেই সন্দেহ ঘনীভূত হইলে প্রাণ দাতার পত্নীবোধে, পরমযত্নে হেমবালাকে গোস্বামীর কুটীরে লইয়া চলিলেন।

হেমবালা সন্ন্যাসিনীর সহবাসে নানা প্রকার পূজা, উপাসনা, জপ তপ, স্তব স্তুতি, শিক্ষা করিলেন। দিনে দিনে মনের কষ্ট বহু পরিমাণে নিবারণ হইয়া গেল। পার্থিব বিভব এবং সুখে অনাদর জন্মাইতে লাগিল। কিন্তু পতিভক্তি শত গুণে বর্দ্ধিত হইয়া গেল। কত দিনে বিরূপ দীনেশের দর্শন পাইবেন, তাঁহার চরণ যুগলের পূজা করিয়া কৃতার্থ হইবেন, তৎসঙ্গে সন্ন্যাসিনীর বেশে দেশে দেশে তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিবেন সেই চিন্তাতেই ব্যাকুল হইলেন। নারায়ণী তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া অপার আনন্দনীরে নিমগ্ন হইলেন; হেমবালা তাঁহাকে গুরুপত্নীবৎ মান্য করিতে লাগিলেন। কত দিন পরে তাঁহারা বৃন্দাবন ধামে উপস্থিত হইয়া শ্রবণ করিলেন যে,গোস্বামী পরলোকে গমন করিয়াছেন। তাঁহার আশ্রম শূন্য হইয়া পড়িয়া আছে। কখন কখন দুই একজন উদাসীন আসিয়া অবস্থান করেন মাত্র, শ্রবণ করিয়া হেমবালা মৃতবৎ হইলেন, দুইচক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল। মুখ কমল ম্লান হইয়াগেল। চতুর্দ্দিক বান্ধব বিহীন দেখিতে লাগিলেন। এত আশা, এত পরিশ্রম, সকলই নষ্ট হইল, ভাবিয়া সমধিক দুঃখিত হইলেন। কোথায় যাইবেন, কাহার আশ্রয় লইবেন, কে—তাঁহার জীবনের জীবনকে আনিয়া দিয়া জীবন রক্ষা করিবে, এই সকল চিন্তা করিয়া চতুর্দ্দিক শূন্যময় দর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সুদীন নয়ন যুগল, নারায়ণীর দিকে বারম্বার কাতর কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার পবিত্র অন্তঃকরণে প্রভূত করুণার আবির্ভাব করিয়া দিল।

নারায়ণী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। কহিলেন বৎসে! চিন্তাকি, তুমি আমার কন্যা; আমি সংসার ত্যাগি সন্ন্যাসিনী হইয়াও

আজি আমি; ভবনবাসিনী; চিন্তা কি, যে রূপে পারি, তোমাকে তোমার প্রাণনাথের হস্তে, সমর্পণ করত জননীকৃত্য সম্পন্ন করিব। গুরু, মা তোল; বৃন্দাবন চন্দ্রকে দর্শন করিয়া আসি। আমরা এখন কিছু দিন এই স্থানেই থাকিব। দেখি তাঁহার কোন অনুসন্ধান করিতে পারি কি না। এই বলিয়া গমন করিলেন।

হেমবালা—এইত বৃন্দাবন চন্দ্রের গৃহে আগমন করিলাম। মরি! মরি! কি রূপ মাধুরী!! দেখিলে নয়ন মন সার্থক হয়। রাধা শ্যাম! যুগল মূর্ত্তি! যেন নবীন—নীরদ—অঙ্কে স্থির সৌদামিনী!! যেন শ্যাম উপল খণ্ডে স্বর্ণ রেখা; যেন শ্যাম সীমন্তে সিন্দূর রেখা, কি—গোপীজন মনোলোভা মদন মোহন রূপশোভা! কি অগ্নি বিশুদ্ধ স্বর্ণ কান্তি রাধিকা দেবী! অহো! আজি আমার নারীজন্ম সার্থক হইল। আমার অন্তরাত্মা পবিত্র হইল। এখন স্নান করিয়া পূজারাধনা করি। এই বলিয়া স্নানান্তে পূজায় বসিলেন। চন্দনাক্ত তুলসী-দল-মঞ্জরী চরণ চতুষ্টয়ে ভক্তিভাবনিমীলিত নয়নে গললগ্নী কৃতবাসে অঞ্জলি অঞ্জলি করিয়া প্রদান করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ পরে পূজা শেষ হইল, ভক্তিভাবে স্তব আরম্ভ করিলেন।

নব-নীরদ-বরণ বাঁশরী করণ কালার দমন হরিছে।
কিবা রূপ মনোহর, নব নটবর, দশ নখ পদে শোভিছে॥
কিবা রক্ত-কমল, চারু পদতল, অঙ্গুলি সুচারু তাহে হে।
কিবা রাঙা শশধর, জন মনোহর, সুশোভা তাঁহাতে করে হে॥
কিবা নীল নলিন সুচারু চরণ, সোণার নূপুর সাজে হে।
যেন বাজে রুণু রুণু, অলি গুন্ গুন্ ফুটন্ত কমল মাঝে হে॥
পীতধড়া কিবা কসিত কটীতে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠাম হে।
হৃদয়ে ভাসিছে বনমালা কিবা মণি মালা আলা শ্যাম হে॥
অধরে মুরলী হাসি হাসি মুখ চমকে বিজলী যেন হে।
কিবা বাঁকা দুটি চখে, আড়ে আড়ে দেখে, হরে রাধা মন যেন হে॥

রাধারূপ সরে ডুবাইয়া মন ডাকো "রাধা রাধা" বলে হে।
শুনি বাঁশী স্বর হৃদে বাজে শর, ভবনে কেমনে রবে হে॥
সাধে কিহে রাধা, পাদপদ্মে বাঁধা, "কিরূপ সাগর হেরি হে।"
মরি! মরি! মরি! কিরূপ মাধুরী! "নিল প্রাণ মন কাড়ি হে॥"
কিবা শিরেমোহন চূড়া, বামদিকে হেলা, রাধা অঙ্গে আধা হেরি হে।
কিবা চরণে চরণ বাহুতে বন্ধন, রাধিকা রমণ হরি হে॥
কিবা অলকা তিলকা হার বাজু বালা ভূষণ শ্রীঅঙ্গে শোভে হে।
কিবা গুন্ গুন্ স্বরে ভ্রমরা আকুল মুগ্ধ মধু পান লোভে হে॥
কিবা বৃকভানু সুতা সোণার ভ্রমরী, কৃষ্ণমুখ নীল কমলে হে।
পিয়ে সুধা সিন্ধু; ওহে রাধা বন্ধু, ভবারাধ্য নিরমল হে॥

জয় অদ্যাশক্তি, জগত পালনী লক্ষ্মী স্বরূপিণী রাধিকে।
জয় প্রেম তরঙ্গিণী, গোপিকা সঙ্গিনী মদন-মোহন-বাধিকে।
জয় কৃষ্ণ বিলাসিনী, ভুবন মোহিনী সাযুজ্য সালোক্য দায়িকে॥
জয় সোণার ভ্রমরী ক্ষমা ক্ষেমঙ্করী, কৃষ্ণ প্রেমাধিনী মায়িকে॥
তুমি পুরুষ কি প্রকৃতি না জানি গো সতী অনন্ত জগত পালিকে।
কালী যিনি তিনি কৃষ্ণ অবতার শিব যিনি তিনি রাধিকে।
রাম বলরাম, হরি পরিণাম, রাধা সর্ব্ব শক্তি অধিকে॥
আমি জ্ঞান হীনা সহজে অবলা কি জানি মহিমা হরি হে।
হরি তুমি সর্ব্বময় তুমি সর্ব্বাশ্রয়, চরণে প্রণাম করি হে॥
হরি তুমি বেদাতীত তুমি গুণাতীত, বিরাট পুরুষ হরি হে।
হরি তুমি বিশ্বময়, হও জয়ী জয়, কি জানি মহিমা আমি হে॥
কত মুনি ঋষি যোগী দারাপুত্র ত্যাগী তপস্বী, পরমহংস হে।
যাগ যজ্ঞ যোগে, স্তব পূজা ভোগে, না লভে ও পদে অংশ হে।
আমি নাজানি ভজন, না জানি পূজন না আছে ভকতি ভাব হে॥
ওহে ভবধব রাধিকা বল্লভ, আমি কি ও পদ পাব হে॥

(আছে) নয়নের জল কেবল সম্বল, হের হরি দুখিনীরে হে।
দাও প্রাণনাথে, ঘুচাও যাতনা, ভাসি আমি আঁখি নীরে হে॥

হেমবালা এইরূপে পূজাদি সমাপন করিয়া আশ্রমে চলিয়া গেলেন। মাবায়ণীর সহবাসে বৃন্দাবন ধামে অনেক দিন অতীত হইয়া গেল, অনেক বন উপবনাদি ভ্রমণ করিলেন, তথাচ দীনেশের কোন সন্ধান পাইলেন না। এক দিন এক উপবনে সহসা—হেমবালা পাগলিনীর ন্যায় হইয়া মনের খেদে কহিতে লাগিলেন ?—

ত্যজি গৃহ বাস স্বজনের আশ, বহুদূর অতিক্রমি।
আসিনু এদেশে, পেয়ে মহাক্লেশে, লভিতে প্রাণেশে, দেশ দেশান্তর ভ্রমি॥
এই বৃন্দাবন, এই ভাণ্ডী বন, তমাল পিয়াল চয়।
করি এক এক, খুঁজিনু অনেক, তব অদর্শনে—উপজে ভয়॥
কোথা প্রাণধন, অবলা জীবন, দাও দরশন যায় হে প্রাণ;
রাখ রাখ কথা, থাও মোর মাথা, এসঙ্কটে নাথ করহে ত্রাণ॥

ছি। ছি। নাথ তুমি বড়। নিদয়!

তুমি বড় নিদয়, কঠিন হৃদয়, নাইক দয়ার লেশ।
লুকায়ে থেকে, থেকে থেকে দিচ্ছ বড় ক্লেশ॥ এনে এ বৃন্দাবনে।
এনে এ বৃন্দাবনে, গহন বনে, কাঁদাও কেন হরি,
দাওনা দেখা, বাঁকা সখা, নইলে প্রাণে মরি॥ উহুঃ আর বাঁচিনা,
উহুঃ আর বাঁচিনা, আর পারিনা, মদন দহনা সইতে। (সহিতে)
অলি গুন্ গুনে, পোড়াস আগুনে, কোকিলে দেয়না বইতে॥
(রহিতে) এ সুখ বৃন্দাবনে।
এ সুখ বৃন্দাবনে, প্রীতমনে—তোমায় আমায় মিলে।
কোথা দেখবো হরি, রাধা প্যারী, কে সাধে ছাই দিলে। আমার কপাল গুণে।
আমার কপাল গুণে, ক'রে কি মনে। শুক্ বসে নিজ বাসে॥

শারীর মুখে দিয়ে মুখ ; আমায় দেখে হাসে। একি বিষমজ্বালা।
একি বিষম জ্বালা, সরোজবালা, লাজের মাথা খেয়ে।
দিচ্ছে মধু মধুকরে, হৃদয়-মাঝে লয়ে। দিন দুপুর বেলায়।
দিন দুপুর বেলায, এত আলায, মেয়ে মানুষ হ'য়ে।
ছি। ছি! মরি লাজে, পরীর কাজে,—করে কি ॥ লাজ খেয়ে ॥
ছি ছি পালাই পালাই।
ছি। ছি! পালাই পালাই, একি বালাই দুষ্ট মধু করে।
কেন পদ্ম ছাড়ি, তাড়াতাড়ি আমার মুখে পড়ে ॥ আমর্ হতভাগা ;
আমর্ হতভাগা, নাই কি জায়গা, মত্তে কেন এথা।
আমি কুলরমণী, নই নলিনী, কেন ও সব কথা ॥ যা-যা-সরোবরে,
যা-যা-সরোবরে, পরীর ঘরে, কেন আমার সনে।
আমি যাই যমুনায়, তোর তাড়নায়, রবনা এখানে। এইত যমুনা কূল।
এইত যমুনাকূল, ফুটছে ফুল, সংখ্যা করা ভার।
ধপ্ ধপে সব, দেখতে পাদপ মরি কি বাহার!! নিল মনঃ প্রাণহরি।
নিল মনঃ প্রাণ হরি, জড়াজড়ি—করি তরু-লতা।
যেমন, প্রেণয ভ'রে, গলাধ'রে—ক'চ্চে প্রেমের কথা ॥ আবার দেখ্‌ছে বদন ;
আবার দেখছে বদন, জল-দর্পণ, যমুনা যা'য ব'য়ে।
এমন মুখ দেখা দেখি, মোরে দেখাও কি, ও সব গেছে 'হ'য়ে ॥ ছিনু যবে, পতির পাশে।
ছিনু পতির পাশে, যখন বাসে, তখন্ তাঁর সনে।
বসি নদীর কূলে, পরাণ খুলে ডেকেচি পরম ধনে ॥ দেখেচি কতই শোভা।
দেখেছি কতই শোভা, মনোলোভা, কূপে পাদপ দুলচে।
নদীর হ্রদে, চাঁদের ছবি তারার মালা খেলচে। এ যমুনারি মত, (সাঁজের সময়)

এ যমুনারি মত, কত শত জল জীবগণে।
কচ্ছে উলট্ পালট, ল্যাজ্ সটাসট্ নাচ্ছে খুসি মনে॥ সে এক সময় গেছে।
সে এক সময় গেছে, আর কি আছে পরাণ বঁধু কাছে।
কে দেখবে শোভা, মনোলোভা, দেখাতে কেবা আছে। এ-যমুনা শোভা।
এ-যমুনা শোভা, অতিলোভা, তমাল তরুর মেলা।
ফুলে ফুলে প্রজাপতির প্রণয় সুখের খেলা।

নারায়ণী—হেম বালার দারুণ দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে কোন রূপে সান্ত্বনা করিয়া আশ্রমে লইয়া গেলেন।

কিছুদিন পরে নারায়ণী বহুকষ্টে এই মাত্র জানিতে পারিলেন গোস্বামীর পরিচিত দুইজন নবীন সন্ন্যাসী প্রয়াগাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার এক সেবকছাত্রকে কহিয়া গিয়াছেন, যদি কোন উদাসিনী আগমন করেন, তাঁহাকে পরম সমাদরে রাখিবেন। যেন আশ্রয় অভাবে বিমুখ হইয়া, প্রতিগমন না করেন।

এ সংবাদে নারায়ণী আশ্রমে থাকিতে সাহস করিলেন না, এই ভয়, পাছে কোন নিগূঢ় রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়ে। কাজেই কিছু দিন বৃন্দাবনে অতীত হইলে পর, হরিদ্বারে গমন করিলেন। এবং তথা হইতে সত্বর প্রতিনিবৃত্ত হইয়া প্রয়াগ তীর্থে আগমন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

দীনেশ এবং সুরেশ।

দেশত্যাগী সন্ন্যাসী বেশী দীনেশ এবং সুরেশ বাবু ছদ্মবেশে নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া কুন্দবালা এবং বিরজার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। যোগীন্দ্র বাবুও নিশ্চিন্ত নাই। সিংহ মহাশয়ের অধিকার মধ্যে অবস্থান করিয়া সন্ন্যাসীর বেশে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে গৃহে গৃহে অনুসন্ধান লইতে লাগিলেন। অতিথিশালা, দেবালয়, পান্থশালা, বন, উপবন, ক্রীড়া ভূমি, আমোদস্থল, গূঢ় গৃহ একে একে পুঙ্খানুপুঙ্খক্রমে তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। তাঁহার অনুসন্ধানের সুফলও ফলিবার অনেক আশা হইল। মহাদেবরাও যে কুন্দবালা সরাইয়া দিয়াছেন তাহার সবিশেষ সন্ধান পাইলেন। বিরজা যে জীবিত আছেন তাহার নিগূঢ় সংবাদ পাইয়া হরিপদ বাবুকে বাঁচাইতে পারিবে বলিয়া আহ্লাদে স্বকরে স্বনাকর ধরিলেন। দুরাত্মা সাধনলাল বিরজাকে লুকাইয়া রাখিয়াছে। আজিও জীবন নাশ করেন নাই। কিন্তু তিনি উপস্থিত বিপদ পরম্পরায় পতিত হইয়া মরণ যন্ত্রণা করিতেছেন। ইচ্ছা—আর বিরজাকে রাখিবার আবশ্যক নাই। শীঘ্র শীঘ্র সুযোগ মতে বিনাশ করিয়া হরিপদ বাবুর প্রাণদণ্ডের প্রার্থনা করিবেন। মহাদেবরাও কুন্দবালাকে নিজ ভোগ্যা করিয়া অন্তঃপুর বাসিনীদিগের মধ্যে রাখিবে। সিংহ মহাশয় সে পক্ষে বিশেষ সাহায্য করিবেন। কালে সু সময় উপস্থিত হইলে বিজয় এবং শৈলবালাকে শাসন করিয়া মনের দুঃখ নিবারণ করিবেন।

এই সকল অবগত হইয়া যোগীন্দ্র বাবু শোক দুঃখ ক্রোধে নানা প্রকার মুখভঙ্গী প্রকাশ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। হস্তে হস্তাঘর্ষণ করত, দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া কহিতে লাগিলেন—রে দুষ্ট

দুবাচার নারকী হিন্দু যবন! আমি বাঁচিয়া থাকিতে তোর্ নিষ্কৃতি নাই। যদি ভগবান্ সূর্য্য পশ্চিম দিকে উদয় হয়েন, যদি মক্ষিকাতে সুমেরু বহন করে, যদি পিপীলিকা সন্তরণে মহাসাগর পার হয়, যদি খল কখন পবিত্র হয়, যদি সতী-পতি-ব্রতা পতি ত্যাগ করে, তথাচ আমার বাক্য অন্যথা হইবার নহে। আমি নিজ জীবনকে তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া থাকি। যে কার্য্য দেবের অসাধ্য তাহাকে আমি সহজ কৃত্য মনে করি। ঘোর সঙ্কট স্থলে যাইতে হইলে আনন্দে আমার মন নৃত্য করিতে থাকে। যে কার্য্যে দেহ শত শত খণ্ডে খণ্ডিত হয়, সে কার্য্যে আমার দেহ সর্ব্বাগ্রগামী; যদি পৃথিবীতে আসিয়া শত্রু শাসন করিতে না পারিলাম, সাধারণের উপকার না করিলাম, দেশবৈরী, পরদারগামী, সতীত্ব নাশক দুরাচারকে প্রতিফল দিতে না পারিলাম, তবে এ অসার দেহ-ভার বহনে ফল কি? হৃদয়! উৎসাহিত হও, উদ্দেশ্য সাধনে স-যত্ন হও, আর অধিক সময় নাই, যদি সত্বর কার্য্য সাধন করিতে নাপার, তবে সর্ব্বনাশ হইয়া যাইবে। চল উদ্দেশ্যসাধনে সযত্ন হও। এই বলিয়া গমন করিলেন।

এদিকে সুরেশ এবং দীনেশ বাবু প্রয়াগতীর্থে আগমন করিয়া রমণী দ্বয়ের অনুসন্ধানে দিন-যামিনী অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ভগবান্ তাঁহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণও করিলেন। এক দিন তাঁহারা নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া একটি ত্রিতল গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন গৃহদ্বার রুদ্ধ, অথচ বহির্দ্দিকে যমদূত সদৃশ প্রহরীদ্বয় পাহারা দিতেছে। দেখিয়া প্রহরীদ্বয়ের নিকটে বসিলেন। সন্ন্যাসী দেখিয়া তাহারা পরম সমাদরে বসাইল। এবং নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। ধূমপানার্থে পদার্থ দিল। সন্ন্যাসীদ্বয় বসিয়া বসিয়া কথায় কথায় সকল কথা বাহির করিয়া লইলেন। "পূর্ব্ব দেশীয় কোন সম্ভ্রান্ত-কন্যা এই বাটীতে আছেন" শুনিয়া কতক কতক সন্দেহ জন্মিলে, ছলে কৌশলে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বাটীর চারি দিকে ভ্রমণ

করিলেন, তথাচ কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। সে দিন এই ভাবেই গেল। পর দিনে দেখিলেন—একটি যুবক নানা বিধ খাদ্য সামগ্রী লইয়া গৃহ প্রবেশ করিয়া যথাকালে কোথায় চলিয়া গেল। তাহার বহুক্ষণ পরে একটি স্ত্রী-লোক বাহির হইয়া আসিল। কথায় কথায় 'কুসুম-কামিনী' নামটি জানিয়া লইলেন। অদৃশ্য ভাবে পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া সেই যুবকের বাসস্থান দেখিয়া আসিলেন। যুবকের নাম, মহাবীর; বিশেষ অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন। সত্য সত্যই এই গৃহে একটি স্ত্রী-লোক অবরুদ্ধ আছেন। তিনি কে, কাহার স্ত্রী, কোথায় নিবাস, আকার কেমন, কেন বাহির হয়েন না, ইত্যাদি কেহ বলিতে পারে না। স্ত্রী-লোকটির পরি চারিণীকে; জিজ্ঞাসা করিলে কোন সে কথা বলে না। এই সকল সংবাদ পাইয়া আনন্দিত হইলেন। এ-বার নিশ্চয় বিরজা কিম্বা কুন্দবালার সন্ধান পাইলাম বলিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া সত্বর আগমন জন্য যোগীন্দ্র বাবুকে পত্র দিলেন—যোগীন্দ্র বাবু পত্র প্রাপ্তমাত্র যথা কালে প্রয়াগে আসিয়া দীনেশ এবং সুরেশের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরস্পরে সকল কথা বলাবলি করিলেন।

যোগীন্দ্র বাবু শ্রবণ করিয়া কহিলেন, এই-গৃহে নিশ্চয় কুন্দবালা আছেন। আমি গৃহ প্রবেশ করিয়া অনুসন্ধান লইয়া আসিতেছি, এজন্য আপনারা কোন চিন্তা করিবেন না। বিরজা জীবিত আছেন। দুরাত্মার অধিকারেই আছেন। আপনারা সত্বর সেই দিকে গমন করুন। বিলম্ব হইলে সর্ব্বনাশ হইয়া যাইবে। তাহা শ্রবণ করিয়া সুরেশ এবং দীনেশ যাইতে অভিলাষী হইলেন। তথায় যাইয়া কিরূপ কার্য্য করিবেন তাহারই পরামর্শ হইতেছে এমন সময়ে কাশী হইতে সরোজিনীর এবং মৃণালিনীর পত্র পাইয়া সুরেশ কাশীতে, দীনেশ সিংহরাজ্যে এবং যোগীন্ স্বকার্য্যে গমন করিলেন।

গিরিবালা।

অদ্য কয়েক দিন প্রয়াগে গিরিবালা নাম্নী একটি স্ত্রীলোক আসিয়া একখানি সামান্য ঘর ভাটক লইয়া অবস্থান করিতেছেন। সংসার বিরাগিণী, গঙ্গা যমুনা দর্শন এবং দান ধ্যানাদি করিয়া দিন যাপন করিতেছেন। দর্শনার্থি নরনারীগণকে পরম সমাদরে সম্ভাষণ করিতেছেন। সকলেই তাহার গুণে বশীভূত; অল্পদিন মধ্যেই তিনি সকলের স্নেহ পাত্রী হইলেন। গিরিবালা. অদ্ভুত সন্ন্যাসিনী; নিয়ত পথে পথেই ভ্রমণ করেন। এক দিন তিনি কুন্দবালা রক্ষিকা মহাদেবরায়ের কিঙ্করী কুসুমকে পথিমধ্যে দর্শন করিলেন। জানিনা কি জন্য স্থির হইলেন। অনেকক্ষণ কুসুমের মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন। পরে, সহসা কুসুমের হস্ত ধরিয়া ভগিনি! আমার প্রাণের ভগিনি! আজি আমি তোমাকে দেখিয়া আকাশের চন্দ্র হাতে পাইলাম। কে—তোমাকে অমৃতদানে বাঁচাইল? কোন্ দেবতা আমার প্রতি সদয় হইলেন। আর আমার কেহ নাই। আমি তোমাকে হারাইয়া তীর্থবাসিনী হইয়াছি। ভগিনি। আমার প্রাণের ভগিনি! তুমি কেমন করিয়া জীবিত হইলে। এই বলিয়া মস্তকে হস্তামর্ষণ করিতে লাগিলেন। চক্ষের জলে ধরাতল প্লাবিত করিয়া দিলেন। কুসুম দেখিয়া শুনিয়া অবাক্; কহিল আমি আপনার ভগিনী নাই। আমার নাম কুসুম; আমি সামান্য দাসী মাত্র; আপনাকে উচ্চ বংশীয়া বলিয়া বোধ হইতেছে। গিরিবালা কহিলেন—আমার কনিষ্ঠা ভগিনীর গঠনেতে আর তোমার অবয়বে এক; আমি তাহাকে অনেক দিন যমের মুখে দিয়াছি। আজি তোমাকে দেখিয়া আমার শোক নিবারণ হইল। এস আমার গৃহে এস, বলিয়া বলপূর্ব্বক জেদ করিয়া লইয়া চলিলেন। কুসুম

কি করে অগত্যা গমন করিল; গিরিবালা তাহাকে গৃহে আনিয়া নানাবিধ সুখাদ্য মিষ্টান্ন খাওয়াইয়া কয়েকটি টাকা ও একগাছি হার দিলেন। কহিলেন—এ হার আমার ভগিনীর গলায় ছিল; আজি তোমাকে পরাইয়া শোক নিবারণ হইল। আজি হইতে তুমি আমার ধর্ম্ম ভগিনী হইলে। কুসুম কৃতার্থ হইয়া ধর্ম্ম ভগিনী পাতাইয়া গৃহে আগমন করিল। ক্রমে উভয়ের আদান প্রদানে, বিশেষরূপে প্রণয় বাড়িয়া গেল। ক্রমে গিরিবালা কুসুমকে নিকটে থাকিতে অনুরোধ করিল। কুসুম ক্রীতদাসী, সে ক্রমে ক্রমে এক একটি করিয়া নিজ দুঃখের কথা কহিয়া কহিল, আমার আসিবার যো—নাই। আসিলে মহাদেব রাও আমাদের সর্ব্বনাশ করিবে। শুনিয়া গিরিবালা আহ্লাদে স্বকরে সুধাকর ধরিলেন, আর কহিলেন ভাল ভগিনি! মহাদেবরাও কি কার্য্য করেন? কুসুম কহিলেন—কারারক্ষকের কাজ করেন। তোমরা এখানে কেন? তাঁহার স্ত্রী আছেন বলিয়া আছি। এখানে তাঁহার স্ত্রী কেন? বায়ু পরিবর্ত্তনে আসিয়াছেন; শরীর অসুস্থ আছে। কুসুম ইহা ভিন্ন কোন ক্রমে অন্য পরিচয় প্রদান করিল না। গিরিবালা এই মাত্র শুনিয়াই মনে মনে আনন্দে আট খানা হইলেন। আর কহিলেন ভগিনি! আমি একদিন তোমাদের বাটীতে বেড়াইতে যাইব। কুসুম কহিল, কাহারও প্রবেশাধিকার নাই। আমি কিরূপে লইয়া যাইব। তবে আপনি আমার ধর্ম্ম ভগিনী, একথা বলিলে বোধ হয়, দ্বার-রক্ষকেরা দ্বার ছাড়িয়া দিতে পারে। গিরিবালা কহিলেন তবে আজিই আমায় লইয়া চল। এস—বলিয়া লইয়া চলিল। গিরিবালাকে সঙ্গে দেখিয়া দ্বারবানেরা কহিল, এ—স্ত্রীলোকটি কে? আমার ধর্ম্ম ভগিনী; কোথায় যাইবে? আমার সঙ্গে বাটীর ভিতরে যাইবে। তাহা কখন হইবে না। এই কথা বলিয়া নানা আপত্তি তুলিল। গিরিবালা—তাহাদিগকে আপনার নিকটে—স্থিত নানাবিধ মিষ্টান্ন দিল। মুখের

হাসি দিল। নয়নের কটাক্ষ দিল। প্রণামি টাকা দিল। আবও বাসায় যাইতে আশা দিল। যুবতী গিরিবালা একবারে এত দ্রব্য দিয়া ফেলিলেন। আর যায় কোথা!! তাহারা গিরিবালার যৌবন কান্তিতে, মিষ্ট কথাতে আর সেই সেই—হাব ভাব রঙ্গ রসে, শরীর মন ঢালিয়া দিয়া পরম সমাদরে পথ ছাড়িয়া দিল। গিরিবালা নির্ব্বিঘ্নে গৃহে প্রবেশ করিয়া কুসুমের নিজাধিকৃত বিশ্রাম কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কুসুম বসিতে মহামূল্য আসন দিয়া অতিথি সৎকারের আয়োজনে গমন করিল। গিরিবালা বসিয়া বসিয়া চারিদিকে কি দেখিতে লাগিলেন আর ভাবিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে বাটী—রক্ষক যুবক মহাবীর পাঁড়ে আসিয়া কুসুমকে ডাকিয়া কহিল সংবাদ আসিয়াছে, মহাদেবরাও অবকাশ লইয়া এখানে আসিতেছেন, কবে যে আসিয়া উপস্থিত হইবেন তাহা বলা যায় না। তোমরা সাবধানে থাকিবে। আর কুন্দবালাকে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অবস্থায় রাখিবে। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কহিবে, মহাদেব রাও বাহাদুর তোমার ভ্রাতাকে লইয়া তোমার নিকটে আসিতেছেন। মলিনবেশে থাকা তোমার উচিত হয় না। যুবক উপদেশ দিয়া চলিয়া গেল। কুসুম—প্রভু আসিতেছেন শুনিয়া—পূর্ব্বোপদেশ মতে কুন্দকে বুঝাইয়া সুব্যবস্থায় রাখিবার জন্য অপর দাসীকে বেশ বিধানে নিযুক্ত করিল। কিন্তু সে, কুন্দর আজ্ঞামত আপাততঃ অন্য কার্য্যে গমন করিল।

মহাদেব আসিতেছে শুনিয়া কুন্দর প্রাণ উড়িয়া গেল। দাদা যে আসিবেন না, তাহা বিশেষরূপে বুঝিয়াছিলেন, এবং এখনও তাহাই স্থির করিয়া রাখিলেন। প্রাণ কেমন করিয়া উঠিল। জীবনের আশা ত্যাগ করিলেন। এতদিনে আমার সকল আশা ভরসা ফুরাইল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন! একবার আকাশ পাতাল পৃথিবী আগ্রহের

সহিত দর্শন করিয়া যেন পরলোক গমনার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ক্ষণকাল এইভাবে গেল পরে কহিতে লাগিলেন—

দাদা! দাদা বিজয়! আপনি কোথায় আছেন আসিয়া দর্শন করুন আপনার আদরের ভগিনী কুন্দবালা এতদিনে এসংসার ত্যাগ জন্য প্রস্তুত হইতেছে; নিকটস্থ কক্ষেই গিরিবালা বসিয়াছিলেন— কর্ণে বাজিল—"দাদা বিজয়! কুন্দবালা; সংসার ত্যাগ জন্য প্রস্তুত হইতেছে" ভীষণ শব্দ কর্ণে বাজিল; যেন কত শত অশনি যুগপৎ হৃদয়ে পড়িল। চকিত হইয়া উঠিলেন, বিশেষ মনোযোগের সহিত সেই দিকে কর্ণ দিলেন, আবার কর্ণে বাজিল,—কোথায় আছেন, আসিয়া রক্ষা করুন। আর সময় নাই। বাঁচিব বলিয়া, পবিত্রাণ পাইব বলিয়া, আর বার আপনার দেখা পাইব বলিয়া, আশায় আশায় এ জীবন রাখিয়া ছিলাম। অসহ্য যন্ত্রণা, অকথ্য দুর্ব্বাক্য; সহ্য করিয়া অনাহারে, শোকে দুঃখে চিন্তায় জীর্ণ শীর্ণ হইয়াও এজীবন রাখিয়া ছিলাম। আর থাকিল না। কুন্দর অন্তিম সময়ে একবার দেখা দিয়া জীবন রক্ষা করুন। হরিপদ দাদা! আপনি কোথায় গমন করিলেন। আমাদিগকে অকূল সমুদ্রে ভাসাইয়া, ঘোর বিপদে পাতিত করিয়া, নবাবরূপ রাহুর মুখে অর্পণ করিয়া, কোথায় গমন করিলেন। আপনি তেজস্বী, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় পরোপকারী, মানধন; আপনার অবলাগণকে, বন্ধুবান্ধবকে ফেলিয়া? আপনি কোন্ অলক্ষ্য অদৃশ্য পথে গমন করিলেন। হায়! হায়! হৃদয় বিদীর্ণ হও; আর যাতনা সহ্য হয় না। হরিপদ দাদার ফাঁসীতে মৃত্যু!! নবাবের কৌশলে ফাঁসীতে মৃত্যু!! বিরজে! বিরজে! তোমা হইতে হইল কি! তুমি তাঁহার হৃদয়ের হৃদয় ছিলে। হা হতভাগিনি! তোমার নিধন কলঙ্কে হরিপদ বাবুর মৃত্যু!! এ কথা অশ্রোতব্য! অসহনীয়!!

ভগিনি! বিরজে! প্রাণসমে! তুমি যবন হস্তে প্রাণ হারাইয়াছ?

দুরাত্মা যবন কি তোমায় কলঙ্কিত করিয়াছে? যদি পবিত্র অবস্থায় প্রাণ হারাইয়া থাকো, তোমার সে মৃত্যুতেও আমরা সুখিনী; তুমি সতী পতিব্রতা; আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি; তোমার অঙ্গ পবিত্র আছে। তুমি জীবিত আছ। তোমার বধ কলঙ্কে তোমার স্বামী কখনই মরেন নাই। তিনি জীবিত আছেন। তোমার ধন তুমি পাইবে। দুরাত্মা মহাদেব রাও আমায় প্রতারিত করিয়াছে। হা সখি শৈলবালে। তোমারাও কি আমার ন্যায় যন্ত্রণা পাইতেছ? আমাদের মান সম্ভ্রম জাতি কুল কি একবারে অস্তগত হইল!! হা দেব যোগীন্দ্র মোহন! সদাশয় পরোপকারিন্। তেজস্বিন্। আপনি যে কহিয়া ছিলেন, আমি থাকিতে আমার ভগিনীর ছায়া স্পর্শ করে এমন লোক জগতে দেখি না। আপনার সেই বীরদর্প কি অসার হইল! দাদা! আপনার বিরজার, শৈলবালার আর কুন্দ-বালার কি অবস্থা ঘটিল, তাহা কি দেখিয়াও দেখিলেন না। সুরেশ, দীনেশ, হেমবালা, মৃণালিনীর কি দশা ঘটিল, আমাদের দুঃখের দুঃখী বাছা পাঁচু গোয়ালার কি গতি হইল তাহাও তো দর্শন করিলেন না। হায়! হায়! এত করিয়াও আপনারা বিল্ব-গ্রামকে নিরাপদ করিতে পারিলেন না। কেবলমাত্র নিজ নিজ সম্ভ্রম নষ্ট করিয়া সুপ্ত ব্যাঘ্রকে জাগরিত করিলেন।

এইবার গিরিবালা বিচলিত হইলেন। দুই চক্ষু আরক্ত বর্ণ হইয়া উঠিল। কয়েক বিন্দু জলের সহিত অগ্নিকণা নির্গত হইতে লাগিল। অধর দংশন দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতে করিতে যেন অসুর নাশার্থে উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। আকার প্রকার ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। আর বার কর্ণে বাজিল—

হৃদয়েশ্বর প্রাণপতি দেব বিনোদ। আপনার হতভাগিনী কুন্দবালা মরিল! বড় সঙ্কটে পতিত হইয়াছি! আর থাকিলে সতীত্ব থাকিবে

না। যাহা এতদিন অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করত রক্ষা করিয়া আসি-তেছি। আর বাঁচিলে তাহা পবিত্র থাকিবে না। দুরাত্মা দস্যু বল পূর্ব্বক সতীত্ব ধন লুটিয়া লইবে। আপনার আদরের ধন লুটিয়া লইবে। আপনি আমাকে অনন্ত-বিশ্বাস করেন। আমি বিশ্বাস ঘাতকী পাতকিনী হইব না। পবিত্র অবস্থাতেই প্রস্থান করিব। বড় দুঃখ রহিল যে, আপনার কোলে শুইয়া মরিতে পাইলাম না! মনের শেষ কথা কহিতে, আননে আনন দিয়া, বাহু-লতায় গলদেশ বেষ্টন করিয়া আননে আনন দিয়া, মনের শেষ কথা বলিতে পাইলাম না। স্বামিন্! কুন্দ-পঙ্কজ-পরিমল-ভোগিন্! কুন্দর এ হৃদয়ে যে বহু দিন আপনি শয়ন করেন নাই। আমার হৃদয় যে অন্ধকার! আমার আরাধ্য দেবতা গৃহে নাই। আমি যে বহুদিন হইল সেবা পূজা করি নাই। নাথ! আমার গতি কি হইবে। আমি আপনার কোন্ কথা ভুলিব। সেই আদর, সেই যত্ন, সেই শিক্ষা, সেই সেই কার্য্য, মনে করিয়া আমার যে বক্ষঃস্থল ফাটিয়া যাইতেছে। হায়! সে সকল স্বপ্নবৎ কোথায় গমন করিল। হৃদয়ে এতও কি সহ্য হয়। রে পাপীয়সীর পাষাণ বক্ষ! তুমি দ্বিধা হও; রে দগ্ধ কপাল! তুমি বিদগ্ধ হও। রে কঠিন প্রাণ। তুমি এ পাপ দেহ হইতে বহির্গত হও। এই বলিয়া সজোরে বক্ষে, কপালে, করাঘাত করিতে লাগি-লেন। বারম্বার তাড়নায়; পীনোন্নত কুচ যুগল, হৃদয়ের সহিত রক্তবর্ণ হইয়া কোকনদ-কলিকার আকার ধারণ করিল। কপাল ফলকে, গুরুতররূপে বলয়াঘাত হওয়াতে রুধির ধারা বহিতে লাগিল। বিদ্যুদ্বর্ণা পূর্ণা যুবতী কুন্দবালার এই অবস্থা দেখিয়া গিরিবালা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। সত্বর কুন্দবালার গৃহে গমন করিলেন।

কুন্দবালা সহসোপস্থিতা এক অপরিচিতা রমণীকে দর্শন করিয়া কথঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধরিলেন। এবং অঙ্গ বস্ত্র সকল যথাস্থানে স্থাপন

করিয়া অপেক্ষাকৃত সাবধানে বসিলেন। গিরিবালা নিকটে গিয়া কহিলেন—ভগিনি! আপনি আজি হইতে আমার কনিষ্ঠা ভগিনী হইলেন। ধর্ম্ম-সাক্ষী আপনি আমার ভগিনী ছিলেন, আর এক্ষণেও ভগিনী হইলেন। আমি অঙ্গে হস্ত দিই, অপরাধ ক্ষমা করিবেন, এই বলিয়া মুখে জল দিয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। কুন্দবালা সতৃষ্ণ নয়নে মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন। নয়ন সরাইতে পারিলেন না। গিরিবালার গলার স্বর এবং মুখের বাণী, কুন্দবালার কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিতে লাগিল। শোক দুঃখ চিন্তা ভয় উদ্বেগ এককালে কোথায় চলিয়া গেল। কুন্দ, গিরিবালার হস্ত, পদ, বক্ষ, মুখ, মস্তক, কেশ, বেশ বিশদরূপে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। যতই দেখিতে লাগিলেন ততই মনে নানা সন্দেহ হইতে লাগিল। লজ্জা আসিয়া যেন হৃদয় অধিকার করিতে লাগিল।

এই সময় পরিচারিণী আসিয়া কুন্দবালাকে বুঝাইতে লাগিল। কুন্দবালা যেন তাঁহাদের প্রবোধেই শান্ত হইলেন। এবং ধৈর্য্যভাব প্রকাশ করিয়া কহিলেন, এই স্ত্রীলোকটিকে সসম্ভ্রমে বিশ্রাম করাও। একটু পান জল খাইতে দাও। কুসুম কহিল ধর্ম্ম ভগিনি! দিদি! একটু জল খাও। আমি এই সকল আয়োজন করিয়া আনিয়াছি, এই বলিয়া খাইতে দিল। গিরিবালা কহিলেন তোমাদের ঠাকুরাণী কুন্দবালা যে জাতি, আমিও সেই জাতি; ইনি কি আমার সঙ্গে আহার করিবেন না? কুন্দবালা কহিলেন দিদি! আমি আপনার প্রসাদ মস্তকে ধারণ করি; আপনি অগ্রে ভোজন করুন, পশ্চাৎ আমি প্রসাদ পাইব। আজি বহুদিনের পর মনের সুখে প্রসাদ পাইব। আপনি আমার বিরজা দিদির অনুরূপা; আপনাকে যেন চেনো চেনো করিতেছি। গিরিবালা কহিলেন এমন একাকার অনেক হয়। আমি আপনার কেহ নহি, বলিয়া অগ্রে কুন্দকে জেদ করিয়া আহার করাইয়া পশ্চাত আপনি খাইলেন। পরে সকলে একত্রে বসিয়া

নানা কথা কহিতে লাগিলেন। কুন্দবালা কিন্তু কোন কথাই শুনি-তেছেন না। কেবল গিরিবালার মুখপানে চাহিয়া আছেন। ক্রমে সূর্য্য অস্তগত প্রায় দেখিয়া গিরিবালা যাইতে চাহিলেন। কুন্দবালা তাঁহাকে অদ্য রাত্রি নিজ ভবনে রাখিয়া দিলেন। গিরিবালা ইহাই চাহিতে ছিলেন। রাত্রিতে কুন্দর গৃহে রহিয়া গেলেন। যথাকালে কুন্দ, কুসু-মকে নিদ্রিত দেখিয়া গিরিবালাকে নিদ্রা যাইতে অনুরোধ করিলেন। গিরিবালা কহিলেন—একবার ঐ নির্জ্জন গৃহে চলুন কিছু বলিয়া পরে নিদ্রা যাইব। আজি আমার যে আনন্দের দিন, এ দিনে নিদ্রা আসিবে কেন? আজি আমি আনন্দ—সমুদ্রে ভাসিতেছি। স্বকায়ে সপ্ত স্বর্গে বিচরণ করিতেছি। সসাগরা সপ্তদ্বীপা-পৃথিবী-পতি হইয়াছি। আমি সেই অনাথ নাথ দয়াময় দীনজন-বন্ধুকে ভক্তিভাবে নমস্কার করি। এস দিদি। চুপি চুপি ঐ ঘরে যাই এস।

এই কথা বলিতে বলিতে গিরিবালা, কুন্দবালাকে ভিন্ন গৃহে লইয়া গিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন দিদি কুন্দ! এখন বল দেখি, আমি কে? কুন্দবালা অনেকক্ষণ মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন বলিতে ভয় করে, আপনি আমাদের যোগীন্ দাদা। গিরিবালা শুনিয়া একমুখ হাসিয়া কহিলেন ধন্য কুন্দ! আপনাকে ধন্য! এতদূর ক্ষমতা না হইলে কি বিনোদ বাবু আপনার জন্য এত কাতর হয়েন। এই বলিয়া আপনার অপূর্ব্ব সাজ সজ্জা সকল খুলিয়া ফেলিলেন। দেখিয়া কুন্দবালা লজ্জায় অধোবদন হইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে কহিলেন দাদা! যেমন ছিলেন সত্বর তেমনই হউন। যোগীন্ বাবু আবার গিরিবালা হইলেন। দুই জনে একাসনে উপবেশন করি-লেন এবং গিরিবালা একে একে সকলের মঙ্গল সংবাদ দিলেন। বিজয় বিনোদ এবংশৈলবালা বিল্বগ্রামে আছেন কহিলেন। সরোজিনী মৃণালিনীর সঙ্গে সঙ্গে সুরেশ দীনেশ এবং পাঁচুগোয়ালার শুভবার্ত্তা কহিলেন। কেবল বিধুজার জীবিত থাকা ভিন্ন অন্য কিছুই বলিতে

পারিলেন না। হরিপদ বাবু জীবিত আছেন শুনিয়া কুন্দবালার আর দেহে আনন্দ আর ধরে না। মনের সহিত মহারাজাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। আর কহিলেন আমাকে কাশীতে লইয়া চলুন তথায় রাখিয়া শীঘ্র শীঘ্র বিরজার অন্বেষণ করিয়া তাহাকে কাশীতে আনয়ন করুন। ভগবান এমন দিন কি দিবেন যে দুরাত্মা হিন্দু যবন শাসিত হইবে। বিল্বগ্রাম নিরাপদ হইবে। দাদা! আমাকে কেমন করিয়া আপনি একাকী এ শমন-ভবন হইতে উদ্ধার করিবেন? সকলকে শীঘ্র শীঘ্র সংবাদ দিউন। গিরিবালা কহিলেন কুন্দ! সে ভাবনা আপনার নাই। এক্ষণে আপনি স্বচ্ছন্দে আহার অবস্থান করুন। এই বলিয়া আর আর যাহা যাহা বলিবার ছিল সে সকল বলিয়া এবং কত কি পরামর্শ করিয়া, নামে মাত্র নিদ্রা যাইলেন। দেখিতে দেখিতে প্রভাত হইল। গিরিবালা যথাকালে নিজ ভবনে গমন করিলেন। বাটী-গিয়া রামগড়ের মহারাজকে এই সংবাদ পাঠাইয়া, গোপনে একদল সৈন্য সাহায্য চাহিলেন। মহারাজ মাতাবসিংহ সংবাদ প্রাপ্তে অপার আনন্দ নীরে অবগাহন করিলেন। আর অবিলম্বে কতকগুলি অশ্বারোহী এবং পদাতিক সৈন্য পাঠাইয়া দিয়া প্রয়াগস্থ প্রধান রাজ-কর্ম্মচারীকে পত্র দিয়া যোগীনের সাহায্য করিতে কহিলেন। এই সকল কার্য্য অতি গোপনে গোপনেই নির্ব্বাহ হইয়া গেল। কেবল মহাদেব রাওয়ের না আশা পর্য্যন্ত কুন্দবালাকে প্রকাশ করা হইল না। মধ্যে মধ্যে গিরিবালা যাতায়াত করিতে লাগিলেন।

যোগীন্দ্র বাবু যখন মহারাজকে এই সংবাদ দেন, সেই সঙ্গে বিজয় বিনোদকে বিল্বগ্রামে, সুরেশকে কাশীতে, দীনেশকে যথাস্থানে, এ সংবাদ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু সকল স্থানেই গোপন ভাব। বিল্বগ্রামে যখন এই সংবাদ যায়, তখন বিনোদ বাটীতে ছিলেন না। সরোজিনীর আদেশ মতে কাশীতে আসিতে ছিলেন। কাজেই বিনোদ বাবু এ-শুভ সংবাদে বঞ্চিত থাকিলেন। আজি বিজয়

শৈলের আনন্দ দেখে কে। শৈল কহিলেন আমি প্রয়াগে যাইব। বিজয় কহিলেন—আপাততঃ নহে। দীনেশ বাবু এ দেশে আসিয়াছেন। আমরা বিরজার অনেকটা অনুসন্ধান করিয়াছি। বিরজাকে উদ্ধার করিয়া যোগীন্ বাবুর এ-উপকারের কথঞ্চিৎ প্রত্যুপকার করিব। পত্রে সকল জানিয়াছি। যে-কার্য্যে যোগীন্ এবং মহারাজ আছেন, সে-কার্য্যে আমাদের যাইবার আবশ্যক নাই। শুনিয়া শৈল ক্ষান্ত থাকিলেন। কিন্তু কুন্দদর্শনে পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় তাঁহার প্রাণ পক্ষী ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

নবাব, রঘুরামসিং এবং চিনিবাস।

একদিন রঘুরাম সিংহ নবাবকে কহিল মহাশয়, চতুর্দ্দিকে গতিক বড় মন্দ দেখিতেছি। আর বিরজাকে রাখা ভাল দেখায় না। তাহা মায়াত্যাগ করুন। অতঃপর তাহাকে বিনষ্ট না করিলে আপনার রক্ষা নাই। শুনিতে পাইতেছি, যেরূপ অনুসন্ধান হইতেছে, তাহাতে বিরজাকে বাহির করা বড় একটা অসাধ্য হইবে না। বিরজা বাহির হইলেই, আপনার সর্ব্বনাশ!! তাই—বলি, আপনি তাহার আশা ত্যাগ করুন। তাহাকে বিনাশ করিতে অনুমতি দেন। সত্বর যাহাতে হরিপদ বাবুর ফাঁসি হইয়া যায়, সে-জন্য ভাল ভাল লোক দিয়া প্রধান-শাসকের অনুমতি বাহির করুন। হরিপদর ফাঁসী হইয়া যাউক। মহাদেবরাও কুন্দবালাকে বিশেষ সাবধানে রাখিয়াছে তাহার আর উদ্ধারের উপায় নাই। জানিয়াছি তিনি সত্বর যথাস্থানে যাইয়া কুন্দকে পত্নীত্বে বরণ করত নিজ মহিলাবর্গের মধ্যে রাখিয়া দিবেন। তাঁহার বাসস্থান সুদূর পশ্চিমে; কাজেই কুন্দর জন্য কো

চিন্তা থাকিবে না। বিনোদ পাগল হইয়াছে। বিজয় একা হইলে, সে আপনার কি করিবে? এই-সকল বন্ধু বান্ধব যাইলে বিজয়ের বুদ্ধি লোপ পাইবে। আর শুনিয়াছেন তো, বিরজার ভ্রাতা যোগীন আপনার বিষয় সম্পত্তি উইল করিয়া দিয়া কাশী যাত্রা করিয়াছে। সে এখন এক প্রকার সন্ন্যাসী; তাহার জন্য কোন চিন্তা নাই। মহারাজ মাতার সিংহ, চিন্তার বিষয় বটেন। আপনি সর্ব্বমান্য নবাব; বড় লোক, কার্য্য উদ্ধারে মানাপমান নাই। আপনি নানা উপায়ে মহারাজের শরণাগত হইয়া এ-বিপদ সময়ে সাহায্য চাহুন, বিজয়কে ত্যাগ করিতে উপাসনা করুন। অবশ্যই মহারাজ আপনার হইবেন। তখন আর বিজয়কে এই সকল সাহায্য প্রদান করিবেন না। আপনার সকল বিপদ কাটিয়া যাইবে। বিজয়, বিনোদ, সুরেশ দীনেশ প্রভৃতি, বিরজা এবং তারাপদর বিনাশ অপরাধে মৃত ও নির্ব্বাসিত হইবেই হইবে। ভাবিয়া দেখুন তখন আর আপনাকে পায় কে। এই সকল কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য যত অর্থ ব্যয় আবশ্যক তদপেক্ষা অধিক ব্যয় করুন। সকলেই অর্থের দাস; অর্থ হইলে না হয় এমন কাজ নাই। অর্থ লোভে পরম ধার্ম্মিকও বিচারে পক্ষপাত করেন। অর্থ বলে সতী পতিত্যাগ করে। অর্থে স্ত্রীহত্যা নরহত্যা কোথায় তল হইয়া যায়। আমি আবশ্যক মত অর্থ সাহায্য পাইলে এক দিনে পৃথিবীকে রসাতলে দিতে পারি। চিনিবাসও এই কথার সমর্থন করিল। নবাবের কর্ণে রঘুরাম সিংহের এই উপদেশ গুলি দৈববাণীরূপে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। নবাব কহিলেন—রঘুরাম! চিনিবাস! তোমারাই আমার এ-বিপদ সমুদ্রের কাণ্ডারী, যাহা কর্ত্তব্য হয়, বিনানুমতিতে সম্পন্ন কর। আমাকে আর আমি নাই। আমার যতদূর হইবার, তাহা হইয়াছে। আরও যে কি অধিক হইবে তাহা জানি না। শত্রুগণ আমার বুকের মাঝে আসন পাতিয়া ঘোর অত্যাচার করিতেছে, আমাকে আজি ইহাও সহ্য করিতে হইল। বিজয় বিনোদ দিনে

দিনে উন্নতি লাভ করিতে লাগিল; ভেকের পদাঘাতে প্রাণ গেল। একবার ইচ্ছা হয়, স্ব-হস্তে বিজয় বিনোদকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলি; শৈলবালা কেমন সতী দেখিয়া লই। ইহা করিয়া প্রাণ যায়, সেও শ্রেয়ঃকল্প; আর শত্রুর বৃদ্ধি দেখিতে পারি না। হুবায় ইহার কোন প্রতিবিধান কর। ইহাতে আমার অন্য মত নাই।

রঘুরাম সিং আজ্ঞা পাইয়া বহু সংখ্যক (উকীল বেরিষ্টার) বিচারক লাগাইয়া যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র হরিপদর ফাঁসী হয়; তাহার বন্দোবস্ত করিতে লাগিল: সে বিষয়ে কৃতকার্য্যও হইল। প্রচুর অর্থদানে চারিদিকে আট ঘাট বিশেষ বন্ধন করিল। এবং তলে তলে মহারাজের আনুগত্য করিতে লাগিল। মহারাজা নবাবের এইরূপ চক্রান্ত বুঝিয়া লইলেন। কিছু দিন পরে বিদ্রোহকে বিনাশ করিবার জন্য চিনিবাস স্বয়ং নিযুক্ত হইলেন। ইহার বিশেষ বিবরণ স্থানান্তরে জ্ঞাতব্য।

নবাবকে রণক্ষেত্রে নব-আড়ম্বরে সাজিতে দেখিয়া বিজয় বাবু মনে মনে ভয় পাইলেন। কিন্তু হীন সাহস হইলেন না। রাজা সহায়; অপর এই যে, কাগজাদিও অনেক হস্তগত করিয়াছেন। কিন্তু তথাচ নিভাবিত হইতে পারিলেন না। নানা বিষয়িণী চিন্তা করিতে লাগিলেন। বিজয়বাবু এইরূপ চিন্তায় নিমগ্ন আছেন, এমন সময়ে সংবাদ আসিল, অতি অল্প দিন মধ্যেই হরিপদ বাবুর ফাঁসী হইবে। আদেশ বাহির হইয়াছে। আর রক্ষা নাই। এ-কার্য্যে অনেক উকীল ব্যারিষ্টার লাগিয়া গিয়াছেন; আর এক দিনের জন্যও মহারাজের অনুরোধ রক্ষা করা হইবে না। শুনিয়া বিজয় আকুল হইয়া মহারাজকে জানাইলেন। মহারাজ কহিলেন—সময়ে যাহা হয় করা যাইবে। এক্ষণে আপনি উপস্থিত কার্য্যে গমন করুন। বিজয় ফিরিয়া আসিলেন। ও-দিকে উপরিতন স্থান হইতে মহারাজ পত্র পাইলেন, শীঘ্র শীঘ্র হরিপদ বাবুকে ফাঁসী দেওয়া যাইবে,' আর

আপনি প্রতিবন্ধক হইবেন না। পত্র পাঠে মহারাজ মনে মনে ভাবিলেন, আমার জীবনকাল মধ্যে তিন ব্যক্তির প্রাণ ভিক্ষা দিবেন, গতযুদ্ধে রাজ রাজেশ্বর আমাকে এই অঙ্গীকার করিয়াছেন। অন্য কিছুতেই রাখিতে না পারি, অগত্যা সেই ভিক্ষা চাহিয়া হরিপদকে বাঁচাইব। ব্রহ্মহত্যা হইতে দিব না। এইরূপ চিন্তা করিয়া মহাদেববাবকে শাসন করিতে মনোযোগী হইলেন।

দীনেশবাবু।

এ দিকে নানা স্থানে অনুসন্ধান করিতে করিতে একদিন দীনেশ বাবু জানিতে পারিলেন বিরজা হরিহরপুরের কাছারিতে মুর্চ্ছিতা মধ্যস্থ গৃহে আবদ্ধ আছেন। ইহা নিশ্চয়, আজিও তিনি মরেন নাই। এ সংবাদের সূক্ষ্মানুসন্ধান করত পুলকে পূর্ণ হইয়া সত্বর বিজয় বাবুকে সংবাদ দিলেন। বিজয় বাবু শ্রবণমাত্র অতি গোপনে পুলিস কর্ম্মচারী লইয়া তৎপরদিন প্রত্যুষেই অনুসন্ধান করিবেন, স্থির করিয়া সেই মত কার্য্য করিতে লাগিলেন। কোন গুপ্তচর নবাবকে এই সংবাদ প্রদান করিল, নবাব দারুণ ভয়ে ভীত হইয়া, চিনিবাসকে আজ্ঞা দিলেন যে, তুমি অদ্য রাত্রিতেই বিরজাকে নিব হরিহরপুরের কাছারিতে লইয়া গিয়া বিনাশ করিবে, কদাচ অন্যথা না হয়। চিনিবাস আজ্ঞা পাইয়া স্বয়ং তৎ কার্য্যে গমন করিল। ধর্ম্মপথে থাকিলে কোনকালে কোন ভয় থাকে না, এই কথার যাথার্থতা সপ্রমাণ জন্য বিরজার যে গতি হইল তাহা অতি প্রশংসনীয়। পাঠক, তাহা স্থানান্তরে জানিতে পারিবেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিরজা।

দুরাত্মা সাদৎআলি বিরজাকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়া অধিক দিন নিজ গৃহে রাখিতে পারিলেন না। থানা তল্লাসির কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে নিজ জমীদারীর নানাস্থানে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তারাপদই এই কার্য্যের ভার লইল। পরামর্শ এই—হরিপদর প্রাণদণ্ড হইলেই সুবিধামত বিরজাকে ভোগ করিয়া নিপাত করিবেন। বিরজার কষ্টের সীমা নাই। মলিন বসন, উদরে অন্ন নাই, তাহার উপর দুর্ব্বাক্য, মধ্যে মধ্যে প্রহার, কথা কহিবার হুকুম নাই, কাঁদিলে বা চীৎকার করিলেই মুখ বাঁধিয়া দেয়। দিনান্তে একবার বই আহার দেয় না। শৌচ প্রস্রাবের কষ্টের সীমা নাই। এই সকল কারণে সরলা সতী কঙ্কালমাত্রাবশিষ্টা হইলেন। মরি-লেই হয়। এ অবস্থায় প্রাণ আর থাকে না। মধ্যে মধ্যে দারুণ যন্ত্রণা। যতই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যাইতে লাগিলেন, ততই নূতন নূতন পশুর হাতে পড়িতে লাগিলেন। সকলেরই ইচ্ছা একবার উপপতি হয়। বিরজা দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইলেন। আর পুরুষজাতিকে পিশাচের অবতার বলিয়া মনে মনে সিদ্ধান্ত করিলেন। একদিন তিনি হরিহরপুরের গুপ্ত গৃহে পড়িয়া অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন এমন সময়ে তথাকার রসিকরাজ নায়েব মহাশয়, বিরজার নিকটে আগমন করিয়া রসিকতা করিতে আরম্ভ করিল। সময়গুণে আজি কেশরী কামিনীকেও শৃগালের পরিহাস সহ্য করিতে হইল। হা ভগবান্; সতী পতিব্রতার অদৃষ্টে কি এত যন্ত্রণাও লেখা ছিল!! নায়েবের নাম খেলারাম, ইনি ছাগলের অবতার, কেবল দেহ মাত্র ভিন্ন, রূপের শোভায় দ্বিতীয় জাম্বুবান, খেলা কহিল—সুন্দরি। মরি

মরি! তোমার কি রূপের ছটা!! তোমাকে দেখিলে দয়া হয়। কেন ইচ্ছা করিয়া কষ্ট পাও বল। যদি তুমি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর, আমি তোমাকে এখানে সুখে রাখিব। যে-কদিন আমার নিকটে থাকিবে উত্তম আহার দিব। অন্যথা তোমার বাঁচিবার উপায় নাই। তোমকে এইরূপ করিয়াই মরিতে হইবে। এই দেখ কেমন সুন্দর ফল আনিয়াছি। সঙ্গে ছুরিকা আছে। বলতো ছাড়াইয়া দিই। আমার ঘরে মিষ্টান্ন এবং দুগ্ধ আছে আজ্ঞা করত তাহাও লইয়া আসি। বিরজা যাহা খুঁজিতেছিলেন ভগবান্ এত দিনে তাহা মিলাইয়াদিলেন। ছুরি দেখিয়া আনন্দের সীমা নাই। কহিলেন নায়েব মহাশয়! আমার প্রাণ যায়, আগে খাওয়াইয়া প্রাণ রক্ষা করুন, তবে ভোগ করিবেন। খেলা আনন্দে গলিয়া গেল। মনে মনে কহিল— খেলার হৃদয়। ধৈর্য্য ধর, তোমার কপাল ভাল, বড় জিনীস্ তোমার ভোগে আসিল। অধিক কি যাহা তুমি জন্মেও ভোগ কর নাই। তাহাই তোমার ভোগে আসিল। খেলা কহিল সুন্দরি! তাহা বটেত; আচ্ছা, আচ্ছা, তবে তুমি এই ফল গুলিন্ ছাড়াইয়া খাও, আমি দুধ সন্দেশ আনিতেছি। বলিয়া হস্তের বন্ধন মুক্ত করত চলিয়া গেল। বিরজা ছুরি খানি পাইয়া কৃত কৃতার্থ হইলেন। ক্রমে আহারাদি সম্পন্ন হইয়া গেল। পরে খেলা কহিল সুন্দরি! এখন কি বল। বিরজা কহিলেন সময়ে বলিব। খেলা আহ্লাদে গলিয়া সময়ে আসিব বলিয়া চলিয়া গেল। ছুরি খানির কথা মনেও পড়িল না।

বিরজা খেলারামের নিকট হইতে ছুরি খানি পাইয়া অপার আনন্দ-নীরে নিমগ্ন হইলেন। মনের আবেগে প্রিয়সঙ্গিনী ছুরিকাকে পুনঃপুনঃ চুম্বন করিয়া কহিতে লাগিলেন—ছুরিকে! ইহার পর আমি তোমার কৃপায় অশেষ যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইব। স্ত্রী-জাতির পরম পবিত্র সতীত্ব ধর্ম্ম, যাহা স্বামীর সাত রাজার ধন কহিনুর মণি, তাহা আমি পরম পবিত্র অবস্থায় রাখিয়া স্বর্গ-ধামে গমন করিতে

লক্ষণ হইল। আজি হইতে তোমাকে আমি হৃদয়ের সহিত ভাল বাসি-
লাম। তুমি আমার আদরের ধন, অন্তরে থাকো। এই বলিয়া বিশেষ
রূপে লুকাইয়া রাখিলেন। খোদাবাস যথাকালে পুনরাগমন করিয়া
উদ্দেশ্য বিফলে সে দিন অকৃতকার্য্য হইয়া বিরজাকে বন্ধন করত চলিয়া-
গেল। এইরূপ প্রতি রাত্রে আলাপ হইতে লাগিল। এখন বিরজা ছুরিকা
পাইয়া নিজের ভাবনা ছাড়িয়া দিয়া অন্য বিষয় ভাবিবার অনেক
অবকাশ পাইয়াছিলেন। প্রথম ভাবনা, প্রিয়পতি হরিপদ বাবুর অবস্থা
এখন কি রূপ, তিনি আমাকে প্রাণের অধিক ভাল বাসেন, আমার
অদর্শনে, না-জানি তাঁহার কত কষ্টই হইতেছে। কত রকম ভাল মন্দ
কথা তোলাপাড়া করিয়া না জানি কত অসহ্য যন্ত্রণাই ভোগ করি-
তেছেন। পাছে আমা হইতে তাঁহার কোন অমঙ্গল ঘটে, হৃদয় এই
চিন্তাতেই চিন্তাকুল হইতেছে, থাকিয়া থাকিয়া আমার প্রাণ এত
কাঁদিয়া উঠিতেছে কেন? কে-যেন আমাকে নিরন্তরই তিরস্কার করিয়া
বলিতেছে বিরজা! তোর নিমিত্ত তোর প্রাণপতির প্রাণদণ্ড হয়,
আসিয়া রক্ষা কর। তোর স্বামী তোকে প্রাণতুল্য ভাল বাসেন
বলিয়াই কি তুই তার প্রাণ-নাশিনী হইলি? হা-রাক্ষসি? তোর মনে
এই ছিল!! যদি তুই সতী হোস্ আর যদি যথার্থ ভক্তিভাবে পতি-
পদ-সেবা করিয়া থাকিস্। যদি যথার্থই এক মনে এক প্রাণে
জীবন যৌবন দক্ষিণা দিয়া থাকিস্, তবে এখনও আসিয়া, তোর
স্বামীকে রক্ষা করিয়া, নিজ সতীত্বের পরিচয় দে; এ কি প্রবল-
চিন্তা!! এ কি-ভয়ানক-হৃদয়-পেষণ!! রমণী মূর্ত্তি যে, প্রণয় কোপে,
আবার আমায় তিরস্কার করে। এ-মূর্ত্তি যে, আমার চেনা মূর্ত্তি, যেন
ক[illegible]লা—কুন্দবালা বলিয়া জ্ঞান হইতেছে। সখি! আমি কি করিব;
বন্ধন-দশা, পলাইবার উপায় নাই। তোমরা সকলে সুখে আছ তো?
দুরাত্মা নবাব আমার ন্যায় তোমাদের তো, কোন দুর্দ্দশা করে
নাই? এ-কি হইল! আবার সেই তিরস্কার! আমায় শীঘ্র শীঘ্র যাইতে

সঙ্কেত করিতেছে; এখন আমি কি করি;—অথবা আর ভাবিয়া চিন্তিয়া কি হইবে; একবার পলাইবার চেষ্টা করিলে কি-খেলারামের দ্বারা এ কার্য্য শেষ করিতে পারি না? বুঝি বা পারি; গু-খেকোর বেটার-মত অমন-গরু পৃথিবীতে আছে কিনা সন্দেহ; আহা বাচার যেমন রূপ তেমনি গুণ!! মরুক, রূপ গুণে আমার কি হইবে, কাজ-নিরে কথা। আমি তো আর খেলা বাবুর সঙ্গে স্বয়ম্বরা হইব না! একদিন রাত্রিকালে বিরজা মনে মনে এইরূপ ভাবিতেছেন এমন সময়ে বিরজার হৃদয় পিঞ্জরের প্রিয়পক্ষ রসিক-রাজ খেলারাম বাবু হাসিতে হাসিতে তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল।

বিরজা খেলারামকে দেখিয়া মনে মনে কহিলেন, অতঃপর এই গুখেকোর বেটার সঙ্গে পূরা ইয়ারকি দিয়া, ইহাকে মোহান্ধ করতঃ পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ; এই ভাবিয়া কহিলেন খেলারাম বাবু! আজি এতক্ষণে কি আমাকে মনে পড়িল?

খেলা বন্ধন মুক্ত করিয়া কহিল, না প্রিয়ে, আমি তোমাকে ভুলি নাই, কাজের বিষম ঝন্‌ঝাটে নিকটে আসিতে অবকাশ পাই নাই। এখন রাত্রি কাল, দু-দণ্ড কাছে বসিতে পারিব। এই বলিয়া নিকটে বসিল। গৃহে একটি ক্ষীণালোক জ্বলিতেছিল। তাহার সামান্য প্রভায় বিরজার মুখ-কান্তি অতি মনোহারিণী হইয়া খেলারামের ক্ষুদ্র অন্তঃকরণকে হরণ করিল। এই অলৌকিকরূপলাবণ্যসম্পন্না পূর্ণ যৌবনা অনবদ্যাঙ্গী বিরজার রূপের শোভা, এতকষ্টেও অন্তর্হিত হয় নাই। না হইবারই কথা! হীরকাদি ঘর্ষিত হইলে আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠে। রূপ দেখিয়া খেলারাম মরণে মরিল। ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান বিবর্জ্জিত খেলারামের কথা দূরে থাক্, বিরজাকে দর্শনকরিলে কত জ্ঞানীর জ্ঞান লোপ হইয়া যায়। তাহাতে খেলারাম মূর্খ; হিতাহিত বিবেক শক্তি-বিহীন, সতীর মাহাত্ম্য জ্ঞানে অসমর্থ; কাজেই কাহার বলে সে ধৈর্য্য ধরিবে? সম্মুখে নব যৌবন-রূপ ভীষণ সমুদ্র; তাহাতে

পতিত তাহার মন রূপ-তরণী, সমুদ্রের ঘোর ঘূর্ণন; তাহার উপর প্রবল বায়ু; তরণী অরিত্র শূন্য: তাহাতে আবার কর্ণধারের অস্তিত্বও নাই। এ সকল অবস্থায় খেলারাম কি করিয়া সে তরণী রক্ষা করে। তরণী সমুদ্রে ডুবিল। খেলারাম আকুল হইল। কহিল পিয়ে! অদ্য শরীর ভাল আছে তো? সময়ে আহারাদি সম্পন্ন করিয়াছ? অন্য কোনরূপ কিছু বিশেষ কষ্ট হয় নাই? এই বলিয়া, বিরজার দাড়িটী ধরিয়া ক্ষীণালোকে সেই অসামান্যবদনকান্তি দেখিতে দেখিতে, খেলা মরণে মরিল। এই সময় বিরজা মনে মনে ভাবিলেন এত সাহস দেওয়া ভাল নয়; পোড়ারমুকো জাম্বুবান খপকরিয়া মুখে মথ দেবে না তো!! এই ভাবিয়া মুখ খানিকে সরাইয়া লইয়া কহিলেন, খেলারাম বাবু! আপনি কি আমাকে ভাল বাসেন?

খেলা। পিয়ে মেগো ননিনি! আমি তোমাকে খুব ভালবাসি, অতি ভাল বাসি, অধিক কি যেমন আশ্বিন কার্ত্তিক মাসের কুকুর গুলা কুক্কুরীদিগের ভালবাসে, একদণ্ডও কাছছাড়া হয় না, আমি তোমাকে সেইরূপ ভালবাসি, আমি তোমার পেমের কুকুর।

বিরজা একটু মধুর হাসি হাসিয়া ঈষৎ কটাক্ষ সন্ধান করিয়া খেলারামের গায়ে নিজ গাত্র ঠেকাইয়া মৃণালবৎ কোমল দক্ষিণ বাহু বল্লরী খেলারামের কোলে রাখিয়া কহিলেন খেলারাম বাবু, মরি! মরি! আপনার কি, রূপের ছটা, এরূপে কন্দর্পও লজ্জা পায়। কি উন্নত নাসিকা! কি তরল নয়ন! কি সুন্দর কপাল! কি বিশালায়তন পাষাণবৎ সমতল বক্ষস্থল! বলিতে কি, আমি—এইরূপ দর্শনে মরণে মরিয়াছি। বাবু! বলিত কি এই ঘটনায় কত কত স্থানে কত কত পুরুষ আমাকে ধরিয়া কত টানাটানি করিয়াছে, আমার কিন্তু কাকেও মনে ধরে নাই। আর ভাতার তো ভাতার, তাঁহার কথা মনে হইলে, এমন আমার রাগ হয়—আমার ইচ্ছা করে তুমি আমার ছি! ছি! পতি হও। এই বলিয়া আবার একটু রঙ্গরস দেখাইয়া

প্রণয়ে গলিয়া পড়িলেন। খেলারাম গো-বেচারা এইবার বিশেষ রূপে উচ্ছন্ন গেল।

খেলারামের বর্ণ আল্‌কাতরার আঠারো পোঁচ, নাসিকাটী ওজনে দেড় শের, কপাল বিলক্ষণ উচ্চ, ক্ষুদ্র বিড়াল চক্ষু দুটী কোটর মধ্যে আছে কি না বোধ হয় না। ঠোঁট দুটী কাফ্রিকেও লজ্জা দিতেছে; বুকটি ছোট খাট একটী ডোবা বলিলে অত্যুক্তি হয় না, চুল গুলি, কাঁচা পাকা, কোঁকড়ান; পা দুটী সরু এবং কিঞ্চিৎ খাঁটো; উদরটী বিলক্ষণ স্ফীত, বোধ হয় অনেক কারণ ময়লা আছে। দাঁত গুলি বিলক্ষণ কালো; বিরজা এই কন্দর্পের রূপ-সাগরে ডুবিলেন। খেলারাম, তোমার একরূপ পুণ্যবল বলিতে হইবে যে, আজি বিরজা তোমার বাসর রমণী, তোমার জন্ম সার্থক; দাঁড়কাক হইয়া রাজ-হংসীর অথবা ময়ূরীর কাছে বসিয়া পদ্ম ফুলের সৌগন্ধ আঘ্রাণ করিতেছ, ইহাপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে?

বিরজা। বলি খেলারাম বাবু। আপনার স্ত্রী আছে কি? আমার ভয় হইতেছে পাছে তাহাকে মনে করিয়া,আমাকে ভুলিয়া যান্।

খেলা। আমার স্ত্রীর কথা! ও কথা আর মুখে আনিও না। আহা। বাছার যে রূপের ছটা! যে গড়নের বাহার!! মনে করিলে হরিভক্তি উড়িয়া যায়। ঘেন্নার বাঙ্গে সাপ্ হয় না। এক এক বার ইচ্ছা করে, মা—ব'লে ত্যাগ ক'রে, দেশান্তরী হ'য়ে যাই। আমি তোমাকে পেলে, সে বেটীর মুখে নুড়ো জেলে দিতে পারি।

বিরজা। কেন সে কি 'আপনার সেবা করে না?' তার কোন দোষ আছে না কি?' এই বলিয়া বিরজা খেলারামের ঢাকাই জালার অনুরূপ পেটটীতে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

খেলা। দোষ!। সে তো দোষই চায়, ঘটে কই। পাড়ার ছোঁড়ারা তার জ্বালায় জ্বালাতন; শালী মাকড়সার ফাঁদ পেতে, দিন রাত ব'সে আছে। ছোঁড়ারা ফাঁদে প'ড়্‌তে চায় না, আর

শালী জোর জোবাবোং করে। অধিক কি টানাটানি, চেঁচাচেঁচি, শেষে ছোঁড়াদের কাঁদাকাঁটি;

বিরজা। ছেলেদের এত কাঁদাকাটি কেন?

খেদা। পাছে পেত্নী পায় এই ভয়ে, তারা কাঁদিয়া পলায়ন করে। কাজেই বাছা আমার সতী সাবিত্রী, এই জান না?—স্থানং নাস্তি খ্যানং নাস্তি, নাস্তি পাণ্ডুর্থিতানরঃ আর কি;

বিরজা। আপনি কি আমাকে লইয়া এখান হইতে পালাইতে পারেন না? চলুন না, বৃন্দাবনে যাই। বৈষ্ণব বৈষ্ণবী হইয়া স্ত্রী পুরুষের মত চিরকাল ঘর করিব। এখানে এক আধ দিনের প্রেমে ত কিছু হইবে না। আপনার বিরহেই আমার প্রাণ বিয়োগ হইয়া যাইবে। সেখানে আপনি উপার্জ্জন করিতে না পারেন, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। আমি বেস গাইতে জানি, উপার্জ্জন করিয়া আপনাকে খাওয়াইব। মত হয় না কি?

খেদা। তোমাকে পেলে আমি বৃন্দাবন ত বৃন্দাবন, বনে যাইতে পারি, শালা পেটের চাকরীতে আর সুখ নাই। আরও, না ছেলে, না পিলে; আর যে মাগ্, সে মায়ের সামিল বলিলেও চলে; বেটী যেন কাল্টা বুড়ী, কাছে বসিলে মা বেটার মতন দেখায়; হাজার হোক্ আমার কাঁচা বয়েস কি না, এইতো যৌবনের বাহার বেরোবার সময়। (পাঠক খেদারামের বয়স অন্যূন পঞ্চাশ বৎসর হইবে। রূপের বাহার যেমন তাহা অবগত আছেন)। খেদা কহিল এ সময় আরও এক মজা আছে; তহিলে অনেক টাকা মজুত, লইয়া যাইতে পারিলে, এখন অনেক দিন সুখে যাইবে। তোমার এ ভরা যৌবন রূপ পদ্ম ফুলে, খেদা ভোম্রা প্রাণ ভরিয়া মধু খাইবে। যে দিন আমি এই কমল কোরক ছুঁইব, না জানি সে দিন আমার কি দিন হইবে। প্রিয়ে! আমি তোমার চরণে ধরি আমায় চরণ ছাড়া করিও না।

বিরজা মনে মনে কহিলেন, ওরে গু খেকোর বেটা; আগে দুধ হোক্, তবে হাত দিবি, ঘোঁটঝারি আর খাবি। এখন ও-আশা কেন। প্রকাশে কহিলেন—উত্তম কথা, চরণে রাখিব বই কি। চলুন আজিই পলাইয়া যাই।

খেলা। তোমার বিরহে আমার সর্ব্বশরীর জ্বলিতেছে। একবার আমার অনলে আহুতি দিলে ভাল হয় না কি? আর যে আশায় রাত্রি কাটে না।

বিরজা। কোথা হইতে কে দেখিতে পাইয়া কি সর্ব্বনাশ করিয়া ফেলিবে, এখন আহুতিতে কাজনাই, সবে গিয়া তোমার মনে যাহা আছে তাহাই করিও। এ যৌবন ধনে তুমিইত আমার ছি। ছি। বলিতে লজ্জা করে। এখন তুমি আমার হইলে। আপনাকে তুমি বলিব।

খেলা। সুন্দরি, স্ত্রী-লোকের মন বড় কঠিন, এই দেখ আমার শরীরে আর কিছু নাই,—ঘামের সঙ্গে সঙ্গে কাঁপুনি ধরিয়াছে।

বিরজা। মনে মনে কহিলেন তাইত। এখন এ গুখেকোর বেটা, এ ঘর হইতে যাইলে বাঁচি। প্রকাশে—আমি অঞ্চল দ্বারা বাতাস করি, বলিয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। আর কহিলেন চলো তবে আজিই পলায়ন করি; রাস্তাতে আর সকল কথা হইবে। বলি এখন গিয়া, টাকাকড়ির মোটমাট বাঁধিলে ভাল হয় না কি?

খেলা। আহ্লাদে গলিয়া পলাইবার উদ্যোগ করিতে গেল। আর বিরজা খেলাকে পথে কিরূপে ফাঁকি দিবেন তাহারই ভাবনা ভাবিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে খেলা আসিয়া বিরজার গৃহে সাবধানে প্রবিষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিক দেখিয়া শুনিয়া তাহাকে লইয়া শ্রীহরি বলিয়া পিটটান দিল। বিরজা বহু দিনের পর বাহিরে আসিয়া, নিশ্বাস ফেলিয়া, যেন অনন্তমের সুখ লাভ করিলেন। ক্রমে তাহারা সেই গ্রাম ছাড়াইয়া প্রান্তরে পড়িলেন। খেলার মাথায় টাকার বোঝা, সেটটী চাবাই জান, কাজেই চলিতে অশক্ত; বিরজা অগ্র

গামিনী; সুপথ কুপথ জ্ঞান নাই। এখন্ ডুবে পড়িলেই বাঁচেন। খেলা এক একবার সাড়া লইতেছে, আর বিরজা ক্ষীণস্বরে উত্তর-দিতেছেন।

হরিহরপুরের কাছারিতে মহম্মদ আলি নামে সাদতের এক প্রিয় দরওয়ান ছিল। সে রাত্রিকালে মধ্যে মধ্যে বিরজার ঘর দেখিয়া আসিত। খেলারাম প্রস্থান করিবার অনেক পরে আজিও দেখিতে চলিল। বিরজার ঘর খোলা দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। আলোক আনিয়া দেখে ঘর শূন্য; অন্যান্য কর্ম্মচারিগণকে জাগাইল। এ কার্য্যে অনেক লোকই নিযুক্ত আছে। সকলে এক এক করিয়া সকল ঘর দেখিলেন, কিন্তু কোথাও দেখা পাইলেন না। আরও এক রহস্য এই, নায়েব মহাশয় ঘরে নাই। মহম্মদের মনে সন্দেহ হইল। কারণ সে একদিন খেলারামকে বিরজার সহিত হাস্য পরিহাস করিতে দেখিয়াছিল। এক্ষণে সকল কথা বলিয়া, নায়েবের ঘর সন্ধান করিতে গেল। দেখিল সিন্দুক খোলা। আর নায়েবের উত্তমোত্তম বস্ত্রাদিও নাই। কাজেই সকলে স্থির করিল নায়েব বাবু বিরজাকে লইয়া কোথায় পলায়ন করিয়াছে। তৎক্ষণাৎ চারি দিকে অনুসন্ধান জন্য অনেক লোক ধাবিত হইল।

যে রাত্রে এই ব্যাপার ঘটে সেই দিন মধ্যাহ্নে সাদাৎআলি সংবাদ পাইল কল্য বিজয় নিযুক্ত গুপ্ত পুলিস হরিহরপুরের কাছারি অনুসন্ধান করিবে। যদিও বিচারে হরিপদ বাবুর প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে সত্য, তথাচ বিজয়বাবু এখনও অনুসন্ধানে ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহাকে, কে সংবাদ দিয়াছে—বিরজা এইস্থানে আজিও জীবিতাবস্থায় আছেন। সাদৎ এই সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ সুদক্ষ কর্ম্মচারি চিনিবাস রায়কে লোকজন সঙ্গে দিয়া, বিরজাকে মীর হরিন্‌পুরের কাছারিতে লইয়া গিয়া, বিনাশ করিবার জন্য, পাঠাইয়া দিয়া, বলিয়া দিলেন, অদ্য যেন রাত্রিতে নিশ্চয় কার্য্য শেষ করা হয়। তাহা না হইলে কল্য বিষম

ঘটিবে। চিনিবাস লোকজন সঙ্গে লইয়া অবিশ্রামে হরিহর পুরে আসিতে লাগিল। বিজয়বাবু ইহার কিছুই জানিতে পারিলেন না।

চিনিবাস এ সব কাজে বিশেষ দক্ষ; সে—আজ্ঞামাত্রে হরিহর-পুরের রাস্তায় নিরাপদ সংবাদ দাতা লোক সকলকে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইল। তাহারা স্ব স্ব কার্য্যে বিশেষ যত্নবান থাকিল।

রাত্রি যখন দ্বিপ্রহর তখন চিনিবাস রায় হরিহর পুরের প্রায় দুই ক্রোশ অন্তরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

এদিকে নায়েব রসরাজ, বিরজাকে অন্ধকারে দেখিতে না পাইয়া বার বার ডাকিতেছে, পিয়ে এত এগুয়ে যাও কেন, আমাকে সঙ্গে লও, আমি যে টাকার বোঝা নিয়ে চলিতে পারি না। বিরজা বড়ই বিরক্ত হইলেন, আর মনে মনে ভাবিলেন এ-গু-খেকোর বেটাকে এই স্থান হইতে কৌশলক্রমে পরিত্যাগ করিব। এই পদতলে পরিষ্কৃত ত্রিপথ দেখিতেছি, ওই খানে দাঁড়াইয়া ডাকি—বলি রসরাজ রাত্রিকালে টাকা টাকা করিয়া চ্যাঁচান কেন, কে-কোথা হইতে শুনিয়া কি সর্ব্বনাশ করিবে। এই-আমি এই দিকে আসুন। খেলা নিকটে আসিলে কহিলেন টাকার তোড়াটা আমায় দেন, আর কাপড় গুলা আপনি নেন্। খেলা-তাই ভাল আমি বাঁচলেম বলিয়া বিরজাকে টাকার তোড়াটা দিল। বিরজা তোড়ার মুখ আল্‌গা করিয়া সজোরে যেমন মাথায় করিবেন অমনি টাকার রাশি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। হায় কি হইল বলিয়া খেলাকে টাকাগুলা কুড়াইতে বলিয়া কহিলেন—রাত্রি এখনও অনেক আছে, ভয় কি, আপনি টাকা জড় করুন—আমার বড় অসুখ বোধ হইতেছে—বোধ হয় এই নিকটে পুষ্করিণী, বড় পাড়ের মত কি দেখা যাইতেছে। মুখ ধুইয়া আসি। আমার এই গহনা গুলও থাকিল, বলিয়া গাত্র হইতে কয়েক খান অলঙ্কার উন্মুক্ত করিয়া দিয়া গেলেন। খেলা কি করে টাকার মায়া ত্যাগ করিতে না পারিয়া, তাহা জড়

করিতে লাগিল। ও-দিকে বিরজা পলায়ন করিলেন। খেলার বিশ্বাস, বিরজা আর পলাইবেন না, কারণ গহনার বাক্স রাখিয়া গিয়াছেন।

বিরজা অবকাশ পাইয়া অবাধে চলিতে লাগিলেন। এ-দিকে খেলা টাকা কুড়াইতেছে এমন সময়ে তথায় কয়েক জন দস্যু আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা কোথায় কিছু না পাইয়া বাটী যাইতেছিল। সেই পথই তাহাদিগের গমন পথ; তাহারা একজনকে, সেই অন্ধকারে, ত্রি-পথে বসিয়া হাত নাড়িতে দেখিয়া স্থির হইল। ক্ষণকাল কি ভাবিয়া পরে কহিল কে—ও, মধুর শব্দে খেলা কাঁপিয়া উঠিল। কহিল—আমি একজন লোক;

দস্যুগণ। তুই এত রাত্রে এখানে কি করিতেছিস্?

খেলা। কিছু করি নাই—এই টা—টা—টা, দস্যুগণ নিকটে গিয়া ধপ্‌ধপে জিনীস দেখিয়া তৎক্ষণাৎ আলোক জ্বালিয়া ফেলিল। পরে টাকার রাশি দেখিয়া অগ্রে খেলাকে বন্ধন করিল। খেলা বন্ধন দশায় পড়িয়া, ও বিরজা আমায় বাঁচাও—আমায় বাঁচাও বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। দস্যুগণ উত্তম মধ্যম করিয়া প্রহার দিয়া কহিল চুপ্‌শালা চুপ্, গোল করিলেই দু-খান করিয়া ফেলিব। আর কে আছে বল্। আমার মেয়ে মানুষ আছে, এই পথে যাচ্চে। বিরজা প্রথমে একটু গোলমাল শুনিয়াই বুঝিয়া লইলেন পোড়া কপালেকে ডাকাতে ধরিয়াছে। আর আমার এ-পথে যাওয়া উচিত নহে। অতঃপর অন্য দিকের অন্যপথে যাইতে হইবে। এই ভাবিয়া দিক পরিবর্ত্তন করিয়া অন্যপথে প্রাণ পণে ছুটিতে লাগিলেন। এ-দিকে দস্যুগণ টাকা লইয়াই ব্যস্ত, কে-বা তাঁহার অনুসন্ধান করে। পরে দস্যুগণ টাকা গহনা লইয়া কহিল ওরে ভাই সকল! আর কেন এখন কাজ শেষ কর্। খেলা বুঝিতে পারিয়া প্রাণভয়ে ভয়ানক চীৎকার করিতে লাগিলেন। আমি পূর্ব্বেই কহিয়াছি খেলার

অন্বেষণে অনেক লোক বাহির হইয়াছিল; তাহারা এই শব্দ শুনিয়া কে-রে, কে-রে শব্দে সেই দিকে ধাবিত হইল। দস্যুগণ তাহাকে আর মারিবার অবকাশ না পাইয়া ফেলিয়া রাখিয়া পলায়ন করিল। খেলারাম বন্ধন দশায় পড়িয়া আমি খেলারে. আমি খেলারে; বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। লোকজন তদ্দিকে ধাবিত হইল।

খেলা বাপ্‌রে! যাইরে! মরিরে, বাঁচারে বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

লোকজন। ওরে তুই কে-রে! কে-রে!

খেলা। ওরে আমিরে;—তোদের—বাবারে!—পায়ে পড়িরে, প্রাণ যায় রে।

লোকজন। ধর শালাকে; মার শালাকে; ওর কেরে; শালারে,

খেলা। আমিরে. তোদের বাবারে, ওরে বিরোরে, যাইরে।

মহম্মদ। ওরে তুই শালা কেরে, কেরে—শালারে।

খেলা। আমি খেলারে, আমি খেলারে।

মহম্মদ। ওরে তুই—কোন্ খেলারে, কোন্ খেলারে,

খেলা। আমি, মায়ের খেলারে, বাবারে, যাইরে, তোরই বাবারে।

মহম্মদ। ধর্ ধর্ ধর্—কেরে, কে—মারে রে,—বলিয়া প্রাণপণে ধাবিত হইল।

অদৃষ্টে যতক্ষণ কষ্ট থাকে ততক্ষণ কেহ তাহার নিবারণ করিতে পারে না। এ-দিকে বিরজা যে পথে চিনিবাস রায় আসিতেছিল, সেই পথেই ছুটিতে ছুটিতে একবারে তাহাদের অতি নিকটে পড়িলেন। সকলে একটা মেয়ে মানুষকে ছুটিতে দেখিয়া হস্ত ধরিয়া আটক করিল। পরে চিনিবাস আলোক জ্বালিয়া দেখে, বিরজা; দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়া কহিল তুমি কেমন করিয়া পলাইয়া আসিলে।

বিরজা। খেলারাম আমাকে ভুলাইয়া বাহির করিয়া লইয়া যাইতেছিল। ঐ—ওখানে তাহাকে ডাকাতে ধরিয়াছে। আমি কোনরূপে হাত ছাড়া হইয়া হরিহরপুরের কাছারিতে আবার ফিরিয়া যাইতেছি, আমি পালাই নাই। তোমার দিব্য চিনিবাস, আমি পালাই নাই। বিরজা চিনিবাসকে বিলক্ষণ চিনিতেন. চিনিবাস কহিল, খেলারাম তোমার ধর্ম্মনষ্ট করিয়াছে?

বিরজা। তা—সে—প্রাণ কবাই,—

চিনিবাস। আমি এ কথা নবাব সাহেবকে কহিয়া তাহার জান বাচ্ছা এক খাদ করিব। কে—আছ হে—বিরজাকে আর বিশ্বাস করিও না। হস্ত মুখ বন্ধন কর। অনুচরেরা তাহাই করিল। পরে চিনিবাস যত সত্বর পারে পাল্কী আনাইয়া তাহার মধ্যে বিরজাকে পুরিয়া চাবি বন্ধ করত মীর হরিরপুর পাঠাইয়া দিয়া হরিহরপুরের কাছারিতে গমন করিল। এ—সকল কাজ এত সংগোপনে করিল যে অনুচর লোকজন ভিন্ন অন্য কেহই টের পাইল না। ও-দিকে কাছারির লোকজন, খেলারামকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া হাসি আর রাখিতে পারিল না। তাহাকে সেই অবস্থায় কাছারিতে আনিয়া দেখে উচ্চ কর্ম্মচারি চিনিবাস রায় উপস্থিত হইয়াছেন। সকল কহিয়া তাহাকে সমর্পণ করিল। চিনিবাস, খেলারাম তফিল ভাঙ্গিয়া পলায়ন করিতেছিল এই কথা প্রচার করিয়া দিয়া তাহাকে বিল্বগ্রামে নবাবের নিকট পাঠাইয়া দিল। পরদিন বিজয়বাবু নিযুক্ত গুপ্ত পুলিস অকস্মাৎ আসিয়া সমস্ত কাছারি বিশেষরূপে তদন্ত করিল কিন্তু কোথাও বিরজার কোন সন্ধান না পাইয়া বিজয় বাবুর বিপদগণনা করিতে করিতে বিষণ্ণমনে প্রস্থান করিল। চিনিবাস রায়ও বিরজাকে বিনাশ করিবার জন্য মীর হরিহরপুরে গমন করিল।

এদিকে বাহকেরা সেই রাত্রে বিরজাকে লইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রস্থান করিল। পাল্কী বহুদূর গমন করিয়া এক বিস্তৃত প্রান্তরে

পড়িল। এমন সময় একজন লোক আসিয়া কর্ণে কর্ণে কহিল পাল্কী ফিরাও, পাল্কী—ফিরাও; বিজয় বাবুর নিযুক্ত গুপ্ত পুলিস এই পথে আসিতেছে। শ্রবণ মাত্র বাহকেরা, ফিরিয়া আসিল। আসার কারণ পশ্চাতে খানিকটা নিবিড় বন আছে। বাহকেরা আসিয়া বনের মধ্যে পাল্কী লুকাইয়া রাখিয়া আপনারা তফাৎ হইল। সৌভাগ্য ক্রমে পাল্কী যেখানে রাখিল তাহার অতি নিকটে এক—গর্ত্ত ছিল। বিরজা বড় প্রত্যুৎপন্নমতি ছিলেন। বনের কথা শুনিয়া পলাইতে বাসনা করিলেন। পাল্কীর কবাট বন্ধ; কার সাধ্য সহজে খোলে। বিশেষ ভিতর হইতে বাহিরের সে—কল কেমন করিয়া খুলিবেন। হস্তমুখে বন্ধন ছিল, পাল্কীর ভিতরের এক হুকে মাথা ঘেঁসাড়িয়া মাথা ঘেঁসাড়িয়া মুখের বন্ধন মুক্ত করিলেন। অঙ্গুলিমাত্র সহায়ে (কারণ হাতের কব্জার পাশেই বন্ধন আছে) পেট কাপড় হইতে সেই ছুরিকা বাহির করিলেন। হস্তাঙ্গুলি এবং দন্ত দ্বারা বস্ত্রের গাঁইট খুলিয়া, ছুরীখানি বাহির করত, দন্ত দিয়া ফলক বাহির করিলেন। পাল্কীর তলায় ছাউনির কাঠে ছুরীর পিঠ রাখিয়া, ছুরীর বাঁটে পদ-দিয়া আঁটিয়া ধরিয়া হস্তের বন্ধন ছেদন করিলেন, (ঈশ্বর কৃপায় দড়ীর বন্ধন ছিল) তৎপরে সত্বর ছুরিকা দিয়া তলার ছাউনি ছেদন করতঃ পাল্কীর বাড়ে মাথা গলাইয়া যেমন বাহির হইবেন অমনি অতি নিকটস্থ গর্ত্তে পড়িয়া গেলেন। আনন্দের সীমা নাই—ধর্ম্ম বলে গর্ত্তের মধ্যে কয়েকখান ভাঙ্গা ইট এবং কয়েকটী মাটীর ঢেলা ছিল, আস্তে আস্তে সে—গুলিকে পাল্কীতে তুলিয়া দিয়া চুপ করিয়া গর্ত্তে মিশিয়া পড়িয়া থাকিলেন। কারণ বাহকেরা যে দিকে আছে সেই দিক্ ভিন্ন পলাইবার উপায় নাই। অন্য দিক্ নিবিড়বনে আচ্ছাদিত। কতক্ষণ পরে গুপ্ত পুলিস চলিয়া গেল। এ—দিকে বাহকেরাও পাল্কী তুলিয়া গন্তব্যস্থানে গমন করিল।

এক্ষণে বিরজাও পলাইবার অবকাশ পাইয়া গর্ত্ত হইতে উঠিয়া এক দিক লক্ষ্য করিয়া বিপথে প্রস্থান করিলেন। এবং একদিন দুই দিন করিয়া কয়েকদিনেরপরই জুবাহার জমীদারী ছাড়াইয়া পড়িলেন। এ দিকে বাহকেরা নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া পাল্কী খুলিবা দেখে, মানুষ নাই তৎপরিবর্ত্তে কতক গুলি ইট এবং মাটী আছে। দেখ্ দেখ্ করিয়া বিস্তর অনুসন্ধান করিল বটে কিন্তু এবার কোথাও পাইল না। এই সময় ছিনিবাস রায় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। যথাকালে সাদৎ আলী বিরজার পলায়ন সংবাদ পাইয়া মাথায় আঘাত করিয়া কহিলেন আমি বহুদিন অগ্রেই জানিয়াছি আমার আর নিষ্কৃতি নাই।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

সুরেশ বাবু।

সরোজিনীর আজ্ঞানুসারে সুরেশ কাশীতে আসিয়া যথাবিধি সরোজিনীর সম্মান বর্দ্ধন করিয়া প্রণত হইলেন। সরোজিনী সম্মান বাক্য প্রয়োগ করিয়া সকলের সকল কথা একে একে অবগত হইলেন। পরে সুরেশকে আহারাদি করাইলেন। এই সময়ে তথায় মৃণালিনী আগমন করিয়া চরণে প্রণত হইলেন। সুরেশ বাবু হৃদয়েশ্বরীকে তৎকালোচিত সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন মৃণা! তোমার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল। শারীরিক মানসিক ভাল আছ। তুমি ভাল থাকিলেই আমি পরম সুখী; তোমার এ মুখ পদ্ম প্রফুল্ল দেখিলে আমি আনন্দে সপ্ত স্বর্গে বিচরণ করি। তোমার এ মূর্ত্তি আমার সকল চিন্তা দূর করিয়া দেয়। নীরস বদনকে সরস করে।

সহচেষ্ট হাস্যের উদয় হয়। তুমি আমার আনন্দদায়িনী; তোমার স্বভাব এবং কার্য্য, এই সতী পতিব্রতা সরোজিনীর সহযোগে পবিত্র হউক। এই মহীয়সী সীমন্তিনী তোমার রক্ষিকা; তুমি সর্ব্বজন প্রশংসনীয়া হও। এই বলিয়া হস্তে ধরিয়া নিকটে বসাইলেন সরোজিনী কহিলেন সুরেশ! তোমার সহধর্ম্মিণী তোমার অনুরূপা; পরম ধার্ম্মিকা: সতীত্বের আদর্শ স্বরূপা; তুমি যে, পূর্ব্ব জন্মে অখণ্ড পুণ্যরাশি সঞ্চয় করিয়া ছিলে, মৃণা তাহার ফল স্বরূপা; যদি পুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়া দার পরিগ্রহ করিতে হয় তবে যেন মৃণার ন্যায় রমণী পত্নীস্থানীয়া হয়। শত মুখ হইলেও বুঝি আমি মৃণার গুণ বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারি না। ভগবানের কৃপায় তোমাদের এ মিলন রত্ন কাঞ্চন সমাগমের ন্যায় হইয়াছে। প্রার্থনা করি এক্ষণে তোমরা সকল আপদ হইতে মুক্ত হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে অবনীধামে বিচরণ কর। সুরেশ কহিলেন মহাভাগে! আপনি যখন আশীর্ব্বাদ করিতেছেন তখন আমাদের বিপদ কখনই থাকিবেনা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস; সতীবাক্য কখনই অন্যথা হয় না। এক্ষণে আজ্ঞা করুন কি জন্য আমায় আহ্বান করিয়াছেন? সরোজিনী কহিলেন সুরেশ! অনেক দিন তোমাদিগকে দেখি নাই। বিশেষ মৃণা আমার, অদ্য কয়েক দিন হইল দুঃস্বপ্ন দেখে বড়ই কাতর হইয়াছে। শয়ন ভোজনে সুখ নাই। রাত্রিতে নিদ্রা নাই। সর্ব্বদাই চিন্তাকুলা; ডাকিলে এক ডাকে উত্তর পাওয়া যায় না। বেশ ভূষায় যত্ন নাই। অপাঙ্গে রোদন করিয়া করিয়া চক্ষু দুটিকে আরক্ত করিয়া তুলিয়াছে। শয়ন গৃহের পরিপাট্য নাই জিজ্ঞাসিলে লজ্জায় কোনও কথা বলে না। পাঠের ছলে নানা গ্রন্থ চারিদিকে ছড়াইয়া রাখে মাত্র; কাগজ কলম ঘরে থাকিয়াও নাই। কত যে লিখিয়াছে, তাহা ঐ সকলে বিদ্যমান আছে, সময়ে দর্শন করিও। আমি স্ত্রী জাতি, এ সকলের মর্ম্ম বুঝিতে কিছুই বাকি নাই। মৃণা

আমার দিনে দিনে শীর্ণ হইতে লাগিল দেখিয়া কাজেই তোমায় আহ্বান করিয়াছি। সুরেশবাবু, আর আমি তোমাকে আপনি বলিব না; মৃণা আমার শিষ্যা হইয়াছে, সে সম্বন্ধে আর তোমাকে আপনি বলিব না। সুরেশ কহিলেন মহাভাগে! আপনি আমায় তুমি বলিয়া আহ্বান করাতে, জানিলাম আমার প্রতি আপনার বিশেষ অনুগ্রহ হইয়াছে। আমি আজি কৃতার্থ হইলাম। আমি কিম্বা মৃণা আজি হইতে আপনার ক্রীত দাস দাসী হইলাম। এই সময় সরোজিনী কহিলেন, আর আর কথা পরে কহিব; একটি কার্য্য সারিতে বিস্মৃত হইয়াছি। একটু অপেক্ষা কর আমি আসিতেছি, এই বলিয়া ছল করিয়া চলিয়া গেলেন। গৃহে কেবল মৃণালিণী রহিয়া গেলেন।

এতক্ষণে নির্জ্জন গৃহ পাইয়া মৃণালিনী কহিলেন সুরেশ! নির্দ্দয় সুরেশ! আমার প্রিয় স্বামি সুরেশ! তুমি ভাল আছ। আজি আমি তোমাকে নিকটে পাইয়া বাঁচিলাম। বেশ ভাল ছিলে? পাষাণ! যাইবার সময় কি বলিয়া গিয়াছিলে? সে সব কথা মনে নাই কি? এই বুঝি তোমার শীঘ্র আসা? নির্দ্দয়! বল দেখি তুমি ভিন্ন আর আমার কে আছে? আমার বাপ পাগল, মা-নাই, ভাই নাই, ভগিনী নাই; কেবল এখানে সর্বোজ আছেন; তাই এ গৃহে টিকিয়া আছি। এত বিলম্বও কি করিতে হয়। শরীরে কি দয়া নাই? হে সুরেশ! পুরুষ-হৃদয় কি পাষাণ নির্ম্মিত? আমি যে সদাই তোমাকে হারাই; আমার কপাল যে ভাল নয়; সদাই যে তোমাকে হারাই; শয়নে স্বপ্নে সদাই যে তোমাকে হারাই; সর্ব্বদাই যেন দেখিতে পাই, রাজানুচরগণ তোমাকে বন্ধন করিয়া লইয়া যাইতেছে। এতেও কি জীবন থাকে? এতেও স্থির থাকিতে পারি? সে দিন স্বপ্নে দেখিলাম, তুমি ধরা পড়িয়াছ, দুরাচারেরা তোমাকে বন্ধন করিয়া লইয়া যাইতেছে; আর তুমি যাইবার সময় কাতর কটাক্ষে আমার দিকে চাহিতেছ। বারম্বার আমার দিকে চাহিতেছ। আর কহিতেছে

মৃণা! আমি তোমাকে অকূলসমুদ্রে ভাসাইয়া চলিলাম। এতেও কি নিদ্রা হয়? নিদ্রাভঙ্গে দেখি নয়ন জলে বক্ষস্থল ভাসিয়া গিয়াছে। ভাবিলাম তুমি ধরা পড়িয়াছ, নতুবা এমন স্বপ্ন দেখিলাম কেন? ভাবনায় স্থির হইতে পারি না। দেখিতে সদাই ইচ্ছা হয়। কাজেই আসিতে না বলিয়া আর কি করি? তাই কি মুখে বলিতে পারি, না স্বয়ং লিখিতে পারি। সরোজ দেবী দয়া করিয়া লিখিয়া তোমাকে আনাইয়া আমায় বাঁচাইলেন। আমার যায় যায় জীবনকে স্থির করিলেন। তোমাকে দেখিয়া আজি আমি বাঁচিলাম। নির্দ্দয় আর আমি তোমাকে কোথাও যাইতে দিব না। এই কথা বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিলেন।

সুরেশ বস্ত্রাঞ্চলে মুখ মুছাইয়া দিয়া সাদরে অঙ্কে বসাইলেন। সর্ব্বাঙ্গে হস্ত মার্জ্জন করিতে করিতে প্রেমভরে মুখ-চুম্বন করিলেন। সাদরে কত কথাই কহিতে লাগিলেন। রহিয়া রহিয়া একে একে সকল কথা কহিয়া মৃণাকে সান্ত্বনা করিলেন। মৃণা আজি সুরেশকে পাইয়া সকল শোক ভুলিয়া গিয়া স্ব-হস্তে তাঁহার খাদ্যাদি প্রস্তুত করিতে গমন করিলেন। যথা কালে; সরোজ, মৃণাকে সাজাইয়া সুরেশের গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। পরম-সুখে মৃণার সে রাত্রি গত হইয়া গেল। মৃণা-সে রাত্রিকে জীবনের এক শ্রেষ্ঠতম রাত্রি বলিয়া গণনা করিলেন। এইরূপে পরম সুখে দিন যামিনী অতীত হইতে লাগিল।

একদিন সুরেশ মৃণালিনীর পুস্তকাধারে কতকগুলি হস্তলিখিত কাগজ দেখিতে পাইলেন। কি লেখা দেখিতে ইচ্ছা হওয়ায় যেমন পড়িতে যাইবেন অমনি মৃণালিনী হাসিতে হাসিতে বাধা দিল। সুরেশ সে বাধা শুনিল না। মৃণা—স-লজ্জভাবে টানাটানি করিয়া পরে ছাড়িয়া দিয়া সে—গৃহ হইতে পলায়ন করিলেন। সুরেশ পাঠ করিতে লাগিলেন—

প্রাণ নাথ! হৃদয়েশ! সুরেশ সুরেশ!
কোথা তুমি কোথা আমি, দেখিতে না পেয়ে
প্রাণ যে কেমন করে জানাইব কারে,
পিঞ্জর আবদ্ধ পাখী যথা বহির্দ্দেশে,—
যাইতে মানস করে; কিন্তু বদ্ধ দ্বার—
দেখে; দুখে নিরন্তর ছট্ ফট্ করে;
তেমতি এ-দাসী তব সদা জ্বালাতন।
বল আর কত দিনে পাব দরশন?
সেইদিন সেইগৃহ সেইসব কথা—
পড়ে কি হে হৃদয়েশ মনেতে তোমার
হৃদয় সরসে মম পঙ্কজ বিকাশ।
তুমি রবি তাহে নাথ কিন্তু কর। ভাবে,
থাকেকি সে, সমভাবে; সরস প্রফুল্ল?
যে কমলে ষট্পদ না বসে কখন,
সে কি কভু শোভাপায়, ওহে প্রাণনাথ!
ওহেনাথ! সেতু ভাঙ্গি পলালে জীবন।
নলিনী নলিনী পঙ্কে হারায় জীবন॥
যে নিশিতে সুধাকর, নহে প্রকাশিত,
কে তাকে যামিনী বলে; কে করে গণন।
নানা অলঙ্কারে বল কি আছে মহিমা,
যে সীমন্তে সিন্দূর না করে অবস্থান।
তুমি নাথ! বড ধূর্ত্ত, বড় কষ্ট দাও,
ঘুমাইলে কাছে আসি হাসি হাসি মুখে;
জ্বালাও বিষম মোরে, ছি—সে লজ্জার কথা,
লিখিবনা; লজ্জা খেয়ে রমণী হইয়া।
মনোসাধে যা না-তাই কি যে কর তুমি,

ভাঙ্গিলে সে-সুখ নিদ্রা রাগ হয় মনে,
অভিমানে ভাসে চক্ষু নয়নের জলে।
মনে করি পুনঃ স্বপ্নে পেলে দরশন।
বাহু পাশে বদ্ধ করি রাখিব তোমায়।
বিফল সে চেষ্টা মম, স্বপ্নে কেবা কোথা
কৃতকার্য্য হয় বল, মনের মানসে।
শেষ কথা! প্রাণ নাথ! দেখি একবার,—
তোমার চরণ যুগ; সর্ব্বস্ব মৃণার!
পূজিতে চরণ দুটি বড় সাধ মনে
শিখায়েছ দিতে পূজা কেমনে যে হয়;
লহ আসি পরীক্ষা, আছয়ে কি না মনে।
ছি-ছি প্রাণ; তা নহে তা নহে প্রাণবঁধু-
মনে সাধ করি শুদ্ধ দরশনেপদ।
নির্দ্দয় পাষাণ বঁধু! আসিবে কি তুমি?

পাঠ করিয়া সুরেশের মুখে আর হাসি ধরে না মৃণাকে কি যে বলিবেন আর কি যে করিবেন, ভাবিয়া চিন্তিয়া পাইলেন না। অবশেষে কাগজ কলম লইয়া লিখনের নিচে লিখিতে বসিলেন—

চইলে প্রফুল্ল পদ্ম, পরিমল তার,
দূতীরূপে সু সংবাদ দেয় মধুকরে।
অথচ যাচিকা নহে, যাচক ভ্রমর,
সদাকাল পদতলে গুন্ গুন্ রবে—
লভিতে সে মধুভাণ্ড সাধে অনুক্ষণ।
আরো দেখ বহু কারো না করে সন্ধান,
সকলে পাইতে তারে সদা যত্ন করে।
তুমি মৃণা রত্নপদ্ম আমি প্রার্থী তার,

সদা অনুগত পদে কি চিন্তা তোমার?
দাস আমি তব পদে, দাসখত লহ।

এই কয়েক পংক্তি লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়া—মৃণাকে ডাকিলেন। মৃণালিনী অন্তরালে থাকিয়া সকল দর্শন করিতেছিলেন। এক্ষণে কি লিখিলেন দেখিতে প্রবল বাসনা হওয়ায় নিকটে আসিয়া দাও আমার কাগজ দাও বলিয়া পতির হস্ত হইতে কাড়িয়া লইলেন। এবং সত্বর আপন বাক্সতে রাখিয়া চাবি বন্ধ করিলেন। সুরেশ কহিলেন নীচে কি লিখিলাম পাঠ কর। মৃণা কহিলেন যাও—যা—লিখিয়াছ, তা লিখিয়াছ, আমার যখন ইচ্ছা হইবে তখন দেখিব। সুরেশ হাসিতে হাসিতে কহিলেন দলিল বটে; বাক্সে বন্ধকরা নিতান্ত অন্যায় হয় নাই বলিয়া বহির্দ্দেশের গুপ্ত গৃহে গমন করিলেন। এদিকে মৃণাও কাগজ খানি বাহির করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন—

হইলে প্রফুল্ল পদ্ম ইত্যাদি—

পাঠ করিয়া হাসি আর ধরে না। লিখন খানিকে একবার মস্তকে রাখিলেন, পরক্ষণে হৃদয়ে ধারণ করিলেন। তৎপরেই চুম্বন করিয়া সরোজকে দেখাইতে চলিলেন। সরোজিনী তাহা পাইয়া প্রথম হইতে পাঠ করিতে লাগিলেন—

প্রাণনাথ! হৃদয়েশ! সুরেশ সুরেশ!!

* * *

দাস আমি তবপদে; দাস খত লহ।

সরোজিনী হাসিতে হাসিতে কহিলেন ভালইত হইয়াছে, এখন তুমি তাহার শাসনকর্ত্রী ভত্রিণী হইলে, ইহার পর যাহা আজ্ঞা করিবে সে তাহা তৎক্ষণাৎ করিতে বাধ্য; এই নাও দাস খত খানি সযত্নে বাক্সোজাত কর। মৃণা তৎক্ষণাৎ তাহাই করিলেন। পরে সরোজিনী যথাকালে মৃণার বেশ বিন্যাস করিয়া দিলেন! মৃণা বেশভূষায় মনোহারিণী হইলেন।

পাঠক! মৃণা আমাদের অপূর্ণা যুবতী; মুখে এবং স্বভাবে আজিও এক একটু বালিকাভাব প্রকাশমান; মৃণার মন, অল্প বয়স নিবন্ধন কিছু চঞ্চল হইলেও হইতে পারে কিন্তু স্বভাব বড় ধীর, হৃদয় বড় কমল, আর ভাবও বড় সরল। ভগবান্ যাহার ভাল করিব মনে করেন, তাহার সবই ভাল করেন—দেখুন দেখুন, মৃণারূপরাশির কি মনোহর কান্তি উঠিতেছে। যেন শারদীয় শূন্যগর্ভস্থ মেঘহৃদয়ে পূর্ণচন্দ্রের পীতাভ সুচারু কান্তি; যেন নব বিকশিত চম্পক কলি-কার মনোহারিণী শোভা; যেন অগ্নি বিশোধিত খাঁটি সোণার প্রীতি-প্রদকান্তি; যেন ভূগর্ভ হইতে সদ্যোত্তোলিত হরিদ্রার পীতজ্যোতিঃ। মৃণালিনীর বদন পঙ্কজ অতীব মনোহর; সুন্দরী রমণী জনোচিত কপাল প্রদেশ, না-গোল, না প্রশস্ত, এই উভয়ের সাম্যভাব, নাসিকা বাঁশীর ন্যায় পরিমিত, উন্নত, সুগঠিত, সুসংস্থাপিত; তিল ফুলের ন্যায় খাঁদা কিম্বা শুক চঞ্চুর ন্যায় অত বক্র নহে; এই দুইয়ের দোষ ভাগ পরিত্যাগ করিয়া গুণ ভাগ গ্রহণ করিয়া নাসিকার নির্ম্মাণ কৌশল অনুভব করুন। যেমন সুন্দর মুখ নাসিকাও তদনুযায়ী টিকল; অতি কষ্টে নলকের ভার বহনে সমর্থ; তাহার উভয় পার্শ্বে সজল, ঈষচ্চঞ্চল নীল নলিনী দল তুল্য আবক্রনয়নযুগল কর্ণ-মূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া যেন আরক্ত শ্বেত জলে ভাসিতেছে। তাহার উর্দ্ধদিকে, আবক্র, মধ্যস্থূল, প্রান্ত সরু, অতি সূক্ষ্ম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোম নির্ম্মিত ভ্রূযুগল যেন নয়ন-দ্বয়ের পরিমাণ করণ মানসেই নাসিকার মূল দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া কর্ণ মূলে শেষ হইয়াছে। আর কিঞ্চিৎ গমন করিলেই বুঝি শ্রবণ বিবরে—সমাগত হইত। ঠিক নাসিকা মূলের মধ্য স্থানে ভ্রূ-যুগল, পরস্পর সংযুক্ত হইয়া দুই পার্শ্বে বক্রভাবে অবস্থান করাতে বোধ হইতেছে যেন স্বর্ণ লতার আবক্র নীল মঞ্জরীতে নেত্ররূপ নীলকান্ত মণিফলদ্বয় লম্বমান আছে। বস্তুতঃ ভ্রূযুগলের তুলনা নাই। ললাট যেমনই সুগোল তেমনি

টানা ভ্রূ; যেন কন্দর্প চঞ্চল যুবজনের দর্পসংহারজন্য সুনীল কুসুম স্তবকে ফুলধনু নির্ম্মাণ করত নয়নরূপ শিলীমুখদ্বয়কে মুণীভূত করিয়া কটাক্ষ রূপ শর সন্ধান করিয়াছেন। নাসাগ্রে লম্বমান নলকের মতি, যেন স্বর্ণ লতায় হীরক ফল ঝুলিতেছে। অবরোষ্ঠ পরিমিত রূপ পাত্‌লা অথচ স্থূল, আরক্তবর্ণ, রসপূর্ণ, সহসা দেখিলে বোধহয় যেন লোহিত পদ্মিনী, ভাবীপ্রিয়সমাগম সুখে সুখিনী হইয়া ঈষদ্বিকসিত হইতেছে। মুখপঙ্কজের তুলনা নাই। যেমনই আরক্তিম,—মনোহর, প্রীতিপ্রদ এবং লোভনীয় তেমনই নবীন-মধুভাবপূর্ণ, অতি সুগন্ধ পরিমলামোদিত, এ-আননে যিনি আনন অর্পণ করিয়া অধর-সুধাপান করিয়া থাকেন, তিনি সামান্য মনুষ্য নহেন। সুরেশ বাবু আপনিই ধন্য! পূর্ব্বজন্মে যে অখণ্ড পুণ্যরাশি সঞ্চয় করিয়াছিলেন। মৃণালিনী তাহার পূর্ণ ফলস্বরূপা, দশনাবলি অতীব মনোহর, যেন প্রদীপ্ত প্রবালোপরি মুক্তাফল সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বিরাজিত আছে। যেন নবপল্লব সংস্তবে শ্বেত কুসুমাবলি শোভা পাইতেছে। মরি! মরি! কুন্দকলি বিনিন্দি-দন্ত পংক্তির তুলনা কোথায় পাইব!! রসনা অমৃত রস তরঙ্গিণী, বিধাতা মৃণালিনীর বদনভাণ্ডার অমৃত রসপূর্ণ করিয়া তাহার নির্ঝরিণী স্বরূপ রসনা সংলগ্ন করিয়া রাখিয়াছেন। কপোল যুগল আরক্ত মাংসল, রসাল ঘূরণ বুলান অতি সুকোমল, এ কপোলে চুম্বদান সামান্য তপস্যার কথা নহে। চিবুক অতীব সুন্দর, অধরের নিম্ন ভাগে নিম্ন বিন্দু শোভিত। বক্রাভ সুকোমল বন্ধুর গৃধিনী বিনিন্দিকর্ণ, ভূষণভার বহনে অসমর্থ, আনিতম্ব লম্বমান সুদীর্ঘ অরাল কেশদাম, চমরী কুলের দর্প চূর্ণ করিতেছে। ত্রিরেখ শোভিত কম্বু বিনিন্দি গ্রীবাসনে এই সকল গুণ-ভূষিত মস্তক আসীন হইয়া জগজ্জনের মনোহরণ করিতেছে। মৃণাল তুল্য কোমল ভুজ যুগল সুগোল সুনির্ম্মিত স্বর্ণ-বল্লরীবৎ লোভনীয়, করতল রক্ত-

পদ্মাভ; অঙ্গুলি সকল চম্পক কলিকা; তদগ্রে সিত পক্ষীয় শশি-সদৃশ শুভ্রবর্ণ দশ নখবিধু; শীতল জ্যোতিঃ বিকিরণ করিতেছে। হৃদয় প্রদেশ সর্ব্বাপেক্ষা শোভার আকর, ঘন কঠিন-পীনোন্নত কুচযুগল; কনক-কমল কোরক—সদৃশ শোভাধারণ করিয়া হৃদয় সরোবরে ভাসিতেছে। যেমন বয়স, যেমন গঠন, যেমন রূপ, তেমনি কুচযুগল; মনোমোহন, আবেগ পূর্ণ, বাঞ্ছনীয়, নেত্র-তৃপ্তিকর, আর সম্ভবত-মদনানল জন্ম হেতু; পাঠক! মৃণালিনীর এ নবীন বয়সের নবীন কুচ যুগল নবীন যুবকের পক্ষে নিতান্তই মোহজনক; উন্মাদ কর, আবেগপূর্ণ; বস্তুতও আপনি মুনি হউন, যোগী হউন, ঋষি হউন ঊর্দ্ধরেতা হউন, যে কেন হউন না, যদি একবার এ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরীর বিচিত্র কারুকার্য্য সম্বলিত বসনাবৃত, অর্দ্ধবিনির্গত রূপকান্তি শোভিত কুচযুগল দর্শন করেন তাহা হইলে কখনই স্থির থাকিতে পারিবেন না। এই কুচ যুগলই কন্দর্পের অস্ত্র ভাণ্ডার স্বরূপ, ভ্রূধনুক; আর কটাক্ষ শাণিত-সুতীক্ষ্ণ সায়ক; কটীদেশ বয়সোচিত ক্ষীণ; ভঙ্গ ভয়ে ত্রিবলি বন্ধনে আবদ্ধ; নিতম্ব প্রদেশ যৌবনোচিত প্রশস্ত মাংসল মৃণাণও ফুটানও এবং নিবিড় অথচ কোমল, বায়ু পূর্ণ গদির ন্যায় কোমল, ধূনিত তুলাপূর্ণ গদির ন্যায় কোমল, বসিবার সুন্দর আসন; মদনারাধন জন্য বসিবার সুন্দর আসন, সুরেশের-সুন্দর আসন, ঘন জঘন আরও প্রীতিকর; তদূর্দ্ধে নাভি সরোবর তাহা হইতে সূক্ষ্ম রোম-রাজিরূপ মৃণাল নাল উত্থিত হইয়া ঊর্দ্ধদিকে কমল কোরক যুগলে অলঙ্কৃত হইয়াছে। সুতরাং মৃণালমূল বত্নরাজি দ্বারা অলঙ্কৃত, কারণ শাস্ত্রে বলে এক নালে দুই পদ্ম হইলে তাহার অধোদেশে নিশ্চয় ধন থাকে; সুতরাং বত্নরাজি দ্বারা অলঙ্কৃত; এ জন্যই বুঝি উদর প্রদেশ ঈষদুন্নত; বস্তি প্রদেশ ঈষদুন্নত; ধন্য সুরেশ বাবু! আপনি এ হেন কমল-মূল-খনন-রত্ন ধনী; আপনাকে ধন্য! বৃত্তানুপূর্ব্ব, সু-গোল, সু-কোমল চরণ যুগল, সু চারু ঊরু যুগলে

পরিশোভিত। চরণ-তল রক্তপদ্ম-সদৃশ; পাদমূল মুষ্টিগ্রাহ্য; চরণাঙ্গুলি মনোহর; স্বর—বসন্ত-কল কণ্ঠ-কোকিল-স্বর-সদৃশ-সুমধুর; ইচ্ছা করে মৃণালিনী দিন যামিনী কথা কহুন্ আর আমরা শ্রবণ করি।

মৃণালিনীর হৃদয় যেমন প্রীতিপ্রদ, মন তেমনি সরল আর পরদুঃখে কাতর। দোষের মধ্যে চক্ষু বিশাল হইলেও অধিক ক্ষণ কাহারও দিকে চাহিয়া থাকিতে পারেন না। কেহ মুখ পানে চাহিলে মৃণালিনী অমনি বদন অবনত করেন। পক্ষ্মরাজি চক্ষু দুটীকে অৰ্দ্ধাবৃত করিয়া রাখে। কাহাকেও ভাল করিয়া দেখিতে দেয় না।

সরোজিনী মৃণালিনীর কবরীবন্ধন করিয়া দিয়া স্বর্ণ নির্ম্মিত ফুল প্রভৃতি নানা অলঙ্কার পরাইয়া দিলেন; সেই সকল ভূষণ যথার্থই ফণী মস্তক-ভূষিত রত্নের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। কর্ণে হীরক জড়িত চৌদানী পরাইয়া দিলেন; কুচ পার্শ্বে মুক্তামালা দোদুল্যমান হইল; বাহুযুগল নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইল। সুপ্রশস্ত নিতম্বে রসনাকলাপ পরাইয়া দিলেন। চরণস্থ সুচারু ভূষণ সকল চরণ চ্ছলে রুণু রুণু বাজিতে লাগিল। নয়ন যুগল কজ্জল রাগ রঞ্জিত হওয়ায় মুখপদ্ম, অলি শোভিত পদ্মের শোভা ধারণ করিল। মৃণালিনী একখানি বিচিত্র কারুকার্য্য সম্বলিত মনোহর বারাণসী সাড়ী পরিধান করিলেন। তাম্বূল রাগে অধরোষ্ঠকে আরও সু-রঞ্জিত করিলেন। কপাল ফলকে সিন্দূর-বিন্দু সর্ব্বাপেক্ষা শোভা পাইতে লাগিল।

পাঠক! এখন দেখুন দেখি, মৃণালিনী আপনার মনোমত হইলেন কি না। রূপ, যৌবন বয়স, সাজ সজ্জা, প্রভৃতি আপনার মনোমত হইল কি না। এবং নিজ নিজ সঙ্গিনীগণকে জিজ্ঞাসা করুন মৃণালিনী তাঁহাদের মনোমত হইলেন কি না। আর, বালিকা তাঁহাদের ন্যায় বেশ ভূষার ছাঁহনি বাঁধুনি জানেন কি না।

সরোজিনী বেশভূষায় অলঙ্কৃতা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী মৃণালিনীর তাৎকালিক শোভা দর্শনে ক্ষণে ক্ষণে পুলকিত হইতে লাগিলেন। এবং সাদরে মৃণার মুখকমলে চুম্ব দিয়া সুরেশের নিকট পাঠাইয়া দিলেন! সুরেশ বাবু নয়ন-কৌমুদী মৃণাকে পাইয়া তৎকালোচিত কথোপকথনে নিমগ্ন হইলেন।

সুরেশ বাবু সুশোভিতা বনিতা মৃণালিনীকে লইয়া আমোদে নিমগ্ন আছেন, আর সরোজিনী অন্তরালে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের সেই সেই কার্য্য দর্শন করিতেছেন এমন সময়ে পরিচারিণী ভৈরবী এক খানি পত্র আনিয়া সরোজের হস্তে প্রদান করিলেন। সরোজিনী প্রিয় পতির নামাঙ্কিত পত্র দর্শনে পরম পুলকিত হইয়া তৎক্ষণাৎ উন্মুক্ত করত অন্যদ্বারা সুরেশকে দিতে বিলম্ব করিতে অক্ষম হইয়া স্বয়ং গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। সুরেশ এবং মৃণালিনী বসিতে আসন দিলেন। সরোজও পত্রখানি প্রদান করিলেন। পত্রপাঠে কুন্দবালার সংবাদ পাইয়া সকলে অননুমেয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া জয় ঈশ্বরের জয়! বলিয়া পুলকের উপর পুলকিত হইলেন। পরে সুরেশ কহিলেন মাস্তে সরোজিনি! আজ্ঞা করেন ত আমি প্রয়াগে গমন করি। সরোজ কহিলেন কল্য গমন করিও। অদ্য বাছার পূজা গ্রহণ কর। সুরেশ আজ্ঞামতে রহিয়া গেলেন।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বিনোদ-বাবু।

বিনোদ বাবু সতী পতিব্রতা সরোজিনীর আদেশ বাক্য মস্তকে ধারণ করিয়া বিজয় বাবুর অজ্ঞাতে ভবন ত্যাগ করত কাশী যাত্রা করিলেন। মনের স্থিরতা নাই। পাগলের অবস্থা; হৃদয় শূন্য,

মন শূন্য, সংসার শূন্য; একা কুন্দবালার অভাবে জগৎ শূন্য; কোন্ পথে যাইতেছেন, কোন্ দিকে গমন করিতেছেন, তাহার স্থিরতা নাই। কুন্দ বিরহানল দিবানিশ হৃদয় চত্বরে জ্বলিতেছে। দেহ, মন, ধৈর্য্য, বল প্রভৃতি সমস্তই তাহাতে ভস্মীভূত হইতেছে। দেহে বল নাই, মনে উৎসাহ নাই, আহারে বাসনা নাই, বিশ্রামে অভিলাষ নাই। দেহ হইতে সে কান্তি, সে প্রফুল্লতা কোথায় প্রস্থান করিয়াছে। সরস মুখ নীরস হইয়াছে। শরীর শীর্ণ বিবর্ণ হইয়াছে। পরিধৃত বসন স্বস্থান চ্যুত হইয়াছে। দেখিলে পাগল ভিন্ন অন্য কিছুই বোধ হয় না। অবিরত গমন, অবিরত চিন্তা; নিজের অবস্থা, কুন্দর অবস্থা, সংসারের অসারতা কালের কুটিলতা, বিষয়ের বিষময় ভাব, অবস্থার অস্থায়িত্ব, ধর্ম্মের দুর্ব্বলতা, অধর্ম্মের শক্তি শালিত্ব প্রভৃতি চিন্তায় নিতান্তই ব্যথিত, তথাচ গমনে বিরতি নাই। কখন্ কাশীধামে যাইবেন, সরোজের দর্শন পাইবেন, কেন তিনি আহ্বান করিয়াছেন, কি বলিবেন, সে কথায় কুন্দ আছেন কি না, এ সকল্ ভাবনায় ভাবিত হইলেও গমনে বিরতি নাই। এক দিন দুই দিন ইত্যাদি সংখ্যাক্রমে কয়েক দিনের মধ্যেই বহুদূর গমন করিলেন। বহুতর গ্রাম, নগর, প্রান্তর, বন, উপবন, নদ, নদী অতিক্রম করিলেন।

এদিকে বিজয় বাবু তাঁহার প্রস্থানের পর তাঁহার অনুসন্ধান লইয়া, দেখিতে না পাইয়া, ব্যাকুল হইলেন। অন্বেষণ জন্য নানা দিকে বহুলোক নিযুক্ত করিলেন তথাচ সন্ধান পাইলেন না। আরও আকুল হইলেন। দুরাত্মা হিন্দু যবনের উপর নানা সন্দেহ করিতে লাগিলেন। পাছে জীবনে বিনষ্ট হয়েন এই চিন্তায় কাতর হইলেন। হৃদয়ে ভয়ঙ্করী বিভীষিকা আবির্ভূতা হইল। অবশেষে নিতান্ত অস্থির হইয়া দূরতরপ্রদেশে অনুসন্ধান জন্য লোক পাঠাইয়া দিয়া শৈলবালাকে সকল কহিলেন। শৈলবালা শ্রবণ করিয়া রোদন

করিতে লাগিলেন। অন্তঃকরণে যৎকিঞ্চিৎ যাহা স্থিরতা ছিল এইবার তাহা কোথায় চলিয়া গেল। সময়ে কুন্দবালার শুভসংবাদ পাইয়া বিনোদের জন্য আরও অস্থির হইলেন। এ শুভবার্ত্তা দিতে পারিলাম না ভাবিয়া শৈলবালা নিতান্ত ব্যাকুল হইলেন। প্রাণ কেমন করিতে লাগিল। এই সময়ে শৈলবালার এক পরিচারিণী বিনোদ বাবুর শয্যাতলে প্রক্ষিপ্ত, এক খানি পত্র পাইয়া, এ খানি কি দেখুন দেখি বলিয়া, শৈলবালার হস্তে দিল। শৈলবালা পাঠ করিয়া এক ছড়া স্বর্ণহার দাসীর গলদেশে প্রদান করিয়া স্বামীকে আহ্বান করতঃ কহিলেন, আর চিন্তা নাই। এই পত্র দেখুন, সরোজিনীর আদেশ মতে বিনোদ বাবু নিশ্চয় কাশীযাত্রা করিয়াছেন। আপনি কাশীর পথে লোক পাঠাইয়া দেন্। বিজয় বাবু তৎক্ষণাৎ তাহাই করিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থির হইলেন। যথাকালে পলায়িত দীনেশ বাবুর পত্র পাইয়া বিরূপে বিরজার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। পাঠক তাহা হরিহরপুরের বৃত্তান্ত পাঠে অবগত আছেন।

এদিকে এক দিন দিবা দ্বিপ্রহর সময়ে বিনোদ বাবু এক প্রকাণ্ড প্রান্তরে পড়িয়া গুরুতর যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড মস্তকোপরি আরোহণ করিয়া পৃথিবী দগ্ধ করিতে লাগিলেন। পাংশু রাশি সূর্য্য কিরণ সংস্পর্শে ভয়ানক উত্তপ্ত হইল। কঙ্কর খণ্ড সকল অগ্নিকণবৎ হইয়া উঠিল। কাহার সাধ্য পথে পাদবিক্ষেপ করে। চতুর্দ্দিক ঝাঁ ঝাঁ সাঁ সাঁ করিতেছে। প্রতপ্ত পবন অনল প্রবাহের ন্যায় বহমান হইতেছে। দেখিলে বোধ হয় যেন সমস্ত পৃথিবীতে অগ্নি লাগিয়া গিয়াছে। তৃষ্ণাতুর চাতক কাতর হইয়া নিরন্তর স্ফটিক জল প্রার্থনা করিতেছে। মায়াবিনী মরীচিকা স্থানে স্থানে মায়াজল বিস্তার করিয়া তৃষ্ণার্ত্ত হরিণ দম্পতীর প্রাণান্ত করিতেছে। প্রান্তরে, ছায়া, জল তৃণ, বৃক্ষ কিছুই নাই, গৃহী নাই, গৃহ নাই, পথিক নাই, অন্য কোন রূপ আশ্রয় নাই। তথাচ

বিনোদ বাবুর গমনে বিরতি নাই। বায়ু উষ্ণ, দেহ উষ্ণ নিশ্বাস উষ্ণ তথাচ গমনে বিরতি নাই। মরণে ভয় নাই। দেহ ঘর্ম্মাক্ত, শরীর কম্পিত, পদ বিচলিত, বদন শুষ্ক, দর্শন দর্শনাক্ষম তথাচ গমনে বিরতি নাই। ভরসা এই, শক্তি এই, উৎসাহ এই, যখন সরোজ পত্র দিয়াছেন তখন কুন্দবালার সুসংবাদ পাইব; কেন যে এ মীমাংসা, কেন যে এ আশা, তাহা তিনিই জানেন। যাইতেছেন আর সরোজের সহিত একাসনে কুন্দকে দেখিতে পাইতেছেন। কুন্দ ধ্যান, কুন্দ জ্ঞান, কুন্দ সার, কুন্দ শক্তি; সে শক্তির ক্ষয় নাই। কাজেই গমনে বিরতি নাই। নতুবা এ সময়ে এ প্রান্তরে কাহার সাধ্য আত্ম রক্ষা করে। বিনোদ বাবু উক্তরূপ আশায় আশ্বস্ত থাকিলেও বহু কষ্টে যে সে স্থান পার হইলেন তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত প্রায়, এমন সময়ে প্রান্তর পার হইলেন। কতিপয় ক্ষুদ্র গ্রাম অতিক্রম করিলেন। তৎপরে এক নগর-নিকস্থ গঙ্গাতটে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন সুর-তরঙ্গিণী পতিত-পাবনী গঙ্গা প্রবলবেগে বহমানা হইতেছেন। নির্ম্মলজলে অসংখ্য তরঙ্গ আবির্ভাব হইয়া তরতর থর থর শব্দে নাচিয়া নাচিয়া হেলিয়া দুলিয়া গমন করিতেছে। জলচর জীব সকল আনন্দে উল্লম্ফন দিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। গরুৎমতী তরণী সকল পক্ষ বিস্তার করিয়া বায়ুভরে নদী হৃদয়ে গমন করিতেছে। অদূরে এক দেবী মন্দির; তাহার চারি দিকে পাদপাবলি, তন্নিকটেই কয়েকটী গৃহ, গৃহপার্শ্বেই ধূমরাশি উর্দ্ধপথে গমন করিতেছে। এই স্থান হইতে পূর্ব্বোক্ত নগর প্রায় এক ক্রোশ ব্যবধান হইবে। এখানে অধিক লোকের সমাগম নাই, দেখিয়া বিশ্রামে ইচ্ছা হইল। সম্মুখে এক পরিষ্কৃত গমন পথ পাইয়া তাহা দিয়া সেই দেবী মন্দির উদ্দেশে গমন করিলেন। দেবীগৃহ পর্য্যন্ত সংযুক্ত সরণী, বিনোদ বাবুকে দেবীগৃহে লইয়া চলিল। দেখিতে দেখিতে বিনোদ বাবু তথায় উপস্থিত হইলেন। যেমন উপস্থিত হইলেন,—অমনি

কেমন এক প্রকার হইয়া গেলেন। মন ব্যাকুল হইয়া নৈরাশ সমুদ্রে নিমগ্ন হইল। আশ্চর্য্য। চিন্তা, ভয়, উদ্বেগ, চমক্, বিস্ময়, শোক, দুঃখ, ব্যাকুলতা, চাঞ্চল্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, প্রভৃতি সকল, হৃদয় রাজ্য অধিকার করিল। অবাক্ হইয়া, নিস্পন্দনয়নে নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এই সময়ে তাঁহার নয়নযুগল, দেবীগৃহস্থ জগজ্জননীকে দেখাইয়া পরে অন্যান্য বস্তু সকলকে একে একে দেখাইতে লাগিল। বিনোদবাবু ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া গিয়া, আত্মহারা হইয়া সেই সকল দর্শন করিতে লাগিলেন।—

দেখিলেন—বামপার্শ্বে বিস্তীর্ণ শ্মশান ভূমি; ভস্মাবশেষ শবাস্থি সম্বলিত রাশি রাশি অঙ্গার সকল মনোনয়নের ভীতি সমুৎপাদন করিতেছে। কোথাও বা অর্দ্ধদগ্ধ বংশকাষ্ঠাদি ইতস্ততঃ পতিত রহিয়াছে। কোথাও বা প্রেত-পিণ্ড লিপ্ত সবার সকল মানবের শেষাবদর্শী হইয়া ধনজন ঐশ্বর্য্যের দর্পচূর্ণ করিতেছে। অগণ্য কলসী সকল প্রজ্বলিত শব দেহকে সুশীতল করিয়া শূন্যগর্ভে গর্ব্ব প্রকাশ করত জীবন্তজনগণকে সাদর সম্ভাষণে আহ্বান পূর্ব্বক যেন এই কথাই কহিতেছে—"ভয় কি আমরা একদিন তোমাদিগকেও সুশীতল করিব"। কোথাও বা শবাঙ্গাপহৃত জীর্ণ চীবর সকল ধূলি কর্দ্দমলিপ্ত হইয়া স্তূপাকারে পতিত থাকিয়া যেন এই কথার সাধু উত্তর প্রদান করিতেছে যে, "কোন ব্যক্তিই মৃত্যুরপর পরলোকে ঐশ্বর্য্যের কথা দূরে থাকুক একখানি জীর্ণ চীবরও লইয়া যাইতে পারেন না"। স্থানে স্থানে শুভ্রবর্ণ শব মস্তক সকল নানা জীবন্ত জীবের পদাঘাতে পরিচালিত হইয়া ক্রোধ করা দূরে থাকুক বিশেষানন্দে দন্ত বিকসিত করিয়া হাস্য করত যেন কহিতেছে "ভাই মানব! অহঙ্কার ত্যাগ কর। একদিন আমাদের ন্যায় তোমাদের মস্তকও নানা প্রাণীর পদাঘাতে পরিচালিত হইবে, একদিন আমরা কেহ কেহ এই মস্তকে স্বর্ণ মুকুট পরিধান করিয়া নানা সুগন্ধপুষ্পে

অলঙ্কৃত করত অহঙ্কারে মত্ত হইয়া বিনাপরাধে কত জনের মস্তকে পদ প্রহার করিয়াছিলাম, আজি তাহারই আদান হইতেছে, এবং এই সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ব সঞ্চিত পাপরাশির ক্ষয় হইয়া মুক্তির উপায় হইতেছে; সেই জন্যই আমাদের এ—হাস্য"। কোথাও বা সারি সারি চিতা সকল প্রবলবেগে প্রজ্বলিত হইয়া চড়্ চড়্ পড় পড় চটাচট্ পটা-পট্ শব্দে শবদেহ সকল ভক্ষণ করিতেছে। এবং তাহা হইতে রাশি রাশি ধূম পুঞ্জ সমুত্থিত হইয়া গগনমার্গ অন্ধকারাচ্ছন্ন করত; যেন ইহাই কহিতেছে—"ভাই মানব সকল। একদিন তোমরা অনেকেই আমাদের কার্য্য গুণে অথবা প্রবল প্রতাপে সন্তুষ্ট বা পরি-তপ্ত হইয়াছিলে আজি সেই আমরা কালের বশে কালগ্রাসে পতিত হইয়া কালের উদরসাৎ হওত কালের কালোনিশ্বাসরূপে গগনতল ব্যাপ্ত করিয়া সকলকে দুঃখিত বা নির্ভীক করিতেছি। এই দেখ দেখ, সকলেই আমাদের পরিণাম ঊর্দ্ধনেত্রে দর্শনকর। আর আমাদের পুণ্যের বা পাপের গন্ধ আঘ্রাণ কর"। আরো দেখিলেন সেই সকল চিতায় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর শশি-বদন-সন্তান, পঙ্কজ নয়না শশিকলা সন্ততি; কন্দর্প দর্পহারী যুবতী-জন বল্লভ যুবক, যুবজনহৃদয় সরস প্রফুল্ল নলিনী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী যৌবনভর-শোভিতা যুবতী, অশীতি-পর বৃদ্ধ, জরাজীর্ণা বৃদ্ধা, দগ্ধ হইতেছে। আর সম্মুখে বা অদূরে পিতা মাতা, পতি, পুত্র, স্ত্রী, ভ্রাতা বন্ধু বান্ধব প্রভৃতি আত্মীয়বর্গ হাহাকার রবে রোদন করিয়া নয়ন জলে চিতাগ্নি নির্ব্বাণের বাসনা করিতেছে। সর্ব্বভুকতদ্দ্বারা নির্ব্বাপিত না হইয়া ঘৃতাহুতির ন্যায় প্রবল বেগে প্রজ্বলিত হইতেছে। রোরুদ্যমানজনগণের মধ্যে—কেহ কহিতেছে হা পুত্র। হা হৃদয় নন্দন। তুমি আমার হৃদয় অন্ধকার করিয়া কোথায় গমন করিলে। আজি আমার হৃদয় শূন্য, জগৎ-শূন্য হইল। আশা ভরসা সকল ফুরাইল। কেহ কহিতেছে মা। তুমি যে আমার শশিকলা, কন্যারূপে সাক্ষাৎ কমলা, আজি আমার

গৃহলক্ষ্মী শূন্য হইল। মা! তুমি আমার একমাত্র কন্যা; আমি তোমাকে বিসর্জ্জন দিয়া কেমন করিয়া ভবনে গমন করিব। কেহ কহিতেছে—প্রিয়ে! সরলে! আমার হৃদয়-সরস-সরোজিনি! আমার দেহের শক্তি! গৃহের লক্ষ্মী, নয়নের কৌমুদী, ভবনের আলো, সুখের তরঙ্গিণী, বিপদের সঙ্গিনী সম্পদের মোহিনী, হৃদয়ের ভালবাসা, হাস্যামোদের নির্ঝরিণী, তুমি আমার হৃদয় অন্ধকার করিয়া কোথায় গমন করিলে। আর যে আমি তোমার এ মূর্ত্তি, এ-মুখ, সে-হাস্যাদি এ জগতের কোথাও দেখিতে পাইব না। আমার পক্ষে এ-জগৎ আজি জনশূন্য জীর্ণ অরণ্য মধ্যে পরিগণিত হইল। কেহ কহিতেছে হা নাথ! হা দেব। হা-স্বামিন্! আমার এ হৃদয় ভবন পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলে। আমার গতি কি হইবে? আমায় কাহার হস্তে সমর্পণ করিয়া গেলে। আর আমার এ-জগতে কে আছে। বল্লরীর তরুবরই একমাত্র অবলম্বন; জলঙ্গিনীর জীবনই একমাত্র জীবনোপায়, আমার গতি কি হইবে? কাহার নিকটে দাঁড়াইব? কে বা দয়া করিবে? এ-অনাথিনী কাঙ্গালিনীকে কে আর দয়া করিবে? এ পথের ভিখারিণীকে, কে-আর দয়া করিবে? নাথ! এ বালিকা হৃদয়ের ভালবাসা কি তোমার ভাল লাগিল না? তাই কোন অলক্ষ্য অদৃশ্য পথে গমন করিলে? কেহ কহিতেছে হা পুত্র! আমার পতি নাই আর পুত্র নাই। আর কন্যা নাই। অন্য আত্মবন্ধু নাই। তুমিই আমার একমাত্র অবলম্বন; অন্ধের যষ্টি, নয়ন মণি বাপ! মা বলিয়া ডাকিতে যে আর আমার পুত্র কন্যা নাই। একবার মা বলিয়া আহ্বান করিয়া আমার তাপিত প্রাণ শীতল কর। আরো দেখিলেন—অদূরে গঙ্গা গর্ভে কয়েকটি শব দেহ পতিত রহিয়াছে। বোধ হইল যেন—তাহার একটী শিশু, একটী যুবক, অপরটী যুবতী অন্যটী বৃদ্ধ; কাল-বশে সর্ব্বাঙ্গ স্ফীত গলিত এবং দুর্গন্ধ বিশিষ্ট হইয়াছে। দেখিতে ভীষণ দৃশ্য, বিকটা-

কার, এবং উৎকট উদ্বেগ পূর্ণ; শবাহারী জীব সকল কাহার হস্ত, কাহারও পদ, কাহারও উদর, কাহার বক্ষ, কাহারও মস্তক মহানন্দে ভক্ষণ করিতেছে। শকুনি গৃধিনী, কুকুর, শৃগাল কাকের মেলা বসিয়া গিয়াছে। আনন্দের সীমা নাই। মহান্ উৎসাহে শবদেহ ভক্ষন করিতেছে। মাংসাশী মানবের ন্যায় মহানন্দে শবদেহ ভক্ষণ করিতেছে। আর সুরার ন্যায় গাঙ্গসুরা পান করিয়া আরও প্রমত্ত হইতেছে। দেখিলেন দক্ষিণ পার্শ্বে গঙ্গাভিমুখ কয়েক গৃহে কতকগুলি আসন্ন মৃত্যু মনুষ্য বসিয়াছে। তাহার অধিকাংশই বৃদ্ধ বৃদ্ধা; উৎকট রোগাভিভূতা, তাঁহাদের নিকটে সেবাপরায়ণ পরিবারগণ আসীন, তথায় মধ্যে মধ্যে হরিসঙ্কীর্ত্তন রামায়ণ, ভারত ভাগবতাদি পাঠ হইতেছে। এ দৃশ্য অপেক্ষাকৃত শান্তিপ্রদ। সম্মুখে করালবদনা-কালী, মহাকাল হৃদপদ্মোপরি দণ্ডায়মানা করালবদনা কালী, তাঁহার সম্মুখস্থ চত্বরে নবাগত মৃত্যু যন্ত্রণাভিভূত মানবমণ্ডলী; তৎপার্শ্বেই আনীত মৃতদেহ, শিশু যুবকাদির মৃতদেহ, হৃদয় দলনকারী ভয় সঙ্কুল শিশু যুবকাদির মৃতদেহ, তাহার সহিত আত্মবন্ধুর রোদন-নিনাদ। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বিনোদ বাবু আত্মহারা হইলেন। জ্ঞান হত হইল। হৃদয় আকুল হইল। বিবেক বুদ্ধি প্রায় কোথায় পলায়ন করিল। কোথায় আসিলাম বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল। ইহা কি পার্থিব ব্যাপার বলিয়া সন্দেহ হইল। সংসারের অসারতা বিলক্ষণরূপে বুঝিয়া লইলেন। "আমি যে একজন এ সংসারের অতিথি মাত্র" ইহা বিলক্ষনরূপে বুঝিতে পারিলেন। "কেহ কাহারও নহে কেবল ধর্ম্মই এক মাত্র বন্ধু" ইহা জানিতে বাকী থাকিল। অন্তে সুরধুনীই একমাত্র প্রিয় জননী বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন। এই করাল বদনা কাল রমণী কালীই সর্ব্বসংহারকারিণী বলিয়া জানিতে পারিলেন। ভয় ভক্তিতে অন্তঃকরণ পূর্ণ হইল। তখন তিনি নিতান্ত কাতরস্বরে কহিতে লাগিলেন—

মা করাল বদনা! ঘোরা মুক্তকেশি! চতুর্ভুজে! আমি আপনাকে নমস্কার করি। মা শবশিব করস্রগধারিণি! আমি আপনাকে নমস্কার করি। মা বর-রুধির পায়িনি! লোলরসনে! মা স্কন্ধদ্বয় গলদ্রক্তধারা বিস্ফুরিতাননে। মা নব-কর চন্দ্রহাস ধারিণি বর-রঙ্গিণি! মা সুরাসুর মদ নাশিনি! আমি আপনাকে নমস্কার করি। মা! শবাবতংস ধারিণি। মা ঘোর রাবে। মা মহারৌদ্রি। মা শ্মশানা-লয় বাসিনি। আমি আপনাকে নমস্কার করি। মা ঘোর দংষ্ট্রে! করালাক্ষি। পীনোন্নত পয়োধরে। মা! শিবা-ররানন্দোন্মত্ত নৃত্য-পরা স-গণসঙ্গিনি। মা! আগুলফ লম্বমান-অবাল-জলদাভ কেশি! মা কর-কমলাবলম্বিত শব-শিব-ধারিণি! আমি আপনাকে নমস্কার করি। মা সদ্য-চ্ছিন্নাসুর-শিব-শোণিত-লিপ্ত-খড়্গ-ধারিণি। মা দক্ষিণ কর-তামরসোত্তোলিতে। মা ভৈরবা-ভৈরবিতাভয়দায়িকে। মা প্রস্ফুট-কর-পদ্মাম্বুমিত-বরদায়িকে। আমি আপনাকে নমস্কার করি। মা! শব-রূপ-মহাকাল-হৃদয়াসনসংস্থিতে। মা সুপ্রসন্ন বদনা! মা প্রফুল্ল-পঙ্কজতুল্য-স্মেরাননে। আমি আপনাকে নমস্কার করি। আপনি কাল, আপনি কালী; আপনি কালান্তক, আপনিই কালান্ত কারিণী; আপনিই অনন্ত কাল-স্বরূপিণী; মহাকালবন্দিতা কালী; আপনিই বিশ্ব প্রসূতি, বিশ্ব পালিকা এবং বিশ্ব বিনাশিনী: আপনিই চিরবিদ্যমানা, অনাদিকারণা মহাশক্তি, নীর-জাত বুদ্বুদ্ যেমন নীরেই লয়প্রাপ্ত হয়, তেমনি এই বিশ্বসংসার তদ্দেহ হইতে জাত এবং তদ্দেহতেই বিলয় প্রাপ্ত হইবে। আপনি সকলকে অতিক্রম করিতে সমর্থ কিন্তু কেহই আপনাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ নহে। আপনি সত্ত্ব রজঃ তমঃ ত্রিগুণধারিণী, আদ্যাশক্তি, জগৎ প্রসূতি মহামায়া; সমস্ত দেবগণ আপনার ছায়ামাত্র; ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আপনারই মূর্ত্ত্যন্তর মাত্র; অনন্তজীব শ্রেণী আপনারই মহিমা প্রকাশ করিতেছে। আপনিই সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কারিণী কালী;

আপনার চরণযুগে যুগে যুগে সদাকাল ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল বিরাজিত, সাযুজ্য সালোক্য মোক্ষ আপনার চরণেরই মহিমামাত্র; আপনার আনন্দভীতি মিশ্র মহামূর্ত্তি দর্শন করিলে অন্তঃকরণে যুগপৎ এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড রাজ্যের নানা বিষয়িণী চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয়। আপনার এই সংহার মূর্ত্তি দুর্দ্দান্ত মহাতেজস্বী অহঙ্কারী ব্যক্তিকেও শঙ্কিত করিয়া অতিদীনবৎ জাগরিত এবং শান্ত করে। উদ্ধতকে বিনয়ী করে। ধার্ম্মিককে আনন্দিত করে। অধার্ম্মিককে ভীত করে এবং শান্তপ্রাণীগণকে অতুলানন্দ প্রদান করে।

মা। সর্ব্বভূত জননি। আপনার এই জগৎ প্রপঞ্চ চিন্তা করিলে বিস্ময়ার্ণবে নিমগ্ন হইতে হয়। পক্ষী যেমন পিঞ্জরে আবদ্ধ থাকে তেমনই আমরা এই পঞ্চ ভূতাত্মক দেহে অবস্থান করিতেছি। আমি কে, কোথায় ছিলাম, কোথা হইতে আসিলাম, কে পাঠাইল, কোথায় আছি, পরে কোথায় যাইব, কোথায় থাকিব, এ সকলের মীমাংসা করিতে যাইলে, আপনি আর দূরে থাকিতে পারেন না। আপনি মহামায়া, আমরাও সেই মায়ায় আবদ্ধ, মায়া প্রপঞ্চে অভিভূত, এবং এই পৃথিবীস্থ পান্থনিবাসে পরিবার বদ্ধ; আমার মাতা, আমার পিতা, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার কন্যা আমার ধন, আমার ঐশ্বর্য্য, আমার রাজ্য, এই এক "আমার আমার শব্দে" বিষম ভ্রমসঙ্কুল: ইহার সঙ্গে সঙ্গে কামক্রোধাদি রিপুর বশীভূত; মা! আপনিই আমার এ পাঞ্চ ভৌতিক দেহে আত্মা পরমাত্মাকে আবদ্ধ করিয়া বিবেক নামক কর্ত্তার অধীনে বিবিধ বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। আমরা তাহাদের এমনই বশীভূত যে, কোন ক্রমেই সেই সকল হইতে অন্তরে থাকিতে পারি না। মা! আমাদিগকে এরূপে আনিবার ও রাখিবার অভিপ্রায় কি? তারা! মহামায়ে! নিত্য পরিবর্ত্তনই আপনার এ জগতের প্রধান ধর্ম্ম, ক্ষণে ক্ষণে দণ্ডে দণ্ডে

ইহার পরিবর্ত্তন হইতেছে। ভূতের ঘরে ভূতের নৃত্য; ভূতের বাসা; আয়ুঃ এই আঁছে এই নাই। জ্যোতিরিঙ্গণের আলোকবৎ অস্থায়ী, নলিনী-দল-গত জলবচ্চঞ্চল; উত্তপ্ত লৌহ পাত্রস্থ জল-বিন্দুবৎ উদ্বায়ী; দেহ এই হইতেছে, এই যাইতেছে রূপান্তর মাত্র; আমার এই পঞ্চভূত দেহ, ক'লে কত পঞ্চভূতে, মিশাইয়া যাইবে। কি উদ্ভিদ শরীর কি প্রাণীদেহ কিছুই বিনশ্য নহে। পরমাণুর বিনাশ নাই। কেবল রূপান্তর মাত্র, আমার পরিত্যক্ত পদার্থ অন্যের জীবিকা; আর অন্যের পরিত্যক্ত পদার্থ আমার জীবিকা; আমি অপরের দেহ ভক্ষণ করিয়া পুষ্ট হইতেছি, অন্যে আমার দেহ ভক্ষণ করিয়া পুষ্ট হইতেছে। কোন পদার্থই ঘৃণা বা পরিত্যজ্য নহে। আপনার একি মহিমা। একি কার্য্য। আপনার ভোজবিদ্যাবলে কখন আমি পিতা, অন্যে পুত্র; কখন বা পুত্র পিতা; পিতা পুত্র; কখন বা পত্নী পতিদ্বয়—বিপরীত সম্বন্ধে অভিহিত; জননি। আপনার একি মহিমা। একি কার্য্য।। ভাবিয়া দেখিলে দেহে কিছু থাকে না। আর বিরোধে বাসনা হয় না। আর ভবনে থাকিতে ইচ্ছা করে না। ইচ্ছা করে কোন নির্জ্জন স্থানে সমাধিতে অবস্থান করিয়া আপনার মায়াজাল হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য নিয়ত প্রার্থনা করি। মা। দেহ পরিবর্ত্তনই মৃত্যু; যেহেতু আত্মার বিনাশ নাই। নব দেহ ধারণই জন্ম, বারম্বার জন্ম মৃত্যু, ব্যাধি জ্বর, শোক তাপ; বড় যন্ত্রণা; জননি। আজি এই পিতৃকাননের ব্যাপার দর্শনে আমার মোহ নিদ্রাভঙ্গ হইল। আর আমি গৃহে যাইব না। কেবা কাহার, মিছা মায়ায় আবদ্ধ কেন; অতঃপর আমি সন্ন্যাসী বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া আপনার আরাধনা করিব। আপনার কৃপায় আমি এক রূপ প্রায় সংসার বিচ্যুত, আজি আমাকে সমাধি জন্য ঐ প্রজ্বলিত চিতা, ঐ স্ফীত দুর্গন্ধ মৃতদেহ, এই মৃত শিশু যুবক, এই মুমূর্ষু বৃদ্ধ সকল; বিশেষ রূপে উপদেশ দিতেছেন।

ভাই সাধন সিংহ! উদ্দেশে প্রার্থনা করি, তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা কর। তোমার দেহে আমার দেহে বিভিন্নতা নাই; তোমার আত্মা আমার আত্মা পৃথক্ নহে। তুমি আমি সকলেই এই করাল-বদনার শাসনাধীন; কালে মায়ের বিচারে আসিতে হইবে। ভাই! তবে কেন আর পাপভার সঙ্কলন কর। তবে কেন আর পবিত্র আত্মাকে কলঙ্কিত কর। তবে কেন অনর্থক অন্য হৃদয়ে মারাত্মক হলাহল ঢালিয়া দাও। যখন ধর্ম্মাধর্ম্ম ভিন্ন কিছুই সঙ্গে যাইবে না তখন কেন অনর্থক পরধন, পর কন্যা, পরদার হরণ কর। ভাই! একবার এই খানে আসিয়া দেহের পরিণাম দর্শন কর, তাহা হইলেই মনের সকল ভ্রম উচ্ছেদ হইয়া যাইবে। ভাই। তুমি নামে কর্ত্তব্যে সিংহ; ভগবান্ তোমাকে সকলই দিয়াছেন, কিছুই অভাব রাখেন নাই। তবে কেন আর পাপ সঞ্চয় কর। একবার এখানে আইস, প্রফুল্ল হৃদয়ে প্রাণ ভরিয়া আলিঙ্গন দিয়া কৃতার্থ হই। আর উভয়েরই অপরাধের জন্য উভয়ে দুঃখিত হইয়া অশ্রুবর্ষণ করি। অহো নারায়ণ পতিতপাবন দীনবন্ধো! অহো ব্যোমকেশ ভবানীপতি আশুতোষ! অয়ি মাতর্গঙ্গে সুরধুনি! মা করালবদনা কালি! আপনারা বা সঙ্কলনে আপনি, অভেদ আপনি, মীমাংসায় আপনি; আপনি আমাকে রক্ষা করুন। এই বলিয়া জগজ্জননীকে প্রণাম করিয়া এক বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইয়া হস্ততলে কপোল বিন্যাস পূর্ব্বক প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

বিনোদ বাবু ক্ষুধা তৃষ্ণা বিস্মৃত হইয়া এই রূপে সময় যাপন করিতেছেন, এমন সময়ে তথায় এক জন সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিনোদ বাবু ভক্তিভাবে উদাসীনকে প্রণাম করিলেন। উদাসীনও প্রণাম করিলেন। উদাসীন কথায় কথায় তাঁহার মনের ভাব জানিতে পারিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া তথা হইতে নির্গত হইলেন। গঙ্গাতীর ধরিয়া কতকদূর গমন করিয়া এক বাঁধা-

ঘাটে বসিয়া বিনোদ বাবুকে স্নান করাইলেন। ফল জল মিষ্টান্ন ভক্ষণ করাইলেন পরে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। রামায়ণ মহাভারত ভাগবত এবং গীতা হইতে সুমধুর হৃদয়গ্রাহী দৃষ্টান্ত সকল কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন করিলেন। বিনোদ বাবু নবীন সন্ন্যাসীর বহুদর্শিতা দর্শনে পরম প্রীত হইলেন। পরে উদাসীন কহিলেন মহাশয়! আপনি কি আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন। আপনার মনের অবস্থা কি এখনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। আমি মহাশয়ের চিরানুগত সেই দীনেশচন্দ্র; বিনোদ বাবু শ্রবণ করিয়া অবাক হইলেন। তদনন্তর বহুক্ষণ নিস্পন্দ নয়নে মুখ-নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন দীনেশ বাবু আপনার জয় হউক, দীনেশ কহিলেন জয়, ঈশ্বরের জয়; মঙ্গল সংবাদ শুনুন্, সংবাদ আসিয়াছে প্রবাসে কুন্দবালা আছেন এই বলিয়া সকল কহিয়া আরও বলিলেন—বিরজা জীবিত আছেন। দুরাত্মা হিন্দু যবনের হস্ত মুক্ত হইয়া কোথায় পলায়ন করিয়াছেন। আমরা তাঁহার অন্বেষণ করিতেছি। বিজয়বাবু সংসার ত্যাগ করিয়া বিরজার অন্বেষণ করিতেছেন। আমি তাহার অনুগামী ছিলাম। অনেক দিন হইল বিজয় বাবুর মুখে শুনিয়াছি আমার প্রণয়িনী হেমবালা বৃন্দাবনে গমন করিয়াছেন। ইহা আপনিও অবগত আছেন। সম্প্রতি পাঁচু ভায়ার পত্রে জানিলাম, হেমবালা বৃন্দাবন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছেন। পাঁচু তাহার অনুসন্ধানে গিয়াছে। আমাকেও যাইতে আদেশ আসিয়াছে। আমি তথায় গমন করিতেছিলাম। আসিতে আসিতে এই পিতৃকানন দর্শনে, দর্শনের ইচ্ছা হইল। এ-খানে আসিয়া ঈশ্বরের কৃপায় আপনাকে পাইলাম।

বিনোদবাবু এককালে শুভ সংবাদ সকল শ্রবণ করিয়া বাসনাতীত সুখ লাভ করিলেন। সকল দুঃখ বিস্মৃত হইলেন। উৎসাহে, আনন্দে, সপ্তস্বর্গে বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনর্গল আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। সবলে দীনেশকে আলিঙ্গন দিয়া কহিলেন

জয় ঈশ্বরের জয়! জয় মঙ্গলময়ের জয়। জয় ধর্ম্মের জয়। পরে কহিলেন দীনেশ বাবু! তবে কি বিজয় এখন গৃহত্যাগী? দীনেশ কহিলেন—গৃহত্যাগী, সন্ন্যাসী, ফকির, অথবা ভিন্নদেশী; বিনোদবাবু কহিলেন বুঝিয়াছি এ-সকল বেশ পরিবর্ত্তনের কারণ বিরজার অনুসন্ধান জন্য; ভগবান তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। আমি আর কাশীতে বা প্রয়াগে যাইব না, যে—কার্য্যে স্বয়ং যোগীন্দ্র বাবু আছেন সে—কার্য্যে আমার থাকিবার আবশ্যক নাই। এক্ষণে বিরজার মঙ্গল কামনাই আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং প্রধান ধর্ম্ম; দীনেশ কহিলেন তাহাই হউক; বিরজার এই সু-সংবাদ প্রদানও একটী প্রধান কার্য্য; চলুন, অগ্রে কাশীতে এবং প্রয়াগে এই মঙ্গল বার্ত্তা প্রদান করিগে। বিনোদ বাবু তাহাই হউক বলিয়া কাশীযাত্রা করিলেন। এ-দিকে বিজয় বাবুও বিরজার পলায়ন সংবাদ প্রয়াগে পাঠাইয়া বাটীতে সৈন্যাধ্যক্ষ আশুতোষ বাবুকে রাখিয়া পুলিস কর্ম্মচারি চন্দ্রমাধব বাবুকে শৈলর রক্ষার ভার দিয়া আপনি উদ্দেশ্য কার্য্যে গমন করিলেন।

দীনেশ এবং বিনোদ বাবু যথাকালে কাশীতে আসিয়া সরোজিনীর সম্মান সংবর্দ্ধন করিলেন। সরোজিনী পরমানন্দে পুলকিত হইয়া কুন্দবালার শুভসংবাদ দিলেন। বিনোদ বাবুও বিরজার মঙ্গল বার্ত্তা প্রদান করিলেন। শুনিয়া সরোজিনী পুলকের উপর পুলকিত হইয়া গললগ্নীকৃতবাসে পরমেশ্বরে প্রণাম করিয়া হরপদ বাবুর জীবন ভিক্ষা চাহিলেন। আর সত্বর এই সংবাদ পত্রযোগে প্রয়াগ তীর্থে পাঠাইয়াদিলেন। যোগীন বাবু সঙ্কেত স্থলে যুগপৎ প্রণয়িনীর এবং বিজয় বাবুর পত্র পাইয়া আহ্লাদে বিমুগ্ধ হইলেন। এতদিনে ভগবান্ আমাদিগকে রক্ষা করিলেন বলিয়া পরমেশ্বরে প্রণত হইয়া স্বকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। বিরজার জন্য আর চিন্তা করিলেন না, কারণ তিনি জানেন, যে-কার্য্যে বিজয় নিযুক্ত আছেন, সে-কার্য্য তাঁহার নিজকৃত কার্য্যাপেক্ষা সহস্র গুণে সুসম্পন্ন হইবে।

সময়ে দীনেশ বাবু পাঁচুর পত্র পাইয়া প্রয়াগে যোগীন বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইহাঁদের কাহারও আর অর্থের অভাব নাই; সুতরাং সত্বর গমনেরও বাধা নাই। আর পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইবারও ভয় নাই। যে খানে সামান্য বিপদ ঘটে সেই স্থানেই প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া পলায়ন করেন, বা কার্য্য উদ্ধার করেন। আমি পূর্ব্বেই কহিয়াছি সকলেই অর্থের দাস,—

আপাততঃ বিল্বগ্রাম নিরাপদ, শৈলভিন্ন বিজয় প্রভৃতি সকলেই পলায়িত; নবাব সাহেব অপেক্ষাকৃত আশস্ত; হরিপদ বাবুরও ফাঁসীর দিন নির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে। আর হরিপদ বাবুও বিল্বগ্রামে মহারাজ মাতাব সিংহের এবং সর্ব্ব শাসকের সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিব বলিয়া প্রার্থনা করায় অগত্যা উক্ত মহাপুরুষদ্বয় একবার বধ্যভূমিতে আসিয়া হরিপদ বাবুকে দেখা দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। এ-সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত না থাকিলেও কতক কতক প্রচারিত হইয়াছিল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

একদিন বৈকালে শৈলবালা নিজভবনে বসিয়া নানা বিষয়িনী চিন্তায় নিমগ্ন আছেন এমন সময়ে বিজয় বাবুর পত্র পাইলেন, প্রিয়ে! হরিপদ বাবুর প্রাণ দণ্ডের দিন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যদি ইহার মধ্যে বিরজাকে না পাই তবে আর ভবনে যাইব না, এই আমার শেষ পত্র; যদি মহারাজ হরিপদকে কোন রূপে রক্ষা করেন ও সংবাদ পাইলে যাইব নচেৎ এ জীবনে আর সাক্ষাৎ হইবে না। অতঃপর তোমার যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিও।

পত্র-পাঠে শৈলবালার প্রাণ উড়িয়া গেল। চিন্তায় ব্যাকুল হইলেন। কাঁদিয়া কাটিয়া মহারাজ মাতাব সিংহকে পত্র দিয়া সন্ধ্যা সমীরণে শরীর শীতল করিবার জন্য ছাতে উঠিলেন। ইতস্ততঃ পদ-চালনা করিতে করিতে দৈব যোগে রাজমার্গে তারামণিকে দেখিতে পাইয়া ত্বরিত পদে নীচে আসিয়া দাসীদ্বারা আশুতোষ বাবুকে জানাইয়া লোক দ্বারা তারামণিকে ধরিয়া আনিলেন।

তারামণি নিকটে আসিলে শৈলবালা আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না। ক্রোধ ভরে কহিলেন রে-পাপীয়সি সর্ব্বনাশি পুংশ্চলি! তো-হইতেই আমাদের সর্ব্বনাশ হইল। আমি তোকে বিনাশ করিয়া মনের জ্বালা নিবারণ করিব। এই বলিয়া ঝাঁটা আনিয়া তদ্দ্বারা উত্তম মধ্যম করিয়া বিষ ঝাড়িতে লাগিলেন। ভর্ত্রিণী স্বয়ং ঝাঁটা ধরিয়াছেন দেখিয়া পরিচারিণীগণের আনন্দের সীমা নাই। হরি, খুদী, সুরধুনী প্রভৃতি দাসীগণ ঝাঁটা ধরিল। এইবার তারামণিও প্রাণের আশা ছাড়িল। শৈলবালার কোমল হস্তের কোমল ঝাঁটার তারামণির বড় একটা কষ্ট হয় নাই। কিন্তু এবার দাসীগণে বজ্রময়ী ঝাঁটার; রণ-রঙ্গিণীগণের আঘাতে ঝাঁটায়, তারামণি, প্রাণের আশা ছাড়িল। ঝাঁটার ঝাঁটায় অগ্নি উঠিতে লাগিল। রাম-রাবণের, নবকুশের, আর জয়দ্রথবধে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের—অস্ত্রঠন্ ঠনির ন্যায, ঝাঁটার ঝাটায় ঠন্ ঠনি শব্দ উঠিতে লাগিল। তারামণির সর্ব্বাঙ্গের এক পর্দ্দা চাম্‌ড়া ঝাঁটার অগ্নিতে আহুতি গেল, দুই স্বামীর পত্নির ন্যায এক পর্দ্দা চাম্‌ড়া ঝাঁটাগ্নিতে আহুতি গেল। তারামণি প্রাণভয়ে আর ঝাঁটার বিষে হাকুলি বিকুলি করিতে লাগিল। ওলো তোদের পায়ে পড়ি আর মারিস্ না, আর কখন এমন কর্ম্ম করিব না, আমি ডানহাতে করিয়া বিষ্ঠা খাইয়াছি। আর কখন এমন কাজ হইবে না। আমি না জানিয়া কুকর্ম্ম করিয়াছি। আমার প্রাণ যায় একটু জল দে। ঝাঁটার বিষে প্রাণ যায় একটু জল দে।

একথা কে বা শোনে। শৈলবালা, নিজ কোমল করে কতক্ষণ ঝাঁটা মারিবেন, দুই চারি ঘা মারিয়াই ক্লান্ত হইয়া ছিলেন। কেবল পরিচারিণীদিগের ঝাঁটা চলিতেছিল। দেখিতে দেখিতে চারিপাঁচ গাছ ঝাঁটা অগ্নি বৃষ্টি করিয়া "বাবুইঝাঁক" বাজীর মত চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। এই অবসরে বাহির মহল হইতে খুদী নাঁড়ী নূতন ঝাঁটার আমদানি দিল। পুনর্ব্বার রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। তারামণি বেচারা হাড়ির বাড়ীর বন্ধু ভোজনের শূকরের ন্যায় এলো মেলো আঝোড়া ঠ্যাঙ্গা বা ঝাঁটা খাইতে লাগিল। এত ঝাঁটাতেও বলে প্রাণ গেল জল দে; ধন্য প্রাণ, আর ধন্য জল; তারা পদর প্রেতাত্মা; তারামণির সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইত; সে তারামণির সঙ্গে সঙ্গে শৈলবালার অন্তঃপুরে আসিয়াছিল। এক্ষণে সে ঝাঁটার ভঙ্গি দেখিয়া, ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল। বিদ্যুতের ন্যায় ঝাঁটাগ্নি তেজে নয়ন দ্বয় নিমিলিত করিতে লাগিল। অবশেষে ঝাঁটার জোরে তারামণিকে ভূমিতলে পড়িতে দেখিয়া "এইবার আমার পালা আমাকে ধরিবে পালাই; আর না" এই বলিয়া একটা ভয়ানক শব্দ করিয়া পলায়ন করিল। অকস্মাৎ ভয়ানক শব্দে, ঝাঁটা সকল থামিল। সঙ্গে সঙ্গে তারা মণির যায় যায় প্রাণ থামিল। তারামণি কহিল একটু জল খাবো। শৈবালার সদয় হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল, কহিলেন আর না। ঝাঁটা প্রায় একবারে থামিল। কিন্তু তর্জ্জন গর্জ্জন থামিল না। পরি চারিণীগণের নাচের পা আর থামিল না। বাজেই অসাবধানের দুই এক ঘা ঝাঁটাও থামিল না। শৈলবালা, তারামণির মুখে জল দিলেন। তারামণি, শৈলবালার হস্ত হইতে জলপাত্র লইয়া এক নিশ্বাসে জহ্নুমুনির ন্যায় জাহ্নবী শোষণ করিলেন। শ্যামাঙ্গী তারামণির শ্যাম অঙ্গ দিয়া ঝরণার ন্যায় রুধির ধারা বহিতে লাগিল। সর্ব্বাঙ্গে বিদ্ধ ঝাঁটার কাটী শরশয্যাশায়ী ভীষ্মদেবকে লজ্জাদিতে লাগিল। এ দৃশ্য অতি ভীতিজনক; তারামণি শৈলবালার চরণে ধরিয়া

জীবন ভিক্ষা চাহিল। শৈল কহিলেন পাপীয়সি! যা প্রস্থান কর্, এই বেশে তোর হিন্দু যবনের নিকটে প্রস্থান কর্। তাহাকে কহিস্ কালে তাহারও উপর এই ব্যাপারের পুনরভিনয় হইবে। তাহার তুল্য পাপাত্মা জগতে অতি বিরল; যাঁহারা পবিত্র মুসলমান কুলোৎপন্ন তাঁহারা তাহা অপেক্ষা পরম পবিত্র, সেই পাপীকে কহিস্, আর প্রায়শ্চিত্তের বিলম্ব নাই। এই বলিয়া ত্যাগ করিলেন। তারামণি প্রাণ লইয়া বেগে প্রস্থান করিল। লোক জন মার্ মার্ ধর্ ধর্ করিয়া তাড়াইয়া দিল।

তারামণি নবাব নিকটে নিজ অবস্থা দেখাইয়া তাঁহারও নিমন্ত্রণ জানাইল। নবাব, ক্রোধে অগ্নিতুল্য হইয়া আর শৈলবালাকে একা থাকিতে দেখিয়া অনুচরগণকে আজ্ঞা দিলেন "শৈলকে যেরূপে হউক ধরিয়া আনো।" এই সূত্রে উভয়দলে ঘোর যুদ্ধ হইয়া গেল সেনাপতি আশুতোষ বাবু বিপুল বীরতায় নবাব সৈন্যগণকে দূরীভূত করিয়া দিল। উভয় পক্ষে অনেকে আহত হইল। আর একটী প্রকাণ্ড মোকর্দ্দমাও আদালতে ঝুলিতে লাগিল। মহারাজ মাতার সিংহ স্বয়ং সেই সকলের তত্ত্বাবধান করায় শৈলবালার কোন কষ্টই হইল না।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মহাদেবরাও।

অদ্য কয়েক দিন হইল সুরেশ বাবু কাশী হইতে প্রয়াগে আসিয়া যোগীন্ বাবু বা গিরিবালার সহিত মিলিত হইয়াছেন; বাসা পৃথক্ কিন্তু কার্য্য এক, গিরিবালা প্রায় প্রতিদিন গমনাগমন করিয়া কুন্দবালাকে সান্ত্বনা করিয়া আসিতেছেন। একণে কুন্দ

বিশেষ চিন্তাকুলা নহেন। সকল দুঃখ নিবারণ হইয়াছে। কেবল বিরজা এবং হেমবালার দর্শন পাইলেই সকল আপদ শেষ হইয়া যায়। দীনেশ বাবু হেমবালার উদ্দেশে গমন করিয়াছেন। ঈশ্বর কি শুভ দিন দিবেন না। দয়াময় দয়া করিয়া অবশ্যই এ-বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন। কুন্দবালা ইত্যাদি মীমাংসা করিয়া সুখে সময়াতিপাত করিতে লাগিলেন। পরিচারিণীদ্বয় দেখিয়া শুনিয়া আনন্দিত হইল। ক্রমে মহাদেবের পাপের ফল ফলিল। কুন্দরূপ দাবানলে স্বদেহকে আহুতি দিতে যথাকালে আসিয়া উপস্থিত হইল। নব-নাগর-নটবর রসিকরাজ ভবনে পদার্পণ করিয়াই অগ্রে কুন্দ সম্ভাষণে গমন করিল। কুন্দ মহাদেবকে দর্শন করিয়া অন্তরে অন্তরে কাঁপিতে লাগিলেন। আর দাদা যোগীন্ কখন আসিবেন, তিনি ইহার আগমন জানিতে পারিলেন কি না ইত্যাদি ভাবনায় অভিভূত হইলেন। এই অবসরে মহাদেব কহিল প্রাণেশ্বরি কুন্দবালা। তোমার মঙ্গল ত? বহু দিন বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছ এস অদ্য মনের সুখে সুখ সাগরে সন্তরণ করি। কুন্দ কহিলেন দাদা—আমি পরস্ত্রী, কুল-কন্যা, কুলবালা, আমাকে তোমার কু-বাক্য বলা সাজে না। আমার দাদার নিকটে আমাকে দিয়া ভদ্রতা রক্ষা করুন। কাশী প্রেরণচ্ছলে অদ্য অনেক দিন হইল আমাকে প্রয়াগে আনিয়া বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছেন ইহা আপনার উচিত নহে। মহাদেব কহিল প্রিয়ে; সে সকল আত্ম বন্ধুর আশা ত্যাগ কর। তাহারা সকলে শমন-ভবনের অতিথি হইয়াছে। এক্ষণে আমিই তোমার আত্মবন্ধু এবং প্রাণবল্লভ; আমায় লইয়া এ অলৌকিক যৌবন-সুখ-সম্ভোগ কর। এস আজি আমি তোমাকে বনিতা পদবাচ্য করিয়া কৃতার্থ হই। আর বিলম্ব সহ্য হয় না। তোমার এ রূপরাশি জগজ্জনমনমোহিনী; এই বলিয়া নিকটে গমন করিয়া সহসা হস্ত ধারণ করিল। কুন্দবালা পূর্ব্ব হইতে একখানি সুতীক্ষ্ণ

ছুরিকা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া ছিলেন, এক্ষণে তদ্দারা মরিতে ইচ্ছা করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন আমার সতীত্ব যাইলে পর আর দাদা যোগীন্ আসিয়া কি করিবেন। ভগবানের ইচ্ছা নহে যে আমি জীবিত থাকি। যাহাই হউক দুরাত্মাকে ছলে সান্ত্বনা করিয়া স্বকার্য্য সাধন করিব। এই ভাবিয়া কহিলেন রায় মহাশয়! তবে কি আপনিই আমার প্রাণবল্লভ হইবেন? হাঁ আমিই তোমার প্রাণবল্লভ হইব। তবে অপেক্ষা করুন বেশভূষা সম্পন্ন করিয়া আসি। তোমার এই বেশই আমায় বিমোহিত করিয়াছে। কুন্দ, তাহা হইলেও ইহা স্বামী যোগ্য সাজ সজ্জা নহে। ক্ষণকাল জন্য ত্যাগ করুন্; এই আসিলাম। বলিয়া বলপূর্ব্বক হস্ত ছাড়াইয়া অন্য শয়ন ভবনে প্রবেশ করিলেন। তথায় গিয়া দেখেন গিরিবালা উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলাপ শ্রবণ করিতেছেন। কুন্দবালা গিরিবালার পদতলে পতিত হইয়া কহিলেন দাদা আমায় রক্ষা করুন, নতুবা এই শাণিত ছুরিকাঘাতে এখনই প্রাণত্যাগ করিব।

গিরিবালা কহিলেন দিদি! শান্ত হও, ভয় কি। এই শয্যায় উপবেশন কর। আমি সমস্ত আয়োজন করিয়া এখানে আসিয়াছি। ক্ষণকালও অসতর্ক নাই। কার সাধ্য, তোমার পবিত্র অঙ্গ স্পর্শ করে। এই বলিয়া হস্তে ধরিয়া পালঙ্কে বসাইলেন। কুন্দবালা শয্যাতলে বসিয়া বসিয়া অনাথ নাথ পরমেশ্বরের আরাধনা করিতে লাগিলেন।

এ দিকে মহাদেব কুন্দর আগমনে বিলম্ব দেখিয়া তাঁহার সেই গৃহে গমন করিয়া গিরিবালাকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া কহিল সুন্দরি! তুমি আবার কে? এখন এ গৃহ হইতে যাও। অন্য সময়ে সাক্ষাৎ দিও। গিরিবালা কহিলেন— রে কীচক! আমিই দ্রৌপদী, অগ্রে আমাকে আয়ত্ত কর্ পশ্চাৎ ও আশা করিস্। মহাদেব শ্রবণ করিয়া কহিল কি পাপীয়সি! রমণী হইয়া এত অহঙ্কার, এই আমি

কেশগ্রহণ করিলাম ? কে রাখে রক্ষা করুক্। এই বলিয়া যেমন কেশে ধরিল অমনি কেশ গুচ্ছ খসিয়া পড়িল। তখন গিরিবালা রূপী যোগীন্ বাবু ভীমরূপধারণকরত কহিলেন যে নর-পিশাচ মহাদেব! আর তোর রক্ষা নাই, এই বলিয়া ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করত মহাদেবের কেশাকর্ষণ করিলেন। দুইজনে ঘোর যুদ্ধ বাধিয়া গেল। দুম দাম দুম দাম লাথি কিল চড়ের শব্দে বাসভবন কম্পিত হইতে লাগিল। কতক্ষণ পরে যোগীন্ বাবু মহাদেব বাবুকে মেজায় ফেলিয়া তাহার বক্ষে চড়িয়া বসিলেন।

পরিচারিণীরা এই বিপদ দেখিয়া ত্বরিত পদে দ্বার রক্ষকগণকে সংবাদ দিল। তাহারা শ্রবণমাত্র দ্বার খুলিয়া যেমন গৃহ প্রবেশ করিল, অমনি পূর্ব্বোপস্থিত রাজসৈন্য, পুলিস কর্ম্মচারী এবং নবাগত বিনোদ বাবু হো হো শব্দে গৃহে প্রবেশ করিলেন। দেখিতে দেখিতে বিনোদ বাবু কুন্দবালার বাসগৃহে প্রবিষ্ট হইয়া ছাগহৃদয়োপবিষ্ট সিংহের ন্যায় যোগীন্ বাবুকে দর্শন করিলেন। এবং নিষ্কোষিতকরবারি গ্রহণপূর্ব্বক কঠোর স্বরে কহিলেন যে পামর দ্বার পালগণ। আয়, কে শমন ভবনের অতিথি হইবি আয়। রক্ষীগণ, পূর্ব্বে সকলকে নিজ প্রভুর সাহায্যকারী বলিয়া অনুমান করিয়াছিল এক্ষণে এই বিপরীত ব্যাপার দর্শনে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। এমন সময়ে রাজ সৈন্য এবং পুলিস আমলাগণ আসিয়া দ্বারপালগণকে বন্ধন করিয়া ফেলিল। পরে মহাদেবকে বন্ধন করত বিলক্ষণরূপে প্রহার দিতে দিতে বাহিরে আনয়ন করিল। গৃহ মধ্যে কেবল বিনোদ বাবু এবং কুন্দবালা রহিয়া গেলেন।

পূর্ব্বে উভয়ে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলে বিলক্ষণ রক্তারক্তি হইয়াছিল। সেই সকল দর্শন করিয়া কুন্দবালা জ্ঞান হারাইয়া শয্যাতলে পতিত ছিলেন এখনও জ্ঞানের সঞ্চার হয় নাই। বিনোদ বাবু নিকটে গিয়া প্রিয়তমাকে মুর্চ্ছিত দেখিয়া মুখে জল দিয়া অঙ্কে

শয়ন করাইয়া এক হস্তে বাতাস এবং অন্য হস্তে সর্ব্বাঙ্গে হস্তাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। প্রিয়পতির কোমল করস্পর্শে শনৈঃ শনৈঃ কুন্দবালার সংজ্ঞা লাভ হইল। নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখেন প্রিয় পতি বিনোদ বাবু, ভ্রম হইল, চক্ষু নিমিলিত করিলেন, এই অবসরে বিনোদ বাবু কহিতে লাগিলেন—

ভয় ত্যজ প্রাণ প্রিয়ে। চাও-ভু-নয়নে।
শঙ্কা কি চরণে দাস কি ভয় তোমার॥
বিনোদ হৃদয়-রত্ন তুমি লো ললনে।
এস যত্নে পরি হৃদে হৃতরত্ন হার॥
তুমি কুন্দ-কুসুম আমি লো মধুকর।
ছাড়ানাও বিধি-বিধি বাঁধা নিরন্তর॥
নহি পাপী নহি দেব, বিনোদ তোমার—
দেখ প্রিয়ে? ফাটিবক্ষ হেরি অন্ধকার॥

এই অমৃতময়ী বাণী শ্রবণে কুন্দবালার জীবন সঞ্চার হইল। হৃদয়ে প্রকৃত সাহসের উদয় হইল। চক্ষু উন্মীলন করিয়া হৃদয়ের হৃদয়কে দর্শন করিতে পাইলেন। আস্তে আস্তে উঠিয়া বসিলেন। ভুজ-লতায় পতি দেহ বেষ্টন করিলেন। স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া—

বিষম সঙ্কটে পড়ি যায় যায় প্রাণ,
এ কুন্দ-কুসুম মহাদেব দাবানলে
পতিত বিদগ্ধ নাথ! কর মোরে ত্রাণ,
রক্ষ মোরে, দাও স্থান চারু-পদ-তলে॥
মহাদেব মহাবাত বেগে লাগে ত্রাস।
আসিতেছে দন্ত-মেলি করিবারে গ্রাস॥

নাথ! এ-ঘোর-বিপদ-সমুদ্র হইতে মুক্ত করিতে আপনি কোথা হইতে আসিলেন। সকলের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল? বিনোদ-বাবু

সংক্ষেপে সকলের কুশল বার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিয়া প্রিয়তমাকে সান্ত্বনা করিলেন।

এ-দিকে মহাদেবকে বাহিরে আনিলে অনেক ভদ্র লোক সমাগত হইলেন। সকল শুনিলেন। এবং যাঁহার যাহা ইচ্ছা হইল তিনি সেই রূপে মহাদেবকে পূজা করিলেন। মারের চোটে মহাদেব মৃতপ্রায়, ইহার উপর আবার বিনোদ বাবু আসিয়া যোগদিলেন। আর কহিলেন—রে-পামর। সেই দিনের, সেই কারাগারের, সেই সকল কথা মনেকর? আর তোর নিস্কৃতি নাই। তোর ষড়যন্ত্রজাল বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। আমি তোর সাক্ষাৎ যমন; এই বলিয়া সর্ব্ব সমক্ষে বিষম ক্রোধে পাদুকা-প্রহার দিতেলাগিলেন। মহাদেব প্রহারের চো'ট কলসৈক পরিমাণে মূত্রত্যাগ করিল। সঙ্গে সঙ্গে ঝোড়াক্ কারণ বিষ্টাও দেখা দিল। তথাচ নিস্কৃতি নাই। পুনঃ প্রহার, মহাদেব মৃত প্রায় হইল। কেবল দেহে প্রাণ মাত্র রহিয়া গেল। এই সকল অভিনয়ের পর মহাদেবকে আদালতে চালান দিল। কুন্দবালা যথাকালে স-সম্মানে মহা সমারোহে কাশী যাত্রা করিলেন। সন্ন্যাসী সুরেশ, অন্তরে থাকিয়া আমূল সমস্ত দর্শন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে কাশী চলিলেন। কয়েক দিনের পরে কুন্দবালা, যোগীন্ বাবু, বিনোদ বাবু আর এক সন্ন্যাসী কাশীধামে উপস্থিত হইয়া সরোজের আনন্দ বর্দ্ধন করিলেন। সুখের তরঙ্গ বহিতে লাগিল। সকলে তাহাতে দেহ ভাসাইয়া দিলেন। অবিলম্বে মহারাজের নিকটে এই সংবাদ প্রেরিত হইল।

আজি সরোজিনী কুন্দবালাকে পাইয়া অপার আনন্দে ভাসিলেন। বিরজার পলায়ন সংবাদ পাইয়া আকাশের চন্দ্র হাতে পাইলেন। এ-আনন্দ দেহে আর ধরেনা। অপরাহ্ণ সময়ে তিনজনে বসিয়া, নানা কথা আরম্ভ করিতে করিতে কুন্দবালার বেশ বিন্যাস করিয়া দিতে লাগিলেন। মৃণালিনী সরোজের সহিত যোগদিলেন।

পাঠক আজি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কুন্দবালার বহুদিনের পর বেশ বিন্যাস; বাহু-মুখ-মত্ত কুন্দবালার বেশ-বিন্যাস; তারাপদ, যে কুন্দরূপ দাবানলে জীবনাহুতি দিয়াছে, সেই কুন্দবালার বেশ বিন্যাস; সিংহ মহাশয়, যে কুন্দর রূপসাগরে হাবুডুবু খাইতেছেন সেই কুন্দবালার বেশ বিন্যাস, বিনোদবাবুর নয়ন কৌমুদী কুন্দবালার বেশ বিন্যাস, আজি বহুদিনের পর স্বামী-সহবাস জন্য বেশ বিন্যাস, আপনাকে কি আনন্দিত করিতেছে না? ঐ কি কথোপকথন হইতেছে শ্রবণ করুন।

কুন্দবালা। ভাই সরোজ! স্বামিপদে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া কুন্দবালার পরমধর্ম্ম সত্য, কিন্তু ভাই—এখনও বিরজা, আমার প্রাণের বিরজা বিপদ গ্রস্তা, আমার এ-বেশ সাজেনা, তোমার পায়ে পড়ি আমাকে ছাড়িয়া দাও। কর্ত্তা দেখিলে মনে কি করিবেন?

সরোজ। এখনও "পায়ে পড়ি, ছাড়িয়া দেও" বলিতে লজ্জা করেনা? ভগবান্ দিলে যে এত দিনে তিন ছেলের মা হইতে পারিতে। আমি অনেক দিনের পর তোমায় পাইয়াছি, কদাচই ছাড়িব না। সাজাইয়া মনের ক্ষোভ নিবারণ করিব। তোমায় "এ-বেশ সাজেনা!!" হে কুন্দ! তোমায় না সাজিলে যে, জগতে কোন রমণীকেই কোন বেশ সাজিবে না। বিরজার বিপদ, এ কথা তুমি মনেও করিওনা। তোমার আশীর্ব্বাদে বিরজা আমাদের দেখনা, কবে এই, হরিপদ বাবুর শূন্য অঙ্ক পরিশোভিত করে; তোমার এ-বেশ দেখিলে; সরোজ, যে বেশ করিয়া দিতেছে, সে-বেশ দেখিলে, বিনোদ বাবু এই মনে করিবেন—

ধন্য তুমি সরোজিনী, সঙ্গিনী প্রিয়ার,
কেমনে জানিলে বল মানস আমার।
দারুণ-বিরহানলে দহিছে শরীর,
বিনা কুন্দ কে নিবারে? কে ঢালিবে নীর!

দেখে মোরে নিরুপায় সদয় হইয়া,
তাই কি প্রিয়ারে মম দেছ সাজাইয়া।
এস এস কুন্দবালা এস প্রাণ-প্রিয়ে!
জুড়াই হৃদয় জ্বালা করিয়া হৃদয়ে।

তাই বলি থাম না ভাই! আর কথার কাজ নাই। পরে যাহা কহিবেন, তাহাত আমি বেস জানি। যদি আমি এক দিন কর্ত্তামহাশয়ের কাছে না থাকি, তিনি বলেন কি, সরোজ! আজি কত দিন যেন, তুমি আমার নিকটে নাই। "আর আমারও ভাই, এক রাত্রি স্বামী কাছে না থাকিলে বোধ হয় যেন কত বৎসর তাহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই।

মৃণালিনী। বুক্‌ফাটে তবু মুখ ফোটেনা নারীর এম্নি জ্বালা।
বলুন্ না কেন ব'লতে দেননা, মাতান্ কুন্দবালা॥

কুন্দবালা। মৃণা! আমার প্রাণের ভগিনি মৃণা! আজি তুমি, আমার বহুদিনের বিষণ্ণমুখকে প্রসন্ন করিলে। তোমার কথায় আমার মুখে হাসি আসিল। আর না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না।

সরোজ। পূর্ব্বাচলে দিনমণি দিলে দরশন।
কেনবা প্রফুল্ল হবে নলিনী বদন॥

এই ত কেশ বন্ধন হইল এখন ভূষণ বিন্যাস; মৃণালিনী কহিলেন আমি গহনা পরাইব। এই বলিয়া সাজাইতে বসিলেন। এবং কহিলেন দিদির যে রূপের বাহার, দেখিলে রতিপতিও হার মানিয়া যায়। ইহাতে মহাদেব পোড়াবার দোষ কোন দোষ দেখিতে পাই না।

অসময়ে নহে হয় সময়ে সকলি।
পাইলে প্রফুল্ল পদ্ম নাহি ছাড়ে অলি।

কুন্দবালা। "যোগ্যপাত্রে মিলে যোগ, সুরাসুরগণ ভোগ্য,
অসুরের পরিশ্রম মাত্র।

বিকসিত তার বসে, অলি আসি উড়ে বসে,
ভেক ভাগ্যে কেবল চীৎকার॥"

সরোজ। ভাই যদি বিজয় বাবু মধুপ হইয়া এ-পদ্মিনী প্রবাসী হইতেন, তখন তুমি কি করিতে?

কুন্দবালা। তখন তোমাকে দেখাইয়াদিতাম।

সরোজ। উপস্থিত অন্ন রাখিয়া কেহ অনুপস্থিতে আশা করে না।

কুন্দ। ভক্ষ্যাভক্ষ জ্ঞান জ্ঞানীর স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

সরোজ। কুন্দ! পোড়ার মত মহাদেবের হাতে পড়িয়া তুমি কি মনে করিয়াছিলে?

কুন্দ। ভাই! মনে এই করিয়াছিলাম। আর তোমাদের সঙ্গে আমার দেখা হইবে না। আর প্রাণকান্তকে দেখিতে পাইব না। তবে আর বাঁচি কেন; পবিত্র থাকিতে থাকিতে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করি। অধিক কি, আর দুই এক দিনের মধ্যে যদি যোগীন্ দাদা না যাইতেন তবে আর তুমি আমার দেখা পাইতে না। দাদাকে কি আমি চিনিতে পারিয়াছিলাম। দাদা এমনই মেয়েমানুষ সাজিয়াছিলেন, বলিব কি আসলকেও লজ্জা প্রদান করে, দেখিতে তোমার চেয়েও—

সরোজ। ইঃ আসলে আর নকলে অনেক অন্তর; তোমার দাদা এ-সকল পাবেন কোথা?

কুন্দ। তা-সত্য; কিন্তু ভাই, আচ্ছা সাজের বাহাদুরী।

সরোজ। আমাকে একবার সাজাইতে হইবে।

কুন্দ। তখন দেখিবে, সত্য কি না; যেন পূর্ণিমার শশী; কত পুরুষ পাগল হয়।

সরোজ। তা-হোক; এখন এই বারাণসী সাড়ী খানি পর

দেখি, বেলা শেষ হইয়া আসিল। মৃণা! তুমি বাসরঘর সাজাও গে। আজি চাঁদের কোলে কুমুদিনীর বাহার দেখিব।

কুন্দ। তুমি সতী পুণ্যবতী, পুণ্যবান্ তবপতি,
প্রণতি মিনতি তব পায়।
চিরদিন এই ভাবে, কৃপা নেত্রে সদা চাবে,
তব তুল্য সখী কেবা পায়।

সরোজ। সরল স্বভাব তব সরল অন্তর,
তাই সরলতাময় দেখ গো সবারে,
তুমি সতী পতিব্রতা নারী শিরোমণি,
তোমার পুণ্যের ফলে রক্ষিত আমরা।
বিরজা প্রাণের প্রাণ প্রাণেশ ভগিনী,
বাঁধা সদা তব কাছে প্রণয় বন্ধনে,
সে জন্য প্রাণেশ মম, আনন্দে বিভোর।
আজি দিবা সুপ্রভাত; পুণ্যের উদয়,
দেখিব তোমারে তব পতির অঙ্কেতে।
জলদের কোলে যথা চপলা বিকাশ॥
দেখিব এ মুখ মধু পানার্থী বিনোদ;
করিছেন মধুপান প্রমত্ত হইয়া
প্রফুল্ল নলিনী পরে ষটপদ যথা॥
দেখিব এ কুচযুগে সে কোমল কর,
মহোৎসবে ঘটোপরি পল্লব যেমন।
দেখিব বিনোদ কুন্দে অপূর্ব্ব গ্রহণ।
পূর্ণিমায় রাহু মুখে পূর্ণ শশী যথা॥
দেখিব কুন্দের বাহু বেঁধেছে প্রাণেশে।
তরুবরে আহা! বল্লরী বন্ধন যথা।

হৃদে হৃদে পদে পদে দেখিব মিলন।
অয়স্কান্ত মণিসনে অয়স বন্ধন॥
দেখিব কবরী ভার বিগলিত অংসে।
আনিতম্ব আচ্ছাদিত জলদ সমান।
বসন উড়িছে তাহে পতাকার প্রায়
খেলিছে চপলা কিবা মধুর চমকে।
বিপরীত বিপরীত মোহন মিলন॥
দেখিব বিনোদ কুন্দ তড়িত জড়িত,
রত্ন সহ কাঞ্চনের সমাগম যথা।
শুনিব কোমল কণ্ঠে কল কল ধ্বনি,
কপোত দম্পতী কণ্ঠে কলরব যথা।
দেখিব কুন্দের মুখে ঘর্ম্ম-বারি বিন্দু।
শিশির নীরের বিন্দু শতদলে যথা॥
দেখিব কজ্জল চিহ্ন বিনোদের ভালে
সিন্দূর শোভিছে তাহে, নীল নভস্থলে—
সুখময় সুউজ্জ্বল শুক তারা যথা॥
দেখিব অলস অঙ্গ পতিত শয্যায়।
স্বর্ণ কান্তি চিত্র যেন শুভ্র স্বর্ণ ফ্রেমে॥

ভাই কুন্দ! আজি বসন ভূষণে ভূষিতাঙ্গী তোমায় দর্শন করিয়া আমারই কি হইতে ইচ্ছা করিতেছে। আজি বিনোদ বাবুর মুণ্ডু-পাত!। এস কপালে একটী টিপ্ দিয়া দিই। মৃণা গৃহ সাজাইতে গিয়াছে। বড় সু সময়, দেখি একবার মুখ খানি দেখি এই বলিয়া দেখিতে দেখিতে সবলে বদন চুম্বন করিলেন। কুন্দ হাসিয়া কহিলেন ঐ প্রাণনাথ আসিতেছেন, এইবার তোমাকে দিয়া ধার-শোধ লইবেন। সরোজ কহিলেন আসুন না, দেখা যাউক, সম্মুখ যুদ্ধে কে জেতে। বিনোদ বাবু দেখিয়া শুনিয়া হাসিতে হাসিতে

কহিলেন কন্দ। এ-কি এ; আজি যে মদনের রতি সাজিয়াছ। কুন্দ কহিলেন আজ্ঞা এ বিনোদ মদনের কুন্দ রতি; সরোজ কহিলেন পতিপদ পূজিতে সতী প্রস্তুত, সময় আর যায় না; দিন আর ফুরায় না। আমিও আর বাঁচি না। এখন যাহা হয় তাহা করুন বলিয়া পলায়ন করিলেন। সরোজকে দ্রুত পলায়ন করিতে দেখিয়া যোগীন্ বাবু কহিলেন কি সরোজ! এত দ্রুত যাও কোথায়? বিনোদ বাবু তাড়া দিয়াছেন নাকি? সরোজ কহিলেন প্রায়; যোগীন্ কহিলেন ইহাতো আমারই সাহায্য; সরোজ কহিলেন বিনোদ বাবুও ওখানে আপনাকে সাহায্য জন্য ডাকিতেছেন। এ কথায় যোগীন্ হাসিলেন। পরে সরোজ, পতিকে সকল কথা কহিলেন। সন্ধ্যে মৃণালিনী এবং সরোজিনী উভয়ে মিলিয়া কুন্দবালার মিলন দেখিতে চলিলেন।

এখন রাত্রি অনেক, চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ; ভবন নিস্তব্ধ; রাত্রি গম্ গম্ করিতেছে। কুন্দবালার সুসজ্জিত গৃহ দীপমালায় উজ্জ্বলিত; দুগ্ধ ফেননিভ সুকোমল শয্যায় দম্পতী (দুগ্ধ) আসীন, পরস্পরের পবিত্র নয়নে পবিত্র বারিধারা বিগলিত, ঈশ্বর মহিমানুধ্যানে আসক্ত, পরস্পরের কষ্টে পরস্পরে বিশেষ চর্চিত; কতক্ষণের পরে বিনোদ কহিলেন প্রিয়ে! আমি জন্মে জন্মে শত চেষ্টায় বুঝি সুরেশ, দীনেশ এবং যোগীন্ বাবুর এ ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না। তাঁহাদের চরণে আমার সহস্র প্রণাম; কারণ, তাঁহারাই তোমাকে আমায় দিয়াছেন। সরোজিনীর গুণের তুলনা নাই। আমি তাঁহার চরণ রেণুর যোগ্য ও নহি। মৃণালিনীকে সহস্র প্রণাম,

সরোজিনী চুপে চুপে কহিতে লাগিলেন মিন্সে বলে কি গো; পায়ের ধূলাও যে হইতে চায় না। (সহাস্যে) তুমি আমার মাথার মণি; এখন নাও নাও, দিদীকে একবার কোলে কর, দেখিয়া চক্ষু জুড়াই। মৃণা কহিলেন প্রণাম করায় কাজ নাই। মিছা কাজে

সময় নষ্ট কেন; এখন দিদীকে যাহা বলিতে হয় বলুন; শুনিয়া ঘরে যাই। প্রাণবল্লভ কোথায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন। ক্রমে ক্রমে দম্পতীর সে ভাব বিগত হইল। আনন যুগলে মধুর হাস্যের উদয় হইল। জলদ হৃদয়ে সৌদামিনী ক্রীড়া পরায়ণা হইলেন। মৃণাব আর হাসি ধরে না। শব্দ শূন্য হাসি আর ধরে না। সরোজের আনন্দ দেখে কে। এই সময় বিনোদ কহিলেন—কুন্দ!

হৃদয় সরসে মম জীবন যৌবনে।
তুমি কুন্দ নলিনী ভাসিছ অনুদিন॥
সুখ সুধা সদা প্রেম করে বরিষণে।
রাখিয়াছে যত্ন তোমা নহ রসহীন॥
নলিনীর মকরন্দ করিবারে পান।
মন রূপ ষটপদ করে গুণ গান॥
সতীত্ব সুগন্ধ পূতা তুমি লো নলিনী!
বিনোদের প্রাণ সনে! আনন হাসিনি!

এই বলিয়া বাহুযুগলে প্রিয়তমার গলদেশ বেষ্টন করিয়া নববিকশিত-নলিনীসদৃশ-আনন-মধু আস্বাদন করিলেন। সরোজমা সহাস্যবদনে প্রস্থান করিলেন। সুরেশ এবং যোগীন বাবুকে এই শুভ সংবাদ দিয়া পরমসুখে যামিনী অতিবাহিত করিলেন। এই ভাবে সকলের সময় বিগত হইতে লাগিল।

দ্বাত্রিংশ-পরিচ্ছেদ।

হেম-বালা।

এদিকে হেমবালা বৃন্দাবন হইতে বহির্গত হইয়া প্রয়াগাভিমুখে আসিতে লাগিলেন। পথে লাবণ্যী রোগাক্রান্ত হইয়া যমুনাতটে জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। হেমবালা সহায়শূন্য হইয়া কাঁদিতে

কাঁদিতে আসিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গিনী নাই। তাহারা পূর্ব্বেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যথেচ্ছ প্রস্থান করিয়াছে। হেমবালা বহুদূর অতিক্রম করিয়া এক বহুবিস্তীর্ণ বন-পথে প্রবিষ্ট হইলেন। মধ্যে সামান্য (অপ্রশস্ত) পথ মাত্র, তাহার উভয়দিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শাল বৃক্ষ সকল গগনমার্গের পরিমাণকরণ মানসেই যেন ঊর্দ্ধপথে মস্তক উত্তোলিত করিয়া আছে। শাখায় শাখায় সংলগ্ন; সূর্য্যদর্শন হয় না। নিরবধি অন্ধকার; উভয়পার্শ্বে দৃষ্টিপাত করিলে অসংখ্য বৃক্ষ-গুম্ভ ভিন্ন অন্য কিছুই দেখা যায় না। কেবল মধ্যে মধ্যে হিংস্র শ্বাপদ-গণের ভয়ানক গর্জ্জন শ্রবণগোচর হয়। এই পথ প্রায় আটক্রোশ। ইহা অতিক্রম না করিলে লোকালয় পাওয়া যায় না। হেমবালা সাহসে ভর করিয়া ত্বরিতপদে আগমন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে বেলাও শেষ হইয়া আসিল। বন প্রায় অন্ধকার হইল। কোথায় অবস্থান করিয়া রাত্রি যাপন করিবেন হেমবালা এই ভয়ে ভীত হইলেন। ইতস্ততঃ চাহিতে লাগিলেন। সহসা দক্ষিণে এক সরু রাস্তা দেখিতে পাইলেন। আরও তাহাতে দুই একটী কুসুম এবং পুষ্প পতিত রহিয়াছে দেখিলেন। মনে আশার সঞ্চার হইল। কোন মুনিঋষির আশ্রম হইবে, এই বোধে তদভিমুখে চলিলেন। যাহা অনুমান করিয়াছিলেন ভাগ্যক্রমে তাহাই হইল। গিয়া দেখেন এক দেবীগৃহ; গৃহে রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি বিরাজমানা; মনোহর মন্দির, তাহার তিন পার্শ্বে পুষ্পকানন। সম্মুখে নাটমন্দির, তাহার অগ্রেই পুষ্করিণী, নাটমন্দিরের দিকে, জলাবতরণিকা; নানাবিধ রাঙ্গা প্রস্তরে ঘাট বাঁধা, অতি মনোহর স্থান, চিরবসন্ত বিরাজিত, সরোবরে অসংখ্য কমল বিকসিত হইয়া নানাস্থলে বসন্ত বায়ুভরে হেলিয়া দুলিয়া নৃত্য করিতেছে। পুঞ্জ পুঞ্জ মধুকরগণ মনের সাধে মধুপান করিয়া গুন্ গুন্ স্বরে নক্ষত্রগণের ন্যায় একপুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে উড়িয়া যাইতেছে। নানা বিধ জলচর পক্ষীগণ মনের

আনন্দে ক্রীড়া করিতেছে। কেহ কেহ বা প্রস্থানের আয়োজনে ব্যস্ত আছে। চারিদিকে পাদপাবলি নানা বিধ পুষ্পফলে সু-শোভিত হইয়া সরোবরের মনোহারিণী শোভা সম্পন্ন করিয়াছে। বৃক্ষে বৃক্ষে শাখায় শাখায়, পরপুষ্ট সকল কুহুরবে শ্রবণ বিবরে অমৃত ধারা বর্ষণ করিতেছে। দর্পণের ন্যায় সরসী হৃদয়ে পাদপাবলির ছায়া পড়িয়া কি যে মনোহর দৃশ্য হইয়াছে, যিনি কখন এ-দৃশ্য না দেখিয়াছেন, তিনি কখনই সে সুশোভা অনুভব করিতে পারিবেন না। চতুর্দ্দিক গম্ভীর, জন প্রাণীর সমাগম নাই। গম্ গম্ করিতেছে। পুষ্পগন্ধ মিশ্র শীতলপবন মৃদু মন্দ হিল্লোলে বহমান হইয়া হেমবালার সেবা করত পথ-শ্রম হরণ করিতে লাগিল। হেমবালা যেরূপ পতি প্রাণা, ইহার পক্ষে এরূপ স্থান প্রদান করা, রাজ-রাজেশ্বরীর মহিমা প্রকাশ মাত্র।

হেমবালা এই মনোহর স্থানের মনোহারিত্ব অনুভব করিয়া ভক্তি ভাবে জগজ্জননীকে প্রণাম করত বহুবিধ স্তব স্তুতি করিলেন। মায়ের আনন্দ দায়িনী মূর্ত্তি দর্শনে আনন্দে বিমোহিত হইলেন। সকল দুঃখ ভুলিয়া গেলেন। ভাবিলেন আমি আজি কি—ধরাতে কৈলাসধামে আসিয়া উপস্থিত হইলাম! মা! আপনার এ দাসী কি আরবার সুখাধিকারিণী হইবে? জননি! বিপদ নাশিনি! আমার মনোদুঃখ হরণ কর মা!! এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার প্রণাম করিয়া বাঁধা ঘাটে গিয়া বসিয়া সরোবরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। জলচর পক্ষীগণে যে যাহার স্থানে গমন করিল। চক্রবাক মিথুন পরস্পরে বিযুক্ত হওয়া হেমবালার দুঃখের ভার অধিকার করিল। নলিনীগণ মুদিত হইয়া মধুকরগণকে হৃদয়ে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। কুমুদিনী প্রিয় সমাগম সুখে ভাসমানা হইয়া অহ্লাদে হাস্য করিতে লাগিল। সরোবর এক নূতন ভাব ধারণ করিল। হেমবালা এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কত ভাবনাই

ভাবিতে লাগিলেন। দীনেশচন্দ্রকে মনে পড়িল। হৃদয় কেমন করিয়া উঠিল। এ সময়ে এ স্থানে এ যৌবনে দীনেশ মধুপ নাই ভাবিয়া কেমন এক প্রকার হইয়া উঠিলেন। প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। আর আমি প্রাণবল্লভকে পাইবনা ভাবিয়া নয়নাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে অদূরে মনুষ্য কোলাহল শুনিতে পাইলেন। ওদ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন কতকগুলি বন্যমনুষ্য আসিতেছে। স-ভয়ে বৃক্ষান্তরালে গিয়া লুকাইলেন। বন্যগণ আসিল, দেবী প্রণাম করিয়া একে একে সকলে চলিয়া গেল। কেবল একজন তথায় রহিয়া গেল। তাহাকে দেখিতে অপেক্ষাকৃত সুন্দর, রাজ-চিহ্নে চিহ্নিত, ইহাতেই বোধ করিলেন, ইনি বন্যগণাধিপতি হইবেন। ফলেও এব্যক্তি তাহাই; এই বনবাসী বন্যগণের প্রভু; নাম রুদ্র ভৈরব, মৃগয়ায় আসিয়াছিল; বাটী গমন করিতেছ। বন্য প্রভু সকল সন্ধান জানে। দেবী গৃহে দীপ জ্বালিয়া শুষ্ককাষ্ঠ প্রজ্বলিত করিয়া তাহাতে ধূপধুনা প্রদান করিল। দেবী গৃহ সদ্‌গন্ধে আমোদিত হইল। দীপালোকে আলোকিত হইল। বন্য প্রভু পূজা-বন্দনা করণ মানসে সরোবরে হস্ত পদ ধুইল। মন্দিরে গেল। পূজাবন্দনাদি করিল। বাহিরে আসিল। একবার এদিক ওদিকে চাহিল,—সেই সময়ে যেন বিক্ষিপ্ত আলোকপ্রভার মধ্যে একজন লোকের ছায়া তাহার চক্ষে পড়িল। দুরদৃষ্টক্রমে, হেমবালা—রুদ্রভৈরবের চক্ষে পড়িলেন। বন্য প্রভুর সন্দেহ হইল। সেই দিকে গেল। হেমবালাও, অন্য বৃক্ষকাণ্ডপার্শ্বে আশ্রয় লইলেন। বন্য প্রভু ক্ষান্ত হইল না। চতুর্দ্দিক বিশেষ রূপে খুঁজিতে লাগিল। হেমবালার পদ শব্দ, শুষ্কপত্রের মর্ মর্ খর খর্ শব্দ হেমবালাকে ধরাইয়া দিল। ক্ষণকাল এদিক ওদিক করিয়া ধরা পড়িলেন। বন্য প্রভু হেমবালার হস্ত ধারণ করিয়া মন্দিরে আনিল। আলোকের নিকটে লইয়া গেল। হেমবালার ভয়-সঙ্কোচ মুখ কমল দর্শন করিল। পীনোন্নত পযোধরা

ষোড়শী যুবতীর মুখ কমল দর্শন করিল। সুগোল সুনির্ম্মিত অনবদ্যাঙ্গীর মুখ কমল দর্শন করিল। নব বিকসিত পদ্মাননার তরলায়িত আয়তচঞ্চলনয়নশোভিতমুখকমল দর্শন করিল। বিদ্যুদ্বর্ণা কোমলাঙ্গীর মুখ কমল দর্শন করিল। এইবার বন্ধু প্রভু প্রাণে মরিল। হেমবালার করস্পর্শে পাপমতি এইবার প্রাণে মরিল। সহসা হেমবালার বামহস্তের লৌহ নির্ম্মিত লৌহ; রুদ্রাক্ষমালাবৃত সেই লৌহ দর্শন করিয়া ভাবিল, এ কি!! এ নিশ্চয় কোন গৃহ-ললনা। বস্ত্র মধ্যে কক্ষে ঝুলি দেখিয়া তাহা ধরিয়া টানদিল। ঝুলি মধ্য হইতে বহুমূল্য ভূষণ সকল দেবী গৃহে তলে পড়িয়া দীপালোকে নক্ষত্রবৎ জ্বলিতে লাগিল। বন্ধু প্রভু দেখিয়া অবাক্; নিশ্চয় রূপে স্থির করিল; ভৈরবী নহে; গৃহ ললনা; গৃহ বহিষ্কৃত হইয়া কোথায় পলায়ন করিতেছে। এত দিনে বিধাতা সুভঙ্গ্য মিলাইল। আনন্দের সীমা নাই। কহিল সুন্দরি! তুমি কাহার হৃদয় অন্ধকার করিয়া কোথায় পলায়ন করিতেছ? আজি আমি তোমাকে ছাড়িব না। আমার গৃহে চল। রাজরাণীবমত রাখিয়া যৌবন-সুখ সম্ভোগ করিব। এই দেবী সাক্ষী, আজি হইতে তুমি আমার পত্নী হইলে। এই বলিয়া নিজ গলদেশ হইতে পরিধৃত পুষ্প মালা উন্মুক্ত করিয়া হেমবালার গলদেশে পরাইয়া দিল। ভূষণ সকল সংগ্রহ করিয়া হেমবালাকে সবলে বাহিরে আনিল। হেমবালার প্রাণ উড়িয়া গেল। উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। অরণ্য-রোদনে কোন ফল ফলিল না। বন্ধুপ্রভু কহিল এখানে যমেরও অধিকার নাই। যতই রোদন কর, কেহই শুনিবার নাই। চল আমার ঘরে চল। আর গোলমাল করিও না, করিলে কোমল শরীরে ব্যথা পাইবে। হেমবালা কহিলেন মহাশয়! আমি কুল কন্যা, কুলবধূ; আমায় দয়া করুন। ধর্ম্ম নষ্ট করিবেন না। আমার ভূষণাদি লইয়া আমায় ত্যাগ করুন।

বন্ধু প্রভু কহিল ললনে! আমি অর্থ লোভী নহি। তোমার

অঙ্গভূষণ আমার আনন্দজনক. তাহা কি আমি গ্রহণ করিতে পারি ? বরং আরও সাজাইতে যত্ন করিব। চল গৃহে চল। সত্য সত্য পুনঃ সত্য, তুমি আমার পত্নীস্থানীয়া, আমি কদাচই ত্যাগ করিব না। অবাধ্য হও; বলপূর্ব্বক ধর্ম্ম নষ্ট করিব। হেমবালা আর কোন উপায় নাই দেখিয়া সরোদনে কহিতে লাগিলেন হে পতিত পাবন! বিপদ্ তারণ? ভগবান্ হরি! এ নির্জ্জন কাননে আপনার হেমবালা যায়। নাথ। দয়াময় নাথ! দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ। ভক্ত জন রঞ্জন; প্রহ্লাদ, ধ্রুবর হৃদয় রতন। দাসী যায়; এ জন্মের মত দাসী যায়; সতীত্ব যায়; আমার সর্ব্বস্ব ধন যায়, আসিয়া রক্ষা করুন। হরিহে অনাথ নাথ! দুর্ব্বলের বল! দুর্দ্দান্তের যম। অবলার বল। দাসী যায়। আসিয়া রক্ষা করুন। নাথ। আমি পাপ কেমন তাহা জানি না; মনেও কখন পর-পুরুষ কামনা করি নাই। আপনি আমার মন জানেন। সর্ব্বত্র চক্ষু। আপনি সব দেখেন; হেমবালার সকল দেখিয়া আসিতেছেন, যদি আমার পতিতে মতি থাকে, যদি আমি কখন আপনাকে হৃদয়ের সহিত ডাকিয়া থাকি, যদি আমার সতীত্ব আজিও অক্ষুণ্ণ থাকে, যদি আমি পাপ চিন্তা না করিয়া থাকি, যদি আমি কখনই পতির অবাধ্য না হইয়া থাকি, যদি আমি পতি বাক্য কখন অনাদর বা অবহেলন না করিয়া থাকি, যদি আমি পতিকে সর্ব্ব দেবময় জ্ঞানে পূজাদি করিয়া থাকি; তবে এই ক্ষণে অবশ্যই আপনি আমাকে রক্ষা করিবেন। আমি এ বিপদে পরিদর্শন পাইব। নচেৎ আমার যেন নরকে গতি হয়। হা মাতঃ রাজরাজেশ্বরি! আপনার স্থানে, আপনার মন্দিরে, আপনার চক্ষের অগ্রে, হেমবালা সতীত্ব ধনে বঞ্চিত হয়, আপনি কেমন করিয়া দর্শন করিবেন? জননি! মা! মা! মাগো! আমি যাই; রক্ষা করুন। মা! আপনি সর্ব্ব শাসিকা থাকিতেও আমি যাই, ইহা কি আপনার কলঙ্ক নহে? আমায় রক্ষা করুন। মা! ভব-মোহিনি! দুর্গে!

দুর্গতিহারিণি! আমি যাই আমাকে রক্ষা করুন। বন্য প্রভু হেম-বালার কাতর রোদনে কর্ণপাতও করিল না। গতিক মন্দ দেখিয়া বলপ্রকাশে কৃত সংকল্প হইল।

হেমবালা উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন পতিহে অবলা রক্ষক! হেমবালার মস্তকমণি! এ ঘোর অরণ্যে আপনার আদরের ধন আমার সতীত্ব, এক জন অধার্ম্মিক পামর বন্য বলপূর্ব্বক হরণ করে, আসিয়া রক্ষা করুন। অবলা পাইয়া, নিরাশ্রয় পাইয়া, সর্ব্বনাশ করে। হা স্বামিন্! হা দেব! হা হৃদয় বল্লভ! আপনি কোথায় শীঘ্র আসুন, আর বিলম্ব করিবেন না, প্রাণ যায়, জাতি যায, কুল যায়, মান যায়। হা-দীনেশ! হা-নাথ! হা-প্রাণবল্লভ আসুন, আসুন, আসুন দাসী মরিল। দুরাত্মা সবলে আকর্ষণ করি-তেছে; আর রক্ষা নাই দাসী মরিল। এই কালে দূর হৈতে শব্দ আসিল—

নাহি ভয় প্রাণসমে আসিয়াছি আমি,
ঘোর আর্ত্তস্বরে, ফাটে বক্ষ, স্থির হও প্রিয়ে!
কি বিপদ ঘটিল তোমার, বিদ্যমানে স্বামী।
করিব তোমারে রক্ষা প্রাণ দিয়ে প্রাণ!
তুমি হেম বালা, মম-কণ্ঠমালা,
হৃদয় সর্ব্বস্ব ধন।
আমি হে জীবিত, কে করে অহিত,
দেখিব আজি সে জন॥
রে পামর দুরাচার অধন্য নারকী।
পর-নারী স্পর্শ-পশু পরম পাতকী॥
রহ-রহ ক্ষণকাল, এই আমি যাই।
না পালাও, না পালাও, দেবীর দোহাই॥

এই কথা বলিতে বলিতে পবনবেগে ক্ষণকাল মধ্যে তথায় উপ-

স্থিত হইলেন। ভীমাকৃতি মহাবীর পাঁচু গোয়ালা দীনেশ বাবুর অনুগামী হইল। বনচর তাঁহাদের দুইজনকে দর্শন করিয়া ভয় পাইল না। মনে করিল যুদ্ধে দুইজনকেই নিপাত করিব। বস্তুতঃও বনচর প্রভূত বলশালী ব্যক্তি; দেখিতে দেখিতে দুই জনে ঘোর যুদ্ধ লাগিয়া গেলেন। পাঁচু বনচরের কটীদেশে প্রলম্বিত ছুরিকা-খানি কাড়িয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া কহিল, আমি থাকিতে আপনার যুদ্ধ করা ভাল দেখায় না। বৌ-ঠাকুরুন জ্ঞান হারাইয়াছেন আপনি উহাঁকে সচৈতন্য করুন। এই বলিয়া সবলে বনচরকে ধরিল। এই অবসরে দীনেশবাবু বনচরের দক্ষিণ হস্তখানি বলপূর্ব্বক ভাঙ্গিয়া দিলেন। আর পাঁচু তাহাকে উপর্য্যুপরি তিন চারিটি আছাড় দিয়া মৃতপ্রায় করিয়া তুলিল। দীনেশ বাবু প্রিয়তমাকে বক্ষে ধারণ করিয়া বাঁধাঘাটে লইয়া গিয়া মুখে জলদান করিলেন। ক্ষণকাল মধ্যেই চৈতন্য লাভ হইলে, কহিলেন, আপনি কোথা হইতে এ চির-দুঃখিনীকে রক্ষা করিতে আসিলেন? আপনি কি আমার প্রিয়পতি দীনেশচন্দ্র? না ভগবান্ বৈকুণ্ঠপতি পতিতপাবন হরি? আপনি কে মহাশয়? দীনেশ কহিলেন প্রিয়ে! আমি তোমার চিরানুগত পতি দীনেশ, ভগবানের সেবক, অন্তর্যামী হরি তোমার মন জানিয়া তোমাকে রক্ষা করিবার জন্য আমাদিগকে এখানে পাঠাইয়া-ছেন। তুমি যে দিন বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়াছ সেই দিন হরেকৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য মাধব দাস আমার পূর্ব্ব প্রার্থনানুসারে এবং অনু-সন্ধান বলে তোমাকে আমার স্ত্রী বলিয়া জানিতে পারেন। তৎপরে অনেক অনুসন্ধান করেন। কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া এই মাত্র অবগত হয়েন যে, তুমি প্রয়াগাভিমুখে প্রস্থান করিয়াছ। এই সংবাদ আমা-দের সঙ্কেত স্থলে পাঠাইয়া দেন। তখন তথায় আমি ছিলাম না। নবাবাধিকারে বিরজানুসন্ধানে গমন করি। পাঁচু সেই সংবাদ তথায় পাঠাইয়া দেয়। আমি পাঁচুর আদেশ মতে আগমন করিয়া বৃন্দা-

বনের পথে তোমার পুঙ্খানুপুঙ্খক্রমে অনুসন্ধান করিতে করিতে গমন করিতেছিলাম। এই বনপথের রাজরাজেশ্বরীকে বৃন্দাবনগামী সকলেই জানেন। আমরাও মাকে দর্শন করিয়া রজনী যাপন সঙ্কল্পে এখানে আসিতেছিলাম। দৈবযোগে তোমার আর্ত্তস্বর শ্রবণ করিলাম। এই সকল কথোপকথনের মধ্যেই পাঁচু বনচরকে যুদ্ধে পরাজয় করত তাহার হস্তপদ ভগ্ন করিয়া দিয়া দীনেশ বাবুর সম্মুখে জড়পিণ্ডবৎ আনিয়া ফেলিল। হেমবালা তাহার মুখে তিনবার বামপদাঘাত করিলেন। অনন্তর দীনেশ বাবু তাহাকে নাট মন্দিরে শয়ন করাইয়া হেমবালাকে লইয়া সেই রাত্রেই কাশী যাত্রা করিলেন। কতকদূর আসিয়া এক স্থানে রাত্রি কাটাইলেন। দীনেশ বাবু বিশ্রাম কালে হেমবালাকে একে একে সকল সু-সংবাদ দিলেন। হেমবালা সেই সকল শ্রবণ করিয়া আনন্দ সমুদ্রে নিমগ্ন হইলেন। পর দিন প্রভাতে পরমোৎসাহে কাশীর পথে আসিতে লাগিলেন। পরে যথাকালে কাশীতে আসিয়া সকলের সহিত সঙ্গত হইলেন।

এ-দিকে বিজয় বাবু বিরজার অনুসন্ধান করিতে করিতে এক নদীতটে বৃক্ষমূলে সন্ন্যাসী বেশিনী দেবী বিরজাকে প্রাপ্ত হইলেন। আনন্দের সীমা নাই। পরস্পরে সকল সংবাদ অবগত হইলেন। বিরজা পতির আসন্ন মৃত্যু শ্রবণে চলচিত্ত হইয়া হাহা-কাররবে রোদন করিতে লাগিলেন। কল্য ভিন্ন আর সময় নাই। এখান হইতে বিল্বগ্রাম বহুদূর; এই অল্প সময়ের মধ্যে কেমন করিয়া গমন করিবেন। উভয়ে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে দৈবক্রমে সেনাপতি আশুতোষ বাবু সেই স্থানে আসিয়া সকল শুনিয়া অগ্রে সংবাদ দান জন্য প্রস্থান করিলেন। পশ্চাৎ বিজয় বাবু বিরজাকে সঙ্গে লইয়া ডাকগাড়ীতে আগমন করিতে লাগিলেন।

এ দিকে যথাকালে কাশীতে ফাঁসীর সংবাদ উপস্থিত হইলে, যোগীন্দ্র বাবু, ছদ্মবেশী সুরেশ, এবং দীনেশ, মৃণালিনী, হেমবালা,

সরোজিনী, কুন্দবালা, প্রভৃতি সকলেই বিল্বগ্রামে আগমন করিলেন। কাশীর বাটীতে কেবল ক্ষেত্রমণি এবং ভৈরবী রহিয়া গেল।

চতুস্ত্রিংশ-পরিচ্ছেদ।

হরিপদ-বাবু।

অদ্য হরিপদ বাবুর ফাঁসীর দিন; বিল্বগ্রাম লোকে লোকারণ্য; বধ্যস্থান হা-হুতাসে পরিপূর্ণ; লোকে শোক দুঃখে ভাসমান; ধার্ম্মিক হৃদয় বিষণ্ণ, সতীর হৃদয় শোকাচ্ছন্ন, হায়! কি হইতে চলিল। কি ভয়াবহ ঘটনা!! হা-ঈশ্বর রক্ষা করুন, সর্ব্বত্র এই কথা, যাহারা সিংহ মহাশয়ের ভয়ে স্পষ্ট কোন কথা কহিতে পারিতেছে না, তাহাদের মনেরও ঐ কথা; কেবল নবাব পক্ষীয় লোকের আনন্দের সীমা নাই। নবাবের আনন্দ দেখে কে? বিশেষ আনন্দ এই—"মহারাজ মাতার-সিংহ হরিপদর জীবন রক্ষার জন্য পূর্ব্ব প্রাপ্ত রাজাজ্ঞানুসারে হরিপদর জীবন ভিক্ষা চাহিয়াছিলেন। সিংহ মহাশয়ের কার্য্যদক্ষতায় কৃত-কার্য্য হইতে পারেন নাই। স্বয়ং সর্ব্ব শাসক কহিয়াছেন "হরিপদর জীবন ভিন্ন অন্য প্রার্থনা স্বীকৃত হইবে" তবে আমি "সর্ব্বশাসক" এই মাত্র বলিতে পারি, যদি সকলের মত হয়, তবে হরিপদ নিস্কৃতি পাইতে পারে। আমি তত্তৎকালে সকলকে জিজ্ঞাসা করিব, যদি সকলে একবাক্যে হরিপদর জীবন ভিক্ষা করে তবে তাহাকে মুক্তি প্রদান করিব"। এ-সংবাদে মহারাজ দারুণ দুঃখিত, শৈলবালা প্রভৃতি সকলে মৃতবৎ;" এজন্য নবাব মহানন্দে ভাসমান; কখন্ ফাঁসী হইবে তন্নিমিত্ত মহাব্যস্ত; নবাব-সহচরদল অতিশয় উৎসুক;

হরিপদ বাবুর প্রাণ দণ্ডের সংবাদে কাশী হইতে হরিপদর আত্মীয়-বর্গ সকলে সমাগত; হেমবালা, কুন্দবালা, মৃণালিনী, শৈলবালা, সরোজিনী, যোগীন্দ্র, বিনোদ প্রভৃতি সকলে বিল্বগ্রামে সমাগত;

সুরেশ দীনেশ পাঁচু প্রভৃতি ছদ্মবেশে যথাস্থানে গুপ্তভাবে অবস্থিত; মহাশোকে শোকাকুল; কুন্দবালা প্রভৃতি রমণীবর্গের ঘোর বিলাপে বিল্বগ্রাম পরিপূর্ণ; বিজয়বাবু কেবল এ শোকে যোগ দিতে পারেন নাই।

ক্রমে নির্দ্দিষ্ট সময় প্রায় সমাগত হইল দেখিয়া হরিপদ বাবুকে বিল্বগ্রামের বহির্দ্দিকে এক প্রকাণ্ড ময়দানে লইয়া যাওয়া হইল; সেইস্থানেই প্রাণ-দণ্ডজন্য ফাঁসী কাষ্ঠ প্রোথিত; সর্ব্ব শাসকের আগমনে নানাস্থানের অনেকানেক বড় লোক সমাগত; প্রান্তর, লোকে লোকারণ্য; যোগীন্দ্র বাবু এবং বিনোদ বাবু, হরিপদর জীবন ভিক্ষা জন্য কাগজ কলম হস্তে সেই সকল লোকের নিকট দীনভাবে সজল নয়নে সম্মতি প্রার্থী হইয়া স্বাক্ষরজন্য লালায়িত; কোথাও কৃতকার্য্য, কোথাও বা নবাব কৌশলে অকৃত কার্য্য, নানাকষ্টে পাগলের মত, মহারাজ মাতাব সিংহ শোক দুঃখ ক্রোধে কেমন এক প্রকার বিকৃতাবস্থ; এমন ঘটনা কখন হয় নাই, হইবে না। যোগীন্দ্র বাবু গতিক মন্দ দেখিয়া হরিপদর আশা ছাড়িলেন। আপন উদ্দেশ্য সাধন জন্য যত্নবান হইলেন। সময় দেখিয়া নবাবের অনুসন্ধানে থাকিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজ জীবনের আশায় জলাঞ্জলি দিলেন। এই সময় বিনোদ বাবু জানি না, কানেকানে কি কহিলেন। ক্রমশঃ বিষাগ্নি জ্বলনোম্মুখ হইল। সবোজিনী প্রভৃতির সুখের দিন কোথায় চলিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত প্রায় হইল। হরিপদ বাবুর জীবন যায় যায়; তথাচ এখনও আশুতোষ বাবু আসিলেন না। বিজয় বাবু এখনও উপস্থিত হইলেন না। সময়ে সকলই করে।

হরিপদ বাবুর অদৃষ্ট ভাল নহে। আশুতোষ বাবু আসিতে আসিতে বিপদ গ্রস্ত, ঘোটকসহ ঘোর অন্ধকারে ভূ-গর্ত্তে নিপতিত; ঘোটকের পদভগ্ন; স্বয়ং আঘাত প্রাপ্ত, তথাচ ঘোটক ত্যাগ করিয়া ঐ দেখুন, কেমন সজোরে দৌড়াইয়া উদ্দেশ্য স্থানে আগমন করিতে-

ছেন। ঐ দেখুন সুর-নগরে আসিয়া পুনর্ব্বার মহাবল সম্পন্ন দ্রুতগামী এক ঘোটকে আরোহণ করিলেন। এখন অনেক বেলা হইয়াছে। আর সময় নাই। এখনও বহুদূর যাইতে হইবে। ঘোটক বায়ু বেগে ছুটিতেছে, আর আশুতোষ বাবু বারম্বার কশাঘাত করিতে করিতে সূর্য্য দর্শন এবং যন্ত্র দর্শন করিতেছেন। ঘোটক, পদ-ধূলিতে গগন অন্ধকারময় এবং (পদ) শব্দে মেদিনীকে শব্দায়মান করিয়া নক্ষত্রবৎ গতিতে আগমন করিতেছে। আশুতোষ বাবু অপেক্ষাকৃত স্বল্পদূর দুর্গম পথে আসিতেছেন। ও দিকে বিজয় বাবু অন্য এক সুগম সুপ্রশস্ত পথে আসিতেছেন, এ-পথ, অপেক্ষাকৃত দূর পথ বলিয়া প্রসিদ্ধ; আগমনে বিরতি কিম্বা বাধা নাথাকায় আশুতোষ বাবু হইতে বিজয়বাবু বহুদূর অগ্রগামী; ডাক্‌বথ অলৌকিক রূপলাবণ্য সম্পন্না পূর্ণাযুবতী বিরজা সুন্দরীকে লইয়া ধাবমান হইতেছে। বিজয়ের মন, রথের অগ্রে দৌড়াইতেছে। বিরজার অন্তঃকরণ বিজয়ের মনের অগ্রে ধাবমান হইতেছে। আসিতে আসিতে যতই দিবা অবসান হইতেছে বিরজা ততই ব্যাকুলা হইতেছেন। থাকিয়া থাকিয়া ফুকারিয়া ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছেন। বক্ষে শিরে করাঘাত করিতেছেন। আর্ত্তস্বরে পাষাণও গলাইয়াদিতেছেন। বিজয় বাবু প্রবোধ দিয়াও রাখিতে পারিতেছেন না। এই সকল দেখিলে ইহাই বোধ হয় যেন কলিতে আবার সীতানির্ব্বাসন ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে। এ-দিকে হরিপদর প্রাণ যায়, অথাচ বিজয় বাবু আসিতে পারিতেছেন না।

আর সময় নাই। সকলে সমস্বরে হরিপদর জীবন ভিক্ষা করিল না। এক বাক্যে স্বাক্ষর করিল না। নবাবের শাসনে সকলে সমস্বরে হরিপদর জীবন ভিক্ষা করিল না। সুতরাং হরিপদ বাবু এ-জীবনের মত সর্ব্বশাসক এবং মহারাজ প্রভৃতি সকলকে দর্শন করিলেন। নিজ আত্মীয় বর্গ সকলকে সান্ত্বনা করিলেন। যোগীন্দ্র এবংবিনোদকে নয়নজলে স্নান করাইলেন। বিজয়কে সাদর সম্ভাষণ

জানাইতে, কহিলেন। শৈলবালা, সরোজ কুন্দ প্রভৃতিকে সাদরে সাগ্রহে কতই প্রবোধ দিলেন। পরে সর্ব্ব-শাসকের সমক্ষে মবির প্রার্থনা করায় অগত্যা তিনি যথাস্থানে দাঁড়াইলেন। হরিপদকে ফাঁসী কাষ্ঠে তোলা হইল। মহারাজ মাতারসিংহ ব্রাহ্মণবধ দর্শনে অসমর্থ হইয়া বদন অবনত করিলেন। নবাব হাস্যমুখে চাহিয়া রহিলেন। এই সময় যোগীন্দ্র বাবু নবাবকে বিনাশ করিবার জন্য তীক্ষ্ণঅস্ত্র অতি সাবধানে, (গুপ্ত ভাবে) ধারণ করিলেন। কিন্তু নিকটে বিস্তর প্রহরী থাকায় কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

হরিপদ বাবু বধস্তম্ভে আরোহণ করিয়া কহিলেন—ভাই সকল! আমি নারীবধরূপ মহা কলঙ্কে কলঙ্কিত হইয়া জীবন ত্যাগ করিতেছি, আপনারা আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। নবাব সাহেবের জয় হউক, ধর্ম্মের মুখ উজ্জ্বল হউক; বিল্বগ্রাম শান্তিলাভ করুক আমি চলিলাম। এই সময়ে জল্লাদেরা গলদেশে রজ্জু পরাইয়া দিল সঙ্গে সঙ্গে ক্রন্দনের শব্দ উঠিল। এমন সময়ে—সেই জনতা ভেদ করিয়া প্রবল তরঙ্গিণীর ন্যায় একটী স্ত্রীলোক ছুটিতেছেন আর কহিতেছেন—

—থামরে জল্লাদগণ ব'ধনা ব'ধনা।
অনাথিনী কাঙ্গালিনী আমারে ক'রোনা॥
বিরজা বিরজা আমি বনিতা উঁহার।
আছি বেঁচে দেহ ছেড়ে সর্ব্বস্ব আমার॥
এ কি নাথ! এ কি হেরি! মরি প্রাণ যায়।
কে করিল অপরাধ কেবা দণ্ড পায়॥
বিরজা বিরজা আমি বনিতা উঁহার।
আছি বেঁচে দেহ ছেড়ে সর্ব্বস্ব আমার॥

বিজয়। রাখরে জল্লাদগণ হরি-পদ প্রাণ।
বিরজা সুন্দরী এই বন্ধু দেহ দান॥

নবার রাহুর মুখ-মুক্ত-শশিকলা।
ছেড়ে দিয়ে হরিপদ, বাঁচাও অবলা॥
মরে নাই আছে বেঁচে এই যে বিরজা।
বিরজা বিরজা এই জীবিতা বিরজা॥

সকলে ঘোর রবে—

ব'ধনা ব'ধনা ওরে নামাও নামাও।
বিরজারে দয়া করি স্বামী ভিক্ষা দাও।
ব'ধনা ব'ধনা ওরে নামাও নামাও॥

সর্ব্বশাসক। ওহে থাম থাম থাম, হরিপদ বাবুকে সসম্ভ্রমে আমার নিকট আনয়ন কর। আজ্ঞামাত্র তাঁহাকে সর্ব্বশাসক সমক্ষে আনয়ন করা লইল। বিরজা পতিপদতলে পতিত হইয়া নয়নজলে চরণ যুগল বিধৌত করত কহিতে লাগিলেন।

নাজানি এখনি নাথ! মমভাগ্য দোষে
হ'য়েছিল কি ঘটনা! অতিভয়ঙ্করী!!
অনাথিনী পাগলিনী করিয়া আমায়,
অলক্ষ্য অদৃশ্য পথে করিতে গমন॥
উহু মরি প্রাণ যায়, এ কি হেরি নাথ!
বিনামেঘে কেন শিরে হয় বজ্রাঘাত।
চরণে শরণাগতা রমণীর প্রতি,
চাহনাথ! কৃপা নেত্রে দেহ পদেস্থান।

হরিপদ। কলঙ্কে জীবন মম হ'তেছে নিধন,
দেখিয়া কি সাধ্বীসতী পতি সোহাগিনী।
স্বর্গ হ'তে আসিলে হে রাখিতে জীবন;
এস এস পরি হৃদে কনক-নলিনী॥

এই কথা বলিতেবলিতে বাহুযুগলে ধারণ করিয়া ভূমি হইতে উঠাইলেন। চতুর্দ্দিক হইতে, আনন্দ কোলাহল উত্থিত হইল

লাগিল। এই সময়ে তথায় শৈলবালা কুন্দবালা সরোজিনী প্রভৃতি রমণীগণ আগমন করিয়া বিরজাকে বক্ষে ধারণ করত কহিতে লাগিলেন—

সতীসাধ্বী সীমন্তিনী নারী শিরোমণি,
বক্ষে করি, করি এস হৃদয় শীতল।
বাঁচালে বাঁচিনু সবে নতুবা এখনি
পড়িত অশনি—শিরে দিত রসাতল॥

এই সকল কাণ্ড দর্শনে সর্ব্বশাসক অবাক; লজ্জায় অধোবদন; দুঃখে ক্ষোভে ক্রোধে নানা প্রকার মুখভঙ্গী ধারণ করিতে করিতে বিরজার মুখ হইতে একে একে সকল কথা শুনিতে লাগিলেন। সেই স্থানে পটবাস প্রস্তুত হইতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ নবাবকে আহ্বান করা হইল। কিন্তু তাঁহার আগমন হইল না। কারণ সিংহ-মহাশয় বিরজাকে দর্শন করিয়াই কোথায় প্রস্থান করিয়াছেন। এত লোকের চক্ষে ধূলি মুষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কোথায় প্রস্থান করিয়াছেন। এই সময় তথায় সেনাপতি আশুতোষ বাবু আসিয়া পঁহুছিলেন। সকল শ্রবণ ও দর্শন করিয়া আনন্দিত হইলেন।

ক্রমে সকল রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়িল। শর্ব্ব-শাসক লজ্জিত; মহারাজ মাতার সিংহের সহিত অপরাপর সকলে আহ্লাদিত; পুলিস কর্ম্মচারিগণ ভয়ে মৃতবৎ হইলেন। যথাকালে সর্ব্ব শাসক মহাশয় নিম্নস্থ বিচারকদিগকে এই সকল বিষয় পত্রদ্বারা জানাইয়া যথোচিত তিরস্কার করিয়া পাঠাইলেন। আবার বিরজা সম্বন্ধে বিচার হইল। সুরেশ দীনেশ মেঘোন্মুক্ত সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ হইলেন। বিচারে পুলিস কর্ম্মচারী হইতে নবাব সাহেব-মহাশয়ের পর্য্যন্ত দ্বাদশ-বর্ষ করিয়া কঠিন কারাদণ্ড হইয়া গেল। সকলে নিজ নিজ দুষ্কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে লাগিল। কেবল নবাবসাহেব দণ্ড ভয়ে কোথায় পলায়ন করিলেন।

সময়ে কুঞ্জবালা বিচারে নিষ্কৃতি পাইলেন। মহাদেবরাও নিজ ষড়যন্ত্রীদিগের সহিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য কয়েক বৎসর করিয়া কঠিন কারাদণ্ড ভোগ করিতে লাগিল। তারামণির মস্তক মুণ্ডন করাইয়া একটী গর্দ্দভীর পৃষ্ঠে চাপাইয়া নগর ভ্রমণ করান হইল। ভ্রমণ কালে ধার্ম্মিকা অবলা বিস্তর ঝাঁটা, নাথি, কিল, চড় জুতা প্রভৃতি উপহার পাইল। পরে কারাগারে গিয়া ভয়ঙ্করী যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল।

মহারাজ মাতাব সিংহ এ পর্য্যন্ত রায়গড়ে গমন করেন নাই। বিল্বগ্রামেই অবস্থান করিতে ছিলেন। এ সকল ঘটনায় তাঁহার আর ধৈর্য্য থাকিল না। নিজ দলবল আনাইয়া নবাববাটী লুট করিতে আজ্ঞা দিলেন। আজ্ঞা মাত্র কার্য্য চলিতে লাগিল। অপরিমিত অর্থ বিজয়, বিনোদ, হরিপদ বাবুর গৃহে আসিতে লাগিল। গৃহ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। অপরাপর লোকে যে যাহা পাইল, সে তাহাই লইয়া প্রস্থান করিল। নবাব নিজ সুখসময়ে যে সকল লোকের স্ত্রীর সতীত্ব রত্ন হরণ করিয়াছিল, এক্ষণে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সুযোগ পাইয়া নবাব ভবনে প্রবেশ করিল। নবাবপত্নীর নিকটে ঋণ পরিশোধ জন্য বারম্বার প্রার্থনা করিল। অবলা ভয়ে সশঙ্কিতা হইলেও তাহারা ধর্ম্মকর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া মায় সুদ সমস্ত আদায় করিয়া মুক্তকেশীর ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা সপ্রমাণ করিল। নবাব ভবন, আজি হাহাকার, চীৎকার, ঘোর ক্রন্দন, হা-হুতাশ প্রভৃতি শব্দে পরিপূর্ণ হইল। কেবা শোনে, কেবা নিষেধ করে, আর কেবা সে বিপদে সহায় হয়। দয়া করিতে কেহ নাই। নবাব, সৌভাগ্য সময়ে দয়ার পথ রাখেন নাই।

এই ভয়ানক ক্রন্দন শব্দে মুক্তকেশীর এবং ধীরেন্দ্র বাবুর আনন্দের সীমা নাই। জ্ঞান শূন্য, চক্ষু লজ্জা নাই। মনের আনন্দে অর্দ্ধোলঙ্গভাবে নৃত্য করিতেছেন। ব্যাপার দেখিলে বোধ হয় যেন

অসুর নাশিনী রণরঙ্গে নিমগ্না হইয়াছেন। আর ভূত প্রেতগণ আনন্দে চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিতেছে। চতুর্দ্দিকে ঘোরতর ভয়ঙ্কর শব্দ। ধর্‌রে, মার্‌রে, আবরে, গেলরে, ঐরে, যায়রে, বেস্‌ বেস, আচ্ছা আচ্ছা, বেস হো'চ্ছে, হা-হা-হা-হা হীহী, হীহী, হাততালি, বাহু স্ফোটন, উল্লম্ফন, হুম্‌হাম্‌, দুম্‌দাম্‌, দ্বারভঙ্গ, সিন্দুকভঙ্গ, কটাস কটাস্‌ ধড়াস্‌ ধড়াস্‌, ঝন্‌ ঝন্‌, খন্‌ খন্‌, অত্যাচার, কাতর শব্দ, মাগো! মরিগো, যাইগো, বাঁচাও গো, গেলাম গো, হায়! হায়! কি হ'ল ছেড়ে দাও, পলাই গো; কেবল এই সকল ব্যাপার; মুক্তকেশীর নৃত্য, আনন্দ দেখে কে; ঘোর নৃত্য, ভয়ঙ্কর নৃত্য; কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নবাব গৃহ, ধনশূন্য, শোভাশূন্য আর লক্ষ্মীশূন্য হইল। নবাব মহিলাগণ উপায়ান্তর না দেখিয়া সর্ব্বস্ব হারাইয়া কোথায় পলায়ন করিল। বহুক্ষণের পর বিল্বগ্রাম শান্তভাব অবলম্বন করিল। দিনের আলোকে এই সকল কাণ্ড হইয়া গেল তথাচ কোন প্রতি বিধান হইল না। নবাবের ঘোরতর ভয়ঙ্কর পাপের ঘোর দণ্ড হইল।

সময়ে বিজয় বিনোদাদির সম্মানের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ নবাবের অর্থ দণ্ড হইতে লাগিল। সম্পত্তি পূরণ জন্য সম্পত্তি দণ্ড হইল। পশ্চাৎ অবশিষ্ট যাহা থাকিল, মহারাজ মাতাব সিংহ সে সকল গ্রাস করিলেন। অতুল ঐশ্বর্য্য কোথায় লণ্ডভণ্ড হইয়া উড়িয়া গেল। বিল্বগ্রাম শান্তি সলিলে অবগাহন করিল। বিজয়াদি তিন জনে বিল্বগ্রামের অধীশ্বর হইলেন। সুরেশ দীনেশ ধনেমানে পরিপূর্ণ হইলেন। চন্দ্রমাধব বাবু মহারাজের প্রধান কর্ম্মচারী হইলেন। যথাকালে মহা আড়ম্বরে মৃণার সহিত সুরেশের প্রকাশ্য বিবাহ হইয়া গেল। পাঁচু গোয়ালা বহু সম্পত্তির অধিকারী হইয়া স্ত্রী পুত্র লইয়া পরমসুখে জীবন যাপন করিতে লাগিল।

ধীরেন্দ্র বাবু এবং মুক্তকেশী চিকিৎসারগুণে দিনে দিনে আরোগ্য হইয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন। মৃণালিনী পিতৃদেবকে আরোগ্য হইতে

দেখিয়া আনন্দনীরে অবগাহন করিলেন। কালে মুক্তকেশী কুন্দবালার সঙ্গিনী হইয়া পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন। বিনোদ বাবু তাঁহাকে বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে বিক্রগ্রাম মনোহারিণী শোভায় শোভিত হইল। লোকের সুখ-সৌভাগ্যের সীমা রহিলনা। নগরে অনবরতই ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান চলিতে লাগিল। রমণীগণ একবারেই সতীত্ব-ভঙ্গ ভয় পরিত্যাগ করিলেন।

ক্রমে বিজয় বাবু মহারাজ মাতাব সিংহের অনুগ্রহে—রাজোপাধি পাইলেন। শৈলবালা রাজরাণী হইয়া বহুমানে অলঙ্কৃত হইলেন। কুন্দবালা প্রভৃতি রমণীবর্গ আশাতীত ভাবে পূজনীয়া হইলেন। সরোজিনী—"দীন-জননী" উপাধি পাইয়া স্বভবনে গমন করিলেন।

এত কাণ্ড হইয়া গেল—কিন্তু যোগীন্দ্র বাবু ইহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। কারণ তিনিও নবাবের সঙ্গে কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছেন।

উপ-সংহার।

নবাব-সগৃহ হইতে প্রস্থান করিয়া কি করিব, কি হইবে, তাঁহার কিছু অবধারণ করিতে না পারিয়া আপনার পশ্চিম রাজ্যে চলিলেন। হিমালয়ের অতি নিকটে আর হিন্দুকুশ পর্ব্বত প্রান্তে সাধনলালের কতকটা জমীদারী আছে। তথায় স্বাধীন ভাবাপন্ন পার্ব্বতীয়গণ বাস করে। এক্ষণে সাধনলাল তাহাদের আশ্রিত হইতে চলিলেন। জীবন ভয়ে অতুল ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া এক্ষণে তাহাদের আশ্রিত হইতে চলিলেন। অবিরাম গতি; প্রাণভয়ে মানভয়ে অবিরাম গতি; ঘোটক পৃষ্ঠে অবিরাম গতি; যাইতেছেন আর সশঙ্কচিত্তে চারিদিকে চাহিতেছেন; পাছে কেহ আসিয়া অবরোধ করে।

বেলাতৃতীয় প্রহর; প্রকাণ্ড প্রান্তর জনপ্রাণী নাই, ঐ দেখুন অশ্বপৃষ্ঠে অবিরাম গতি, কেবল এক জন মাত্র বহুদূরে পশ্চাদ্দিকে

অশ্বারোহণে অনুগামী; ঘন ঘন অশ্ব পৃষ্ঠে কশাঘাত করিতেছেন। অশ্বক্ষুরোদ্ধতধূলি রাশি অনুগামী হইলেও অশ্ব হইতে বহুদূরে উড্ডীয়মান; অশ্ব প্রাণপণে ছুটিতেছে। অশ্ববল্গা সম্পূর্ণভাবে শিথিল; অশ্ব তীরবৎ বেগগামী; আরোহী অশ্ব পৃষ্ঠে প্রায় আবক্রভাবে দণ্ডায়মান, সর্ব্বাঙ্গ বর্ম্মে আবৃত; কটীতটে শাণিত তরবার, এক হস্তে সুদীর্ঘ ভল্লাস্ত্র; অশ্ব পৃষ্ঠও অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত, ভীম দর্শন; মূর্ত্তিমান রৌদ্ররস; দেখিতে দেখিতে সিংহ মহাশয়কে বেষ্টন করিয়া সম্মুখীন হইলেন। অশ্বে অশ্বে সম্মুখামুখি হওয়াতে নবাবের গতিরোধ হইল। যে মাত্র গতিরোধ হইল অমনি নবাগত ব্যক্তি ভল্লাঘাতে নবাবের অশ্বকে বিনাশ করিলেন। অশ্ব ভূমিতলে পতিত হইয়া ছট্‌ফট করিতে লাগিল। সিংহ মহাশয় ভূমিতলে দণ্ডায়মান হইলেন। নবাগত ব্যক্তিও নিজ অশ্ব হইতে তৎক্ষণাৎ অবরোহণ করিয়া কহিলেন—রে দুরাত্মন্ হিন্দু যবন! আর কোথায় পলাইবি। শমন নিকট। নিজ অভীষ্ট দেবতাকে স্মরণ কর্।

নবাব শমন সদৃশ অশ্বারোহীকে দর্শন করিয়া ভীমমূর্ত্তিধারণ করত নিজ কটীতট হইতে শাণিত তরবারি গ্রহণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থী হইয়া কহিলেন দুরাত্মন্! আয় আজি তোকে যমালয়ে প্রেরণ করিয়া মনের সকল দুঃখানলে শান্তি-সলিল সেচন করি।

অশ্বারোহী। তোর্ শান্তি!! একথা অগ্রাহ্য; ইহা হইলে বেদ মিথ্যা; কোরাণ মিথ্যা, রে পামর! নরাধম নারকী লম্পট! এতদিনে তোর্ পাপ বৃক্ষ ফলবান্ হইবার উন্মুখ হইয়াছে। যেহেতু পুষ্প সম্ভারে সুশোভিত; আর তোর রক্ষা নাই। ঐ—দেখ্! তোর্ সম্মুখে তোর্ নিমিত্ত প্রকাণ্ড জ্বালাপূর্ণ ঘোর্ রৌরব-নরক বিরাজমান; অনন্ত নরক। অনন্তযন্ত্রণা! শান্তি!! একথা অগ্রাহ্য;

নবাব। পামর! বীরভোগ্যা বসুন্ধরা এ-কথাকি তোর জ্ঞানে আসে না? আমি হিন্দুযবন, অথবা প্রকৃতই যবন; সে কথায় তোর্

আবশ্যক কি? তোর্ ন্যায় হিন্দুর মস্তকে আমি বামপদ প্রদান করি, হিন্দুরমণীর আবার সতীত্ব কি? সে জন্য আমার কোন শান্তি নাই। এই দেখ্ এখনই তোকে নিপাত করিয়া তোর্ স্ত্রীকে মৎসদৃশ জনগণ ভোগ্যা করিয়া দিই।

অশ্বা—। দুরাত্মন্! আর ছোট মুখে বড় কথা সহ্য হয় না। হিন্দু রমণীর সতীত্ব কি? একথা তোর্ ন্যায় ভারতকুসন্তানে না বলিলে আর কে বলিবে? তোর্ জননী কি হিন্দু-রমণী ছিলেন না? নরাধম গো-খাদক! তোর্ জননী নিশ্চয় যবনস্পৃষ্ঠা, তাহা না হইলে তোর্ এরূপ মতিগতি হইবে কেন? যাক্ ও-সকল কথায় আর আবশ্যক নাই। আয় তরবারেই নিজ নিজ পাপপুণ্য পরীক্ষা করি।

নবাব। তোর্ মত কাপুরুষকে ধ্বংশ করিতে অধিক আয়াস আবশ্যক করে না আয় নরাধম আয়! এই বলিয়া উভয়ে ঘোর যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইলেন। নবাও বর্ম্মে আবৃত ছিলেন। যুদ্ধ কার্য্যে বিশেষ দক্ষ; দুই জনে ঘোর যুদ্ধ বাধিয়া গেল। তরবারে তরবারে আঘাত লাগিয়া অগ্নিকণা নির্গত হইতে লাগিল। কখন নবাবের বলাধিক্য কখন বা অশ্বারোহীর বলাধিক্য দেখা যাইতে লাগিল। উভয়ের চক্র ভ্রমণ, অস্ত্র সঞ্চালন, উল্লম্ফন, অস্ত্রপাতন, দর্শন করিলে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে। ক্রমাগত দুই ঘণ্টাকাল ঘোর যুদ্ধ চলিল। কেহ কাহারও কিছুই করিতে পারিলেন না। নবাব, যুদ্ধে সুনিপুণ; ছিদ্রান্বেষণ পূর্ব্বক অশ্বারোহীর মস্তকে আঘাত দিলেন। সুদক্ষ অশ্বারোহী; তরবারিতে সে-আঘাত রক্ষা করিয়া কহিলেন—রে হিন্দুকুল কুলাঙ্গার নবাব! এই বার আপনাকে রক্ষা কর্। যদি বিরজা, আমার ভগিনী বিরজা, যথার্থই পতীব্রতা হয়েন; তবে এই আঘাতে আমি তোর বাহু কর্ত্তন করিব এই বলিয়া সু-যোগ দেখিয়া এমন এক প্রহার দিলেন যে নবাব তাহা নিবারণ করিতে পারিলেন না, বর্ম্মভেদ হওত দক্ষিণ বাহুর কিয়দংশ কর্ত্তিত হইয়া প্রবল বেগে

রুধির ধারা বহির্গত হইতে লাগিল। আর রক্ষা নাই ভাবিয়া নবাব ভয়ানক ক্রোধে, (সময় পাইয়া) যোগীন্দ্রবাবুর স্কন্ধে এক আঘাত দিলেন। বর্ম্ম ভেদ হইয়া সামান্য আঘাত লাগিয়া, রুধির ধারা পড়িতে লাগিল। পাঠক মহাশয়! এখন অশ্বারোহী পুরুষ কে? তাহা কি জানিতে পারিলেন? ইনিই সেই মহাতেজস্বী, সত্যপ্রিয়, বীরাগ্রগণ্য, বাঙ্‌নিষ্ঠ যোগীন্দ্র বাবু।

যোগীন্দ্র। রে-যবন। আত্মরক্ষাকর্‌ এই বলিয়া অন্য আঘাতে নবাবের স্কন্দদেশ বিলক্ষণরূপে কর্ত্তন করিয়া দিলেন। নবাব, রুধিরপাতে ক্রমশঃ শরীর দুর্ব্বল হইতে লাগিলেন।

নবাব। পামর যোগীন্। আত্ম রক্ষা কর্‌ আত্মরক্ষা কর্‌ বলিয়া মস্তকে আঘাত দিলেন,—এই আঘাতে যোগীন্দ্রবাবু বিশেষ কাতর হইলেন বটে কিন্তু দ্বিগুণতর ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন। সাবধান মূঢ় সাবধান। আমি এই বারে তোকে নিরস্ত্র করিব, এই কথা বলিতে না বলিতে নবাবের তরবারে এমন এক আঘাত করিলেন যে, এই আঘাতে তরবারি দুইখান হইয়া গেল। পরে যোগীন্দ্র বাবু কহিল কেমন পামর। এইবারে তোর উপায় কি হইবে?

নবাব। নিরস্ত্র জনের উপর, বালকেও স্পর্দ্ধা করিতে পারে, ইহাকে আমি বীরত্ব বলি না।

যোগীন্দ্র। এই আমি নিজ অস্ত্রত্যাগ করিলাম। আয় বাহু যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই। এই বলিয়া নিজতরবারি দূরে নিক্ষেপ করত বাহু যুদ্ধ লাগিয়া গেলেন। উভয়ের হুম্ হাম্ হুম্ দাম্ কিল লাথি চড়ের শব্দে মেদিনী শব্দায়মানা, এবং হুড়া হুড়ি জড়া জড়িতে ধরণী কম্পিতা হইতে লাগিলেন। বক্ষে বক্ষে পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে, বাহুতে বাহুতে, পদে পদে মস্তকে মস্তকে, ঘোরতর আঘাত দিতে লাগিলেন। সময়ে সময়ে কেহ উপরে, কেহ নিম্নে, পতিত হইতে লাগিলেন। ক্রমশঃ নবাব দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। যোগীন্দ্র বাবু দেখিতে দেখিতে নবা-

বের বক্ষের উপর উঠিয়া বসিয়া বাম হস্তে গলদেশ ভয়ঙ্কররূপে চাপিয়া ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে বামগণ্ডে এমনএকটী বজ্রময়চড় দিলেন যে, নবাব সেই চড়েই মোহ প্রাপ্ত হইলেন। যোগীন্ বাবু এই অবসরে সত্বর উঠিলেন। নিজ যন্ত্র তন্ত্র সংগ্রহ করিলেন। বিদ্যুদ্বৎ নবাবের নিকটে আগমন করিলেন। কেশাকর্ষণ করিয়া নিকটস্থ এক অশ্বত্থ বৃক্ষ মূলে আনিলেন। বৃক্ষকাণ্ডে ঠেস দিয়া দণ্ডায়মান করিলেন। পরে এক সু-দীর্ঘ কীলক (প্রেক) বাহির করিয়া মুদ্গরদ্বারা নবাবের বক্ষের সহিত বৃক্ষকাণ্ডে গ্রথিত করিলেন। এইবারে নবাবের প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল। পরে দুই হস্তের করতলে দুই; কপালে এক, দুই পদে দুই, এই পঞ্চ প্রেক প্রোথিত করিয়া বৃক্ষের সহিত নবাবকে গাঁথিয়া ফেলিলেন। আর নবাবের বক্ষে নবাবের বস্ত্রে "এই দুরাত্মা এতদিনে নিজ প্রাণদানে নিজকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল" এই কয়েকটী কথা লিখিয়া পতাকাকারে উড্ডীয়মান করিয়া দিয়া সত্বর তথা হইতে "জয় ধর্ম্মের জয়। এতদিনে আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল" বলিয়া বাঞ্ছিত স্থানাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। যথাকালে নবাবের মৃতদেহ বিল্বগ্রামে নীত হইল। সকলে দর্শন করিয়া অবাক; কিন্তু কে যে বিনাশকর্ত্তা, তাহার কোন অনুসন্ধান হইল না।

কিছু দিনেরপর যোগীন্দ্র বাবু গৃহে আসিয়া বিল্বগ্রামে গমন করিলেন। সকল রহস্যের পরিচয় দিলেন। এবং তিনিই যে সন্ন্যাসীর বেশে নবাববধোদ্দেশে বিল্বগ্রামের নিকটে নিকটে ভ্রমণ করিতেন সে কথার পরিচয় দিয়া কুন্দবালার সতীত্বের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া, তিনিই যে তারাপদকে বিনাশ করিয়াছেন, আর হোসেন সাকে যমালয়ে পাঠাইয়াছেন তাহা কীর্ত্তন করিয়া হাসিতে লাগিলেন। আর কহিলেন দেখুন বিজয় বাবু! এক হোসেন ভিন্ন আমাকে কেহ চিনিত না। কিন্তু আমি, যেবেশে দণ্ডায়মান

ছিলাম, এমন কি আমার চিরসহচরও বোধ হয় আমায় সে বেশে দর্শন করিলে চিনিতে পারিতেন না। আমি সন্ন্যাসী হইয়া বিনা অপরাধে কেন হোসেনকে বধ করিলাম, বিজয় বাবুর সহিত আমার কোন বিশেষ সম্বন্ধ আছে কিনা, এই সকল বিষয় লইয়া গোবিন্দলাল আমাকে ভয়ানক পীড়াপীড়ি করিলে, আমি তৎকালে উত্তর করিয়াছিলাম, এই নরাধম নবাব এক সময় আমাকে উহার পাপসঙ্কুল বৈঠকখানায় বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া গিয়া মিষ্ট নর্ত্তকীর-উচ্ছিষ্ট মদ্য ও গোমাংসাদি আমার মুখে দিবার জন্য আমায় ভয়ানক পীড়ন করিয়াছিল। আমার অপরাধ এক দিন রাত্রিতে এই নবাবের আনন্দ কানন নামক উদ্যানে রাত্রি যাপন জন্য আশ্রয় লইয়া ছিলাম। হিন্দুধর্ম্মদ্বেষী নবাব, সেই অপরাধে আমার ধর্ম্ম নষ্ট করিতে চাহিয়াছিল। আমি কোনরূপে নিষ্কৃতি পাইয়া সেই কালে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া ছিলাম 'অকথ্য যন্ত্রণা দিয়া তোমায় নিপাত করিব'। এই কুন্দবালা আমার কেহ নহেন। ঘটনাক্রমে অদ্য এই স্থানে উপস্থিত হইয়া হিন্দু রমণীর উপর ঘোরতর অত্যাচার দর্শনে তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া হোসেনকে বধ করিয়াছি। আমার এই তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাতেই সকলে সন্তুষ্ট হইলেন। চন্দ্রনাথব বাবুও আমার অনুকূলপক্ষে অনেক কথা কহিলেন। এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া নবাব বারম্বার আমার মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কারণ আপনি শুনিয়াছেন ত যে নবাব সাহেব, আমার কথিত জবানবন্দীর অনুরূপ অনেকানেক সন্ন্যাসীকে গোমাংস খাওয়াইয়া আপনার প্রভুত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। তৎকালে ইহাই মনে করিলেন এ ব্যক্তি বুঝিবা তাহার একজন হইবে। তৎপরে আমি যাহা যাহা করিয়াছি শ্রবণকরুন্ এই বলিয়া একে একে সকল কহিলেন। সকলে শ্রবণ করিয়া নিস্পন্দনয়নে তাঁহাকে দর্শন করত সাদরে আলিঙ্গন প্রণামাদি প্রদান করিলেন। আন-

নের উপর আনন্দ পড়িয়া গেল। যোগীন্দ্র বাবু কয়েক দিন তথায় অবস্থান করিয়া, পরে স্বগৃহে আগমন করিলেন। আগমনকালে বিরজা ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইলেন এবং কহিলেন দাদা! আবার কত দিনে তোমার দেখা পাইব? উত্তর হইল ভগিনি! নবকুমারে তোমার কোমল অঙ্ক অলঙ্কৃত হইয়াছে, এইসংবাদ পাইলেই আসিয়া ভাগীনা দর্শনে কৃতার্থ হইব। মহাত্মা যোগীন্দ্রবাবুর গমনের পর তাঁহার সকল রহস্য সকলে সাবধানে হৃদয়ে লুক্কাইত করিয়া রাখিলেন।

সময়ে বিল্বগ্রামের প্রকাশ্য স্থানে নবাবের এক প্রতিমূর্ত্তি পূর্ব্ববৎ (বৃক্ষকাণ্ডে যেরূপ ছিল সেইরূপ করিয়া) স্থাপন করা হইল। যখন তখন সকলেই সেই পতাকা পাঠ করিত "এই দুরাত্মা এত দিনে নিজপ্রাণদানে নিজকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল" সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতিধ্বনি উঠিত দুরাত্মা নবাব এত দিন নিজ প্রাণদানে নিজকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল। প্রতিধ্বনির সঙ্গে তারাপদর প্রেতাত্মাও গাইত, দুরাত্মা নবাব এত দিনে নিজ প্রাণদানে নিজকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল। বিগত প্রাণা কলঙ্কিতা কুলবালাগণের প্রেতাত্মা ও গাইত দুরাত্মা নবাব এত দিনে নিজপ্রাণ দানে নিজকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল। অতি নিস্তব্ধ নিশীথ সময়ে সকলেই শুনিতেন, শূন্যে শব্দ হইতেছে. দুরাত্মা নবাব এতদিন নিজ প্রাণ দানে নিজকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল।

সঙ্গে সঙ্গে নবাবের প্রেতাত্মাও গান করিত—

সতীত্ব নাশক আমি নারকী নচ্ছার।
জ্বলে আত্মা, ঘোর অগ্নি; নরক দুর্ব্বার॥

রাত্রিকালে যখন তখন সকলেই শুনিত—গান হইতেছে—

'সতীত্ব নাশক আমি নারকী নচ্ছার।
জ্বলে আত্মা; ঘোর অগ্নি, নরক-দুর্ব্বার॥'

ক্রমে সন্ধ্যার শীতল সমীরণে গান উঠিত—

সতীত্ব নাশক আমি নারকী নচ্ছার।

জ্বলে আত্মা; ঘোর অগ্নি, নরক-দুর্ব্বার॥

বিল্বগ্রামে নিশাভাগে, যখনই কোন দুরাত্মা; কোন কুলবালার সতীত্ব হরণ কল্পনা করিত অমনি গান উঠিত—

'সতীত্ব নাশক আমি নারকী নচ্ছার।

জ্বলে আত্মা, ঘোর অগ্নি! নরক দুর্ব্বার॥

নবাবের প্রতিমূর্ত্তির নিকটে সর্ব্বদাই গান উঠিত—

সতীত্ব নাশক আমি নারকী নচ্ছার।

জ্বলে আত্মা; ঘোর অগ্নি! নরক-দুর্ব্বার॥'

ক্রমে ক্রমে লোকের ভূতের গানে আর ভয় থাকিল না। যখনই কোন লম্পটকে কোন সদুপদেশ দিবার আবশ্যক হইত তখনই উপদেষ্টা কহিত নবাবকে জিজ্ঞাসা করিয়া কর, এ কাজে কি সুখ আছে, অমনি গান উঠিত—

সতীত্ব নাশক আমি নারকী নচ্ছার।

জ্বলে আত্মা ঘোর অগ্নি, নরক-দুর্ব্বার॥

ক্রমে ক্রমে বালক বালিকারাও কহিত, নবাব একটি গান গাও দেখি? অমনি গান উঠিত।

সতীত্ব নাশক আমি নারকী নচ্ছার।

জ্বলে আত্মা, ঘোর অগ্নি, নরক দুর্ব্বার॥

আমার পাঠক পাঠিকার মধ্যে যদি কেহ এ গান শুনিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি বিল্বগ্রামে গিয়া শুনিয়া আসিবেন, গান হইতেছে।

সতীত্ব নাশক আমি নারকী নচ্ছার।

জ্বলে আত্মা, ঘোর অগ্নি! নরক দুর্ব্বার!!!

সম্পূর্ণ

বিজ্ঞাপন।

ব্রজনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রণীত—

পুস্তক সকল সোমপ্রকাশ ও সংস্কৃত ডিপোজিটারিতে ক্যানিং লাইব্রেরিতে, চীনাবাজার পদ্মচন্দ্র নাথের দোকানে, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের লাইব্রেরিতে, কলিকাতা নর্ম্ম্যালস্কুলে, হুগলি ও বর্দ্ধমানে পাওয়া যায়।

সরোজ-বাসিনী ১৲ এক টাকা, কনক-নলিনী ১৲, তরুণ-তাপসী ১৲, প্রণয়-কানন ১৷৷০, সীতা-নির্ব্বাসন ৷৵০, সংক্ষিপ্ত ভূগোল-সূত্র ৵০ আনা।

এই সকল নভেল অতি সুললিত, হৃদয়গ্রাহী, অনন্ত আনন্দপ্রদ, ইহারা স্ত্রীজাতিকে সতীধর্ম্ম এবং পতি ভক্তি শিক্ষা দিতে বিশেষ পারদর্শিনী; যেমন কেন, মুখরা দুর্ব্বৃত্তা, অনভিজ্ঞা, দুর্ম্মতি রমণী হউননা, ইহার পাঠে অথবা শ্রবণে অনেকাংশে স্বামী পরায়ণা হইবেনই হইবেন। কারণ ইহা দুর্ব্বৃত্তার মহৌষধ স্বরূপ; করুণ রস এবং ধর্ম্মভাব পূর্ণ; সুতরাং প্রত্যেক যুবক যুবতীর বিশেষ আদরের ধন, পাঠকাল স্থানে স্থানে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়। **সীতা-নির্ব্বাসন,** বাল্মীকির সর্ব্বস্বধন, করুণরসের উৎস, সতীত্বের শ্বেতপদ্ম, ভ্রাতৃপ্রেমের কোহিনুর, পিতৃ মাতৃ ভক্তির স্পর্শমণি; এবং মুমুক্ষুর পরম ধন। ইহাতে সুখ মোক্ষ উভয়ই আছে। যখন যেখানেই পাঠ করুন, কখনই নয়নবারি সম্বরণ করিতে পারিবেন না। ইহাকে একটু অভিনবভাবে লেখা হইয়াছে। অনুরোধ; একবার পাঠ করুন। সময় কখনই বৃথা নষ্ট হইবে না।

কলির অবতার—(হাস্যরসোদ্দীপক প্রহসন) মূল্য ।০ আনা। পাঠকালে হাসির চোটে নাড়ীতে বেদনা ধরে।

পণ্ডিত

শ্রীব্রজনাথ ভট্টাচার্য্য।

কলিকাতা নর্ম্ম্যালস্কুল।